পরিতাপের বিষয় এই যে ত্রতাযুগ গত হইয়া কলিযুগোৎপত্তি হইয়াছে। তাহা কি তিনি এক কালেই বিস্মৃত হইয়াছেন? হায়! হায়! জীবের ভ্রান্তি বল প্রবল হইলে অনর্গল মুখহইতে কত যে নির্গত হয় তাহার কিছুই পরিশেষ করা যায় না।

আর এ রূপ পত্র খানিকে পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দানে মিহিরোদয় মহাশয়কেই বা আর কি বলিব, কেবল, "কপাল গুণেই গোপাল যুটিয়াছে"।

যাহা হউক, অধুনা উক্ত জনার ভ্রান্তি নাশ জন্য নিম্ন লিখিত কএকটি পদ্য ছন্দে তাহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অরুণ তরুণ অতি কিবা শোভা তায়।
হেরিলে নয়ন তারা সারা হয়ে যায়॥
সুবর্ণের বর্ণ তাহে কলঙ্ক রহিত।
ইহার উদয়ে দেখ সবে পুলকিত॥
মিহিরের দুষ্ট তাপে জ্বর ২ ভবে।
অরুণ কেমন তাহা তুমি কি জানিবে?

অরুণ সামান্য কভু মনে করিও না।
জগৎ দুর্লভ বস্তু ভাবিয়া দেখ না॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সব আশা যার করে।
সামান্য জনেতে তার কি করিতে পারে॥
বামন হইয়া মনে চন্দ্রে হাত দিবে।
অরুণ কেমন তাহা তুমি কি জানিবে?

পণ্ডিতের যত্ন জানে পণ্ডিতে যেমন।
সামান্য জনে কি তাহা সম্ভবে তেমন॥
শুনেছি ভাষা কথায় কহে সকলেতে।
বানরে পাইলে রত্ন যত্ন কি করিবে।
অরুণ কেমন তাহা তুমি কি জানিবে?

মিহিরের ভাব ভক্তি জানিয়াছে সবে।
তুমি কি ঢাকিলে বাপু ঢাকা আর রবে॥
শিশুদের মত সদা কোন্দলে যেমন।
আসল কার্য্যেতে কভু না দেখি তেমন॥
তাইতে ভুলেছ বুঝি বোধ হয় ভাবে।
অরুণ কেমন তাহা তুমি কি জানিবে?

পরোপকারি আরও পরহিতে রত।
অরুণের এই গুণ সর্ব্বত্র বিদিত॥
শিশুদের মত কার্য্য তারে কি সম্ভবে।
বাতুলি করেছ তুমি দেখ মনে ভেবে॥
পুনঃ বাড়াবাড়ি হলে প্রতিফল পাবে।
অরুণ কেমন তাহা তুমি কি জানিবে?

শ্রী সিদ্ধেশ্বর দাস ঘোষষ্য।

মুখ্যাইয়া দিতে প্রায় কিছুই ত্রুটি করেন নাই রাখি...

পাক্ষিক সংবাদ।

— এতদ্দেশীয় সুবিখ্যাত কবি দাশরথী রায় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। গীতাদি রচনায় তাঁহার কিপর্য্যন্ত অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আমাদের পাঠকবর্গের অনেকেই তাহা জ্ঞাত আছেন। আমরা ভরসা করি দাশরথীর গীত সকল কোন বিদ্যানুরাগি ব্যক্তিদ্বারা একত্রে সংগৃহীত হইবে।

— ফ্রী চর্চ্চসংক্রান্ত এক ইংরাজী এবং এক বাঙ্গলা বিদ্যালয় গুপ্তপাড়া গ্রামে গত মাসের ২১ তারিখে সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়দ্বয় গুপ্তপল্লীস্থ ভদ্র কুলোদ্ভব কতিপয় মহোদয়ের বিশেষতঃ বিশেষ উদ্যোগে শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সেন মহাশয়ের অসমান্য বিদ্যানুরাগ ও বদান্যতা সহকারে স্থাপিত হইয়াছে। জগদীশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে ঐ দুই বিদ্যালয় চিরস্থায়িনী হইয়া গুপ্তপল্লী এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ বালকবৃন্দের ঐহিক এবং পারত্রিক জ্ঞানোপার্জ্জনের পন্থা স্বরূপ হয়।

— রামচরণ মুখোপাধ্যায়নামক কালনার ফ্রী চর্চ্চ মিশন-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর জনেক ছাত্র সম্প্রতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

— রণ ভূমিহইতে কোন বিশেষ সমাচার আইসে নাই, বোধ হয় স্থানে২ ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, কিন্তু বিদ্রোহিরা শীঘ্র পরাভূত হইবে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

— ইংলণ্ডহইতে প্রায় প্রত্যহ অনেক গোরা সৈন্য আসিতেছে।

— নানা সাহেব সম্প্রতি এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

— জনরব হইয়াছে জেনরল হেবলক্ এবং আউটরাম সাহেবানেরা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

— শুনা যাইতেছে যে এক সংগ্রামে ইংরেজের ৫০ জন সেনাধ্যক্ষ এবং এক সহস্র সামান্য গোরা কাটা পড়িয়াছে, কিন্তু বোধ হয় বিদ্রোহিদের মধ্যে ততোধিক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

— পূর্ব্বে নেপাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর ইংরেজদিগকে চারি সহস্র গুরখা সেনা প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আরো তিন সহস্র দিয়াছেন।

... এবং এ ভ্রান্তরু... করেন, পীড়িত ...র প্রা... সেনাদলের ৫০০ ... এইপ্রকার চিন্তা করিয়পূর্বে বাস করিতেছে।

... মেজর ইংলিস রামগড়ের দিগকে পরাজয় করেন এবং তাম্র লিখিত বস্তু সকল কাড়িয়া নগদ টাকা, এক সিন্দুক আফিম, ...র তোপ, ২০৪ বন্দুক, ৬০ টা বর্গপ্রভৃতি।

— আসনাপতি সম্প্রতি শহরঘাটির ...সমভিব্যাহারে যাইতেছিলেন কতকগুলিন বিদ্রোহি সিপাহিদের ...হইল। প্রধান সেনাপতিকে ...ন করিতে হইল যেহেতুক তাঁহার লোক ছিল।

— শ্রী ভিক্টোরিয়ার বড় কন্যার ...রাজপুত্রের শুভ বিবাহের আ...

— ফ্রান্স লুই নেপোলিয়ান এবং রুসিয় আলেকজন্দর টটগার্ড নামক নহইয়া সদালাপ করিবেন; তাঁয় কথাবার্ত্তা করিবেন বলা যায়

— কাণ্যোরা সৈন্য অযোধ্যায় যাত্রা করিয়ায়ালিয়ারের বিদ্রোহি সেনাদল দলভুক্ত হইয়াছে; অযোধ্যায় সংগ্রাম হইবে সন্দেহ নাই।

— কর্ণজ্জ নিকটে দানাপুরের বিদ্রোহি ...তি করনেল পাউএলের এক যুদ্ধ দানাপুরের সিপাহিরা পরাস্ত হয় পাউএল যুদ্ধে কাটা পড়েন।

— নারি...স হাউসে দুই জন প্রজ্জলিত প্রবেশ করে, তাহাতে গ্যাস জ্বলি ঐ দুই ব্যক্তি দগ্ধ হইয়া প্রাণ...

— "স্ত্রী শিক্ষা-বিধান" নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাবু দ্বারকানাথ রায়কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ঐ পুস্তক দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম; হায়! স্ত্রী শিক্ষা অভাবে আমাদের দেশের কি অমঙ্গল না ঘটিতেছে।

ধর্ম্মোপদেশ।

"মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায় তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের মূল্য রূপে বা কি দিতে পারে"। মথি ১৬॥ ২৬।

পরকালে আমাদের কি দশা হইবে, এই বিষয় চিন্তা করা আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক; কিন্তু এই প্রশ্নের আন্দোলন পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে। যাহারা আপনং আত্মার পরিত্রাণকে জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম বলিয়া দেখে এমত পরিত্রাণেচ্ছু লোকের সংখ্যা কত অল্প! হে ভ্রাতঃ তুমি এই কয়েক পংক্তি পাঠ করিতেছ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ কর; বল দেখি তুমি কি কখন আপন পরিত্রাণের বিষয় চিন্তা করিয়া থাক? এবং পরিত্রাণ প্রাপ্তির নিরূপিত উপায় কি অবলম্বন করিয়াছ? ও পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় কি কর্ম্ম করিতেছ? আমি পরিত্রাণ পাইবার জন্যে কি করিব কি করিতেছি ও কি করিতে পারি ইহা বলিয়া কি কখন আপনাকে পরীক্ষা করিয়া থাক? যদি তাহা কর তবে পশ্চাল্লিখিত উক্ত সকলদ্বারা আপন অন্তঃকরণের নিগূঢ় ভাব প্রকাশ কর।

আমি শুদ্ধ শরীরধারি জীব নহি আমার শরীরের মধ্যে অমর আত্মা বাস করে সেই অমর আত্মা কখন মরে না, অনন্তকালীন স্বর্গের সুখে অথবা অনন্তকালীয় নরকানলে ... আত্মা চির কাল বাঁচিবে। আমার শরীরদ্বারা যে প্রকার সুখ দুঃখের অনুভব হয়, তদপেক্ষা অসংখ্য পরিমাণে ও অনন্তমেয় রাশিতে আমার অমর আত্মা সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে। যে কয়েক বৎসর আমাকে এই পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতে হইবে তাহাতে আমি দরিদ্রতাতেই মগ্ন হইয়া থাকি, অথবা ধনরাশী প্রাপ্ত হইয়া মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক চিত্তের স্ফূর্ত্তি দেখাই ও যথেষ্ট ভোজন পান করতঃ আয়াস করি তাহাতে কিছু আইসে যায় না; দরিদ্র হওয়া বা ধনি হওয়া সামান্য কথা; লোকেরা আমাকে সম্মান করুক বা ঘৃণা করুক, সে বিষয়েও আমি অধিক চিন্তিত নহি, পার্থিব যশেতে আমার লালশা নাই, আমি এই পৃথিবীতে চির রোগী হইয়া দুঃখে ও আত্মস্বরে কাল যাপন করি, বা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত সুখে থাকি; সুখেই হউক বা দুঃখেই হউক, সে বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন নহি; আমার অমর আত্মার পরিত্রাণ কিসে হইবে, এই আমার প্রধান উদ্দেশ্য; আত্মার সহিত শরীরের তুলনা করিতে গেলে শরীরকে তাচ্ছল্য করণোপযুক্ত বস্তুর মধ্যে গণনা করিতে হয়। মৃত্যু নিশ্চয় আসিবে তাহা সন্নিকট; মৃত্যুর দিন ঘুনাইয়া আসিতেছে; জন্মিলে মরণ আছে এড়াইবার নয়; ধূলার শরীর ধূলায় মিশাইয়া যাইবে; আমার জীবনরহিত শবের প্রতি এই কথা উচ্চারণ করা যাইবে "মৃত্তিকাতে লীন হও, পাঁশ পাঁশেতে, ও ধূলা ধূলাতে যাউক্"। মৃত্যুর কালে, যদি আমি বলিতে পারি যে সমস্ত পৃথিবীই আমার, তাহাতে আমার কি উপকার হইবে? পার্থিব অধিক অধিকারে কি সান্ত্বনা দিতে পারে। হে আমার মন চিন্তা সাগরে মগ্ন হও সততই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধ্যান কর। আমার অমর আত্মা চির সুখী হইয়া স্বর্গে বাস করিবে, না চির দুঃখী হইয়া নরকে বাস করিবে পবিত্র দূতগণের এবং পবিত্রীকৃত মনুষ্যগণের সমভিব্যাহারে ঈশ্বরের সিংহাসন বেষ্টন করতঃ

তাঁহার গুণসংকীর্ত্তন করিবে না শয়তান ও পাপাত্মাসমূহের সমভিব্যাহারে ক্রন্দন ও বিলাপ দন্তের ঘর্ষণকরত যে স্থানের অগ্নি কখন নির্ব্বাণ হয় না ও যে স্থানের কীট কখন মরে না সেই নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া হাহাকার করিবে। এই প্রশ্নই আমার পক্ষে মুখ্য প্রশ্নই এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করাই আমার পক্ষে লাভজনক। আগামী কোপ হইতে পলায়ন করা এবং দীপ্তির সন্তানদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই পবিত্রীকৃত লোকদের সহিত চিরকাল বাসকরা, এই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কোন কালের বিষয় আমি অধিক চিন্তা করিয়া থাকি ইহকাল না পরকাল? কোন জন্মের জন্যে আমি অধিক আয়োজন করিয়া থাকি, এই পার্থিব জন্ম না পরমার্থিক ও স্বর্গীয় জন্ম? "কি খাইব ও কি পান করিব ও কি পরিধান করিব" ইহা বলিয়া কি সর্ব্বদাই চিন্তা করি না? কিন্তু "পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমি কি করিব ইহা বলিয়া কি কখন গম্ভীর মনে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করি যদি অমর আত্মার বিষয়ে চিন্তা না করি তবে আমার অবস্থা মন্দ ও আমার বিপদ ভয়ানক, কিন্তু যদি করি তবে আমার পক্ষে মঙ্গল হইবে, কেননা শাস্ত্রে লিপি আছে যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রিত তাহারা কোন দণ্ডের পাত্র হয় না।"

বঙ্গীয় উপকথা।

ভীরু ভূপতির বিষয়।

পরে চোরেরা অকস্মাৎ ঐ বৃদ্ধাকে বনমধ্যে অবলোকন করিয়া এক প্রকার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন প্রায় চিন্তিত হওত পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে নীতি বিশারদেরা কহিয়াছেন, যে নদী, নখী, শৃঙ্গী, শস্ত্রপাণি, রাজকুল, এবং স্ত্রী জাতিতে বিশ্বাস রাখা নিতান্ত অনুচিত, কারণ ইহারা কখনং শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে, এবং কখনং বিজাতীয় ভীষণ মূর্ত্তিও ধরে, এখন এই স্ত্রী একে বৃদ্ধা, তাহাতে আবার অতি বিবাদ প্রিয়া, কারণ পুত্রবধূর সহিত বিবাদ করিয়া মরণ ইচ্ছা করিতেছেন, এ অবশ্য কখন না হয় কখন অসন্তোষ অবশ্যই হইবে, কোন মত প্রকারেই স্থির থাকিতে পারিবে না, সুতরাং যদি কোন কারণ বশতঃ বন ত্যাগ করে, আর আমাদের সমস্ত বল বৃত্তান্ত লোক গোচর করে, তবে বজ্রপাতের ন্যায় হঠাৎ আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, ইত্যাকার পর্য্যালোচনানন্তর বুড়ীকে প্রাণে বধ করাই বিধেয় ইহা স্থির করিল। অনন্তর বুড়ীকে মারিতে হইল, যখন সে বিশেষরূপে অবগত হইল, তখন ঐ স্ত্রী অশ্রুপূর্ণা নয়ন হইয়া রোদন করিতেং চোরগণের চরণ তলে পতিতা হইয়া করপুটে ইত্যাকারে সানুনয় বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, যথা, হে আমার প্রতিপালকগণ! আমি যদিও মরণ প্রত্যাশায় এই বিপিনমধ্যে সমাগতা হইয়াছি বটে, তথাপি, রাক্ষসের পরিবর্ত্তে অথবা প্রাণ নাশকের পরিবর্ত্তে আমি প্রাণরক্ষকগণ বরং প্রতিপালকগণ এ স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি, আর হে পুত্রগণ! তোমাদের সীমন্তিনীরাও আমাকে আত্মহত্যাহইতে নিবারণ করিয়া আমাকে অভয়দান দিয়াছেন আর দেখ আমার এ ত্রিসংসারে আর কেহই নাই, তোমরাই আমার পুত্র, আর এই চার্ব্বঙ্গনাগণই আমার কন্যা ভিন্ন আর কেহ নাই, বিশেষ আমি তোমাদের আশ্রয়ে অধিবসতি করিতেছি নীতিজ্ঞেরা আশ্রয়ীকে নষ্ট করিতে বিশেষ নিষেধ করিয়াছেন, আর দেখ, আশ্রয়ী, অতিথির ন্যায় অবধ্য হয়, সুতরাং আমাকে প্রাণে বধ করিও না, দেখ, তোমাদের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল, আর তোমাদের অমঙ্গলেই আমার অমঙ্গল, সুতরাং আমাহইতে যে অমঙ্গল প্রত্যাশা করিতেছ তাহা ত্যাগ কর কারণ আমি তোমাদের সহিত মরণপর্য্যন্তও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, ইত্যাকার প্ররোচনা বাক্য শুনিয়া চোর স্ত্রীরা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া স্বং পতিকে বুড়ীর প্রাণরক্ষা জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, পরে চোরেরা স্ত্রীদিগের অনুরোধে বৃদ্ধার প্রাণরক্ষা করিল, আর বলিল, না বুড়ী, তোমাকে নষ্ট করিতে আমাদের অভিপ্রায় নহে কেবল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, যে তুমি যথার্থ আমাদিগকে ভাল বাস কি না ইত্যাদি বাক্য ব্যয় করিয়া কহিল, যে তুমি আমাদের বাটীর কর্ত্রী হইয়া সুখে কালযাপন কর। আর ভয় করিও না, পরে কহিল, যে তুমি আমাদের এক পত্র লইয়া কলিঙ্গরাজকে দিতে পার? বুড়ী তৎক্ষণাৎ কহিল যে হে পুত্রগণ, একি সামান্য কর্ম্ম, তোমাদের জন্যে প্রাণদিতে প্রস্তুত আছি, অনন্তর চোরেরা বুড়ীকে এইরূপ শিক্ষাদিতে লাগিল, যে যদি তোমাকে গ্রামবাসি লোকেরা বা রাজপরিবারেরা কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তবে তুমি বলিও যে হেরম্বা রাক্ষসীর বংশ প্রায় একশত ভীষণ মূর্ত্তিধারি রাক্ষস রাক্ষসী এই বন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, আমি তাহাদের ... ইত্যাদি রূপ শিক্ষাদিয়া এক পত্র লিখিল, যথা ও রে কলিঙ্গভূপতে! তোর প্রতি রাক্ষস রাজের এই আজ্ঞা হইল, যে যদি প্রত্যেক মাসের প্রথম দিবসে রাক্ষস রাজের জন্যে, অশ্ব, গজ, মহাঙ্গল, ছাগ, মেষ, মহিষ, তণ্ডুল, তৈল, হৈয়ঙ্গবীন, চিনি, দুগ্ধ, আর নানা প্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি না দিবি, তবে অচিরাৎ তোর রাজ্য সমূলে নষ্ট করাইবে, কলিঙ্গ ভূপতি ইত্যাকার পত্রপাঠ করিয়া চিন্তায় অভিভূত হইলেন, পরে চৈতন্যোদয় হইলে, আপন প্রধান মন্ত্রিকে, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে, ও গ্রামবাসি বিশেষং ভদ্র লোকদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক পত্র পাঠকরিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, আর ভেবে সকলেই একপ্রকার হতজ্ঞান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে পরামর্শদ্বারা রাক্ষস রাজের প্রার্থনানুসারে প্রদান করা স্থিরীকৃত হইল। কারণ প্রাণরক্ষার উপায় আর নাই, সুতরাং কালিঙ্গরাজ আপন মন্ত্রিকে রাক্ষস রাজের পত্রের উত্তর দিতে আজ্ঞা করিলেন, সুধীবর রাজ আজ্ঞানুসারে এইরূপ পত্র লিখিলেন, যথা, হে নিশাচরপতি! মহাশয় আপনার চরণ সমীপে কলিঙ্গরাজের কোটিং প্রণাম জানিবেন, পরে মহাশয় যে প্রকার আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবে না, বরং প্রত্যেক মাসের প্রথম দিবসে বনসমীপে কদম্বরক্ষ মূলে সমস্ত সামগ্রী প্রেরণ করিব, এই নির্ব্বন্ধ পত্র মহাশয়কে লিখিলাম, যদি ইহার অন্যথা হয়, তবে মহাশয়ের যাহা ইচ্ছা তাহা করিবেন।

(ইহার পরিশেষ আগামি পত্রে শেষ হইবে।)

চন্দ্রমুখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাম। আর বাবু! প্রাপ্তির কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, এখন আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৌরব নাই, প্রায় সকলেই নাস্তিক হইয়া উঠিল। এক গাড়ু আর পাঁচ টাকা নগদ পাইয়াছি।

যুবা। কতগুলি পণ্ডিতের সমারোহ হইয়াছিল এবং প্রধান বিদায় কি হইল?

রাম। প্রায় এক শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভাস্থ হইয়াছিলেন, আর বিস্তর দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু মুখোপাধ্যায় একটা মনস্তাপ হেতু মাতার উদ্দেশে শৃঙ্খলাপূর্ব্বক ব্যয়াদি করিতে পারিলেন না। প্রধান বিদায় এক পিত্তলের ঘড়া ও এক স্বর্ণ মুদ্রা মাত্র হইল, তাহা নবদ্বীপের মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়রত্ন পাইলেন।

যুবা। আপনি কহিলেন যে পণ্ডিতদের এখন তাদৃশ সম্মান নাই, আর প্রায় সকলেই নাস্তিক হইতেছে। ইহা শ্রবণে আমি আশ্চর্য্য হই না, কারণ বিদ্যালঙ্কার ও বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা দেশের কি উপকার করিতেছেন, শ্রাদ্ধ কি অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাদের যে কিছু দান করা যায় সে কেবল অপব্যয় মাত্র?

রামতনুর লোচন দ্বয় রক্তবর্ণ হইল, ও স্বাভাবিক বর্ত্তুলতা হেতু কম্পিত কলেবর হইয়া অতি কষ্টে তর্জ্জন গর্জ্জন পুরঃসর অনেক কর্কশ বাক্য বলিতে লাগিলেন।

যুবা কহিল আপনার এখন ক্রোধ বশতঃ আমি কিছু প্রত্যুত্তর করিতে চাহি না, কিন্তু যাহা বলিয়াছি তাহা অনায়াসে সপ্রমাণ করিতে পারি। শাস্ত্র ব্যবসায়িরা অপামর সাধারণকে কেবল অন্ধকার কূপে নিমগ্ন রাখেন, আপনাদের প্রভুত্ব ও দেবত্ব চিরস্থায়ী করিতে সাতিশয় যত্নবান হয়েন, আর তাঁহারা অনেকানেক ঘটনা বিষয় প্রায় কিছুই জানেন না। তাঁহারা অত্যন্ত অর্থপ্রয়াসী ও অভিমানে পূর্ণ, তাঁহাদের প্রতি যে ব্যয়াদি হয় তাহা অন্য কোন ব্যাপারে ব্যয় করিলে অধিক মঙ্গল হইতে পারে।

রাম তনু অগ্নিপ্রায় হইলেন ও বর্ত্তুলতাপ্রযুক্ত [illegible] ক্লেশ পাইলেন। পরে যজ্ঞসূত্র হইতে একটি দণ্ডি লইয়া ছিন্ন বিছিন্ন করতঃ তিনি ঐ তরুণকে কায়মনোচিত্তে শাপ দিলেন এবং বলিলেন হে পানাসক্ত ইংরাজ-ব্যবহারান্বিত ইয়ং বেঙ্গাল তুমি অতি পাপিষ্ঠ অতএব যদ্যপি কোন প্রায়শ্চিত্ত না কর তবে নিতান্তই ব্রহ্ম কোপানলে দগ্ধ হইবে।

তরুণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন মহাশয়ের মুখ হইতে অবিলম্বেই বহ্নি নির্গত হইবে অতএব ভস্ম হইবার পূর্ব্বেই ক্ষমা চাহি! ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি কোপ দৃষ্টি করিয়া প্রস্থানকরিলেন।

১৬ অধ্যায়।

দিনমণির অস্তহওনের অনতি বিলম্বে নবকুমার মুখোপাধ্যায় এক অতি সুদৃশ্য ভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ প্রাসাদ সুকুসুম ও উত্তম ফল বৃক্ষাদিতে সুশোভিত ও অতি রমণীয়। ঐ পুষ্পবাটিকাতে প্রবেশ মাত্র কএক জন অতি সভ্য, সুদৃশ্য, ও সুশীল তরুণ শিষ্য তাহাকে অতি সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। ধর্ম্মভ্রাতাদের মধ্যে কেহং আগত যুবার সহিত পরিচিত ছিলেন সুতরাং ভূমিকা ব্যতীত তাহারা তাহার আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। নবকুমার বলিলেন হে বন্ধুগণ! আমিও তোমাদের ন্যায় সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ হইতে মানস করিয়াছি, এবং ঈশ্বরানুগ্রহে অবিলম্বেই জলসংস্কারিত হইব।

শিষ্য সম্প্রদায় পরমাহ্লাদিত হইয়া তাহাকে প্রেমকর প্রদান পুরঃসর সুপণ্ডিত, সুশীল, ও পরম ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে লইয়া গেলেন। ঐ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি প্রাসাদের উপরিভাগে বসিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার কীর্ত্তি দর্শনানন্তর তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমা ধ্যান করিতেছিলেন, তাহাতে তরুণগণ নিকটে আসিলে বলিলেন কহ কহ শিষ্যগণ কি সমাচার।

তাহারা প্রত্যুত্তর করিল মহাশয় এই ভদ্র সন্তান প্রভুর নামে জল সংস্কার যাজ্ঞা করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তদগদ চিত্তে বলিলেন "এক জন পাপি ব্যক্তি মন ফিরাইলে স্বর্গ দূতগণ আনন্দ করেন"।

পরে গগনমণ্ডলের প্রতি বাহুদ্বয় উত্তোলন করতঃ কায়মনোচিত্তে তিনি অভিলষিত যুবার নিমিত্তে ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন।

নবকুমার শিষ্যালয়ে এক সপ্তাহ বাস করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে শিক্ষিত ও পরীক্ষিত হইলেন। পরে এক বিশ্রামবারে মণ্ডলীর প্রচারক শ্রীযুত পাদরি হরিমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মার উদ্দেশে জল সংস্কার গ্রহণ করিলেন। ঐ ধর্ম্মকার্য্য দর্শনার্থে মণ্ডলীস্থ ভ্রাতৃ ভগ্নী ব্যতীত আরও অনেকানেক হিন্দুরেও গমন করিয়াছিলেন এবং সকলেই প্রচ-

#1629. FOLIOS ARE TOO MUCH BRITTLE, FILMING IS NOT POSSIBLE.

রকের অপূর্ব্ব চতুরতা ও ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলেন আর নব শিষ্যের ব্যবহারও তাঁহাদের প্রশংসনীয় বোধ হইল।

জ্যেষ্ঠ। ধর্ম্ম বিষয়ে যে পূর্ব্বকালাবধি ভিন্ন২ মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন, আর ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বও যে মানবশক্তির অতীত সেও অতি যথার্থ, কিন্তু এই শেষ যুগে মনুষ্যের অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইলে পরমেশ্বর আপনি ত্রাণোপায় স্থির করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন। অতএব এখন আর মুনিদের মতে কোন প্রয়োজন নাই, ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্যই মান্য করা প্রাণী মাত্রের কর্ত্তব্য। আর যে মুক্তি বিষয় খ্রীষ্টীয়ান শাস্ত্রে কথিত আছে তাহার কারণ ঈশ্বরের দয়া সখা।

" ইত্থং জগৎ স্তিতান্ লোকান্ দয়ানঞ্চক্রে পরেশ্বর।
যৎ তৎকৃতে সুতং স্বীয়মদ্বিতীয়ং স দত্তবান॥
ততো যঃ কোঽপি তং সুনুং বিশ্বাসেন সমাশ্রয়েৎ।
স নাশং নব্রজেৎ কিন্তু প্রাপ্নুয়াৎ নিত্যজীবনম্॥"

ভাষা।

পরমেশ্বর জগতীস্থ লোকেরদের প্রতি এমত দয়া করিলেন যে আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে তাঁহারদের নিমিত্তে উৎসর্গ করিলেন। অতএব যে কেহ তাঁহার সেই পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করিবেক সে কখন নষ্ট হইবেক না বরং নিত্য জীবন প্রাপ্ত হইবে।

বৃদ্ধ। এ বচন কোথা পাইলে?

জ্যে। এ বাইবেলের বচন।

বৃদ্ধ। ঐ পুস্তক কি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে?

জ্যে। হাঁ, তাহার কএক অংশ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ হইয়াছে।

বৃদ্ধ। ঈশ্বরের সাকার হওয়া সম্ভব, ও তিনি যে মনুষ্য অবতার হইয়া পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন এও বিশ্বাস্য, কিন্তু ঐ শুভ কার্য্য দর্শন করিতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম সভা ভাঙ্গিবার অনতি বিলম্বে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বাবু ব্যাপারটা কি তোমাদের ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা তো অতি সভ্য ও অনেকে সুপণ্ডিত ও সত্য পরায়ণও বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমরা পৈতৃক স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি নিমিত্তে যবন সমাচ্ছন্ন হও?

জ্যে। মহাশয় স্বচক্ষে দেখিলেন আমরা কি প্রকারে ঈশ্বরারাধনা করি আর পৈতৃক ধর্ম্মে যদি ত্রাণোপায় থাকিত তবে আমরা কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতাম না। কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানিয়াছি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ব্যতীত অন্য কেহই পাপহইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয়েন না।

বৃদ্ধ। তুমিতো অতি ভদ্র সন্তান ও নিতান্ত অল্পবয়স্ক নও ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব কি কেহ বুঝিতে পারে, তবে পূর্ব্বাপর যেরূপ হইয়া আসিতেছে তাহাই মান্য করা কর্ত্তব্য যথা।

" বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

অর্থ গ্রহণ করেছ?

" বেদ আর স্মৃতি শাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্ম তত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন॥"

যীশুই যে প্রকৃত অবতার ইহার প্রমাণ কি আমাদের শাস্ত্রে দশ অবতার বিষয় কথিত আছে, তাঁহাদের নয় জন স্বীয়২ লীলা প্রকাশ করিয়া এজগৎহইতে প্রস্থান করিয়াছেন। যীশুতো আধুনিক তাঁহার নামমাত্র পূর্ব্বকালে এদেশে উল্লেখ ছিল না।

জ্যে। যীশুকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জানিতেন না বটে কিন্তু তিনি বাস্তবিক আধুনিক নহেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত, ও তিনি চিরজীবী, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রতিপালনকর্ত্তা, ও শাসনকর্ত্তা, এবং শেষ যুগে মনুষ্য দেহ ধারণকরত পরিত্রাতা হইলেন। অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য ও ভবিষ্যদ্বাক্য-দ্বারা তিনি আপন ঈশ্বরত্ব সপ্রমাণ করিলেন। আর তাঁহার অবতীর্ণ হইবার বহুকাল পূর্ব্বে যিহুদি দেশস্থ অনেক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাঁহার জীবন চরিত্র বিষয় ভবিষ্যদ্বচন লিখিয়াছিলেন যথা।

" হে ভ২ যিহুদি দেশীয়ে পুরি রেথেল হম্ফতে।
যিহু দীনাং নহসুদু ভিং লঘুত্তেন গণনে॥
ইস্রায়েলোবিপো ভাবীঅধ্যাদ্ নিঃসরিষ্যতি।
পরন্তু পূর্ব্বতোহ প্যাসীদ নাদিশাস্য নিঃসৃতি॥"

ভাষা।

ও হে যিহুদি দেশীয় বেথেহলম্ এফ্রতপুরী! যিহুদীয় সহস্র পুরীর মধ্যে তুমি কি লঘুতমরূপে গণ্য? ইস্রায়েলের ভাবি অধিপতি তোমার মধ্যহইতে নির্গত হইবেন, পরন্তু তাঁহার নির্গমন পূর্ব্বকালাবধিই আছে ও তাহা অনাদি।

বৃদ্ধ। কোন ব্যক্তি এই ভাবি বচন কহিয়াছিলেন?

জ্যেষ্ঠ। মীখা। আর তাঁহার বিষয় ইষায় কহিয়াছিল যথা।

" আসীৎ স ক্লেশভাগ্ দুঃখী মনুষৈশ্চতিরস্কৃতঃ।
পরন্তুস্মাকমেবাসৌ দুঃখৎ সেহেন চাত্মনঃ॥
স ঈশোনাসতঃ ক্লিষ্টশ্চেত্তস্মাভিরমন্যত।
পরন্তু বস্তুতোঽসৌ ন দোষ হেতোরহন্যত॥"

ভাষা।

তিনি ক্লেশ ও দুঃখ ভোগ করত মনুষ্যদেরদ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল যন্ত্রণা আমারদের নিমিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন আপনার নিমিত্তে নহে।

আমরা মনে করিয়াছিলাম তিনি ঈশ্বরকর্ত্তৃক আহত হইলেন বস্তুতঃ তিনি আমারদের দোষ হেতু হত হইয়াছেন।

এই কএকটি বচন শ্রবণানন্তর স্থবির চমৎকৃত হইলেন, ও মনেং করিলেন যে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র নিতান্ত আধুনিক নয়। পরে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

১৭ অধ্যায়।

ফাল্গুণ মাসের এক দিন সন্ধ্যাকালে যখন ভানু বেহারনাথ পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে অদৃশ্য হইতেছিলেন ও পূর্ণ শশধরের শীতল রশ্মি শালবনের মধ্য দিয়া দৃশ্য হইতেছিল এবং দামোদরের জল নীরবে মন্দং সঞ্চরণ চুম্বন করিতেছিল, ও বকা বকী এবং রাজহংস রাজহংসী জলক্রীড়া করিতেছিল, আর যাই হংসগণ সমং শব্দচ্ছলে আকাশে উড্ডীয়মান হইতেছিল এমন সময়ে চন্দ্রমুখী একক সুলোচনা ললনা সমভিব্যাহারে পিতললকলসী কক্ষে লইয়া নদতটে উপস্থিত হইলেন। নবীনারা সলিলের অনতিদূরে ঘড়াগুলি রাখিয়া জলক্রীড়া করিতেং একটা উৎকট শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্না হইতে লাগিলেন এবং মনেং করিলেন অলিখেয়ই ঝড় ও বৃষ্টি হইবে, অতএব তাঁহারা সত্বরা হইয়া স্বং গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রমুখী সঙ্গিনী তরুণীগণকে বলিলেন কি আশ্চর্য্য আকাশে কোন মেঘ দৃষ্ট হয় না ও চন্দ্রের রশ্মিও বিবর্ণ হইতেছে না অকস্মাৎ কোথাহইতে এমন ঝড় উঠিতেছে, মাতুলের গ্রাম বড়ই অদ্ভুত আমারদের গ্রামে এমন কখনই দেখি নাই। তাহার সমভিব্যাহারিণীরা বলিল তাইতো ভাই আমরাও কখন এমন ভয়ানক শব্দ শুনি নাই, এ কিন্তু ভাই ঝড় নয়, গঙ্গাসাগরে যেমন ষ্টেটর শব্দ শুনিয়াছিলা এ তেমনি বোধ হয়।

ঐ সময় এক তরুণ বাঙ্গালি গাড়ীগণ সঙ্গে করিয়া নদতট দিয়া যাইতেছিল তাহাতে তরুণীদের তর্ক বিতর্ক শুনিয়া সে বড়ই আহ্লাদিত হইল, এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—" ঠাকুরাণীরা কেন এত ভয় করিতেছেন, ওতো ঝড়ের শব্দ নয়, কলের গাড়ি আসচে বলে অমন শুনা যাচ্চে। তেমরা যদি ঐ পাড়ের উপর শীঘ্র উঠ তবে এখনি ঐ গাড়ি দেখিবে"।

রমণীরা আস্তে ব্যস্তে ঘটগুলি চরে রাখিয়া উচ্চ ভূমিতে উঠিলেন এবং দেখিলেন একটা বৃহৎ চোঙ্গাহইতে রাশিং ধুম নির্গত হইতেছে ও এক সারি কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঘর অতি বেগে দৌড়িতেছে। ঐ ব্যাপার অবলোকন করত তাহারা অতি চমৎকৃতা হইলেন ও পরস্পর ইংরাজদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আর তাহারা অতি মৃদুস্বরে এই গীত গান করিতেং পাহাড়হইতে নামিলেন যথা।—

কি কল বানাইয়েছে ইংরাজ কোম্পানি,
কলে গাড়ি চলে আপনি সঘনি,
আর ইচ্ছা করে কলসী রেখে,
দেখে আসি কলখানি।

পরে রাখাল বলিল " ঠাকুরাণীরা যদি কাল বেলা একপরের সময়ে ঐ পাড়ের উপরে দাঁড়াও তবে কলের গাড়ি ভাল করে দেখিতে পাবা"।

তরুণীগণ বলিলেন তোমার কল্যাণ হউক, যদি অবসর পাই তবে কালই স্নানের সময়ে ঐ কল সসন্টকপে দেখিব। ভাল গোপাল ও কল কেমন করে চলে কিছু শুনেছিস, আমরা তো খান বার চন্দ কাঠের ঘর আর একটি লোহার গাড়িহইতে ধোঁয়া উঠিতে দেখিলাম, আর এমনও দ্রুত চলতে বাবা কি অদ্ভুত ব্যাপার, বোধ হইল অনেক লোক ঐ সকল ঘরে আছে।

গো। কি জানি দিদি ঠাকুরুণ ইংরেজের মনমুষ কি বুঝিতে পারি, শুনেছি যে জল আর আগুনেতেই কল চলে, আর এমন শীঘ্র যায় যে এক দিনের পথ এক ঘণ্টার মারে, রাস্তা সায় হলে কলিকাতার লোক এক দিনে কাশী মেতে পারিবে।

চন্দ্রমুখী। ভাল গোপাল তুমি কোন মেয়া মানুষকে ঐ গাড়িতে চড়িতে দেখেছ?

গো। ইংরাজদের মেয়েরাইতো ঐ গাড়িতে চড়ে, আর শুনেছি দুই বাঙ্গালির মেয়েও কখন২ চড়ে, ও দিনে এক খ্রীষ্টান বাবু সপরিবারে বর্দ্ধমানে এসেছিল, আর সে রোজ বর্দ্ধমানে বড়ই সমারোহ হইয়াছিল?

চন্দ্র। সে দিন কেন এত সমারোহ হইয়াছিল, সে দিনে না কি মহারাজা অধিক টাকা খরচ করিয়াছিলেন।

গো। সে দিন রেইল-রোড প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, গবর্নর সাহেবের আসিবার কথা ছিল কিন্তু তিনি আইসেন নাই, সে দিন প্রায় চারি পাঁচ শত কলিকাতাওয়ালা সাহেব মেম ও বাবু ভেরেরা এসেছিল। কই রাজার খরচের কথাতো কিছুই শুনি নাই।

চন্দ্র। ও সকল লোকের খাওয়া দাওয়ার কি হইল, ওরা কি সেই দিনেই ফিরে গেল?

গো। দিদি ঠাকুরুণ কড়ি থাকলে খাওয়ার ভাবনা কি, " অড়িতে বাঘের চোখ মিলে, অড়িতে হয় যুড়ার বিয়ে" রেইল রোড কোম্পানি ঐ সকল লোকের জন্যে বড় খানা তইয়ার করেছিল, ও দিন তাদের দশ হাজার টাকা খরচ হয় আর এমন সুন্দর সজ্জাও করেছেল। রেইলওয়ে ষ্টেসন ঘরের সমুখে ডাল পাতা ও ফুল দিয়ে একটা বড় উচু ফটক করেছেল যার ভিতর দিয়ে গাড়ি এলো আর যে ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা অতি সুন্দর নিকুঞ্জও করেছেল যার মধ্য দিয়ে কলিকাতাওয়ালারা তাতে খানা খেতে গেলে। আর এত লোকেরও ভিড় হইয়াছিল বাপ রে বাপ আর মহারাজাই বা কি সুন্দর পোশাক পরেছিল।

চন্দ্র। গোপাল তুমি কাল আমাদের বাড়ি প্রসাদ পাইও?

গো। যে আজ্ঞা দিদি ঠাকুরুণ, প্রাত প্রণাম হই।

পরে রাখাল নিম্নে লিখিত গীত গান করিতেং অন্য পথে চলিল।

" কি কল বানালে ইংরাজ আগুনে,
গাড়ি চলিয়াছে সঘনে কি গুণে,
আমরা চলি সদাই পাগুনে নির্গুণে॥
সারি সারি গাড়ি ঘোড়া, নাহি তায় ঘোড়া,
কলে দিতেছে মোড়া॥
তাতে যাইছে বেগে, পবন আগে,
বিনা দিনের পথ এক দিনে॥"

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালু-নায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের " তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্ট্ সোসাইটির কার-) শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য ৵ আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১১) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়

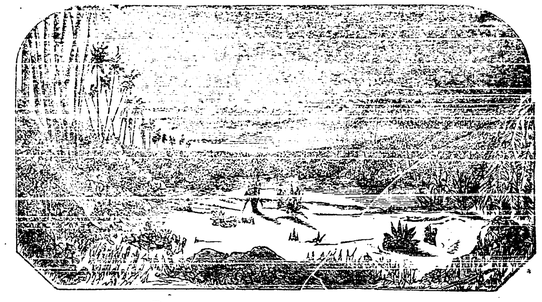

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সন্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১॥ ১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, মঙ্গলবার ইং ১ ডিসেম্বর ১৮৫৭। বাং ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৬৪। [৯ সংখ্যা।

পাক্ষিক সংবাদ।

— ভবানীপুরের ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার দাস ইংরাজী ভাষায় ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ক এক খানি প্রবন্ধ সম্প্রতি পাঠ করেন: সেই প্রবন্ধ অধ্যয়ন করিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে আশ্চর্য্য ধর্ম্ম অবশ্যই বলিতে হইবে; তাহাতে পাপ নাই পুণ্যও নাই; কেবল এক পরমেশ্বর আছেন, কিন্তু সেই পরমেশ্বর শাস্তি দেন না এবং পুরস্কারও দেন না, তিনি কেবল আছেন মাত্র, কিন্তু সে না থাকিবারই মধ্যে; আর তিনি নিরাকার কি সাকার তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। পরকাল আছে ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু যাহারা পাপ পুণ্য বিশ্বাস করে না তাহাদের আবার পরকাল কি? হায়! কি আক্ষেপের বিষয় যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন! ফলতঃ ও ধর্ম্মই নয়। কালীকুমার বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বেদান্ত ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মদ্বয় হইতে সংগৃহীত। ব্রাহ্ম মহাশয়েরা এধর্ম্মহইতে কিঞ্চিৎ ও ধর্ম্মহইতে কিঞ্চিৎ আহরণ করিয়া এক খেচরান্ন ধর্ম্ম পাক করিয়া বসিয়া আছেন। জ্ঞানবান লোকদের কি প্রকার তাহাতে অভিরুচি হইতে পারে?

— আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে দিল্লীর বাদসাহ ধৃত হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সুখের পরিশেষ শীঘ্রই হইবে। দিল্লীহইতে আলাহাবাদে তিনি অবিলম্বে প্রেরিত হইবেন, তথাহইতে কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, এবং কলিকাতাহইতে কোন দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমন করিবেন। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

— ইংরাজ বাহাদুর যখন দিল্লী পুনর্ব্বার অধিকার করেন তখন দিল্লীশ্বরের দুই পুত্র হুমাউনের সমাজ গৃহে লুক্কায়িত হয়েন। তথা হইতে কাপ্তেন হডসন্ তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া স্বহস্তে বধ করেন।

— শুনা যাইতেছে যে দিল্লীর বাদসাহার কনিষ্ঠ পুত্র যৌবনপ্রযুক্ত কোন শাস্তি পাইবেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর।

— মের্জা বখতেয়ার এবং মের্জা মেহিন্দী দিল্লীশ্বরের আর দুই পুত্র কোর্ট মার্শাল বিচারে অপরাধী হইয়াছে। তাহাদের প্রাণ দণ্ড হইবে।

— প্রধান সেনাপতি সার কলিন ক্যাম্পবেল লক্ষ্ণৌর আলমবাগে গোরা সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং জেলালাবাদের দুর্গ উড়াইয়া দিয়াছেন।

— ১৫ নব ম্বরে বিদ্রোহিরা দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর লক্ষ্ণৌর দেলখোষা এবং মাটিনেয়ার কলেজহইতে দূরীকৃত হয়। দুই ঘণ্টার পর বিদ্রোহিরা পুনর্ব্বার ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে কিন্তু আবার পরাস্ত হয়। বোধ হয় বিদ্রোহিরা আর অধিক দিবস টেঁকিতে পারিবে না।

— পাটেটের রাজা রঘুনাথপুরে লর্শিংটন সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইয়াছেন: তাঁহার কি হয় বলা যায় না।

— ৩২ সংখ্যক সেনাদলের বিদ্রোহিরা পলায়ন করিয়াছে; মেজর ইংলিস এবং কাপ্তেন রাটে সাহেবান তাহাদিগকে ধরিতে পারেন নাই। উক্ত বিদ্রোহিরা মের্জাপুর লুঠ করিতে মানস করিয়াছিল কিন্তু ভয়েতে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

— কোটা নগরে ১৮ই অক্টোবরে মেজর বর্টন এবং তাঁহার দুই পুত্র বিদ্রোহিদের হস্তে নিহত হন।

— লক্ষ্ণৌ নগরে বিদ্রোহিরা নূতন টাকার সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ টাকার এক দিগ পুরাতন সিক্কা টাকার ন্যায়, আর এক দিগে সুলতান আলম সাহার নাম ছিল।

— ২৬ অক্টোবরে আগ্রানগর নিবাসিরা ইংরাজ বাহাদুরের জয়প্রযুক্ত অগ্নিক্রীড়া করিয়াছিল।

— শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহিরা যুদ্ধার্থ লইয়া কল্পী নগরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে; কাণপুর আক্রমণ করিতে তাহাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাদৃশ সাহস হয় নাই।

— জনরব উঠিয়াছে যে অযোধ্যার মান সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন।

— কর্ণেল গ্রেটহেড বিদ্রোহিদের নিকটহইতে এক গাছি হার কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহার মূল্য ৪০,০০০৲ টাকা।

— কেহং বলেন যে নানা সাহেব এক্ষণে লক্ষ্ণৌ নগরের নিকট নাই, কিন্তু তাহা বড় বিশ্বাস হয় না।

— এতদ্দেশে যে সকল ইংরাজ লোকদের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে তাহাদের উপকারার্থে বিলাতে দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, আর শুনা যাইতেছে অল্প দিবসের মধ্যে বিংশতি লক্ষ হইবে।

— হাটরাস অন্তরীপের নিকট এক খান মার্কিন কলের জাহাজ জলমগ্ন হয় তাহাতে ৪৫৯ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে।

— কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স মহাজনেরা ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডহইতে এক ক্রোর টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন।

— আমেরিকা দেশস্থ ফিলাডেলফিয়া এবং বাল্টিমোর নগরদ্বয়ের অনেকানেক ব্যক্তি দেউলে পড়িয়াছে।

— বিলাতহইতে আরো ৫০০০ সৈন্য শীঘ্র এই দেশে আসিবে।

— এতদ্দেশের গোরা সৈন্যের ব্যবহারার্থে বিলাতে এক সহস্র ঘোটক ক্রীত হইয়াছে।

— বিজ্ঞান মিহিরোদয় সম্পাদক মহাশয় খেদ করিয়া বলিয়াছেন যে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিরুদ্ধে যে কুতর্ক তিনি থেকে উত্তোলন করিতেছেন তাহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপও করি না। তিনি যদি জ্ঞানবান ব্যক্তির ন্যায় তর্ক করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত বিচার করিতে পারি, কিন্তু বালকের ন্যায় যাহা মুখে আইসে তাহাই বলিলে কোন্ ভদ্রসন্তান তাঁহার সহিত বিতণ্ডা করিবে? আর তাহার ফলই বা কি? হস্তে দুর্গন্ধ মাত্র।

— উক্ত পত্রিকায় " ভং চং সং" স্বাক্ষরিত জনেক ভবানীপুরনিবাসি ব্যক্তি মিশনরিদের বিরুদ্ধে এক পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রেতে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে এই উপদেশ দিয়াছে যে মিশনরি সাহেবদের বিদালয়ে বিদ্যা শিক্ষার্থে বালক প্রেরণ করা অকর্ত্তব্য, এবং ঐ উপদেশক্রমে মিশনরিদিগকে উপহাস করিয়া-

রকের অপূর্ব্ব বক্তৃতা ও ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলেন আর নব শিষ্যের ব্যবহারও তাঁহাদের প্রশংসনীয় বোধ হইল।

জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম বিষয়ে যে পূর্ব্বকালাবধি ভিন্ন২ মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন, আর ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বও যে মানবশক্তির অতীত সেও অতি যথার্থ, কিন্তু এই শেষ যুগে মনুষ্যের অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইলে পরমেশ্বর আপনি ত্রাণোপায় স্থির করিয়া স্বয়ং অবতার হইলেন। অতএব এখন আর মুনিদের মতে কোন প্রয়োজন নাই, ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্যই মান্য করা প্রাণী মাত্রের কর্ত্তব্য। আর যে মুক্তি বিষয় খ্রীষ্টীয়ান শাস্ত্রে কথিত আছে তাহার কারণ ঈশ্বরের দয়া যথা।

" ইত্থং জগৎ স্থিতান্ লোকান্ দয়ানঞ্চক্রে পরেশ্বর।
বহু তৎকৃতে সুতং স্বীয়মদ্বিতীয়ং স দত্তবান॥
ততো যঃ কোঽপি তং সুনুং বিশ্বাসেন সমাশ্রয়েৎ।
স নাশং নব্রজেৎ কিন্তু প্রাপ্নুয়াৎ নিত্যজীবনম্॥"

ভাষা।

পরমেশ্বর জগতীস্থ লোকেরদের প্রতি এমত দয়া করিলেন যে আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে তাহাদের নিমিত্তে উৎসর্গ করিলেন। অতএব যে কেহ তাঁহার সেই পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করিবেক সে কখন নষ্ট হইবেক না বরং নিত্য জীবন প্রাপ্ত হইবে।

বৃদ্ধ। এ বচন কোথা পাইলে?

জ্যে। এ বাইবেলের বচন।

বৃদ্ধ। ঐ পুস্তক কি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে?

জ্যে। হঁ, তাহার কএক অংশ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ হইয়াছে।

বৃদ্ধ। ঈশ্বরের সাকার হওয়া সম্ভব, ও তিনি যে মনুষ্য অবতার হইয়া পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন এও বিশ্বাস্য, কিন্তু ঐ শুভ কার্য্য দর্শন করিতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম সভা ভাঙ্গিবার অনতি বিলম্বে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বাবু ব্যাপারটা কি তোমাদের ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা তো অতি সভ্য ও অনেকে সুপণ্ডিত ও শাস্ত্র পারদর্শী বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমরা পৈত্রিক স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি নিমিত্তে যবন সমাক্রান্ত হও?

জ্যে। মহাশয় স্বচক্ষে দেখিলেন আমরা কি প্রকারে ঈশ্বরারাধনা করি আর পৈত্রিক ধর্ম্মে যদি ত্রাণোপায় থাকিত তবে আমরা কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতাম না। কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানিয়াছি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ব্যতীত অন্য কেহই পাপহইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয়েন না।

বৃদ্ধ। তুমিতো অতি ভদ্র সন্তান ও নিতান্ত তরুণও নও ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব কি কেহ বুঝিতে পারে, তবে পূর্ব্বাপর যেরূপ হইয়া আসিতেছে তাহাই মান্য করা কর্ত্তব্য যথা।

" বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতংন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

অর্থ গ্রহণ করেছ?

" বেদ আর স্মৃতি শাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত্ত নানা মুনি নানা মত কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্ম তত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন॥"

যীশুই যে প্রকৃত অবতার ইহার প্রমাণ কি আমাদের শাস্ত্রে দশ অবতার বিবর কথিত আছে, তঁাহাদের নয় জন স্বীয়২ লীলা প্রকাশ করিয়া এজগৎহইতে প্রস্থান করিয়াছেন। যীশুতো আধুনিক তাঁহার নামমাত্র পূর্ব্বকালে এদেশে উল্লেখ ছিল না।

জ্যে। যীশুকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জানিতেন না বটে কিন্তু তিনি বাস্তবিক আধুনিক নহেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত, ও তিনি চিরজীবী, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রতিপালনকর্ত্তা, ও শাসনকর্ত্তা, এবং শেষ যুগে মনুষ্য দেহ ধারণকরত পরিত্রাতা হইলেন। অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য ও ভবিষ্যদ্বাক্যদ্বারা তিনি আপন ঈশ্বরত্ব সপ্রমাণ করিলেন। আর তাঁহার অবতীর্ণ হইবার বহুকাল পূর্ব্বে যিহুদি দেশস্থ অনেক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাঁহার জীবন চরিত্র বিষয় ভবিষ্যদ্বচন লিখিয়াছিলেন যথা।

" হে অং যিহুদি দেশীয়ে পুরি বেথেল হম্‌ফ্‌তে।
যিহূদীনাং সহস্রেষু কিং লঘুত্বেন গণ্যসে॥
ইস্রায়েলাধিপো ভাবীত্বন্মধ্যাদ্ নিঃসরিষ্যতি।
পরন্তু পূর্ব্বতোহ প্যাসীদ নাদিশ্চাস্য নিঃসৃতি॥"

ভাষা।

ও হে যিহুদি দেশীয় বেথেহলম্ এফ্রুতপুরী! যিহুদীয় সহস্র পুরীর মধ্যে তুমি কি লঘুতমরূপে গণ্য? ইস্রায়েলের ভাবি অধিপতি তোমার মধ্যহইতে নির্গত হইবেন, পরন্তু তাঁহার নির্গমন পূর্ব্বকালাবধিই আছে ও তাহা অনাদি।

বৃদ্ধ। কোন ব্যক্তি এই ভাবি বচন কহিয়াছিলেন?

জ্যেষ্ঠ। মীখা। আর তাঁহার বিষয় ইষায় কহিয়াছিল যথা।

" আসীৎ স ক্লেশভাগ্ দুঃখী মনুষ্যৈশ্চতিরস্কৃতঃ।
পরন্ত্বস্মাকমেবাসৌ দুঃখং সেহেন চাত্মনঃ॥
স ঈশোনাহতঃ ক্লিষ্টশ্চেত্যস্মাভিরমন্যত।
পরন্ত বস্তুতোঽসৌ ন দোষ হেতোরহন্যত॥"

ভাষা।

তিনি ক্লেশ ও দুঃখ ভোগ করত মনুষ্যদেরদ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল যন্ত্রণা আমাদের নিমিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন আপনার নিমিত্তে নহে।

আমরা মনে করিয়াছিলাম তিনি ঈশ্বরকর্ত্তৃক আহত হইলেন বস্তুতঃ তিনি আমাদের দোষ হেতু হত হইয়াছেন।

এই কএকটি বচন শ্রবণানন্তর স্থবির চমৎকৃত হইলেন, ও মনে২ করিলেন যে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র নিতান্ত আধুনিক নয়। পরে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

১৭ অধ্যায়।

ফাল্গুণ মাসের এক দিন সন্ধ্যা কালে যখন ভানু বেহারনাথ পর্ব্বতের পশ্চাৎভাগে অদৃশ্য হইতেছিলেন ও পূর্ণ শশধরের শীতল রশ্মি শালবনের মধ্য দিয়া দৃশ্য হইতেছিল এবং দামোদরের স্থির নীরকে মন্দ২ সমীরণ চুম্বন করিতেছিল, ও বকাবকী এবং রাজহংস রাজহংসী জলক্রীড়া করিতেছিল, আর বাই হংসগণ মনে২ শব্দকরত আকাশে উড্ডীয়মান হইতেছিল এমন সময়ে চন্দ্রমুখী কএক সুলোচনা ললনা সমভিব্যাহারে নিজকলসী কক্ষে লইয়া নদতটে উপস্থিত হইলেন। নবীনারা সলিলের অনতিদূরে ঘড়াগুলি রাখিয়া জলক্রীড়া করিতে২ একটা উৎকট শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্না হইতে লাগিলেন এবং মনে২ করিলেন অবিলম্বেই ঝড় ও বৃষ্টি হইবে, অতএব তাঁহারা সত্বরা হইয়া স্ব২ গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রমুখী সঙ্গিনী তরুণীগণকে বলিলেন কি আশ্চর্য্য আকাশে কোন মেঘ দৃষ্ট হয় না ও চন্দ্রের রশ্মিও বিবর্ণ হইতেছে না অকস্মাৎ কোথাহইতে এমন ঝড় উঠিতেছে, মাতুলের গ্রাম বড়ই অদ্ভুত আমাদের গ্রামে এমন কখনই দেখি নাই। তাহার সমভিব্যাহারিণীরা বলিল তাইতো ভাই আমরাও কখন এমন ভয়ানক শব্দ শুনি নাই, এ কিন্তু ভাই ঝড় নয়, গঙ্গাসাগরে যেমন ঢেউর শব্দ শুনিয়াছিলা এ তেমনি বোধ হয়।

ঐ সময় এক তরুণ রাখাল গাভীগণ সঙ্গে করিয়া নদতট দিয়া যাইতেছিল তাহাতে তরুণীদের তর্ক বিতর্ক শুনিয়া সে বড়ই আহ্লাদিত হইল, এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—" ঠাকুরাণীরা কেন এত ভয় করিছেন, ওতো ঝড়ের শব্দ নয়, কলের গাড়ি আস্‌চে বলে অমন শুনা যাচ্চে। তোমরা যদি হৈ পাড়ের উপর শীঘ্র উঠ তবে এখনি হৈ গাড়ি দেখিবে"।

রমণীরা আস্তে ব্যস্তে ঘটগুলি চরে রাখিয়া উচ্চ ভূমিতে উঠিলেন এবং দেখিলেন একটা বৃহৎ চোঙ্গাহইতে রাশি২ ধূম নির্গত হইতেছে ও এক সারি কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঘর অতি বেগে দৌড়িতেছে। ঐ ব্যাপার অবলোকন করত তাহারা অতি চমৎকৃতা হইলেন ও পরস্পর ইংরাজদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আর তাহারা অতি মৃদুস্বরে এই গীত গান করিতে২ পাহাড়হইতে নামিলেন যথা।—

কি কল বানাইয়েছে ইংরাজ কোম্পানি,
কলে গাড়ি চলে আপনি সজনি,
আর ইচ্ছা করে কলসী রেখে,
দেখে আসি কলখানি।

পরে রাখাল বলিল " ঠাকুরাণীরা যদি কাল বেলা একপরের সময়ে ঐ পাড়ের উপরে দাঁড়াও তবে কলের গাড়ি ভাল করে দেখিতে পাবা"।

তরুণীগণ বলিলেন তোমার কল্যাণ হউক, যদি অপসর পাই তবে কালই স্নানের সময়ে ঐ কল সপষ্টরূপে দেখিব। ভাল গোপাল ও কল কেমন করে চলে কিছু শুনেছিস, আমরা তো খান বার চন্দ কাঠের ঘর আর একটি লোহার গাড়িহইতে ধোঁয়া উঠিতে দেখিলাম, আর এমনও দ্রুত চল্‌চে বাবা কি অদ্ভুত ব্যাপার, বোধ হইল অনেক লোক ঐ সকল ঘরে আছে।

গো। কি জানি দিদি ঠাকুরণ ইংরেজের মনসুব কি বুঝিতে পারি, শুনেছি যে জল আর আগুনেতেই কল চলে, আর এমন শীঘ্র যায় যে এক দিনের পথ এক ঘণ্টার মাঝে, রাস্তা সায় হলে কলিকাতার লোক এক দিনে কাশী যেতে পারিবে।

চন্দ্রমুখী। ভাল গোপাল তুমি কোন মেয়্যা মানুষকে ঐ গাড়িতে চাড়তে দেখেছ?

গো। ইংরাজদের মেয়েরাইতো ঐ গাড়িতে চড়ে, আর শুনেছি দুই বাঙ্গালির মেয়েও কখন২ চড়ে, ও দিনে এক খ্রীষ্টান বাবু সপরিবারে বর্দ্ধমানে এসেছিল, আর সে রোজ বর্দ্ধমানে বড়ই সমারোহ হইয়াছিন?

চন্দ্র। সে দিন কেন এত সমারোহ হইয়াছিল, সে দিনে না কি মহারাজ অধিক টাকা খরচ করিয়াছিলেন।

গো। সে দিন রেইল-রোড প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, গবনর্ সাহেবের আসিবার কথা ছিল কিন্তু তিনি আইসেন নাই, সে দিন প্রায় চারি পাঁচ শত কলিকাতাওয়ালা সাহেব মেম ও বাবু ভেয়েরা এসেছিল। কই রাজার খরচের কথাতো কিছুই শুনি নাই।

চন্দ্র। ও সকল লোকের খাওয়া দাওয়ার কি হুইল, ওরা কি সেই দিনেই ফিরে গেল?

গো। দিদি ঠাকুরন কড়ি থাক্‌লে খাওয়ার ভাবনা কি, " কড়িতে বাঘের চোখ মিলে, কড়িতে হয় বুড়ার বিয়ে" রেইল রোড় কোম্পানি ঐ সকল লোকের জন্যে বড় খানা তইয়ার করেছিল, ও দিন তাদের দশ হাজার টাকা খরচ হয় আর এমন সুন্দর সজ্জাও করেছেল। রেইলওয়ে ষ্টেশন ঘরের সমুখে ডাল পাতা ও ফুল দিয়ে একটা বড় উচু ফটক করেছেল যার ভিতর দিয়ে গাড়ি এলো আর হৈ ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা অতি সুন্দর নিকুঞ্জও করেছেল যার মধ্য দিয়ে কলিকাতাওয়ালারা তাতে খানা খেতে গেলে। আর এত লোকেরও ভিড় হইয়াছিল বাপ রে বাপ আর মহারাজাই বা কি সেৎকার পোশাক পরেছিল।

চন্দ্র। গোপাল তুমি কাল আমাদের বাড়ি প্রসাদ পাইও?

গো। যে আজ্ঞা দিদি ঠাকুরণ, প্রাত প্রণাম হই।

পরে রাখাল নিম্নে লিখিত গীত গান করিতে২ অন্য পথে চলিল।

" কি কল বানালে ইংরাজ আগুণে,
গাড়ি চলিয়াছে সঘনে কি গুণে,
আমরা চলি সবাই পাগুণে নির্গুণে॥
সারি সারি গাড়ি ঘোড়া, নাহি তায় ঘোড়া,
কলে দিতেছে মোড়া॥
তাতে যাইছে বেগে, পবন আগে,
বিশ দিনের পথ এক দিনে॥"

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কাল্‌নায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের " তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্ট্ সোসাইটির কারণ) শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
☞ এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য ৵ আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সম্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং।১।১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, মঙ্গলবার ইং ১ ডিসেম্বর ১৮৫৭। বাং ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৬৪। [৯ সংখ্যা।

পাক্ষিক সংবাদ।

— ভবানীপুরের ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার দাস ইংরাজী ভাষায় ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ক এক খানি প্রবন্ধ সম্প্রতি পাঠ করেন; সেই প্রবন্ধ অধ্যয়ন করিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে আশ্চর্য্য ধর্ম্ম অবশ্যই বলিতে হইবে; তাহাতে পাপ নাই পুণ্যও নাই; কেবল এক পরমেশ্বর আছেন, কিন্তু সেই পরমেশ্বর শাস্তি দেন না এবং পুরস্কারও দেন না, তিনি কেবল আছেন মাত্র, কিন্তু সে না থাকিবারই মধ্যে; আর তিনি নিরাকার কি সাকার তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না! পরকাল আছে ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু যাহারা পাপ পুণ্য বিশ্বাস করে না তাহাদের আবার পরকাল কি? হায়! কি আক্ষেপের বিষয় যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন! ফলতঃ ও ধর্ম্মই নয়। কালীকুমার বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বেদান্ত ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মদ্বয় হইতে সংগৃহীত। ব্রাহ্ম মহাশয়েরা এধর্ম্মহইতে কিঞ্চিৎ ও ধর্ম্মহইতে কিঞ্চিৎ আহরণ করিয়া এক খেচরান্ন ধর্ম্ম পাক করিয়া বসিয়া আছেন। জ্ঞানবান লোকদের কি প্রকার তাহাতে অভিরুচি হইতে পারে?

— আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে দিল্লীর বাদসাহা ধৃত হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সুখের পরিশেষ শীঘ্রই হইবে। দিল্লীহইতে আলাহাবাদে তিনি অবিলম্বে প্রেরিত হইবেন, তথাহইতে কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, এবং কলিকাতাহইতে কোন দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমন করিবেন। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

— ইংরাজ বাহাদুর যখন দিল্লী পুনর্ব্বার অধিকার করেন তখন দিল্লীশ্বরের দুই পুত্র হুমাউনের সমাজ গৃহে লুক্কায়িত হন। তথা হইতে কাপ্তেন হডসন্ তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া স্বহস্তে বধ করেন।

— শুনা যাইতেছে যে দিল্লীর বাদসাহার কনিষ্ঠ পুত্র যৌবনপ্রযুক্ত কোন শাস্তি পাইবেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর।

— মের্জ্জা বখতেয়ার এবং মের্জ্জা মেহিন্দী দিল্লীশ্বরের আর দুই পুত্র কোর্ট মার্শাল বিচারে অপরাধী হইয়াছে। তাহাদের প্রাণ দণ্ড হইবে।

— প্রধান সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্পবেল লক্ষ্মণৌর আলমবাগে গোরা সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং জেলালাবাদের দুর্গ উড়াইয়া দিয়াছেন।

— ১৫ নবম্বরে বিদ্রোহিরা দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর লক্ষ্মণৌর দেলখোষা এবং মার্টিনেয়ার কলেজহইতে দূরীকৃত হয়। দুই ঘণ্টার পর বিদ্রোহিরা পুনর্ব্বার ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে কিন্তু আবার পরাস্ত হয়। বোধ হয় বিদ্রোহিরা আর অধিক দিবস টেঁকিতে পারিবে না।

— পাচেটের রাজা রঘুনাথপুরে লশিংটন সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইয়াছেন; তাঁহার কি হয় বলা যায় না।

— ৩২ সংখ্যক সেনাদলের বিদ্রোহিরা পলায়ন করিয়াছে; মেজর ইংলিস এবং কাপ্তেন রাট্রে সাহেবান তাহাদিগকে ধরিতে পারেন নাই। উক্ত বিদ্রোহিরা মের্জ্জাপুর লুঠ করিতে মানস করিয়াছিল কিন্তু ভয়েতে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

— কোটা নগরে ১৮ই অক্টোবরে মেজর বর্টন এবং তাঁহার দুই পুত্র বিদ্রোহিদের হস্তে নিহত হন।

— লক্ষ্মণৌ নগরে বিদ্রোহিরা নূতন টাকার সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ টাকার এক দিগ পুরাতন সিক্কা টাকার ন্যায়, আর এক দিগে সুল্‌তান আলম সাহার নাম ছিল।

— ২৬ অক্টোবরে আগ্রানগর নিবাসিরা ইংরাজ বাহাদুরের জয়প্রযুক্ত অগ্নিক্রীড়া করিয়াছিল।

— শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহিরা যুদ্ধাস্ত্র লইয়া কল্পী নগরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে; কাণপুর আক্রমণ করিতে তাহাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাদৃশ সাহস হয় নাই।

— জনরব উঠিয়াছে যে অযোধ্যার মান সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন।

— কর্ণেল গ্রেট্‌হেড বিদ্রোহিদের নিকটহইতে এক গাছি হার কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহার মূল্য ৪০,০০০৲ টাকা।

— কেহ২ বলেন যে নানা সাহেব এক্ষণে লক্ষ্মণৌ নগরের নিকট নাই, কিন্তু তাহা বড় বিস হয় না।

— এতদ্দেশে যে সকল ইংরাজ লোকদের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে তাহাদের উপকারার্থে বিলাতে দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, আর শুনা যাইতেছে অল্প দিবসের মধ্যে বিংশতি লক্ষ হইবে।

— হাট্‌রাস অন্তরীপের নিকট এক খান মার্কিন্ কলের জাহাজ জলমগ্ন হয় তাহাতে ৪৫৯ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে।

— কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স মহাজনেরা ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডহইতে এক ক্রোর টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন।

— আমেরিকা দেশস্থ ফিলাডেলফিয়া এবং বাল্‌টিমোর নগরদ্বয়ের অনেকানেক ব্যক্তি দেউলে পড়িয়াছে।

— বিলাতহইতে আরো ৫০০০ সৈন্য শীঘ্র এই দেশে আসিবে।

— এতদ্দেশের গোরা সৈন্যের ব্যবহারার্থে বিলাতে এক সহস্র ঘোটক ক্রীত হইয়াছে।

— বিজ্ঞান মিহিরোদয় সম্পাদক মহাশয় খেদ করিয়া বলিয়াছেন যে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিরুদ্ধে যে২ কুতর্ক তিনি থেকে২ উত্তোলন করিতেছেন তাহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপও করি না। তিনি যদি জ্ঞানবান ব্যক্তির ন্যায় তর্ক করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত বিচার করিতে পারি, কিন্তু বালীকের ন্যায় যাহা মুখে আইসে তাহাই বলিলে কোন্ ভদ্রসন্তান তাঁহার সহিত বিতণ্ডা করিবে? আর তাহার ফলই বা কি? হস্তে দুর্গন্ধ মাত্র।

— উক্ত পত্রিকায় " ভং চং সং" স্বাক্ষরিত জনেক ভবানীপুরনিবাসি ব্যক্তি মিশনরিদের বিরুদ্ধে এক পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রেতে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে এই উপদেশ দিয়াছে যে মিশনরি সাহেবদের বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষার্থে বালক প্রেরণ করা অকর্ত্তব্য, এবং ঐ উপদেশক্রমে মিশনরিদিগকে উপহাস করিয়া-

ছেন। "ভং চং সং" এর রং আর চং দেখে কে? মরি কিবে রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন!! ফলতঃ "ভং চং সং" যাহা বলুন, এতদ্দেশের সকল লোকেই বিলক্ষণ জানেন যে মিশনরিদের ন্যায় ভারতভূমির পরমবন্ধু আর নাই।

— ইউরোপখণ্ডের প্রশিয়া দেশের রাজধানী বর্লিন্ নগরে গত সেপ্টেম্বর মাসে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এক মহা সভা হইয়াছিল। সেই সভা ক্রমাগতঃ নয় দিবস ছিল এবং তথায় পৃথিবীর অনেকানেক দেশের লোক সমবেত হইয়াছিল জর্ম্মাণ দেশের ৮৮৯ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; এবং ব্রিটনহইতে ১৬৬ জন, আমেরিকাহইতে ৩ জন, রুসিয়াহইতে ১২ জন, ফ্রান্সহইতে ১২ জন, দেনমার্কহইতে ১১ জন, হলাণ্ডহইতে ১১ জন, সুইজর্লাণ্ডহইতে ১১ জন, অষ্ট্রীয়াহইতে ৭ জন, বেল্‌জিয়ামহইতে ৪ জন, আসিয়াহইতে ৩ জন, আফ্রিকাহইতে ৩ জন, অষ্ট্রেলিয়াহইতে ৩ জন, গ্রীসহইতে ২ জন, তুর্কিহইতে ২ জন, সুইডনহইতে ২ জন, ইটালিহইতে ২ জন, এবং স্পেনহইতে ১ জন, উক্ত সভায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ সভাতে ধর্ম্মসম্পর্কীয় নানাবিধ কথোপকথন হইয়াছিল এবং জর্ম্মাণ দেশীয় বিদ্যাসাগর, ন্যায়পঞ্চানন, তর্কালঙ্কারাদি মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা অমুপম প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এরূপ সভা জগতে অনেক কাল হয় নাই।

প্রেরিত পত্র।

বিজ্ঞবর মান্যবর শ্রীলশ্রীযুক্ত অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয়।

মদীয় কতিপয় পংক্তি সংশোধনানন্তর তদীয় অরুণোদয় পত্রিকার গৌরবস্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

অনেক দিবস গত হইল তিন চারিটী বিধবা নারীর বিবাহ হওয়াতে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং ভরসান্বিত হইয়াছিলাম। বোধ করিয়াছিলাম এত দিনের পর বুঝি জগদীশ্বর তাহাদিগের প্রতি সানুকূল হইয়াছেন, কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে অদ্যাবধি বঙ্গবাসিরা ভীত হইয়া গর্হিত কর্ম্ম জানিয়াও হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে অপারক। যখন এতদ্দেশীয় মহানুভব মহাত্মারা বিধবা বিবাহে উৎসাহান্বিত হইয়া জনসমীপে নাম স্বাক্ষর প্রাপ্ত হইবার আশয়ে স্থানে স্থানে পুস্তক প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন প্রায় পঞ্চ সহস্র ভদ্রসন্তান নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এবং আমরা বিশেষ জানি যে সকলেই এই সুখদ বিষয়ের হিতানুষ্ঠানে যত্নশীল হইয়াছিলেন। আহা! তখন আমরা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ করিয়াছিলাম এবং মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে ইহারা সকলেই বিবাহ দিতে এবং বিবাহ করিতে উদ্যত আছেন। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন যদি এবিষয়ে ঐ কাল্পনিক স্বাক্ষরকারিদিগের যথার্থ উৎসাহ থাকিত তবে এত দিনে তাহারা নিজং কন্যা ও ভগিনীপ্রভৃতির বিবাহ দিয়া এই আবশ্যকীয় বিষয়ের সূত্রপাত করিতেন। আমি বোধ করি যে প্রত্যেকের ভবনেই প্রায় দুঃখিনী বিধবা বালা ক্লেশ ভোগ করিতেছে; যদি সকল ভবনে না হয় তথাচ পঞ্চ সহস্র মধ্যে এক সহস্র থাকিবার সম্ভাবনা। যদি ঐ সহস্র অভাগা বালিকার এত দিনে বিবাহ হইত, তবে এই ভারতবর্ষ অদ্য কত সুখাস্পদ হইত। হে কাল্পনিক স্বাক্ষরকারি মহোদয়েরা! পূর্ব্বোক্ত মহানুভব মহাশয়েরা কি তোমাদিগকে নাম স্বাক্ষর জন্য প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? ছি ছি! যদি এরূপ করিবার মানস ছিল, তবে কি কারণ স্বাক্ষর করিয়া জন সমীপে হাস্যাস্পদ হইলেন?

কস্যচিৎ জেনেরল এসেম্‌ব্লিনামক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

সটীক মথি।

তৃতীয় অধ্যায়।

৮,৯। অতএব মনঃপরিবর্ত্তনসূচক ফল দর্শাও। "ইব্রাহীম আমাদের পিতা আছেন," মনেং এইরূপ ভাবিও না যেহেতুক আমি তোমাদিগকে কহিতেছি ঈশ্বর এই প্রস্তরগুলাকে ইব্রাহীমের সন্তানস্বরূপ করিতে পারেন।

এতদ্দেশে অনেক ব্রাহ্মণ মনে করেন পরকালে তাহাদের অমঙ্গল কখন ঘটিবে না যেহেতুক তাহারা অমুক মুনির বংশোদ্ভব, তদ্রূপ যিহুদা দেশের কতকগুলিন ব্যক্তি বিশেষতঃ ফিরুসিগণ মনে করিতেন তাহাদের কিছুরই ভাবনা নাই কেননা তাহারা ইব্রাহীমের বংশোদ্ভব। তন্নিমিত্তে যোহন তাহাদিগকে কহিতেছেন, "তোমরা ইব্রাহীমের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়াই যে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি কৃপা করিবেন এমন কখন মনে করিও না; যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, তোমরা ইব্রাহীমের সন্তান হও বা দায়ূদের সন্তান হও। ফলতঃ মনঃপরিবর্ত্তন না হইলে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, আর যে মনুষ্যের মনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে ইব্রাহীমের সন্তান হউক বা না হউক, সে ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইবে সন্দেহ নাই। পুনশ্চ তোমরা এমন মনে করিও না ঈশ্বর নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করিবার নিমিত্তে তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবেন না, এমন মনে করিও না যে তোমাদের ব্যতীত পরমেশ্বর আপন অভিমত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন না। তাঁহার অসাধ্য কি আছে? নদীকূলের এই প্রস্তরগুলাকে তাঁহার অসীম শক্তির দ্বারা ইব্রাহীমের সন্তানস্বরূপ করিতে পারেন। এই সকল ঘোরতর ভ্রমকে মনে না স্থান দিয়া মনঃপরিবর্ত্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও; অর্থাৎ পাপ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উত্তম কর্ম্মে রত হও এবং প্রকৃত ত্রাণকর্ত্তার উপরে নির্ভর কর।"

১০। আর বৃক্ষের মূলে এখনও কুঠার সংলগ্ন আছে, যে বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে না সে বৃক্ষ ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।

মনুষ্য বৃক্ষস্বরূপ, যে বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে সে বৃক্ষ মনুষ্য সমাজে আদরণীয় হয়, যে বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে না মনুষ্যেরা সে বৃক্ষকে হেয়জ্ঞান করে, এবং তাহাকে ছেদন করিয়া দগ্ধ করে; তদ্রূপ যে ব্যক্তি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পুরঃসর সৎকর্ম্মে মনোযোগী হয় এবং পবিত্রতারূপ ফলে ফলবান হয়, সে ব্যক্তি ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরমাদৃত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি তাদৃশ ফল দেখাইতে পারে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, পবিত্রতাহীন, পরমেশ্বর সে ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া নরকের অনির্ব্বাণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। দুশ্চরিত্র অবিশ্বস্ত ব্যক্তিরা এক্ষণে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে বটে, কিন্তু পরলোকে তাহাদের দুঃখের পরিশেষ থাকিবেক না। উপরলিখিত মূলবাক্য শীঘ্র সফল হইয়াছিল যেহেতুক চল্লিশ বৎসরের মধ্যে যিহুদাদেশের রাজধানী যিরূশালম নগর ভস্মরাশি হইয়াছিল এবং যিহুদা লোকসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল।

১১, ১২। পুনশ্চ তোমাদের মনঃপরিবর্ত্তনার্থে আমি তোমাদিগকে জলদ্বারা বাপ্তাইজ করিতেছি, কিন্তু যিনি আমার পশ্চাতে আসিতেছেন তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন, আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিদ্বারা বাপ্তাইজ করিবেন। তাঁহার হস্তে যে কুলা আছে তাহাদ্বারা তিনি আপন খামার সুপরিষ্কৃত করিয়া আপন গোম ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু ভূষিরাশি অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন।

"যিনি আমার পশ্চাতে আসিতেছেন," অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি যোহনের জন্মের ছয় মাসের পর মানবদেহ ধারণ করেন। "তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন—আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি"; তাহার সন্দেহ কি? বাগ্‌ভিক্তকারি যোহন সামান্য মনুষ্য ছিলেন, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অনাদি অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, ত্রিভুবনের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সকল প্রাণির ভর্ত্তা। "পবিত্র আত্মা ও অগ্নিদ্বারা বাপ্তাইজ করিবেন"; এই ভবিষ্যদ্বাক্য খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পরে সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল, যেহেতুক প্রেরিতদের ক্রিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে, যথা—"অপর পঞ্চাশত্তমীনামক পর্ব্বের দিন উপস্থিত হইলে তাহারা (অর্থাৎ শিষ্যেরা) সকলে একচিত্ত হইয়া একত্র ছিল। এমত সময়ে অকস্মাৎ আকাশহইতে দ্রুতগামী প্রচণ্ড বায়ুর শব্দের ন্যায় একটা শব্দ আসিয়া যে গৃহে তাহারা বসিয়াছিল, সেই গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপিল। পরে বিভজ্যমান অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাহাদের প্রত্যক্ষ হইয়া প্রত্যেক জনের মস্তকে বসিল। তাহাতে তাহারা সকলে পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া আত্মা যে প্রকার কহাইলেন তদনুসারে অন্যং ভাষাতে কথা কহিতে লাগিল"। কিন্তু সকল প্রকৃত বিশ্বাস ব্যক্তি পবিত্র আত্মাদ্বারা বাপ্তাইজিত হয়, অর্থাৎ পবিত্রআত্মার আবির্ভাবদ্বারা তাহাদের মনঃপরিষ্কৃত হয় এবং অন্তরস্থ মালিন্য দূর হয়। যাদৃশ রজতকাঞ্চনাদির মলিনত্ব অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় তাদৃশ মনের পাপরূপ মালিন্য পবিত্র আত্মার তেজঃদ্বারা দূরীভূত হয়। "আপন খামার"; যিহুদাদেশ পরমেশ্বরের খামার স্বরূপ, এক্ষণকার মণ্ডলীও তদ্রূপ। "কুলা" অর্থাৎ ভাড়নী, যেমন কুলাদ্বারা ভুশীহইতে গোম বিভিন্ন হয় তেমনি তাড়নাদ্বারা কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম খ্রীষ্টীয়ান জানা যায়। "আপন গোম," অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসি মনঃপরিবর্ত্তিত ব্যক্তিগণ। "ভাণ্ডার," যীশুর পারত্রিক রাজ্য অথবা স্বর্গপুর। "ভূষীরাশি," অর্থাৎ অবিশ্বাসী, ভক্তিহীন শ্রদ্ধাহীন নরাধমেরা। "অনির্ব্বাণ অগ্নি," অর্থাৎ পারলৌকিক চিরস্থায়ি অসুখ। হে পাপি! আপামী কোপহইতে পলায়ন কর। যীশুতে বিশ্বাস কর।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

আমেরিকা মহাদ্বীপের প্রথম প্রকাশিত হওনের বিষয়।

এই অবনীমণ্ডল দুই প্রধান অংশে বিভক্ত, পূর্ব্ব অর্দ্ধমণ্ডল ও পশ্চিম অর্দ্ধমণ্ডল; তন্মধ্যে পূর্ব্ব অর্দ্ধমণ্ডলের অন্তঃপাতি তিন মহাদ্বীপ আছে অর্থাৎ ইউরোপ আসিয়া ও আফ্রিকা; এবং পশ্চিম অর্দ্ধমণ্ডলের অন্তঃপাতি এক মহাদ্বীপ আছে অর্থাৎ আমেরিকা। আমেরিকা নামে যে এক মহাদ্বীপ আছে ইহা ইউ-

রোপ খণ্ডের লোকেরা অনেক দিবসপর্য্যন্ত জানিতেন না, কিন্তু খ্রীষ্টাব্দ ১৪৯২ সালে আমেরিকা মহাদ্বীপ অজানিত অবস্থাহইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া সভ্যসমাজে পরিচিত হইয়াছিল ও সংপ্রতি এক সভ্য জাতির বাসস্থানও হইয়াছে। আদৌ স্পেনদেশের রাজার আনুকূল্যে আমেরিকাদেশ প্রকাশিত হয় ও তাহার প্রকাশকের নাম ক্রিষ্টোফর কলম্বস্।

ক্রিষ্টোফর কলম্বসের পিতা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না বটে; তথাপি কলম্বস্ নিজে পুরুষসিংহের মধ্যে গণ্য, এবং আপন উদ্যোগ ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য সহকারে অক্ষয় যশোরাশি লাভ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টাব্দের ১৪৩৫ সালে জেনোয়ানগরে কলম্বসের জন্ম হয়। ভূগোল বিদ্যা অধ্যয়নে তিনি অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন, ও সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ করিবারও বিশেষ উৎসাহ তাঁহার ছিল; অনেক বৎসরপর্য্যন্ত তিনি নাবিকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন; পরে ভূগোল বিদ্যা ও সমুদ্র যাত্রার বিদ্যার নিগূঢ়তত্ত্ব বিশেষরূপে জানিবার অভিপ্রায়ে তিনি পর্ত্তুগালদেশের রাজধানী লিসবন নগরে গিয়া আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কিয়ৎকাল বাস করিলেন তথায় পিলেষ্ট্রোনামক এক জন ইটালীয় নাবিকের কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

কলম্বসের লিসবনে অবস্থানকালে তিনি তাৎকালিক তাবৎ মানচিত্র ও পৃথিবীর নক্সা একত্র করিয়া তদ্দর্শনেও মনোনিবেশ করণে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, এবং সময়ে২ সমুদ্রপথে যাত্রা করত অনেক২ দেশও দেখিয়াছিলেন; এ সমস্ত সোপান অবলম্বনহেতুক কলম্বসের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ও অবিলম্বে ভূগোল বিদ্যাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। ভূগোল বিষয়ে অনেকানেক চিন্তা করিয়া কলম্বস্ স্থির করিয়াছিলেন যে ইউরোপের পশ্চিমাংশে কোন মহাদ্বীপ অবশ্যই আছে; সেই মহাদ্বীপও ইউরোপের মধ্যে আটলাণ্টিক মহাসাগর ব্যবধান স্বরূপ আছে। অনেকানেক নাবিকেরাও কলম্বসের নিকটে অনেক বিবরণ কহিয়াছিল, তদ্ব্যবধানান্তর কলম্বসের আরও দৃঢ় প্রতীতি হইল যে অবশ্যই আটলাণ্টিকের পশ্চিম ও পাসিফিকের পূর্ব্ব দিগে কোন দেশ আছে।

সেই অপরিচিত দেশাস্বেষণের প্রতিজ্ঞা করিয়া কলম্বস জেনোয়ার অধিপতি ও প্রজাবর্গের নিকটে অর্থের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জেনোয়ার লোকেরা তাঁহাকে ক্ষিপ্ত জ্ঞান করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিলেন। তৎপরে তিনি পর্ত্তুগালদেশের রাজার নিকটে অর্থ যাচ্ঞা করিলেও কিঞ্চিন্মাত্র ফলদায়ক হইল না সুতরাং তাঁহার অভিপ্রেত সমুদ্রযাত্রা ও দেশ অন্বেষণে বহুবিঘ্ন ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তৎপরে কলম্বস ইংলণ্ডেশ্বরের নিকটে আপন মনোভিলাষ জ্ঞাত করেন কিন্তু তথায়ও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না; কিন্তু ইহাতেও নির্ভরসা না হইয়া কলম্বস অবশেষে স্পেন দেশের রাজার ও রাণীর নিকটে আবেদনপত্র দিলেন, কিন্তু প্রথমাবস্থায় স্পেনহইতেও কলম্বস এক পয়সাও পান নাই। এইরূপে বহু বৎসর গত হইলে পর অবশেষে কলম্বসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। স্পেনের অন্তঃপাতি গ্রেনেডানামক নগর ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগের হস্তগত ছিল, কিন্তু এই কালে স্পেনের রাজা ঐ গ্রেনেডা নগর জয় করিয়া মুসলমানদিগের হস্তহইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন; এবং এই জয়োপলক্ষে স্পেন দেশে মহোৎসবও হইয়াছিল; ইত্যবসরে স্পেন দেশের রাজমন্ত্রিচয়ের মধ্যে কলম্বসের যে কয়েক বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সুযোগ পাইয়া নহারাজা ফর্ডিনাণ্ড ও মহারাণী ইসাবেলার নিকটে কলম্বসের পক্ষ হইয়া নিবেদন করিলেন "মহারাজ ও মহারাণী! এই উৎসবের সময়; গ্রেনেডা মুসলমানদিগের হস্তহইতে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি; এবং কলম্বসের সমুদ্রযাত্রা সফল হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে; তাহাতে পৃথিবীর সীমা বৃদ্ধি হইবে, এবং মহারাজ ও মহারাণীর নাম চিরস্মরণীয় হইবে; আমারদিগের এই স্পেন দেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে ও লাভ বই আর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কোন ক্রমেই নাই।" মন্ত্রিগণের এই পরামর্শ শুনিয়া মহারাণী ইসাবেলা তদনুসারে কর্ম্ম করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু মহারাজা ফরডিনাণ্ড স্বাভাবিক কার্পণ্যপ্রযুক্ত রাজকোষহইতে অর্থ ব্যয় করিতে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মন্ত্রিরা পুনঃং বলাতে অবশেষে এই অবধারিত হইল যে ইসাবেলা আপন খ্রীধনহইতে যদি কলম্বসকে সাহায্য করেন তাহাতে আপত্তি কিছুই নাই। ইহা শুনিয়া ইসাবেলা আপন অলঙ্কার বন্ধক দিয়া কলম্বসের নিমিত্তে তিন খানি ক্ষুদ্র তরি ক্রয় করিলেন ও পথপ্রদর্শকের নিমিত্তে কলম্বসকে সপ্ত দশ সহস্র ডুকাট (মুদ্রা বিশেষ) দিলেন। তেত্রিশ দিনপর্য্যন্ত সমুদ্র পথে যাত্রা করিলেও কলম্বস ভূমি দেখিতে পান নাই; ইহাতে তাঁহার সঙ্গিলোকেরা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন; কিন্তু কলম্বসের ভরসা ছিল যে শীঘ্রই নূতন ভূমি দৃষ্ট হইবে। এক সময়ে তিনি কতক গুলিন কাষ্ঠ ও বেত্রাদি পশ্চিমহইতে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে ভূমি নিকটেই আছে; অবশেষে নূতন ভূমি সন্দর্শনে তাঁহারদিগের চক্ষু আপ্যায়িত হইয়াছিল। কলম্বসের সঙ্গিরা তাঁহার নিকটে অপরাধ স্বীকার করত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; "আমরা তোমার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করাতে ও তোমার আজ্ঞার বিপরীতাচরণ করাতে অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি; তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর: সংপ্রতি ভূমি দেখিয়া আমারদিগের চিত্ত প্রফুল্ল হইয়াছে; ভূমি, ভূমি এই আমারদিগের আনন্দ ধ্বনি।"

আমেরিকা খণ্ডের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত ভূমি একটা উপদ্বীপ, অর্থাৎ বাহামা উপদ্বীপ মালায়সংক্রান্ত সান সাল্‌ভেডোরনামক উপদ্বীপ; তৎপরে কিউবা ও হিস্‌পানিওলানামক অপর উপদ্বীপদ্বয় প্রকাশিত হয়; এবং স্পেন দেশের রাজার নামে কলম্বস এই সকল উপদ্বীপ অধিকার করত স্পেনের রাজার পতাকা তত্তৎ দেশে স্থাপন করিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

ধর্ম্মোপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে; কেননা পাপই ব্যবস্থা লঙ্ঘন"। ১ যোহন ৩॥৪।

হে পাপিষ্ঠ মনুষ্য! পাপ কি? কি করিলে পাপ হয়? এই প্রশ্ন কি কখন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর অনুসন্ধান করিয়াছ? তাবৎ মন্দ বস্তুর মধ্যে পাপই সর্ব্বাধম ও জঘন্য, অতএব এই পাপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্তে, ও পাপের বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান পাইবার নিমিত্তে কি ধর্ম্ম পুস্তকের বাণী পাঠ ও ধ্যান করিয়া থাক? যদি পাপের বিষয়ে কখন চিন্তা না করিয়া থাক তবে তোমার অবস্থা বড় অন্ধ, তোমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত কঠিন, বিপর্য্যয় পাষণ্ড, ভয়ানকরূপে ভ্রষ্ট। পাপের জঘন্যতা টের না পাইলে তোমার পরিত্রাণ কোন ক্রমেই হইতে পারে না। গাম্ভীর্য্যপূর্ব্বক মূল বাক্যের ভাবার্থ বিবেচনা কর; ঈশ্বরের প্রতি চক্ষু উত্তোলন করতঃ সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর "হে প্রভো! আমাকে পাপ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দিতে আজ্ঞা হউক" ব্যবস্থা লঙ্ঘনই পাপ। কাঁহার ব্যবস্থা? পবিত্র ঈশ্বরের ব্যবস্থা; এই ব্যবস্থা কোথায় পাওয়া যায়? দশ আজ্ঞাই এই ব্যবস্থার সার; যাত্রা পুস্তকের বিংশতি অধ্যায় পাঠ করিলে এই পবিত্র ব্যবস্থার উদ্দেশ পাইবা। কম্পিত কলেবর ও চিন্তিত অন্তঃকরণ ও অস্পষ্ট আর্ত্তস্বর সহকারে কি ঐ দশ আজ্ঞা কখন পাঠ করিয়াছ? এবং পাঠ করিতে২ কি কখন আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি কি ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থার এই খণ্ড কি ঐ খণ্ড কি অমুক বিধি লঙ্ঘন করিয়াছি? আমি কি কখন বিবেচনা করিয়াছি যে মন্দ কর্ম্মেতে ও বাক্যেতে ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করা হয়, তাহা নয়, কিন্তু চিন্তাতেও ব্যবস্থার লঙ্ঘন হয়? আমি কি কখন চিন্তা করিয়াছি যে ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থা আত্মিক ব্যবস্থা, অর্থাৎ চিন্তা, মনন, অন্তঃকরণের ইচ্ছা, ও মানসিক অভিলাষ এ সকলের হিসাব লইবে, কোন বিষয়ে ছাড়ান দিবে না; প্রত্যেক অসঙ্গত চিন্তাতেই ঈশ্বরের ব্যবস্থার লঙ্ঘন হয়; প্রত্যেক অপবিত্র ইচ্ছাই পাপ; "মনুষ্যের যত অনর্থক কথা কহে, বিচার দিবসে সেই সকলের নিকাশ দিতে হইবে"। মথি ১২॥৩৬। সেই ভয়ানক বিচার দিনে সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর আমাদের অন্তঃকরণের গুপ্ত ভাব পরীক্ষা করিবেন এই সকল কথার আন্দোলন করা আমাদের সর্ব্বদাই উচিত। হায়২! আমার মন দিয়া কত২ অনর্থক চিন্তা যখনাযখন করিয়াছে, কিন্তু সে সকল যে পাপ ইহা মনে পড়ে নাই, ভ্রূক্ষেপও হয় নাই! "মনুষ্যদের অন্তঃকরণের তাবৎ কল্পনা সর্ব্বদাই কেবল দুষ্ট"। আদিপুস্তক ৬॥৫। "আমি প্রত্যহ কত২ অনর্থক বাক্য কহিয়াছি, কিন্তু তাহার প্রত্যেকের জন্যে যে নিকাশ দিতে হইবে, ইহা ভুলিয়া রহিয়াছি, সে বিষয়ে এক বারও চিন্তা করি নাই। "হে ঈশ্বর পাপিষ্ঠ যে আমি আমার প্রতি দয়া করুন" এই কথা বলিয়া কি ঈশ্বরের নিকটে আমি কখন প্রার্থনা করিয়াছি? আমার চিন্তার ও বাক্যের মধ্যে যে পাপ হইয়াছে তাহার নিমিত্তে চিন্তিত হইয়া কি কখন তাহার মোচনের উপায় ধরিয়াছি? "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপহইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত করে।" ১ যোহন ১॥৭।

ব্যবস্থা লঙ্ঘনেতে যদি পাপ হয়, চিন্তাতে, বাক্যেতে ও কর্ম্মেতে যদি আমার ত্রুটি হইয়া থাকে, ব্যবস্থা পালন করিতে গেলে যে পূর্ণ ধর্ম্ম ও সিদ্ধতা আবশ্যক তাহা যদি আমার না থাকে, আমি যদি ব্যবস্থার পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূন হইয়া থাকি, যদি ব্যবস্থার ওজনে আমি কম পড়ি; ব্যবস্থাতে যাহাং ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা যদি আমি না করিয়া থাকি, এবং যাহাং নিষেধ করিয়াছেন তাহা যদি করিয়া থাকি, তবে আমাকে কত বিষয়ের জন্যে নিকাশ দিতে হইবে তাহা আমার মনে রাখা আবশ্যক, বুঝি এসকল কথা এক বারও আমার মনে পড়ে না; ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমি নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি হে প্রভো আমাকে সচেতন করুন; পাপ বিষয়ে আমাকে জ্ঞান দিউন; আপন কৃত পরিত্রাণের ভাগী আমাকে করুন।

হে হিন্দু ও মুসলমান পাঠকবর্গ! তোমরা কি করিতেছ? পাপ কাহাকে বলে তাহা কি জান? তোমাদের শাস্ত্রেতে পাপ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের কথা নাই, তোমরা বলিয়া থাক অমুক সামগ্রী ভোজনে পাপ হয় কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থাতে লিখে, "অন্তঃকরণহইতে কুচিন্তা, নরহত্যা, পরদার, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঈশ্বরের নিন্দা, এ সকল নির্গত হয়" এবং তাহাতেই পাপ হয়; হিন্দু মহাশয়েরা জাত্যভিমান করিয়া থাকেন, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারির আবার জাতি কি? সকলেই পাপিষ্ঠ নরজাতি; মুসলমান মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন আমরা আখিরি পয়গম্বরের ওময়েদ কিন্তু পাপ কিসে যায় তাহার বিষয় কিছুই চিন্তা করেন না; হিন্দু মহাশয়েরা গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন, মুসলমানেরা অজু করেন, কিন্তু মনঃ

প্রক্ষালন কিসে হয় তাহার চেষ্টা করেন না। ব্যবস্থা লঙ্ঘনের নাম পাপ, এবং "পাপ ও অপবিত্রতা দূর করিবার নিমিত্তে এক উষুই আছে।" সিখরিখ ১৩॥ ১। সেই উষুয়ে গিয়া অবগাহন কর তবে শুদ্ধ হইবা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তই সেই উষুই, যে কেহ বিশ্বাসদ্বারা প্রভুর শরণ লয় সে পাপহইতে মুক্ত হয় এবং পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়া ভাবৎ সৎকর্ম্মে তাহার অভিরুচি হয়।

বঙ্গীয় উপকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কুলিঙ্গরাজের সভাপণ্ডিতের বিদ্যার কথা প্রকাশ করা পরে এগল্প শেষ করা যাইবে।

ভূতনাথ নামা এক পণ্ডিত অত্যন্ত পণ্ডিতাভিমানী হইয়া সর্ব্বদা কলিঙ্গরাজের সমীপে আস্ফালন করিতেন। পরে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ জন্য এক দিবস এক শ্লোক রচনানন্তর প্রথমে স্বীয় রাজসভায় পাঠ করিয়া পরে প্রতাপশালী পরহিতৈষী বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন পরিষদে প্রেরন করিয়া পশ্চাৎ আপনি তাহার উত্তর জন্য গমন করিতে লাগিলেন। সমস্যা; যথা, "নষ্টস্য কান্যা গতিঃ।" অস্যার্থঃ। নষ্টের গতি কি? বিক্রমাদিত্য এই সমস্যা পাঠ করতঃ প্রধান রত্ন কালিদাসের প্রতি কটাক্ষপাতপূর্ব্বক কহিলেন যে হে পণ্ডিতবর! মৎকর্ত্তৃক পঠ্যমান সমস্যার উত্তর দিউন। পরে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস সহাস্যবদনে কহিলেন হে মহারাজ! এ সমস্যা এসভার যোগ্য নহে, একারণ ইহার উত্তর প্রকারান্তরে দেওয়া যাইবে। একারণ ভাবিত হইবেন না। পরে কালিদাস স্বীয় মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক বহির্বাস পরিধান, ও সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত ও হরিনাম মালা কণ্ঠে ধারণকরত যে পথে ঐ পণ্ডিতাভিমানি পণ্ডিত আসিবেন, উজ্জয়িনী নগরান্তর্গত তৎপথৈকপার্শ্বে বৈষ্ণব বেশধারী কালিদাস মাংস পাক করিতে লাগিলেন। পরে ঐ পণ্ডিত রাজসভায় আসিতে২ হঠাৎ ভিক্ষুককে মাংসপাক করিতে দেখিয়া সংস্কৃত বাক্যে কহিলেন। "ভিক্ষো মাংস নিসেবনং প্রকুরুষে।" অস্যার্থঃ। হে ভিক্ষুক! তুমি কি মাংস ভোজন করিয়া থাক? ইহা শ্রবনানন্তর বৈরাগী কহিলেন। "কিন্তেন তত্র মদ্যংবিনা।" অস্যার্থঃ। মদ্য বিনা ভাল হয় না। ইহা শ্রবণমাত্রেই পণ্ডিত মহাশয় আশ্চর্য্য মানিয়া আরবার কহিলেন। "মদ্যন্তি তব প্রিয়ং।" অস্যার্থঃ। মদ্যও কি তোমার প্রিয় হয়। পরে কালিদাস কহিলেন। "প্রিয় মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ"। অস্যার্থঃ। বেশ্যাও আমার প্রিয় হয়। ইহা শ্রবনে পণ্ডিত অবাক হইয়া কহিলেন। "বেশ্যাপার্থক্লচিঃ কুতস্তবধনং"। অস্যার্থঃ। বেশ্যাতে তোমার রুচি আছে। ধন কোথা পাও। পরে ভিক্ষুক কহিলেন। "দ্যুতেন চৌর্য্যেনবা।" অস্যার্থঃ। মুয় খেলি কিম্বা চুরি করি। ইহা শ্রবণ মাত্রেই ক্রোধে আরক্তবর্ণ চক্ষু করিয়া কহিলেন। "দ্যুতা চৌর্য্য গ্রহোপি ভবতঃ"। অস্যার্থঃ। তুমি কি যুয়া খেল এবং চুরি করিয়া থাক। তাহাতে বাবাজী কহিলেন। "নষ্টস্য কান্যাগতিঃ।" ইত্যাকার শব্দ ভিক্ষুক বদনহইতে বিনির্গত হইলে পণ্ডিতাভিমানি মনেং বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে আমি কি প্রকারে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় যাইয় প্রশ্ন করিতে পারি? যেহেতু অতিসামান্য ভিক্ষুক বদনে আমার প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। ইত্যাকার পর্য্যালোচনানন্তর কলিঙ্গ দেশে প্রত্যাগমন করত রাজসমীপে সমস্তবৃত্তান্ত আমুলতঃ প্রকাশ করিলেন। দেখ, অন্যায় আপনাকে পণ্ডিত জ্ঞান করাতে যেমন কলিঙ্গ সভাপণ্ডিত লজ্জা পাইলেন, সেইরূপ যে জন আপনাকে বড় জ্ঞান করে, সে অবশ্য এক সময়ে না হয় এক সময়ে লজ্জা পাইয়া থাকে। আমি কি বলিব, যেমন রাজা, তাঁহার তেমন পারিষদও হইয়া থাকে।

যাহা হউক এখন আইস আমরা বুড়ির বিষয় বলি। অনন্তর কলিঙ্গরাজ বুড়িকে সমাদরে কহিলেন, যে যদি রাক্ষসরাজ কোন পত্রাদি পাঠান, তবে তুমি আসিও যেন কোন রাক্ষস আসে না। ইত্যাকার অনেক মিষ্ট বাক্য কহিয়া বুড়িকে বিদায় দিলেন। পরে প্রত্যেক মাসে ঐরূপ দ্রব্যাদি দেওয়াতে পরিশেষে কলিঙ্গরাজ এক প্রকার দুরবস্থায় পতিত হইবার উপক্রম হইলেন। কিন্তু কি করেন। উপায় নাই। পরে সদাচিন্তায় মগ্নহওত দিনেং রাজা কৃশ হইতে লাগিলেন। আর হঠাৎ এক দিন ঐ বুড়ির সহিত রাজার সাক্ষাৎ হওয়াতে রাজা অনেক কাকুতি মিনতি করাতে বুড়ি কহিল। মহারাজ যদি আমাকে এক উত্তম বাটী আর ৫০৲ টাকা করিয়া পুরুষানুক্রমে দান করেন, তবে আমি সকল রাক্ষস নষ্ট করিতে পারি। রাজা একথা শ্রবণ করত অতি বিনয় বচনে কহিলেন, যে হে মাতঃ! তুমি যাহা করিতে বলিবা আমি তাহাই করিব। তুমি অগ্রে রাক্ষস নষ্ট কর। পরে বুড়ি রাজাকে আশ্বাস দিয়া বিষ মিশ্রিত লাড্ডু প্রস্তুত করত চৌরও তাহাদের স্ত্রীগণকে দেওয়াইতে তাহারা যেমন আনন্দচিত্তে ভোজন করিল, তেমন তাহারা তৎক্ষণাৎ ছট ফট করিয়া মরিয়া গেল। পরে বুড়ি চৌরদিগের শবসকল স্থানান্তরে নিক্ষেপ করিয়া কৃত্রিম রাক্ষসগণকে দগ্ধ করত রাজসমীপে সমাচার দিল। যে মহারাজ আমি রাক্ষস কুল ধ্বংস করিয়াছি, এখন আমাকে আপনার অঙ্গীকৃত সমস্ত দিউন। পরে মহারাজ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রাক্ষস নষ্ট দেখিয়া বুড়িকে বাটীপ্রভৃতি অনেক প্রকার ঐশ্বর্য্য দিলেন। আর নগর গীত বাদ্যাদিতেও আনন্দে পরিপুরিত হইল। দেখ তাঁর স্বভাবপ্রযুক্ত কালঙ্গরাজ ধন প্রাণে নষ্ট হইবার উপক্রম হইলেও সামান্য এক নারীহইতে রক্ষা পাইলেন, একারণ দরিদ্রই হউক বা ধনি হউক সকলের মধ্যে ভ্রেম ভাবে বাস করিলে কোন অনিষ্ট হইতে পারে না বরং সদা মঙ্গল হইয়া থাকে। সমাপ্ত।

হেমন্ত বর্ণন।

বিশাল জগৎরাজ্য করিতে শাসন।
দুরন্ত হেমন্ত ঋতু দিল দরশন॥
বিকট সামন্ত কুল হেরি তৎসঙ্গে।
অবনীর জীব সব কম্পিত আতঙ্গে॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত ইকি হেরি ভাব।
হরিনিল ধরণীর সমস্ত বৈভব॥
এই ছিল কি হইল কমলে কমল।
বিষাদে জীবনে বুদ্ধি জীবন ত্যজিল॥
এসময়ে নিরাশয়ে যত অলিকুল।
ভ্রমে সদা নানা বনে হইয়া ব্যাকুল॥
অম্বরে না হেরে কালে সুন্দর কৌমুদী।
বিষাদে মুদিত হল প্রফুল্ল কুমুদী॥
গগণে সঘনে ঘন তাজিয়া গর্জ্জন।
ভীষণ হেমন্তে হেরি কৈল পলায়ন॥
দিনেং দিনমণি তাজিয়া প্রভাব।
অল্পদিন তনুক্ষীণ মন দান ভাব॥
হীনকর দিনকর শীতে হয়ে ভীত।
উত্তর ত্যজিয়া হন অগ্নিতে উদিত॥
ক্ষপার অপার দুঃখ হেরি ভুগর্ণ।
বিষাদেতে করে তারা অশ্রু বরিষণ॥
এই ছিল সুধাশশী অ.কাশে প্রকাশ।
আচম্বিৎ হেরি তারে প্রায় অপ্রকাশ॥
তুষার ঘন বসন করিয়া পিন্ধন।
সুধারায় সুধার ধারা না করে বর্ষণ॥
সুচারু শোভা ত্যজি হইয়া বিচ্ছিন্ন।
কোমল প্রসন্ন শশী ক্রমে হয় শীর্ণ॥
তুষার শীকরে সিক্ত হয়ে সমীরণ।
অভেদে রজনী দিবা বহে সর্ব্বক্ষণ॥
যে জীবন ছিল পূর্ব্বে জগৎ জীবন।
সে জীবন হবে এবে জগৎ জীবন॥
স্নানে পানে তার পানে কেহ নাহি চায়।
ভীষণ দশনাঘাতে প্রাণে প্রাণ লয়॥
কাননের যত বৃক্ষ হয়ে হীন পত্র।
পুষ্পহীন ফলহীন রসহীন গাত্র॥
সুমধুর পক্ষিগণ সবে দুঃখি মন।
প্রভাতে প্রদোষে তারা মৌন অনুক্ষণ॥
কেবল মাত্র ঝিল্লিপাখি করে সদা শব্দ।
শুনি সে সুস্বর রব হতে হয় স্তব্ধ॥
যদিও বিশ্বের হেরি হেন হীন ভাব।
তথাপি না হয় তার শোভার অভাব॥
জীবন রক্ষক মধ্যে শস্য অগ্রগণ্য।
হেমন্ত ধারণ কৈল সুবর্ণের বর্ণ॥
ফুটে কুন্দ কলি বক শিরীষ কাননে।
পুলকিত হয় মন হেরিয়া নয়নে॥
কাক কাকী জলচর হইল শ্রীমন্ত।
ধন্য হে হেমন্ত রাজ ধন্য হে হেমন্ত॥
ধন্য হে বিশ্বের স্রষ্টা তুমি দয়াময়।
আশ্চর্য্য জগৎকর্ত্তা কে করে নির্ণয়॥

চন্দ্রমুখী।

১৮ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।)

দামোদর নদের অনতি দূরে এক বাড়ি আছে যাহার ঘরগুলি মৃত্তিকা দেয়ালে বেষ্টিত ও বিচালী আচ্ছাদিত এবং ভূমিহইতে প্রায় পাঁচ হস্ত উচ্চ। ঐ আলয়ের চারিদিগে একটি চিকা বৃক্ষের বেড়া আছে। আর উহার সম্মুখে এক বট বৃক্ষ ও তাহার অদূরে এক পুষ্করিণী আছে ঐ জলাশয়ের হউক নির্ম্মিত ঘাটের উপরে এক অতি পুরাতন শিব মন্দির আছে যাহার ছাতের উপরে ও দেয়ালে ক্ষুদ্র২ অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতেছে।

উক্ত ভবন চন্দ্রমুখীর মাতুলালয় যেখানে বিবাহের কএক বৎসর পরে তিনি গমন করিয়াছিলেন। তাহার মাতুলের নাম শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী ও ঐ গ্রামের নাম রামনগর। বৃন্দাবন অর্দ্ধবয়স্ক স্থূলাকার কৃষ্ণবর্ণ, অতি ধীর, গম্ভীর, বিচক্ষন বুদ্ধিবিশিষ্ট, এবং উদার। তিনি ধনাঢ্য নন্।

ভূম্যাদি ও জমুমানদ্বারাতেই তাঁহার পরিবার প্রতিপালিত হয়। চক্রবর্ত্তীর কন্যা না হওয়াতে ভগিনীর দুহিতাকে প্রাণ তুল্য ভাল বাসেন এবং কহিয়া থাকেন যে চন্দ্রমুখীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে তাহাকে এক খণ্ড ভূমি দান করিব, তাহার যজ্ঞ সূত্র গ্রহণের সময় অধিক ব্যয় করিব, এবং তাহার বিবাহের অর্দ্ধেক খরচ দিব।

এক দিন প্রাতঃকালে তুলসীরাম পরামাণিক ক্ষুরকোষটি বাম বগলে করে এবং এক খানি গাত্র মার্জ্জনী দক্ষিন স্কন্ধে রাখিয়া বিচালী আচ্ছাদিত একটি কুঠীরহইতে বাহির হইতেছিলেন এমন সময় এক শঙ্খনাদ শ্রবণ করিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কাল্নায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (সেলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্ট্ সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য ৵ আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়

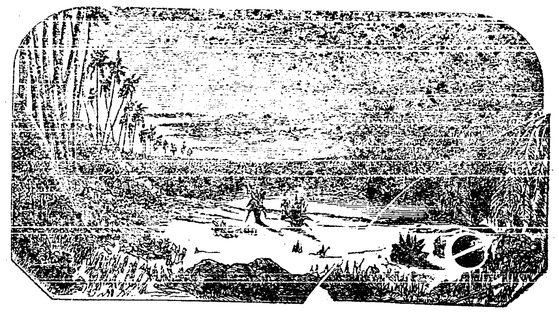

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযুয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সন্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১ ।। ১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, মঙ্গলবার ইং ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৭। বাং ১ পৌষ ১২৬৪। [১০ সংখ্যা।

পাক্ষিক সংবাদ।

— আমরা গভীর দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া লিখিতেছি যে স্যর হেন্রি হেবলক্ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হেবলক্ সদৃশ বীর ভারতবর্ষে এক্ষণে ছিল না। কেবল তাহারই অসাধারণ ক্ষমতাহেতু ইংরাজ বাহাদুর বিদ্রোহি সিপাহিদিগকে বারং পরাস্ত করিতেছিলেন। হেবলক্ সাহেব প্রথমাবধি ভারতবর্ষের অনেক সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। ১৮২৬ সালে তিনি ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে গিয়াছিলেন, এবং সেই যুদ্ধের ইতিহাস পুস্তক একখানি লিখিয়াছিলেন। যখন ভরথপুরের কেল্লা ইংরাজদের হস্তগত হয় তখন তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। স্যর উইলিয়ম কটন সাহেবের সহিত তিনি আফগানিস্থান গিয়াছিলেন এবং তথাকার যুদ্ধের বিষয় একখানি উত্তম পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। পর্সিয়া দেশের যুদ্ধেও তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তথাহইতে প্রত্যাগমন করিয়া সিপাহিদের লড়াইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণকার যুদ্ধে তিনি যাহা২ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। হেবলক্ সাহেব যথার্থ খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন; তাঁহার চরিত্র ধর্ম্ম পুস্তকানুযায়ি ছিল।

— শুনা যাইতেছে যে চট্টগ্রামের বিদ্রোহি সিপাহিরা কৃষ্ণগঞ্জ হইয়া ঢাকা নগরে আসিতেছে, কিন্তু কাপ্তেন ফ্রাইয়ার সাহেব তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া তথায় উপস্থিত আছেন।

— গত সপ্তাহে ২৬৬৪ জন গোরা সৈন্য কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে; রাণীগঞ্জহইতে প্রত্যহ ৩০০ সেনা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইতেছে।

— ২৬ নবেম্বরে কাণপুরের নিকট জেনরল ওআইণ্ডাম বিদ্রোহিদিগকে পরাস্ত করেন এবং তাহাদের তিনটী কামান কাড়িয়া লয়েন।

— সেনাপতি স্যর কোলিন ক্যাম্পবেল লক্ষ্ণৌ নগরের আলমবাগে এবং দেলখোষায় বিদ্রোহিদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংরাজদের আবাল বৃদ্ধ বনিতাদিগকে কাণপুরে লইয়া আসিয়াছেন।

— স্যর জেমস আউট্রাম বোধ হয় এক্ষণে লক্ষ্ণৌ নগরে আছেন।

— মেজর অর সাহেব মেহিদপুরের বিদ্রোহিদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। মেহিদপুরের পশ্চিমাঞ্চলে অনেক বিদ্রোহী একত্রিত হইয়াছে; তাহারা সকলে মণ্ডেশ্বরের সাজাদার দলভুক্ত হইলেও হইতে পারে; ইংরাজ বাহাদুর সেই দিগে শীঘ্র গমন করিতেছেন।

— অবগতি হইল আমাদিগের গবর্ণর-জেনরল বাহাদুর শ্রীমান লর্ড ক্যানিং কলিকাতাহইতে আলাহাবাদে শীঘ্র গমন করিবেন; রণভূমির নিকট থাকিলে সেনাধ্যক্ষদিগকে আশু সুমন্ত্রণা দিতে পারিবেন।

— কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরমহাশয় কর্ম্মত্যাগ মানসে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন; কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণর সাহেব ত্যাগ পত্র গ্রাহ্য না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাসিক ২০০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

— ভারতবর্ষের মধ্যদেশে যত হস্তী আছে সেই হস্তিসকল সংগ্রহণার্থে গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

— জনরব হইয়াছে যে জলপাইগুড়ির কতক গুলিন সিপাহি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

— নিম্ন লিখিত কতিপয় বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টহইতে মাসিক অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে যথা:—

বংশবাটীর ফ্রি-চর্চ্চ-মিশন বিদ্যালয়। ১৫০৲ টাকা।
কার্পাসডাঙ্গার চর্চ্চ-মিশন বিদ্যালয়। ১০৲ ঐ
২৪ পরগণার অন্তঃপাতি লণ্ডন-মিশনরি বিদ্যালয়।... .. .. ২৭৲ ঐ
জেলা ভাগলপুরের অন্তর্গত এক বিদ্যালয়।... ... . ১০০৲ ঐ
জাহিরপাড়ার বিদ্যালয়। .. .. ১০০৲ ঐ
জেলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি এক বিদ্যালয়। .. .. ১৮৲ ঐ
জেলা পাবনার অন্তর্গত এক বিদ্যালয়। ৩৪৲ ঐ
২৪ পরগণার অন্তর্গত মানপুরের বিদ্যালয়। .. .. ৪০৲ ঐ
শিবসাগরের অন্তর্গত এক বিদ্যালয়। ১১৲ ঐ
মেদিনাপুরের অন্তর্গত এক বিদ্যালয়। ১৩৲ ঐ
কলিকাতার গরানহাটার দাতব্য বিদ্যালয়।.. ... ... ২০৲ টাকা।

— অবগতি হইল বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের এক কেল্লা গবর্ণমেণ্টকে দান করিয়াছেন, সেই কেল্লা গবর্ণমেণ্ট মেরামত করিতেছেন।

— নিম্ন লিখিত আইনের সুসাবিদা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যথা—এই দেশীয় পল্টনের নিমিত্তে যুদ্ধসম্পর্কীয় যে আইন হইয়াছে তাহার অধীন কোন লোকের রাজবিদ্রোহ হইবার কি পলায়ন করিবার দোষ যখন সাব্যস্ত হয়, তখন হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কিম্বা যে রাজধানীর মধ্যে অপরাধির বিচার হয় সেই রাজধানীর কর্ত্তৃত্ব কার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম করিতে পারিবেন যে ঐ অপরাধির রাজবিদ্রোহ হইবার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার বাম পার্শ্বে বগলের নীচে দুই বুরুল স্থান রাখিয়া M অর্থাৎ (Mutiny) এই অক্ষরের দাগ দেওয়া যায়, ও তাহার পলাতক হইবার দোষ সাব্যস্ত হইলে D অর্থাৎ (Desertion) এই অক্ষরের দাগ দেওয়া যায়।

প্রেরিত পত্র।

অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয়।

"যার ছেলে কুমীরে খায়।
টেঁকী দেখে সে ভয় পায়"॥

যখন নিদারুণ নিদাঘে প্রচণ্ড রবির প্রখর রশ্মি অস্মদাদির বপুঃ গৃহে অন্তর্গত হইয়া বপুঃস্রবে স্বেদরূপ ধারণ করাইয়া অনবরত নিঃসৃত করায়; যখন সেই স্বেদ বিপ্রুষহইতে বিবিধ স্বেদজ ও ঘর্ম্মবিচর্চ্চী উদ্ভব হয়; তখন আমরা ঘর্ষণালে ঘর্ষণী ঘর্ষণ করিয়া গাত্র মার্জ্জন করিতে উদ্যত হই; এবং মনুষ্য স্বভাবতঃ নিত্য তেদ্যক নহে, একারণ কালপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত আমরা সাতিশয় আগ্রহ দর্শাই। কিন্তু যখন প্রগাঢ় প্রাবৃট্কালে নভোমণ্ডল মেঘমালায় বেষ্টিত হয়, ও বারিদ বদনহইতে গভীর নিনাদ

বিশিষ্ট বৃষ্টিধারা দৃষ্টিপথ প্রবিষ্ট হয়; তখন আমাদিগের গ্রীষ্মকালীন ক্লেশ সকল স্মৃতিপথারূঢ় হওয়া দূরে থাকুক, কালের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহাও আমরা সর্ব্বতোভাবে বিস্মৃত হই। অপিচ এই সৌর জগতে নভঃস্থিত বিবিধ জ্যোতিষ্কের গমনাগমন, ও জনপদের প্রাচীন ও বর্ত্তমান সাময়িক পুরাবৃত্তে মনুষ্যের অবস্থা সঞ্চলন বীক্ষণ করিলে ধীশক্তিধারি ব্যক্তি মাত্রেই পর্য্যালোচনা করিয়া ধার্য্য করিতে পারেন, যে এই পৃথিবীস্থ কোন বস্তুর প্রতি নিত্য শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে না। সকল অনিত্য, ও সকলেরই পরিবর্ত্তন আছে এজ্ঞান সকলেরই জন্মে। এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিমিত্ত সকলেই সতর্ক হয়েন। কিন্তু অস্মদাদির দুর্ভাগ্য বসতঃ এই বহুমূল্য অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষীয় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিব্যূহের-মধ্যে কাহারই জন্মে নাই। পলাসি ও এসের যুদ্ধের শেষ হওয়ার পর ভারতভূমে কতিপয় বর্ষ গুরুতর রণ উপস্থিত আর না হওয়ায়; এবং যখন পঞ্জাব সমরানল শান্ত্যাহুতি দ্বারা নির্ব্বাণ হইল; তখন সকলেই অনুভব করিলেন যে এতদ্দেশে মিলেনিয়ম্ অর্থাৎ চিরশান্তি স্থাপন হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কালের গতি কিছুই বলা যায় না। এ বর্ষ যে ভারতবর্ষ ঈদৃশ হর্ষ নাশা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবেন তাহা সকলের স্বপ্ন পথাতীত ছিল। এইক্ষণে সিপাহিদের বিদ্রোহিতার নিমিত্তে অস্মদ্দেশে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। "বাঘে ছুলে আঠার ঘা"। কেবল যে রাজপুরুষদিগের বিপুল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইতেছে তাহা নয়। দ্রব্য সামগ্রী সকল অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে; দীন ও দুঃখী প্রজারা অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ সহ্য করিতেছে। যখন ভারতভূমে শান্তি সতীর বসতি ছিল, তখন রাজপুরুষেরা সহরণ নিবারণ, সেতুবন্ধন, খাল খনন, মৃতসঞ্জীবনী পন্থা ও বিদ্যালয় সংস্থাপন, হিন্দু বিধবার পুনঃ উদ্বাহ বৈধ করণ, অধিবেদন নিবারণ, ও অন্যান্য সামাজিক দুর্নীতির সমূলোৎপাটন, ইত্যাদি অমঙ্গলকর কার্য্যে বিশেষরূপে উৎসুক ছিলেন। তাহাতে অস্মদাদির এমত ভরসা ছিল যে ভারতবর্ষের দুরবস্থা স্বল্পবর্ষের মধ্যেই উন্নতি হইবে। কিন্তু অধুনা বিলক্ষন অনুভব হইতেছে যে বুঝিবা "টেকীকে স্বর্গে আসিলেও আবার ধান ভানিতে হয়"। ভারতভূমি যে কতিপয় শতাব্দী মোসলমানদের দাস শৃঙ্খলে কারাবদ্ধ ছিল, সে কাল এতদ্দেশের ইউরোপীয় "অঙ্ক" নামক বিখ্যাত কাল সদৃশ। তৎকালীন দেশের ও প্রজার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, সকলের ধন, প্রাণ, মান রাখা দুষ্কর হইয়াছিল। বিদ্যানুরাগানল একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া ভস্ম রাশি হইয়াছিল; অগ্নির কণা মাত্র ছিল না; অধুনা তাহাতে রাজপুরুষদের বহুরূপ উৎসাহ ঘৃত নিক্ষেপণ ও অশেষ ফুৎকার দ্বারা কেবল এক্ষণ দুই এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দৃশ্য হইতেছিল; এবং ঈদৃক্ আগ্রহ দীর্ঘকাল থাকিলে অপায় সাধারণ সকলেরই মনে এবম্বিধ বিবিধ আশ্বাস ছিল যে ক্ষুদ্র অগ্নিকণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া সাকল্য অজ্ঞানরূপ তিমির ছুরীকরণ করিবে। ইদানিন্তন ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া অস্মাদির আশালতা যে শীঘ্র বলবতী ও ফলবতী হইবে এমত আর অনুভব হয় না, কারণ রাজপুরুষেরা বিদ্রোহিতার নিমিত্তেই এইক্ষণে বিশেষঃ মনোযোগী হইয়াছেন। লোকে কহে যে "অভাগার সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই" তাহা সত্য। দুর্ভাগা ভারতভূমির ভাগ্যে কখনই ভাল হইল না। যে স্থলে এমত ইংরাজদের রাজরাজ্যের অধীন হইয়াও ইহার উন্নতির পক্ষে এবম্ভূত ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তবে আর কবে কি হইবে? কতকাল মোসলমানদের উৎপাত, কতক কাল বর্গির দৌরাত্ম্য; কতক দিন গঙ্গারামী হঙ্গাম, অদ্য তিতুমিরের হঙ্গামা, কল্য সাঁওতালি হঙ্গামা; অধুনা কালা সিপাহিদের হঙ্গামা; হঙ্গামায়ং লোকের নিশ্বাস ত্যাগ করিবার সাবকাশ নাই। যখন অস্মদ্দেশের পদে পদে ঈদৃশ বিপদ ঘটিতেছে, তখন ইহার জনপদে অপদস্থ হইবার অসম্ভাবনা বা কি? হে সিপাহি সকল! তোমরা শান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর। ইংরাজ ভূপ তোমাদের পূর্ব্বতন অলমগীরের সদৃশ নন যে তিনি তোমাদের দেবালয় ভগ্ন করাইয়া মসিদ গঠন করাইবেন; তিনি সেরাজুদ্দৌলা নন যে তোমাদের ধন, প্রাণ, মান হরণ করিতে উদ্যত হইবেন। কেন আর তোমরা আপনাদের পদে আপনারা কুড়ালি মার। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

মান্যবর শ্রীযুত অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মদীয় কতিপয় পঙ্ক্তি সংশোধনানন্তর মহাশয়ের সুবিখ্যাত পত্রৈকপার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা পাঠের ফল কি?

যে সকল বিদ্যা মানব জাতির অধ্যয়ন ও তত্ত্বানুসন্ধানের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা ও মহোপকারিণী তাহার সন্দেহ নাই। এই বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে নভোমণ্ডলস্থ তাবতীয় জড়পদার্থের অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির বৃহত্ত্ব, দূরত্ব ও গতি; তাহাদের নানা প্রকার অপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার, এবং তাহারা এই সুশৃঙ্খল-সম্পন্ন-নিয়মাধীন বিশ্বরাজ্যের কার্য্য প্রসঙ্গে যে যে মহতী অভিপ্রায় সাধনাশয়ে সৃষ্ট হইয়াছে তত্তাবৎবিষয়ক জ্ঞান উপার্জ্জন হয়। এই মহান্ চমৎকার পাঠ্য বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অতি নাস্তিক ও অননুসন্ধানেচ্ছুক ব্যক্তিরও চৈতন্যচক্ষুরুন্মীলন হয়, ও তাহার হৃদয়াকাশে আশ্চর্য্য জ্ঞানের উদয় হইয়া ঐ সকল জানিবার ইচ্ছাকে নিদ্রিতাবস্থাহইতে জাগরিত করণানন্তর ক্রমশঃ বলবতী করিতে থাকে; এবং সে কৌতূহলাক্রান্ত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া অতি আশ্চর্য্য পরম পুরুষের অসীম ক্ষমতা ও শিল্প-নৈপুণ্যতা চিন্তা করত মোহিত ও তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি সম্বর্দ্ধন করিবার জন্য সমুৎসুক হয়। ইহাতে মনোবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়কে মার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া মনকে অভাবনীয় বিষয় চিন্তনে প্রযুক্ত করায়। গগণ মণ্ডলের অচিন্তনীয় বৃহত্ত্ব, ও মাহাত্ম্য, সময়ের অক্ষয়তা, স্থানের অসীম বিস্তীর্ণতা এবং সর্ব্ব শক্তিমানের অশেষ সৃষ্টি-ব্যাপার ইত্যাদির প্রতি গভীর ভাবে ভাবনা করিলে মনদ্বারা উদ্ঘাটিত হইয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় তাহার সন্দেহ কি? জ্যোতির্ব্বিদ্যার জ্যোতিঃ প্রভাবে এক অনন্ত, অজ্ঞেয় সর্ব্বস্রষ্টা স্বগুণ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া এক নির্ব্বিশেষ রাজ্যোপরি প্রাধান্য বিস্তার করিতেছেন তাহা দেদীপ্যমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। নীরব, নিভৃত, নিশীথ সময়ে গগণমণ্ডল অবলোকন করিলে অন্তঃকরণ বিস্ময়াপন্ন ও ভক্তিরসে আর্দ্র হয়, এবং তৎকালে আত্মা সেই পরমাত্মার গুণানুকীর্ত্তন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। গ্রহ ও নক্ষত্রাদির বিষয় প্রকৃতরূপে তম তম করিয়া বিবেচনা করিলে এই অসার সংসারে মানবজাতি যে প্রাপ্যলভ্য ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইবার নিমিত্ত নিরন্তর আসুরক্তি প্রকাশ করে তাহা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইয়া বহ্বাশা, দর্প ও আত্মশ্লাঘার যথোচিত দমনোপায় করিতে চেষ্টা হয়।

এই বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মের সন্নিহিত সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির অধ্যয়ন করা অতি কর্ত্তব্য। এক প্রসিদ্ধ কাব্যকর্ত্তা যথার্থই বলিয়াছেন যে ধর্ম্মনিষ্ঠাহীন জ্যোতির্ব্বিদ্যা বাতুলানুরূপ। অবিজ্ঞেয় জ্ঞান সম্পন্ন এবং অদম্য ক্ষমতাপন্ন স্বয়ম্ভু ও সনাতন পরম পুরুষের বিদ্যমানতার প্রমাণ জ্যোতিষ্কের পারিপাট্য ও পরিভ্রমণেই এরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে তাহা প্রত্যেক বিবেকশক্তিবিশিষ্ট ও অনুসন্ধানকারি ব্যক্তির মনে পাষাণ রেখার ন্যায় অক্ষয় সংস্কার জন্মাইতে কখনই পরাঙ্মুখ হয় না। যদিও জ্যোতিষ্কের "বাক্‌শক্তি ও কোন ভাষা নাই, এবং রবও শুনা যায় না;" এবং যদিও তাহারা মৌনিরূপে গর্ব্বহীন গৌরবে এই ভূমণ্ডল বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে; "তথাপি তাহাদের উপদেশ সর্ব্ব দেশে, ও তাহাদের বক্তব্য পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া" এই ঘোষণা করিতেছে যে "যে হস্তের দ্বারা তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা ঐশিক।" অতএব পৃথিবীতে এপ্রকার শিথিল, অসভ্য, ও অজ্ঞান জাতি প্রায় নাই যে জ্যোতিষ্কের পরিভ্রমণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐরূপ উপলব্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। মহানুভব প্লেটো কহেন যে "যখন মনুষ্যজাতি নক্ষত্রগণের আশ্চর্য্য মেলবদ্ধ এবং সমস্ত বর্ষ মধ্যে কি হেমন্ত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই দিবা রাত্রি চিহ্ন নির্দ্ধারিত সময়ে শেষাবস্থ হওয়া অবলোকন করিলেক তখন তাহারা পরমেশ্বর আছেন বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল।" পণ্ডিতবর শিশিরো ঐ বিষয়ে এইরূপ আপনাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন; গগণমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ ও জ্যোতিষ্কের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এক অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই পরমাশ্চর্য্য জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করণানন্তর তদুপরি প্রভুত্ব করিতেছেন এই সিদ্ধান্ত করাঅপেক্ষ আর কি সামান্য বুদ্ধি-সুলভ কার্য্য আছে আমি বলিতে পারি না। ইহাতেও যে নরাধমের সংশয় জন্মে জানি না সে কেন "সূর্য্য কি আছে? তদ্দ্বারা কি এই ভূমণ্ডল আলোকময় হয়"? বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ না করে।

ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থলে কথিত বিদ্যাপর্য্যালোচনা করা আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ আছে যথা:—"আকাশ ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করে", অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা এবং মানবজাতির প্রতি অপার অনুগ্রহ ব্যক্ত করে, "ও গগণমণ্ডল তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম দেখায়। প্রতি দিবস কথা কহে, ও প্রতি রাত্রি জ্ঞান জন্মায়। এমত স্থান নাই যে তথায় তাহাদের রব শুনা যায় নাই।"

অতএব ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে জ্যোতির্ব্বিদ্যা কেবল মনোনীত গাঁঠা অথবা দোষ বর্জ্জিত তুষ্টিকর বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবেক না, কিন্তু ইহাও জানিতে হইবেক যে জগদীশ্বরের অদ্ভুত কার্য্য প্রণালী এবং বিশেষতঃ গগণমণ্ডলের দ্বারা তাঁহার যে কর্ম্ম, পরাক্রম, ও ঈশ্বরত্ব প্রকাশ হইয়াছে তৎসমুদায় ধ্যান করা আমাদিগের অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলে পরম পিতার মহিমাকর প্রকৃতি ও গুণ মর্য্যাদা প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য পূজা ও স্তুতিরূপ কর প্রদানে আমরা সমর্থ হইব ইতি।

স্বপ্ন।

স্বপ্নকালীন মনের অপূর্ব্ব অবস্থাকে দুই প্রধানাংশে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, হৃদয়াকাশে যে সকল বোধের উদয় হয়, তাহাদের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সত্তা থাকার প্রত্যয় জন্মে; এবং সেই প্রত্যয়, যেরূপ জাগরিতাবস্থায় বাহ্য বস্তুর সহিত বোধ কলাপের ঐক্য করিয়া সংশোধিত হয় তাহা হইতে পায় না। দ্বিতীয়তঃ, মনোমধ্যে চিন্তারাশি সম্বন্ধানুসারে এক একের অনুগামী হয়; তদুপোরি আমাদের কিছুই কর্ত্তৃত্ব থাকে না, এবং সচেতনাবস্থার ন্যায় আমরা ইচ্ছাক্রমে চিন্তা অনুক্রমের ব্যতিক্রম অথবা গতি রোধ করিতে পারি না।

কেন স্বপ্ন উৎপত্তি হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা নিতান্ত অক্ষম; কিন্তু কিরূপে নিদ্রাকালীন অদ্ভুতানুভব সকল শ্রেণীবদ্ধ হওত মনোরূপ নাট্যশালায় অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে তাহাই নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম। যে সকল ঘটনা অল্প কাল পূর্ব্বে ঘটিয়াছে ও সম্প্রতি মনোমধ্যে যে সমস্ত অকস্মাৎ চিন্তার আন্দোলন হইয়াছে, তত্তাবৎ পরস্পর অথবা বহুকালীন ঘটনার সহিত যোজনা হইয়া এক অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য্যভূত হয়। এইরূপ কার্য্য প্রণালী কথিত ঘটনা ও চিন্তা সম্বন্ধীয় কোন মনস্কার কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ প্রকার হইতে পারে যে আমরা এক ক্লেশকর দৈবায়ত্ত কর্ম্মের সম্বাদ শ্রুত হইলাম; দূরদেশস্থ প্রিয় সুহৃদের অপ্রিয় বার্ত্তা প্রাপ্ত হইলাম; এবং কোন বৈষয়িক কর্ম্মে আবৃত থাকায় তদ্দ্বারা মন উদ্বেগানলে দগ্ধ হইতেছে; এরূপাবস্থায় স্বপ্ন উপস্থিত ও তাহাতে এই সমুদায় সংযোজিত হইয়া জ্ঞান হইল যেন আমরাই সেই অকস্মাৎ আপদে পতিত হইয়াছি; যেন বিদেশস্থ বন্ধুর সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছি, এবং যাহার সহিত কার্য্য করিয়াছিলাম সেও যেন উপস্থিত রহিয়াছে। এই সকল ঘটনা সংযোগ হইবার এই মাত্র বন্ধনী ছিল যে তাহারা প্রত্যেকে এক প্রকার চিন্তার উৎপত্তি করিয়াছে; এবং ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে স্বপ্ন উপস্থিত কালীন কোন দৈহিক অসুস্থতারদ্বারা চিন্তা শ্রেণী উত্তেজিত হইয়া থাকিবেক। ইহা ব্যতীত এই বিশেষ চিন্তা অনুক্রম কোন রূপে উদ্ভব হইত না; অথবা উহার কতক মূলজ অংশ সর্ব্বতো স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত হইত। প্রবাস বাসী প্রিয় সখা হৃদয় বিদীর্ণকর সম্বাদ সূত্রে আমাদের স্মৃতিপথারূঢ় না হইয়া অতীত প্রীতিকর ঘটনা সম্বন্ধে অস্মদাদির মনোমন্দিরে উদিত হইতে পারিতেন। বহুকালের পর কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় পূর্ব্বকার বান্ধববর্গের তত্ত্বানুসন্ধান ও সন্দেশ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং অনেক দিন পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল সেই বিষয়ে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তদনন্তর স্বপ্নযোগে ঐ সকল ব্যক্তি ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ানন্তর যে সকল বিষয়ে পূর্ব্বে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার আদ্যোপান্ত উল্লেখ হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তিকে এই ব্যাপার উপস্থিত হইবার কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক সে দৃষ্টিগোচর হয় না; কেননা সে, যে সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা এই রূপে মনোমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হইল, তৎসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি নহে।

এদিনবরা নগরের চিকিৎসালয়ে ক্লিনিকেল ওয়ার্ড অর্থাৎ অনাথা শয্যাগত রোগিদিগের আগারে এক পীড়িতা রমণী থাকিতেন। ডাক্তর ডনকানের প্রতি তাঁহার চিকিৎসা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল। সেই স্ত্রী নিদ্রা কালীন অতিশয় বাক্য ব্যয় ও অন্যান্য ব্যাধিত ব্যক্তির ব্যাধির বিষয় বিশেষরূপে বিস্তর উল্লেখ করিতেন। তৎকালে পীড়িতাশ্রয়াগারে যাহারা ছিল তাহাদের বিষয়ে ঐ নিখিল প্রসঙ্গ কিছুই সংলগ্ন হয় নাই; কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর প্রকাশ হইয়াছিল যে ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে যৎকালীন তিনি ঐ স্থানে ছিলেন সেই সময়ের তাঁহার একত্র বাসী রোগীদিগের রোগ বৃত্তান্তই প্রস্তাব করিতেন।

প্রজাপতি।

এই মনোহর পতঙ্গ প্রায় সর্ব্বদাই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহার জন্ম বৃত্তান্ত, কায় পরিবর্ত্তন এবং লাবণ্য অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। অতএব এই তিন অদ্ভুত ব্যাপার কিঞ্চিদ্বর্ণনে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীব জন্তু বৃক্ষ লতাদি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, যথা; স্বেদজ, জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ। প্রজাপতি সমূহের অণ্ডহইতে জন্ম হওয়াতে তাহাদিগকে অণ্ডজ কহা যায়। কিন্তু অন্যান্য ডিম্বজাত কীটপতঙ্গাদি যেরূপ প্রসূতীকর্ত্তৃক উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ডিম্বহইতে নির্গত হয় প্রজাপতি সকল তদ্রূপ জন্মায় না; যেহেতুক তাহাদিগের গর্ভধারিণী অতি যত্নপূর্ব্বক বৃক্ষের পত্রে কিম্বা অন্য অংশে ডিম্ব প্রসব করিয়া অচিরেই প্রাণ ত্যাগ করে। প্রসূতী কখন বা ডিম্ব গুলি পৃথক্ করিয়া পত্রের উপর বিস্তার করে আর কখন বা স্বেচ্ছা পরবশ হইয়া সমুদায় ডিম্বশাবকদিগকে একস্থলে স্তূপাকার করিয়া রাখে। ডিম্বের উপরিভাগে সূক্ষ্ম চিক্কণ আবরণ থাকাতে অনায়াসেই পত্রে লিপ্ত হইয়া থাকে আর প্রবল বায়ু কিম্বা বৃষ্টি বরিষণেও কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষীর ডিম্বের ভিতর যেরূপ আটালাসা অর্থাৎ লালজোল থাকে সেরূপ প্রজাপতির ডিম্বের মধ্যে থাকে না; আর পক্ষির ডিম্বের ন্যায় তাহারা কঠিন খোসাতেও আবৃত থাকে না। এবং স্বজাতির মধ্যেও সকল ডিম্ব একাকার নয় প্রত্যেক প্রকার ডিম্বের আকার, গঠন ও চিত্র বিচিত্রতার প্রভেদ আছে। কতকগুলি অণ্ডাকৃতি, কতক বা নলাকৃতি এবং কতক শুণ্ডাকৃতি। কিন্তু সকলেরই উপরিভাগ অতি মনোহররূপে ষোড়িত থাকে; তাহাদের প্রসূতী, যাহার মক্ষিকাকার, ডিম্ব প্রসব করিয়া মাতৃস্নেহ পরবশ হইয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণ করে না, অতএব ডিম্ব সকল বায়ুর উষ্ণতাহেতু আপনা আপনি প্রস্ফুটিত হয়। আর ডিম্বহইতে নির্গত হইবার জন্যে অধিক কাল আবশ্যক করে না, কিন্তু খোসার গাঢ়ত্ব ও উষ্ণতার ন্যূনতা থাকিলে কিছু কাল বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। যে সকল ডিম্ব শরৎকালে প্রসবিত হয় তাহাদের শুঁয়াপোকা (প্রজাপতির ডিম্বহইতে নির্গত হইবা মাত্রেই প্রথমাবস্থা) বসন্তকালে জন্মায়। অনায়াসেই ডিম্বহইতে বহিষ্কৃত হইবার জন্য ডিম্বের একদিকে ঢাক্‌নাস্বরূপ আছে। ভিতরস্থ শাবক সেই ঢাক্‌নার দিকে কিঞ্চিৎ তেজঃপূর্ব্বক মস্তকোত্তলন করিলেই অনায়াসেই এই আলোকময় পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরমকারুণিক পরমেশ্বরের কি অদ্ভুত দয়া! তিনি প্রজাপতিগনকে এতাদৃশ স্বাভাবিক পশুবুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন যে যদিও তাহারা বৃক্ষ লতাদির পত্র ভক্ষণ করে না তথাচ স্বং ডিম্ব শাবককে এমত বৃক্ষের

পত্রের উপরে রাখে যে তাহারা ডিম্বহইতে নিঃসরন মাত্রেই আহার্য্য প্রাপ্ত হইতে পারে। ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইলে নলাকৃতি ক্ষুদ্র কীট দৃষ্ট হয় কিন্তু ঐ কীট সকল অচিরেই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে এবং তাহাদের শুঁয়াপোকা নামকরণ হয়। তাহারা জীবিত অর্থাৎ অশুষ্ক বৃক্ষ লতাদির পরম শত্রু। অতি অল্পকালের মধ্যে এতই বৃক্ষপল্লব ভক্ষণ করে যে উদ্যানরক্ষক কিম্বা কৃষক নেত্রের বারি ধারা নিবারণ করিতে অশক্ত হয়। কখনং অরণ্যের বৃহদ্বৃহৎ তরু পল্লব ভক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কদাকার করিয়া ফেলে। এই ক্ষুদ্র প্রজাপতি শাবক দিবা রজনীর মধ্যে আপনাদিগের ভারিত্বের দ্বিগুণ পরিমাণে আহার করে। অতএব হে পাঠকবর্গ! দেখুন অতি সামান্য ক্ষুদ্র পতঙ্গ আহার বিষয়ে কিপর্য্যন্ত পারক ও পরিপক্ক।

শুঁয়াপোকার নলাকৃতি শরীর দ্বাদশ অংশে বিভক্ত। উপরি ভাগের ত্বক্ অত্যন্ত কোমলহেতু উহাদিগের অনেক মঙ্গল দর্শয়, অক্লেশে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বক্র করিতে পারে। অনেক শুঁয়াপোকারই মস্তকে শৃঙ্গ আছে। এই পদ সমুদায়ের মধ্যে ষট্‌পদ দেহের সম্মুখবর্ত্তী তিন অংশে থাকে আর দশ পদ পশ্চাদ্ভাগে পঞ্চাংশে থাকে। কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী পদ সহকারে গতিবিধির আয়াসের বহুল হ্রাসতা হয়। দেহের অন্যাংশ অপেক্ষা শুঁয়াপোকার মস্তক কিছু কঠিন আর বোধ হয় যেন দুইটি মুক্তা একত্রে রক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের চক্ষ অতি কৃষ্ণবর্ণ এবং মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি গোলাকারের মধ্যে ছয়টি করিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ডিম্বহইতে নিঃসৃত হইবামাত্র প্রজাপতি শাবক নলাকার ধারণ করে কিন্তু এইক্ষণে তাহাদিগের দেহ পরিবর্ত্তনরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনে প্রবর্ত্ত হই পাঠকবর্গ মনোনিবেশ করুন। এই পতঙ্গের দেহ পরিবর্ত্তনের কারণ এই; ঐ কোমল ত্বক্ অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রাকৃতিক শরীর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এমত বৃহদাকার হয় যে ঐ আচ্ছাদন বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই অদ্ভুতঘটনায় দুই তিন দিবস পূর্ব্বে শুঁয়াপোকা আহার ত্যাগ করে এবং এক স্থলে জড়ের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে। স্বচ্ছন্দে দেহবর্দ্ধনার্থে এক নিভৃত স্থানে থাকে, এবং কোন ক্রমেই স্থানান্তরে যায় না; আর যদিও অনাহারবশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় তথাচ উপরিভাগের পরিচ্ছদ ত্যাগ জন্য মধ্যে মধ্যে তেজঃ পূর্ব্বক গাত্র কম্পন করে। দুই এক দিবস এইরূপ করিলেই ঐ কোমল ত্বক্ মধ্যহইতে তাহার মস্তক নিঃসরণ হয়, এবং মস্তকদ্বারা দেহের অপর সমুদায়াংশ বহিষ্কৃত হয়। শুঁয়াপোকার এই অবস্থা অর্থাৎ তৃতীয় জন্মের গুটিপোকা নামকরণ হয়। পরে আপনার মুখনির্গত লালে পুনরায় আপনাকে আবৃত করে। আর এই স্বকৃত জালে কিয়দ্দিবস বদ্ধ থাকিয়া এক মনোহর রূপ ধারণ পুরঃসর জগতীস্থ মানবকুলের মনোরঞ্জনহেতু পুনরায় ঐ গুটির মধ্যহইতে দ্বার করিয়া প্রকাশ হয়। এবং এই প্রজাপত্যবস্থায় তাহার কিপর্য্যন্ত রূপ লাবণ্য জাজ্বল্যমান হয় তাহা বাক্‌পথাতীত। এমত চিন্তা বিহীন লোক সংসারে কে আছে যে প্রজাপতির সৌন্দর্য্য দর্শনে বিস্মিত হয় না? আমাদের দেশস্থ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া লাবণ্যের কিঞ্চিন্মাত্র বৃদ্ধি না হইলেও দ্বিজ নামাক্রান্ত হইয়া যে কিপর্য্যন্ত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন তাহা অপামর সাধারণের অগোচর নাই। তাঁহারা সামান্য প্রজাপতির চতুর্জ্জন্মের অর্থাৎ চারিবার দেহ পরিবর্ত্তনের পর যেরূপ লাবণ্য দেখিতে পান তাহা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে বোধ হয় এ অন্যায় গর্ব্বের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হয়। জগদীশ্বর করুন আমরা সকলেই তাঁহার সৃষ্ট বস্তু দর্শনে তাঁহার সর্ব্ব শক্তিমানত্ব ও মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার গুণ গানে প্রবৃত্ত হই। সমাপ্তোয়ং।

ব্রীটিস রাজ্যপ্রণালী।

প্রথম অধ্যায়।

রাজশাসন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজশাসনোপকার।

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে এক২ প্রকার রাজ্য শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে; কতকগুলি মহাত্মা লোকেরা শাসন করেন এবং সর্ব্ব সাধারণ প্রজাপুঞ্জ শাসিত হয়; যে দেশে রাজ্য শাসন প্রণালী সুযুক্ত নাই সে দেশের প্রজারা অনির্ব্বচনীয় ক্লেশে হাহাকার করে; অরাজক দেশে ধন, মান, প্রাণ কিছুই নিরাপদে ভোগ করা যায় না; যাহারা অরাজক দেশে বাস করে তাহারা সদাই সশঙ্কিত অস্তাতে কাল হরণ করে, সুস্থির হইয়া কোন কর্ম্মই করিতে পারে না, সুতরাং হৃদয়াকাশে জ্ঞান মিহির উদয় বৃত্তী হওয়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য; অরাজক দেশের লোকেরা অনভ্য ও অজ্ঞ; সে সকল দেশ অজ্ঞান সর্ব্বরী জনিত গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন এবং যদবধি তদ্দেশে রাজ্য শাসন প্রণালী প্রচলিত না হয়, তদবধি সেখানকার শ্রীবৃদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

যে২ দেশে রাজ্য শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে সেই২ দেশে প্রজারা সুখে আছে, সেখানে অকুতোভয়ে সকলে আপন২ কর্ম্ম করিতেছে, সেখানে বিদ্যার আলোচনা হইবার কোন প্রতিবন্ধক নাই, সকলে আপন২ সম্পত্তি নিরাপদে ভোগ করিতে পারে, তস্করের ভয় নাই, কোন সংশয় নাই।

রাজ্য শাসনের উপকরণ আয়োজন করণার্থে বহু ধন অপেক্ষা করে; সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি রাখা উচিত, বিচারাধ্যক্ষগণ মনোনীত করা কর্ত্তব্য, দুষ্টের দমনার্থে কারাগার ইত্যাদির আবশ্যক, এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রজারা রাজাকে কর দেয়, এবং সেই করদ্বারা রাজকোষ পরিপূরিত হইলে প্রজাদেরও উপকার হয় এবং রাজারও উপকার হয়।

কেহ২ বিতণ্ডা তৎপর হইয়া জিজ্ঞাসা উপস্থিত করত প্রশ্ন করিতে পারেন, রাজাকে রাজকর দেওয়াতে কি ফল? যে রাজকর আমরা দিই সে কেবল অনুগ্রহ করিয়া দিই, কিন্তু রাজার তাহাতে কিছু অধিকার নাই। এই কথা নিতান্তই ভ্রান্তি মূলক; বাস্তবিক সুক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে রাজকর রাজাকে বিনামূল্যে দান করা হয় না, বরং রাজাহইতে লাভ করিলাম যে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পত্তির নিঃসংশয় সেই রাজকর ঐ স্বাচ্ছন্দ্যের মূল্য স্বরূপ বলিয়া রাজাকে দেওয়া যাইতেছে। পরিচ্ছদ বিক্রেতাকে মূল্য না দিলে সে আমাকে পরিচ্ছদ দেয় না; ধীবরকে মূল্য না দিলে সে আমাকে মৎস্য দেয় না; মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে মূল্য না দিলে সে আমাকে মিষ্টান্ন দেয় না, তবে রাজাকে মূল্য না দিলে তিনি কি প্রকারে আমাকে রক্ষা করিবেন? তাঁহার নিজের অর্জ্জিত সম্পত্তি নাই; প্রজারা যে কর দেয় তাহা হইতেই তিনি রাজ্য শাসনের, প্রজাপালনের, মারাত্মক জন নিষ্পীড়নের, ও শত্রুর আস্ফালন নিবারণের, তাবৎ ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। অতএব রাজাকে রাজকর অমনি দিতেছি ইহা মনে করা অত্যন্ত অন্যায়।

রাজাকে রাজকর দেওয়া ও পরিচ্ছদ বিক্রেতাকে পরিচ্ছদের মূল্য দেওয়া এই দুয়ের মধ্যে একটি মহা প্রভেদ আছে, তাহা এই; যদি আমি পরিচ্ছদ বিক্রেতার স্থানে পরিচ্ছদ না ক্রয় করিয়া আপনি ঘরে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করি, তাহাতে কেহ আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারে না যদি পরিচ্ছদ বিক্রেতাকে টাকা না দিই তবে সে আমাকে পরিচ্ছদ দিবে না, কিন্তু সে বলপূর্ব্বক আমার স্থানহইতে টাকা বাহির করিতে পারে না। কিন্তু রাজকরের বিষয়ে সেরূপ নহে; রাজকর দেওন বিষয়ে কেহ অন্যথা করিতে পারে না; রাজকর দিতেই হইবেক; দেশের ব্যবস্থানুসারে রাজকর ধার্য্য হইয়াছে তাহা না দিলে রাজা তৈজস পত্রাদি বিক্রয় করিয়া তাহা আদায় করিবেন।

রাজকর দেওন বিষয়ে যে এই প্রকার নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহার কারণও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যে সমস্ত লোকেরা একদেশে বাস করে তাহারা সকলেই সমভাবে রাজকীয় শাসন ও আশ্রয় ভোগ করিতেছে। সকলেই সমভাবে দেশের ক্ষিতি, জল, অনল, অনিল, আকাশাদির দ্বারা কৃত কৃতার্থ হইতেছে, সকলেই রাজার প্রস্তুত প্রকাশ্য মার্গ দিয়া গমনাগমন করিতেছে, সকলেই রাজার নিয়োজিত রাজপুরুষদিগের দ্বারা তস্কর হস্তহইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। অতএব রাজাকে রাজস্ব না দেওয়া বড় অন্যায়, তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক তুমি রাজার স্থানহইতে রক্ষা পাইতেছ; এতদ্ধেতু তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক তোমাকে কর দিতে হইবেক; ইহার ত্রুটি হইলেই প্রমাদ হইয়া উঠে।

স্থলসৈন্য ও সমুদ্রসৈন্য যাহারা আমাদিগকে ভিন্ন দেশীয় শত্রু হস্তহইতে রক্ষা করিতেছে, তাহারা সকলকেই সমভাবে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের পক্ষপাত নাই, দেশ রক্ষিত হইলেই প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল হয়। চৌকীদার ও মাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের সকল কর্ম্মচারিগণ ও সর্ব্বপ্রকার বিচারালয়, ও কারাগার ও অন্যান্য আয়োজন যদ্দ্বারা আমরা দুরাত্মা লোকদের দৌরাত্ম্যহইতে নিরাপদে রহিয়াছি, প্রজামাত্রেই সেই প্রকার নিরাপদে রহিয়াছে; এ বিষয়েও গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতবিহীন। সকলেই গবর্ণমেণ্টহইতে উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং রাজ্য মধ্যে থাকিতে হইলে অবশ্যই গবর্ণমেণ্টের উপকারিতা রসাস্বাদন করিতে হইবেক; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থে রাজকর দেওয়া কর্ত্তব্য।

সকলকার উপকারের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে কর ধার্য্য করেন তাহা দেওয়া সকলকার পক্ষে বিহিত এবং গবর্ণমেণ্ট যে২ ব্যবস্থা অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা মান্য করা সকলকার কর্ত্তব্য। যদি সকলে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্ম্ম করে, মনে করিলে কর দেয়, আবার ইচ্ছা না হইলে কর দেয় না; আপন ইচ্ছানুসারে কোন২ ব্যবস্থা পালন করে, আবার কোন২ ব্যবস্থা পালন করেও না; এমন হইলে সমস্ত প্রজাদের ক্ষতি হয়; কতক লোকের অনাচার ও পাষণ্ডতাপ্রযুক্ত সমূহ লোকের হানি হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রজা ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠেরা আমরা উপদেশ পাই যে গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ রাজ্য শাসন প্রণালী থাকাতে লোকদের উপকার বই অপকার নাই। ঈশ্বরের অভিমত এই যে সকলেই রাজভাবহ হয়।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্‌ট্ সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য ৵ আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সন্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১। ১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, শুক্রবার ইং ১ জানুআরি ১৮৫৮। বাং ১৮ পৌষ ১২৬৪। [১১ সংখ্যা।

বিদ্যা।

যে উপায়দ্বারা মানবগণ অতীত অনাগত ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট পদার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন তাহার নাম বিদ্যা। বিদ্যা অতি রমণীয় পদার্থ। এই দৃশ্যমান জগতে মনুষ্যের হিতজনক যত পদার্থ আছে বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মনুষ্যজাতি যত দূর প্রতিজ্ঞ হইয়া বিদ্যানুশীলনে যত্নবান্ হয়েন ততই তাঁহারদিগের মানসক্ষেত্র জ্ঞান রসাভিষিক্ত হইয়া পরম সুখধাম হইয়া উঠে। নিয়ত বিদ্যাভ্যাসদ্বারা বিপুল জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া মনুষ্য সনাতন ধর্ম্মরূপ ইষ্টপদার্থকে প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার হৃদয়াকাশ জ্ঞান সুধাকরের বিমলকর বিকীর্ণ হওয়ায় আর মোহান্ধকারে আবৃত হয় না। অন্যের হিতানুষ্ঠানে ও শুভ চিন্তনে তাঁহার চিত্ত নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায় আত্মদুঃখে নিতান্ত খিন্ন ও সুখে একান্ত উত্তপ্ত হইতে হয় না। উপচিকীর্ষা বৃত্তিই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। ফলতঃ বিদ্যানুশীলনদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি শুভাশুভ বিবেচনাপূর্ব্বক ভূমণ্ডলের যাবদীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। বৈধাবৈধ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকায় অবৈধ আচরণদ্বারা তাঁহার চিত্ত অনুতাপানলে তাপিত হয় না; সুতরাং মনঃ সতত প্রফুল্ল থাকায়, উপচিকীর্ষা দয়া ভক্তি ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল উদিত হইয়া তাঁহাকে পরোপকারী করে। তিনি বন্ধুগণের প্রণয়াস্পদ, প্রতিবাসীগণের পূজাস্পদ, ও জগতের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া পরমপরিতোষে জীবিতকাল ক্ষেপণ করেন।

বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি পশুতুল্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য কিছুমাত্র বোধ না থাকায় ইতর জন্তুর ন্যায় আহার কলহ নিদ্রা ইত্যাদি সামান্য কার্য্যে তাহার আয়ুষকাল নিঃশেষিত হয়। ঈশ্বরানুধ্যান, ধর্ম্ম চিন্তন, স্বদেশ হিতানুষ্ঠান, পরোপকার সম্পাদন, এসকল বিষয়ে তাহার মন ভ্রমক্রমেও ব্যাপৃত হয় না, বরং নিরন্তর মোহান্ধকারে নিমগ্ন থাকায় বিবিধ অবৈধ অহিতকর অকার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা আপনার ও লোকের অশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠেন। অনধীত বিদ্য মূঢ় ব্যক্তি আপনার কামানল প্রজ্বলিত হইলে বিবেক বারিদ্বারা নির্ব্বাপিত করিতে না পারিয়া পারদারিকতা মহাপাপ অবলম্বন করিয়া পতিপ্রাণা যুবতিদিগের পরমপবিত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্মকে দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করে, এবং স্বয়ং অত্যুৎকট সুরতের ফল স্বরূপ মহারোগ গ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ন্যায় বৃত্তিদ্বারা অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থপ্রযুক্ত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অন্যকে নিঃস্ব করিয়া দারিদ্র্য নিবন্ধন নানাপ্রকার ক্লেশে নিক্ষিপ্ত করে, এবং আপনিও কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বিবিধ প্রকার যন্ত্রণার ভাজন হয়।

যদি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করা যায় তবে অবশ্যই ইহা প্রতীত হইবেক যে বিদ্যা মনুষ্যের সমুদায় সুখ দুঃখের মূল; তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে যে দেশে যত বিদ্যার অনুশীলন হইতেছে ততই তত্রত্য মানবগণের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইতেছে এবং যে দেশে যত বিদ্যার অনুশীলনের ন্যূনতা হইতেছে ততই সে দেশের লোকদিগের দুঃখাতিশয্য দৃষ্ট হইতেছে। ইহার প্রমাণ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশীয় লোকদিগের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে অনায়াসে প্রতীত হইতে পারে। ইংলণ্ডে সম্যক্ বিদ্যার বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন হওয়ায় তত্রত্যলোক ভারতবর্ষীয় লোক অপেক্ষা অনেকাংশেই সুখী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। তাঁহারা বিপুল জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া অপেক্ষাকৃত ন্যূন জ্ঞানী লোকদিগের উপর আপনং প্রভুত্ব প্রচার করিতেছেন। যদি বিদ্যার বিমল প্রভা তথায় সম্যকরূপে বিকীর্ণ না হইত তবে কোথায় তাঁহারদিগের এই অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব থাকিত? কোথায় বা সেই দিব্য সুখ সম্ভোগ থাকিত? সর্ব্বথা তাঁহারদিগের মুখতা নিবন্ধন নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। সম্প্রতি ভারত ভূমিতে সম্যক্ বিদ্যার পর্য্যালোচনা না হওয়ায় কি অনিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সবিস্তারবর্ণিত হইলে জ্ঞানাজ্ঞানের শুভাশুভ ফল অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবেক। এই হতভাগ্য ভারতবর্ষে প্রায় ৭। ৮ শত বৎসর বিদ্যার অনুশীলন এক কালে রহিত হইয়াছে দুর্ব্বৃত্ত যবন ভূপতিদিগের অধীনে ভারতক্ষেত্র নিতান্ত ম্লান ছিল, তাহারদিগের ভীষণ শাসনে প্রজাপুঞ্জের বিদ্যানুশীলন দূরে থাকুক স্ব স্ব পরিবার লইয়া সুখাবস্থানও কঠিন হইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যানুশীলন এক কালে রহিত হওয়াতে লোক সকল মূর্খতা জালে পতিত হইয়া হিতাহিত স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করেন, পরের দাসত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি

পত্রের উপরে রাখে যে তাহারা ডিম্বহইতে নিঃসরণ মাত্রেই আহার্য্য প্রাপ্ত হইতে পারে। ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইলে নলাকৃতি ক্ষুদ্র কীট দৃষ্ট হয় কিন্তু ঐ কীট সকল অচিরেই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে এবং তাহাদের শুঁয়াপোকা নামকরণ হয়। তাহারা জীবিত অর্থাৎ অশুষ্ক বৃক্ষ লতাদির পরম শত্রু। অতি অল্পকালের মধ্যে এতই বৃক্ষপল্লব ভক্ষণ করে যে উদ্যানরক্ষক কিম্বা কৃষক নেত্রের বারি ধারা নিবারণ করিতে অশক্ত হয়। কখনং অরণ্যের বৃহদ্বৃহৎ তরু পল্লব ভক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কদাকার করিয়া ফেলে। এই ক্ষুদ্র প্রজাপতি শাবক দিবা রজনীর মধ্যে আপনাদিগের ভারিত্বের দ্বিগুণ পরিমাণে আহার করে। অতএব হে পাঠকবর্গ! দেখুন অতি সামান্য ক্ষুদ্র পতঙ্গ আহার বিষয়ে কিপর্য্যন্ত পারক ও পরিপক্ক।

শুঁয়াপোকার নলাকৃতি শরীর দ্বাদশ অংশে বিভক্ত। উপরি ভাগের ত্বক্ অত্যন্ত কোমলহেতু উহাদিগের অনেক মঙ্গল দর্শয়, অক্লেশে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বক্র করিতে পারে। অনেক শুঁয়াপোকারই ষষ্ঠদশ পদ আছে। এই পদ সমুদায়ের মধ্যে ষট্‌পদ দেহের সম্মুখবর্ত্তী তিন অংশে থাকে আর দশ পদ পশ্চাদ্ভাগে পঞ্চাংশে থাকে। কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী পদ সহকারে গতিবিধির আয়াসের বহুল হ্রাসতা হয়। দেহের অন্যাংশ অপেক্ষা শুঁয়াপোকার মস্তক কিছু কঠিন আর বোধ হয় যেন দুইটি মুক্তা একত্র গ্রন্থিত হইয়াছে। তাহাদের চক্ষু অতি কৃষ্ণবর্ণ এবং মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি গোলাকারের মধ্যে ছয়টি করিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ডিম্বহইতে নিঃসৃত হইবামাত্র প্রজাপতি শাবক নলাকার ধারণ করে কিন্তু এইক্ষণে তাহাদিগের দেহ পরিবর্ত্তনরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সংক্ষিপ্তং বর্ণনে প্রবর্ত্ত হই পাঠকবর্গ মনোনিবেশকরুন্। এই পতঙ্গের দেহ পরিবর্ত্তনের কারণ এই; ঐ কোমল ত্বক্ অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রাকৃতিক শরীর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এমত বৃদ্ধাকার হয় যে ঐ আচ্ছাদন বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই অদ্ভুতঘটনায় দুই তিন দিবস পূর্ব্বে শুঁয়াপোকা আহার ত্যাগ করে এবং এক স্থলে জড়ের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে। স্বচ্ছন্দে দেহবর্জ্জনার্থে এক নিভৃত স্থানে থাকে, এবং কোন ক্রমেই স্থানান্তরে যায় না; আর যদিও অনাহারবশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় তথাচ উপরিভাগের পরিচ্ছদ ত্যাগ জন্য মধ্যং তেজঃ পূর্ব্বক গাত্র কম্পন করে। দুই এক দিবস এইরূপ করিলেই ঐ কোমল ত্বক্ মধ্যহইতে তাহার মস্তক নিঃসরণ হয়, এবং মস্তকদ্বারা দেহের অপর সমুদায়াংশ বহিষ্কৃত হয়। শুঁয়াপোকার এই অবস্থা অর্থাৎ তৃতীয় জন্মের গুটিপোকা নামকরণ হয়। পরে আপনার মুখনির্গত লালে পুনরায় আপনাকে আবৃত করে। আর এই স্বকৃত জালে কিয়দ্দিবস বদ্ধ থাকিয়া এক মনোহর রূপ ধারণ পুরঃসর ত্রিগতীস্থ মানবকুলের মনোরঞ্জনহেতু পুনরায় ঐ গুটির মধ্যহইতে দ্বার করিয়া প্রকাশ হয়। এবং এই প্রজাপত্যবস্থায় তাহার কিপর্য্যন্ত রূপ লাবণ্য জাজ্বল্যমান হয় তাহা বাক্‌পথাতীত। এমত চিন্তা বিহীন লোক সংসারে কে আছে যে প্রজাপতির সৌন্দর্য্য দর্শনে বিস্মিত হয় না? আমাদের দেশস্থ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া লাবণ্যের কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি না হইলেও দ্বিজ নামাক্রান্ত হইয়া যে কিপর্য্যন্ত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন তাহা অপামর সাধারণের অগোচর নাই। তাঁহারা সামান্য প্রজাপতির চতুর্থজন্মের অর্থাৎ চারিবার দেহ পরিবর্ত্তনের পর যেরূপ লাবণ্য দেখিতে পান তাহা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে বোধ হয় এ অন্যায় গর্ব্বের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হয়। জগদীশ্বর করুন আমরা সকলেই তাঁহার সৃষ্ট বস্তু দর্শনে তাঁহার সর্ব্ব শক্তিমানত্ব ও মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার গুণ গানে প্রবৃত্ত হই। সমাপ্তোয়ং।

ব্রীটিস রাজ্যপ্রণালী।

প্রথম অধ্যায়।

রাজশাসন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজশাসনোপকার।

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে এক২ প্রকার রাজ্য শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে; কতকগুলি মহাত্মা লোকেরা শাসন করেন এবং সর্ব্ব সাধারণ প্রজাপুঞ্জ শাসিত হয়; যে দেশে রাজ্য শাসন প্রণালী সমুচিত নাই সে দেশের প্রজারা অনির্ব্বচনীয় ক্লেশে হাহাকার করে; অরাজক দেশে ধন, মান, প্রাণ কিছুই নিরাপদে ভোগ করা যায় না; যাহারা অরাজক দেশে বাস করে তাহারা সদাই সশঙ্কিত অন্তঃকরণে কাল হরণ করে, সুস্থির হইয়া কোন কর্ম্মই করিতে পারে না, সুতরাং দুরাকাশে জ্ঞান মিহির উদয় ব্রতী হওয়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য; অরাজক দেশের লোকেরা অসভ্য ও অজ্ঞ; সে সকল দেশ অজ্ঞান সর্ব্বরী জনিত ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন এবং যদবধি তদ্দেশে রাজ্য শাসন প্রণালী প্রচলিত না হয়, তদবধি সেখানকার শ্রীবৃদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

যে২ দেশে রাজ্য শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে সেই২ দেশে প্রজারা সুখে আছে, সেখানে অকুতোভয়ে সকলে আপনং কর্ম্ম করিতেছে, সেখানে বিদ্যার আলোচনা হইবার কোন প্রতিবন্ধক নাই, সকলে আপনং সম্পত্তি নিরাপদে ভোগ করিতে পারে, তস্করের ভয় নাই, কোন সংশয় নাই।

রাজ্য শাসনের উপকরণ আয়োজন করণার্থে বহু ধন অপেক্ষা করে; সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত রাখা উচিত, বিচারাধ্যক্ষগণ মনোনীত করা কর্ত্তব্য, দুষ্টের দমনার্থে কারাগার ইত্যাদির আবশ্যক, এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রজারা রাজাকে কর দেয়, এবং সেই করদ্বারা রাজকোষ পরিপূরিত হইলে প্রজাদেরও উপকার হয় এবং রাজারও উপকার হয়।

কেহং নিতান্ত তৎপর হইয়া জন্তুল উত্থাপিত করত প্রশ্ন করিতে পারেন, রাজাকে রাজকর দেওয়াতে কি ফল? যে রাজকর আমরা দিই সে কেবল অনুগ্রহ করিয়া দিই, কিন্তু রাজার তাহাতে কিছু অধিকার নাই। এই কথা নিতান্তই ভ্রান্তি মূলক; বাস্তবিক সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে রাজকর রাজাকে বিনামূল্যে দান করা হয় না, বরং রাজাহইতে লাভ করিলায় যে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পত্তির নিঃসংশয় সেই রাজকর ঐ স্বাচ্ছন্দ্যের মূল্য স্বরূপ বলিয়া রাজাকে দেওয়া যাইতেছে। পরিচ্ছদ বিক্রেতাকে মূল্য না দিলে সে আমাকে পরিচ্ছদ দেয় না; ক্ষীরকে মূল্য না দিলে সে আমাকে মৎস্য দেয় না; মিস্টান্ন বিক্রেতাকে মূল্য না দিলে সে আমাকে মিস্টান্ন দেয় না, তবে রাজাকে মূল্য না দিলে তিনি কি প্রকারে আমাকে রক্ষা করিবেন? তাঁহার নিজের অধিক সম্পত্তি নাই; প্রজারা যে কর দেন তাহা হইতেই তিনি রাজ্য শাসনের, প্রজাপালনের, মারাত্মক জন নিষ্পীড়নের, ও শত্রুর আস্ফালন নিবারণের, তাবৎ ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। অতএব রাজাকে রাজকর অমনি দিতেছি ইহা মনে করা অত্যন্ত অন্যায়।

রাজাকে রাজকর দেওয়া ও পরিচ্ছদ বিক্রেতাকে পরিচ্ছদের মূল্য দেওয়া এই দুয়ের মধ্যে একটি মহা প্রভেদ আছে, তাহা এই; যদি আমি পরিচ্ছদ বিক্রেতার স্থানে পরিচ্ছদ না ক্রয় করিয়া আপনি ঘরে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করি, তাহাতে কেহ আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারে না যদি পরিচ্ছদ বিক্রেতাকে টাকা না দিই তবে সে আমাকে পরিচ্ছদ দিবে না, কিন্তু সে বলপূর্ব্বক আমার স্থানহইতে টাকা বাহির করিতে পারে না। কিন্তু রাজকরের বিষয়ে সেরূপ নহে; রাজকর দেওন বিষয়ে কেহ অন্যথা করিতে পারে না; রাজকর দিতেই হইবেক; দেশের ব্যবস্থানুসারে রাজকর ধার্য্য হইয়াছে তাহা না দিলে রাজা তৈজস পত্রাদি বিক্রয় করিয়া তাহা আদায় করিবেন।

রাজকর দেওন বিষয়ে যে এই প্রকার নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহার কারণও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যে সমস্ত লোকেরা একদেশে বাস করে তাহারা সকলেই সমভাবে রাজকীয় শাসন ও আশ্রয় ভোগ করিতেছে। সকলেই সমভাবে দেশের ক্ষিতি, জল, অনল, অনিল, আকাশাদির দ্বারা কৃত কৃতার্থ হইতেছে, সকলেই রাজার প্রস্তুত প্রকাশ্য মার্গ দিয়া গমনাগমন করিতেছে, সকলেই রাজার নিযোজিত রাজপুরুষদিগের দ্বারা তস্কর হস্তহইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। অতএব রাজাকে রাজস্ব না দেওয়া বড় অন্যায়, তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক তুমি রাজার স্থানহইতে রক্ষা পাইতেছ; এতদ্ধেতু তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক তোমাকে করও দিতে হইবেক; ইহার ত্রুটি হইলেই প্রমাদ হইয়া উঠে।

স্থলসৈন্য ও সমুদ্রসৈন্য যাহারা আমাদিগকে ভিন্ন দেশীয় শত্রু হস্তহইতে রক্ষা করিতেছে, তাহারা সকলকেই সমভাবে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের পক্ষপাত নাই, দেশ রক্ষিত হইলেই প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল হয়। চৌকীদার ও মাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের সকল কর্ম্মচারিগণ ও সর্ব্বপ্রকার বিচারালয়, ও কারাগার ও অন্যান্য আয়োজন যদ্দ্বারা আমরা দুরাত্মা লোকদের দৌরাত্ম্যহইতে নিরাপদে রহিয়াছি, প্রজামাত্রেই সেই প্রকার নিরাপদে রহিয়াছে; এ বিষয়েও গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতবিহীন। সকলেই গবর্ণমেণ্টহইতে উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং রাজ্য মধ্যে থাকিতে হইলে অবশ্যই গবর্ণমেণ্টের উপকারিত্ব রসাস্বাদন করিতে হইবেক; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থে রাজকর দেওয়া কর্ত্তব্য।

সকলকার উপকারের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট যে কর ধার্য্য করেন তাহা দেওয়া সকলকার পক্ষে বিহিত এবং গবর্ণমেণ্ট যে২ ব্যবস্থা অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা মান্য করা সকলকার কর্ত্তব্য। যদি সকলে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্ম্ম করে, মনে করিলে কর দেয়, আবার ইচ্ছা না হইলে কর দেয় না; আপন ইচ্ছানুসারে কোন২ ব্যবস্থা পালন করে, আবার কোন২ ব্যবস্থা পালন করেও না; এমন হইলে সমস্ত প্রজাদের ক্ষতি হয়; কতক লোকের অনাচার ও পাষণ্ডতাপ্রযুক্ত সমূহ লোকের হানি হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রজা ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠেরা আমরা উপদেশ পাই যে গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ রাজা শাসন প্রণালী থাকাতে লোকদের উপকার বই অপকার নাই। ইশ্বরের অভিমত এই যে সকলেই রাজাজ্ঞাবহ হয়।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্ট সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য ৵ আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১১) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়

অপরং অস্মৎ সমীপে দূঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুয়ন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সন্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১। ১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, শুক্রবার ইং ১ জানুআরি ১৮৫৮। বাং ১৮ পৌষ ১২৬৪। [১১ সংখ্যা।

বিদ্যা।

যে উপায়দ্বারা মানবগণ অতীত অনাগত ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট পদার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন তাহার নাম বিদ্যা। বিদ্যা অতি রমণীয় পদার্থ। এই দৃশ্যমান জগতে মনুষ্যের হিতজনক যত পদার্থ আছে বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মনুষ্যজাতি যত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বিদ্যানুশীলনে যত্নবান্ হয়েন ততই তাঁহারদিগের মানসক্ষেত্র জ্ঞান রসাভিষিক্ত হইয়া পরম সুখধাম হইয়া উঠে। নিয়ত বিদ্যাভ্যাসদ্বারা বিপুল জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া মনুষ্য সনাতন ধর্ম্মরূপ ইষ্টপদার্থকে প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার হৃদয়াকাশ জ্ঞান সুধাকরের বিমলকর বিকীর্ণ হওয়ায় আর মোহান্ধকারে আবৃত হয় না। অন্যের হিতানুষ্ঠানে ও শুভ চিন্তনে তাঁহার চিত্ত নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায় আত্মঃখে নিতান্ত খিন্ন ও সুখে একান্ত উত্তপ্ত হইতে হয় না। উপচিকীর্ষা বৃত্তিই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। ফলতঃ বিদ্যানুশীলনদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি শুভাশুভ বিবেচনাপূর্ব্বক ভূমণ্ডলের যাবদীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। বৈধাবৈধ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকায় অবৈধ আচরণদ্বারা তাঁহার চিত্ত অনুতাপানলে তাপিত হয় না; সুতরাং মনঃ সতত প্রফুল্ল থাকায়, উপচিকীর্ষা দয়া ভক্তি ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল উদিত হইয়া তাঁহাকে পরোপকারী করে। তিনি বন্ধুগণের প্রণয়াস্পদ, প্রতিবাসীগণের পূজাস্পদ, ও জগতের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া পরমপরিতোষে জীবিতকাল ক্ষেপণ করেন।

বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি পশুতুল্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য কিছুমাত্র বোধ না থাকায় ইতর জন্তুর ন্যায় আহার কলহ নিদ্রা ইত্যাদি সামান্য কার্য্যে তাহার আয়ুষকাল নিঃশেষিত হয়। ঈশ্বরানুধ্যান, ধর্ম্ম চিন্তন, স্বদেশ হিতানুষ্ঠান, পরোপকার সম্পাদন, এসকল বিষয়ে তাহার মন ভ্রমক্রমেও ব্যাপৃত হয় না, বরং নিরন্তর মোহান্ধকারে নিমগ্ন থাকায় বিবিধ অবৈধ অহিতকর অকার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা আপনার ও লোকের অশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠেন। অনধীত বিদ্যামূঢ় ব্যক্তি আপনার কামানল প্রজ্বলিত হইলে বিবেক বারিদ্বারা নির্ব্বাপিত করিতে না পারিয়া পারদারিকতা মহাপাপ অবলম্বন করিয়া পতিপ্রাণা যুবতিদিগের পরমপবিত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্মকে দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করে, এবং স্বয়ং অত্যুৎকট সুরতের ফল স্বরূপ মহারোগ গ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ন্যায় বৃত্তিদ্বারা অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থপ্রযুক্ত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অন্যকে নিঃস্ব করিয়া দারিদ্র্য নিবন্ধন নানাপ্রকার ক্লেশে নিক্ষিপ্ত করে, এবং আপনিও রাজদ্বারে দুঃসহ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বিবিধ প্রকার যন্ত্রণার ভাজন হয়।

যদি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করা যায় তবে অবশ্যই ইহা প্রতীত হইবেক যে বিদ্যা মনুষ্যের সমুদায় সুখ দুঃখের মূল; তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে যে দেশে যত বিদ্যার অনুশীলন হইতেছে ততই তত্রত্য মানবগণের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইতেছে এবং যে দেশে যত বিদ্যার অনুশীলনের ন্যূনতা হইতেছে ততই সে দেশের লোকদিগের দুঃখাতিশয্য দৃষ্ট হইতেছে। ইহার প্রমাণ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশীয় লোকদিগের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে অনায়াসে প্রতীত হইতে পারে। ইংলণ্ডে সম্যক্ বিদ্যার বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন হওয়ায় তত্রত্যলোক ভারতবর্ষীয় লোক অপেক্ষা অনেকাংশেই সুখী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। তাঁহারা বিপুল জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া অপেক্ষাকৃত ন্যূন জ্ঞানী লোকদিগের উপর আপনং প্রভুত্ব প্রচার করিতেছেন। যদি বিদ্যার বিমল প্রভা তথায় সম্যকরূপে বিকীর্ণ না হইত তবে কোথায় তাঁহারদিগের এই অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব থাকিত? কোথায় বা সেই দিব্য সুখ সম্ভোগ থাকিত? সর্ব্বথা তাঁহারদিগের মূর্খতা নিবন্ধন নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। সম্প্রতি ভারত ভূমিতে সম্যক্ বিদ্যার পর্য্যালোচনা না হওয়ায় কি অনিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সবিস্তারবর্ণিত হইলে জ্ঞানাজ্ঞানের শুভাশুভ ফল অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবেক। এই হতভাগ্য ভারতবর্ষে প্রায় ৭। ৮ শত বৎসর বিদ্যার অনুশীলন এক কালে রহিত হইয়াছে দুর্ব্বৃত্ত যবন ভূপতিদিগের অধীনে ভারতক্ষেত্র নিতান্ত ম্লান ছিল, তাহারদিগের ভীষণ শাসনে প্রজাপুঞ্জের বিদ্যানুশীলন দূরে থাকুক স্বস্ব পরিবার লইয়া সুখাবস্থানও কঠিন হইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যানুশীলন এক কালে রহিত হওয়াতে লোক সকল মূর্খতা জালে পতিত হইয়া হিতাহিত স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করেন, পরের দাসত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

নানা কারণবশতঃ অপরিমিত দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। স্বদেশোৎপন্ন শস্যাদিও তাঁহারা সুখে ভোগ করিতে পারেন না, কৃষিদিগের সম্বৎসর পরিশ্রম করিয়াও উদরান্ন হওয়া কঠিন। অতএব বিদ্যানুশীলন ব্যতীত মনুষ্য জাতির সুখ বৃদ্ধি হইবার উপায়ন্তর নাই।

পাক্ষিক সংবাদ।

— ব্রিগেডিয়ার ইংলিস্ সাহেব লক্ষ্ণৌ নগর বেষ্টন বিষয়ে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরকে যে পত্র লেখেন সেই পত্র পাঠ করিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। ঐ নগরের দুর্গে ৭০০ ইংরেজ লোক, ৮০০ দেশীয় লোক এবং ৫০০ স্ত্রী-পুত্রাদি ৬০,০০০ বিদ্রোহি লোকদের দ্বারা বহুদিবস বেষ্টিত ছিল, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে এবং সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্বেল সাহেবের বল ও বুদ্ধিপ্রভাবে তাহারা মুক্ত হইয়াছে। দুর্গস্থলোকদের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল। বিদ্রোহিরা অহর্নিশি ক্রমাগতঃ কামান ছাড়িয়াছিল, দুর্গের প্রাচিরের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, এবং ভিতরে প্রবেশ করিতে বহুযত্ন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কিছুতেই কিছু করিতে পারে নাই। দুর্গস্থ লোক সকল কি ইউরোপীয়ান্ কি এতদ্দেশীয় কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলই অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল। একেত যাইট সহস্র শত্রুদ্বারা বেষ্টিত তাহাতে আবার মারাত্মক রোগাক্রান্ত তাহাদের দুঃখের পরিশেষ ছিল না। কিন্তু সে যাহা হউক এক্ষণে যে তাহারা শত্রুহস্তহইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহার নিমিত্তে আমরা জগদীশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি।

— মহাত্মা সার হেনরি লরেন্স কিরূপে লক্ষ্ণৌ নগরের প্রাণত্যাগ করেন তাহা উপর উল্লিখিত ব্রিগেডিয়ার ইংলিস সাহেবের পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। জুলাই মাহার ১লা দিবসে যখন লরেন্স সাহেব তাঁহার গৃহমধ্যে বসিয়াছিলেন এমন সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার নিকট এক আগ্নেয় গোলা পড়িল, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র আঘাৎ প্রাপ্ত হইলেন না। ঐ ঘটনার পরেই সকলে লরেন্স সাহেবকে বলিলেন "মহাশয় আপনি এই গৃহহইতে স্থানান্তরিত হউন, বোধ হয় বিদ্রোহিরা আপনকার গৃহ লক্ষ করিয়া গোলা ফেলিতেছে"। কিন্তু লরেন্স সাহেব উপহাস করিয়া বলিলেন "এমন ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে আর গোলা পড়িবে না"। তাহার পরদিবসই ঐ গৃহমধ্যে আর এক গোলা পড়াতে লরেন্স সাহেব আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। ৪টা জুলাই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

— ব্রিগেডিয়ার ইংলিস এক্ষণে কাণপুরে আছেন।

— সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্বেল আগ্রা নগরাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

— যে গোয়ালিয়র বিদ্রোহিদিগের হইতে প্রধান সেনাপতি কএকটী কামান কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহারা জেনরল গ্রাণ্টদ্বারা পুনর্বার পরাস্ত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে তাহারা একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

— মধ্য-ভারতবর্ষহইতে এইমাত্র সমাচার আসিয়াছে যে সাজাদা শুরসেলা নগরে তাম্ব গাড়িয়া আছে, কিন্তু ইংরেজদ্বারা অনেকবার পরাস্ত হইয়াছিল। ইংরেজ বাহাদুর অদ্যাবধি মণ্ডেশ্বর লইতে পারেন নাই, কিন্তু শীঘ্র লইবেন সন্দেহ নাই। মেজর জেনরল রোজ সাহেব তথাকার সেনাধ্যক্ষ হইয়াছেন।

— সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ১৭ই ডিসম্বরের পত্রিকায় লেখেন যে নিজ ফরেঙ্গাবাদের দুই জন বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান এক ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা উভয়েই সিপাহিদের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক জন পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন আর এক জন সিপাহিদের দ্বারা হত হইয়াছেন। ফলতঃ যিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন তিনি ফরেঙ্গাবাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ফতেপুরের পাদরী ছিলেন, রেবরেণ্ড গোপীনাথ নন্দিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সকল লোকেই জানে। আর তাঁহার সঙ্গি শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র সিপাহিদের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন নাই। আমরা প্রকৃত সমাচার পাইয়াছি যে তিনি ফতেপুরহইতে আগ্রা যাইতেছিলেন এমন সময়ে পথিমধ্যে ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন।

— অবগতি হইল যে গোবরডাঙ্গা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চন্দ্রকণার শ্রীস্বরূপচন্দ্র চক্রবর্ত্তির বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

— অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি এক কেন্দুয়া ব্যাঘ্র আসিয়া দুই তিন জন মনুষ্যের প্রাণনাশ করে; তথাকার রাজবাটীর এক সিপাহির হস্তে ঐ হিংস্রক জন্তু পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

— কার্ত্তিক মাসের বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।

— বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলের সমাচার বড় উত্তম নহে। জলপাইগুড়ির এবং মদনগঙ্গের কতক গুলি সিপাহি বিদ্রোহী হইয়া গোরক্ষপুরাভিমুখে গমন করিয়াছে। ঢাকা নগরের বিদ্রোহিরা ভোট দেশে গমন করিয়াছে, এবং কুচবেহারের রাজার ৩০০ সেনাদের সহিত একত্র হইয়াছে। চট্টগ্রামের বিদ্রোহিরা কি করিতেছে তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না, কেহ২ বলিতেছে যে তাহারা লুঠ করিয়া বেড়াইতেছে।

— সম্বলপুরের গোলযোগ অদ্যাবধি আছে; তথাহইতে আরও অমঙ্গল সংবাদ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

— বঙ্গপুরের লোকেরা ভয় পাইয়াছিল যে ঢাকার বিদ্রোহিরা তাহাদিগকে লুঠ করিবে, কিন্তু বিদ্রোহিরা উক্ত নগরে না গিয়া মণ্ডলগঞ্জ দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়াছে।

— অবগতি হইল যে পালমৌ নগরে ৮০০০ কোলেরা অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেছে।

— ইংলিসম্যান পত্রিকার সম্পাদক লেখেন যে জাকসন সাহেব, তাঁহার ভগিনী, কাপ্তান অর সাহেব, লেপ্টেনেণ্ট বর্ণস সাহেব এবং মিস খ্রীষ্টিয়ান অদ্যাবধি অযোধ্যার বিদ্রোহিদের হস্তে আছে। ইহারসতা মিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারিলাম না।

— নিম্ন লিখিত রাজাগণ লক্ষ্ণৌ নগরের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে :—

১। ঝুসিয়ারের রাজা আর তাঁহার ভ্রাতা।
২। কালাকঙ্করের রাজা এবং তাঁহার পুত্র।
৩। রঘুনাথ সিংহ।
৪। শেও চরণ লালা।
৫। সমরপুরের রাজা বসন্ত সিংহ।
৬। তুলসীপুরের রাজা।

প্রেরিত পত্র।

হে অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয়! ভবদাসনে বিনীত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, এনব লেখকের কতিপয় বর্ণ পংক্তি সংশোধন পুরঃসর দয়াবলোকনপূর্ব্বক মহাশয়ের ভুবন বিখ্যাত পত্রিক পার্শ্বে আস্পদ প্রদানে চিরবাধিত করিবেন।

অস্মদাদির স্বদেশীয় ভাষা ইতি পূর্ব্বে এতদ্রূপ প্রচলিত ছিল না। অসুংসাহ অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত বঙ্গ বিদ্যানদী প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আমাদিগের কি অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যরাশির পরিপাক ফল, যে ইউরোপীয় রাজকীয় কর্ত্তাবলম্বী রাজপুরুষ মহাশয়গণের কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টি বর্ষণে ঐ বিদ্যাতরঙ্গিনী অতি বেগবতী হইয়া অস্মদাদির চিত্তানন্দদায়িনী ও মঙ্গলজননী হইয়াছে।

অধুনা সর্ব্বদ্বীপ প্রদীপ নবদ্বীপ ধামের বিচিত্র বিদ্যামন্দিরের কিঞ্চিদ্বর্ণনা করিতেছি। সত্যধর্ম্মাবলম্বী মহোৎসাহী শ্রীযুত পাদ্রি হেজল সাহেব মহাশয় নবদ্বীপস্থ সমস্ত পণ্ডিত সমাজ রাজ রাজিতে বিরাজমান হইয়া অদ্ভুত পূর্ব্বে ত্রিবিধ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়স্থাপক মহাশয়ের সৌজন্য সন্দর্শনে এবং পরমোপকার বোধে অত্রস্থ জনগণের মনোরঞ্জন হইয়াছে। তজ্জন্য জগন্মান্য ধন্য বিচক্ষণাগ্রগণ্য কোবিদ বংশাবতংশ ভুবিবিদিতপণ্ডিত মহাশয়েরা স্বীয়২ বিদ্যালয়ের শোভার হ্রাস করিয়াও সুশিক্ষা জন্য স্বস্ব বালকদিগকে উক্ত বিদ্যা মন্দিরে প্রেরণ করিয়াছেন। তামাত্রয়ের সুশিক্ষা প্রদানার্থ উত্তমোত্তম শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। বালকবৃন্দ যখন কাষ্ঠাসনে উপবেশনে সরোজ মালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শিক্ষকোপকণ্ঠে মুক্তকণ্ঠে পুস্তকাদি পাঠ করিতে থাকে, তখন যেন পদ্মাকরস্থ পদ্মাবলির মকরন্দ লুব্ধ মধুব্রতের মধুর রবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পরন্তু ত্রিবিধ বিদ্যালয়ের বিবিধ বিদ্যা বিষয়িনী শিক্ষার শৃঙ্খলতাতে এবং বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাশয়ের আনুকূল্যে স্বল্পমূল্যে বহুমূল্যের রত্ন লাভের প্রত্যাশায়, নানা প্রদেশবাসি অন্তেবাসিগণ বিদ্যাশদনরূপ রঙ্গাকরে নিমগ্ন হইয়া কৃতকার্য্য হওনে সযত্ন হইয়াছে।

অপর গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সাহায্যে অস্মদাদির যেপর্য্যন্ত উপকার হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু কতিপয় হীন বালকেরা বেতন দিতে অসমর্থপ্রযুক্ত অবিদ্যা বশবদ হইয়া খেদ করত কাল হরণ করিতেছে। নবদ্বীপস্থ ধনি মহাশয়দিগের এবিষয়ে সাহায্য করা কর্ত্তব্য কিন্তু তাঁহারা অনাথ বালকদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ ভ্রম ক্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না। যদ্যপি কোন মহোপকারি মহোদয় মহাশয়েরা কৃপাবলোকন পুরঃসর বিদ্যাদানার্থ কিঞ্চিদ্দর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে ধনবিহীন বালকেরা বিদ্যাধন লাভ করত দৈন্য জালহইতে মুক্ত হয়। এবং মহাশয়দিগেরও যশোরাশি সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

নবদ্বীপস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।
শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

মান্যবর শ্রীযুত অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নদীয় সুরসবিহীন লিপি যদিও তদীয় পক্ষে তাদৃক্ষর বটে তথাচ আমাদিগের ঔৎসুক্যরূপ নদী আপনকার বিন্দু সিন্ধুবারিদ্বারা পূর্ণকরা অতি শ্রেয়স্কর।

৬ই ডিসেম্বর বিশ্রামবাসরে ভবানীপুরস্থ বিদ্যালয়ের দুইটি ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য স্বীকার করত এবং খ্রীষ্ট যে সত্য ত্রাণকর্ত্তা ইহা বিবেক দ্বারা বিশেষরূপে বিচার করত তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে সাতিশয় সানন্দ হইয়া সুবার্ত্তাজনক লিপি আপনকার সন্নিধানে প্রেরণ করিলাম।

দারুণ যন্ত্রণাদায়ক নরকহইতে উদ্ধার, এবং ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া স্বর্গরাজ্যে অনন্ত সুখে কাল যাপন করা অপেক্ষা আত্মার পক্ষে হর্ষপক্ষ আর কি আছে? আমরা বর্ত্তমান সুখে লিপ্ত হইয়া পারলৌকিক যন্ত্রণা এক কালেই বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা রুভুক্ষিত হইলে শীঘ্রই আমাদিগের উদর সমুদ্র পূরণার্থে একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করি; কিন্তু আমাদিগের আত্মা যে ধর্ম্মরূপ আহার বিরহে সদাই বিশুষ্ক হইতেছে তাহা আমরা কেহই মনোগত করি না। আমরা নিয়ত বাহ্যিক বেশ বিন্যাস এবং সুস্থতা দর্শনে অতিশয় উল্লসিত হইয়া উল্লাসেই দিন ক্ষেপণ করিয়া থাকি, কিন্তু হায়! আমাদিগের আত্মা যে নিয়তই অসভ্য অবস্থায় রোদন করিতেছে ইহা কেহই দৃষ্টিপাত করি না। যদ্যপি আমাদিগের শরীর মধ্যে কোন স্থানে তিল মাত্র ক্ষত হয় তাহা হইলে আমরা ব্যাকুলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্রই তাহা বিনাশ করিতে চেষ্টাকরি; কিন্তু আমাদিগের আত্মা সহস্রং ক্ষতদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে ইহা কেহই অবলোকন করি না, অথবা কোন স্থানে ঔষধেরও চেষ্টা দেখি না। যদিস্যাৎ আমরা কখন কোন ক্লেশকর কার্য্য করত সাতিশয় বিক্লান্ত হই তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ শয্যেরই গ্লানি বাহির করণার্থ অথবা বিশ্রাম করণার্থ মহোদ্যোগী হই; কিন্তু হায়! আমাদিগের আত্মা ভাবিকালে কতই যে ক্লেশকর কার্য্য সহ করিবে তাহা আমরা মুহূর্ত্তেকও ভাবি না। আহা! আমাদিগের মন কেমন বর্ত্তমান সুখে লিপ্ত। হায়! হায়! আমরা যে ক্ষণস্থায়ী সুখের নিমিত্ত চিরস্থায়ী সন্তোষ বিনাশ করিতেছি ইহা আমাদের কেমন মূর্খতা। আমরা বর্ত্তমানকালে ইষ্টক অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে সদাই বাসনা করি; কিন্তু ভাবিকালে আমাদিগের আত্মাকে যে অগ্নি প্রজ্বলিত কুণ্ড এবং পূরীষ নির্ম্মিত হ্রদে নিয়তই ডুবিতে হইবে ইহা আমরা ভুলিয়াও মনোগত করি না। আত্মা আমাদের দেহ অপেক্ষা সহস্রগুণে মূল্যকর অতএব শারীরিক সুখাভিলাষ বিসর্জ্জন করত চিরস্থায়ী আত্মার পক্ষে আমাদের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। আমাদের দেহের স্থায়িত্বাবস্থা অতি অল্পকালের নিমিত্ত কিন্তু আমাদের আত্মানবদ্ধীয় ভাবি অবস্থা চিরস্থায়ী অতএব ক্ষণকাল সুখের নিমিত্ত চিরস্থায়ী উল্লাস বিনাশ করা অপেক্ষা খেদের বিষয় আর কি আছে। অতএব আইস আমরা ঐহিক সুখাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাবি অনন্ত সুখের নিমিত্ত ঐ বালক দ্বয়ের ন্যায় খ্রীষ্টকে পাপ ত্রাণকর্ত্তা স্বীকার করত তাঁহারই ধর্ম্ম অবলম্বন করি, তাহা হইলে আমরা অক্ষয় সুখে চিরকাল আনন্দে কালযাপন করিতে পারিব সন্দেহ নাই।

খিদিরপুর নিবাসিনঃ
শ্রীদীননাথ পালস্য।

ধর্ম্মোপদেশ।

"সকলেই পাপী এবং ঈশ্বরের তেজোরহিত হইয়াছে।" রোমীয় ৩।। ২৩।

হে প্রিয় পাঠক! আমিও পাপী, তুমিও পাপী, সকলেই পাপী, অর্থাৎ আমরা সকলেই ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছি, "ধার্ম্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই, এবং জ্ঞানী ও ঈশ্বরের তত্ত্বচেষ্টাকারী কেহই নাই। সকলে বিপথগামী ও নিতান্ত দুষ্কর্ম্মকারী, সৎকর্ম্ম কেহই করে না, এক জনও না"। রোমীয় ৩।। ১০—১২। ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করিয়াছে এমন এক ব্যক্তিও নাই। তাঁহার পবিত্র ব্যবস্থার প্রত্যেক বিধি, আমরা কর্ম্মতে ও বাক্যেতে, ও কুইচ্ছাতে লঙ্ঘন করিয়াছি। আমাদের বিপক্ষে যে দাবি আছে সে ভারী বটে, কিন্তু ঈশ্বরের বিচারাজ্ঞা যথার্থ এবং দাবির পরিশোধ না হইলে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইব।

আইস আমরা এই দাবির বিষয় বিবেচনা করি, এবং আমাদের মনের অন্ধকার ঘুচাইয়া তাঁহার নিজ আলোক প্রদান করিতে ঈশ্বরকে একাগ্রচিত্তে বিনয় করি। দশ আজ্ঞা আপন হস্তে লইয়া তাহা পাঠ কর এবং তদ্দ্বারা আপন আচরণ পরীক্ষা কর। হে হিন্দু ভাই সকল! তোমরা ঈশ্বর বিনা আরও অনেক দেবতাকে পূজা করিয়াছ, অতএব প্রথম আজ্ঞার বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইয়াছে; হে মুসলমান পাঠকেরা! তোমরা যদ্যপিও খোদা ভিন্ন আর কাহারও পূজা কর না বটে, তথাপি পিরের দরগায় ফয়তা দিয়া প্রথম আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ; যে কেহ ঈশ্বর অপেক্ষা, ধন, মান, ভূমি, অর্থাৎ অপর কোন সামগ্রীকে অধিক প্রেম করে সেই প্রথম আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, "তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর"। মথি ২২।। ৩৭। এই বিষয়ে আমাদের ত্রুটি হইয়াছে। কি প্রণালীতে ঈশ্বরের পূজা করা উচিত দ্বিতীয় আজ্ঞাদ্বারা আমরা তদ্বিষয়ে শিক্ষা পাই; বাহ্য উপকরণ ও নৈবেদ্য ও শুদ্ধ শৌল্পিক স্তবেতে ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে না; আত্মা দিয়া সত্যরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করা উচিত; হায়২! আমরা এই বিষয়ে কত অপরাধী হইয়াছি? হিন্দু মহাশয়েরা ফুল বিল্বপত্র ও নৈবেদ্য দিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত ও স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু নির্ম্মিত প্রতিমার পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে কি ঈশ্বরের পূজা হয়? কোন ক্রমেই না। ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে গেলে গাম্ভীর্য্য পুরঃসর ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয় ও তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি ও প্রতিপালন কার্য্য ও বিশেষরূপে তাঁহার পরিত্রাণ কার্য্যের ধ্যান করিতে হয়; ঈশ্বরকে আত্মিক মান্য করিতে হয়, তদগদ চিত্তে তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তি করিতে হয়; সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার গুণ সংকীর্ত্তন করিতে হয়; শুদ্ধ মনে তাঁহার শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়; এই ঈশ্বরের পূজার উপযুক্ত উপকরণ। ঈশ্বর আপন মান্য অন্যকে দিবেন না, তিনিই জাজ্বল্যমান ও স্বয়ম্ভু ঈশ্বর, অতএব দেবপূজকেরা মহাপরাধী।

হাসিতেং যদি ঈশ্বরের নাম লইয়া থাক, অথবা তাঁহার নাম উচ্চারণকালে যদি তুমি মুখে ঈশ্বর২ বলিয়া থাক কিন্তু অন্তঃকরণে যদি ঈশ্বরের ভয়ার্হ নাম তাচ্ছিল্য করিয়া থাক, অথবা, শপথ করা ও শাপ দেওয়া যদি তোমার ব্যবহার হয় তবে ঈশ্বরের তৃতীয় আজ্ঞা তুমি লঙ্ঘন করিতেছ "যে কেহ তাঁহার নাম নিরর্থক লয় পরমেশ্বর তাহাকে নিরপরাধী করিয়া গণনা করিবেন না"।

হিন্দু ও মুসলমান মহাশয়েরা তো চতুর্থ আজ্ঞা পদে২ লঙ্ঘন করিতেছেন; তাঁহারা বিশ্রামবার প্রতিপালন করেন না, কিন্তু অন্য ছয় দিনে যেমন বিষয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন, বিশ্রামবারেও তদ্রূপ করেন; কি পরিতাপ! মনুষ্যেরা যদি ক্রমাগতঃ সাত দিন বিষয়কর্ম্মে রত থাকিবে তবে ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্তে বিশেষ সময় কৈ? প্রত্যহ এক অথবা দুই ঘণ্টা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা উচিত বটে, কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে একটি সমস্ত দিনও ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্তে পৃথক করিয়া রাখা উচিত। খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরা বিশ্রামবারে ঈশ্বরের প্রকাশ্য মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে পাপ স্বীকার করে ও পাপের ক্ষমার জন্যে প্রার্থনা করে, ও ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করে ও সদুপদেশ শ্রবণ করে, এতদ্ভিন্ন নির্জ্জনেও ঈশ্বরের সেবা করে এবং পরিজনগণের সঙ্গেও ঈশ্বরের আরাধনা করে; পরকালের বিষয়ে চিন্তা করে; অনন্ত জীবনের তত্ত্ব চেষ্টা করে, ইত্যাদি ধর্ম্ম কর্ম্মে ও দয়ার কর্ম্মে সমস্ত দিন যাপন করে। হে পাপিষ্ঠ নর! অধোবদন হইয়া নিস্তব্ধ থাক, আপনার পাপ স্বীকার কর।

"তুমি কি প্রতিবাসীকে আত্ম তুল্য প্রেম কর"? মনুষ্যদের হইতে তুমি যেরূপ ব্যবহার প্রকাশ করিয়া থাক, তুমি কি তদ্রূপ ব্যবহার তাহাদের প্রতি করিতেছ? তুমি কি কখন পিতা মাতার ন্যায্য আজ্ঞা অবহেলা কর নাই? তুমি কি জান না যে "অকারণ ক্রোধ করিলে নর হত্যা হয়"? মথি ৫।। ২২। "প্রত্যেক অপবিত্র ইচ্ছাই পরদার"। মথি ৫।। ২৮। গুপ্ত ছল ও চাতুর্য্যই চৌর্য্য; দরিদ্র লোকদিগকে উপকার করিবার ক্ষমতা থাকিতেও যদি তাহাদের উপকার না কর, সেও এক প্রকার চুরি; কাহারও বিরুদ্ধে গ্লানি করিলে নবম আজ্ঞার লঙ্ঘন হয়। নিন্দাসূচক চিন্তা মনে স্থান দেওয়াও মহা পাপ। পরের সামগ্রী লোভ করিলে দশম আজ্ঞার লঙ্ঘন হয়; লোভী অভিলাষও মহা পাতক।

পূর্ব্বতে দশ আজ্ঞাদ্বারা আপনং কর্ম্ম পরীক্ষা করিলে নিশ্চয় বোধ হইবে যে সকলেই পাপী; ব্যবস্থাতে যাহা নিষেধ আছে তাহাই আমরা করিয়াছি; ব্যবস্থাতে যাহার পক্ষে বিধি আছে তাহা আমরা করি নাই। কি বা করিয়াছি, কি বা করি নাই, ইহা আমাদের বিবেচনা করা উচিত। সকলেই পাপ করিয়াছে। আমার অবস্থা কি? পাপিষ্ঠতা ও দুঃখ, এই আমার অবস্থা। তবে এপর্য্যন্ত কেন এই পাপিষ্ঠতার বিষয়ে আমার চেতনা হয় নাই? কারণ পাপহেতুক আমার চক্ষু অন্ধীভূত হইয়াছে, সত্যতার আলোক আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করে নাই।

হে প্রিয় পাঠক! চেত, চেত, চেত; পাপরূপ কালসর্প তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে সেই কাল সর্পের বিষহেতুক তোমার প্রাণ নষ্ট হইতেছে; কিন্তু সেই সর্প নষ্ট করিয়াছেন যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সেই মহাপ্রভুর শরণ লও "মুসা যেরূপ প্রান্তরে সর্পকে উর্দ্ধে উঠাইয়াছিল, তদ্রূপ মনুষ্য পুত্রকে (অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে) উত্থাপিত হইতে হইবে; যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।" যোহন ৩।। ১৫।

আমেরিকার প্রথম প্রকাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।)

উক্ত উপদ্বীপ সকল আমেরিকা মহাদ্বীপ হইতে সমুদ্র করণক পৃথক হওয়াতে, উপদ্বীপস্থ লোকেরা মহাদ্বীপের বিষয় কোন সমাচার দেওনে সক্ষম হয়েন নাই, এতদ্ধেতু কলম্বস্ আর বহুদূর সমুদ্র যাত্রা না করিয়া হিস্পানিওলাহইতেই স্পেইন্ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন: হিস্পানিওলা উপদ্বীপের কোনং লোকও কলম্বসের সহিত স্পেইনে আসিয়াছিল! এবং তথাকার লোককর্ত্তৃক আদরণীয় ও বহু মূল্য সামগ্রী ও স্বর্ণ ইত্যাদি উপঢৌকন আনিয়া কলম্বস্ স্পেইনের মহারাজার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

কলম্বসের প্রত্যাগমনের বার্ত্তা স্পেইন দেশময় রাষ্ট্র হইলে পর রাজধানী মাদ্রিদ্ ও অন্যান্য প্রধান নগরে ঢিং শব্দ বাজিয়া উঠিল; রাজা কলম্বস্কে সসারোহপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং সকলেই বলিতে লাগিল "সাধু সাধু, কি সুভক্ষণেই কলম্বস্ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; ইনি তো সামান্য জন নহেন; বুঝি কোন স্বর্গীয় দূত মানুষ হইয়া জন্মিয়াছেন"।

স্যাণ্ড স্যালভেডোর, কিউবা ও হিস্পানিওলা প্রকাশিত হইলে পর ফারডিনাণ্ড রাজা এমত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে কলম্বস্ বলিতে না বলিতেই রাজা কলম্বস্কে দ্বিতীয়বার সমুদ্র পথে যাত্রা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় যাত্রা উপলক্ষে সপ্তদশ জাহাজ আয়োজন হয় ও তদ্ব্যতিরিক্ত আরং আবশ্যক উপকরণেরও অপ্রতুল ছিল না, এই যাত্রাতে যেন কিছুরই অভাব না হয়, এই জন্যে স্বভাবের ভাব বুঝিয়া সমুদ্র পথের উপযুক্ত তাবৎ উপকরণের আয়োজন করিতে রাজা আদেশ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়বার যাত্রা সাঙ্গ করিয়া কলম্বস্ আরও কয়েকটি উপদ্বীপ প্রকাশিত করিলেন; তাহারদিগের নাম কারিবি উপদ্বীপ ও জেনেকা উপদ্বীপ।

এই সময়ে কলম্বসের যশঃ ও প্রতাপের ব্যাখ্যা

TORN PAGES.

সকলেই করিতে লাগিল: আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কলম্বসের নাম শুনিল; সকলেই তাঁহার সাধুবাদ করিল; কিন্তু এবম্প্রকার বর্দ্ধমান যশোরাশিহেতু অনেকে তাঁহাকে হিংসাও করিতে লাগিল, এবং সেই দ্বেষী ব্যক্তিরা "কলম্বসের মানের হানি করিবার নিমিত্তে তাঁহার সহিত এক জন নায়েবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; সুতনাধিকৃত দেশ সমুদয়ে সদ্ব্যবস্থা প্রচারকরণের ভার উক্ত নায়েবকে প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে কলম্বস্ ও তাঁহার অধীনস্থ সেনাগণের মধ্যে কোন অনৈক্যতা-প্রযুক্ত উক্ত নায়েব কলম্বসের উপরে ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে আপন জাহাজে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং কলম্বস্‌কে বন্দি করিয়া স্পেইন্ দেশে আনিলেন। স্পেইনের রাজা ঐ নায়েবের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া কলম্বসের প্রতি নিক্ষিপ্ত দূর করিয়া যে পরিমাণে কলম্বসের মানের লাঘব হইয়াছিল তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে কলম্বস্ তাবৎ গ্লানিহইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ও আপন আচরণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্ব্ববাদী সম্মত ইহা রাজ গোচরে প্রতীত করিয়া তৃতীয়বার সমুদ্র পথে যাত্রা করিলেন। এই তৃতীয়বার যাত্রার মধ্যে কলম্বস্ আমেরিকা মহাদ্বীপ নির্ণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু "আমেরিকা" এই আখ্যা "আমেরিগো ভেস্‌পিউসিও" নামক ব্যক্তির নামানুসারে হইয়াছে। ঐ "আমেরিগো" আমেরিকা প্রকাশ হওনের সংবাদ ইউরোপে লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যদ্যপিও "আমেরিকা" এই আখ্যা "আমেরিগোর" নাম হইতে উদ্ভব হইয়াছে তথাপি আমেরিকা প্রকাশ করণের যশ কলম্বসের প্রতিই অর্শে, সেই যশ আর কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না; অদ্যাবধি দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রদেশ "কলম্বিয়া" নামে বিখ্যাত। খ্রীষ্টাব্দের ১৫০৬ সালে স্পেইন দেশের অন্তঃপাতি ভেলেডোলিড নামক নগরে কলম্বসের মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর ছিল।

আমেরিকা দেশস্থ লোকেরা দীর্ঘকায়; শরীরের উচ্চতাতে প্রসিদ্ধ ও প্রশস্ততাতে ও অন্যং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে তদুপযুক্ত; শরীরের সকল বিষয়েই প্রামাণিক; তাহারদিগের শরীরের চর্ম্ম ঈষৎ রক্ত ও কটাবর্ণ; তাহারদিগের মস্তকের কেশ লম্বা ও ঘন; কেশের বর্ণ কাল এবং তাহারা সততই মুক্তকেশী বেশে থাকিত; তাহারদিগের দাড়িতে চুল উঠে না।

মেক্‌সিকো এবং পেরু এই দুই দেশ ছাড়া আমেরিকার অন্যং তাবৎ দেশীয় লোকেরা ভ্রমণকারী অসভ্য জাতির মধ্যে গণ্য; তাহারা সভ্য জাতির এক মাত্র শিল্পবিদ্যা ও আচার ব্যবহার জানিত না; তাহারা প্রায় উলঙ্গ, শরীরের মধ্যাংশের এক অঞ্চল মাত্র তাহারা আচ্ছাদন করিত আর সকল অংশই অনাচ্ছাদিত ও উলঙ্গ থাকিত; মৃগয়া করা ও ধনুর্ব্বাণ যোজনা করিয়া পশু শিকার করা তাহারদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য; এই কর্ম্মেই তাহারা কাল-হরণ করিত আর কোন কর্ম্মই জানিত না; আর কোন কর্ম্মই মানিত না; চাস নাই, নিড়ান নাই, লাঙ্গল নাই, ফাল নাই, কোন প্রসঙ্গই নাই; শিকারের কালাতীত হইলে আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ান্ লোকেরা বৎসরের অবশিষ্ট সময় হয়তো পরস্পর যুদ্ধ করণে, নয়তো আলস্যে কালকাটাইত; দিবার অর্দ্ধাংশ অপরিমিত ভোজন পানে ও অর্দ্ধাংশে নিদ্রাতে শোভিত হইত। আমেরিকান্ ইণ্ডীয়ান্ লোকেরা গাত্রীর্য্যবিলম্বী বটে; সদাই বিষণ্ণবদন ও মৌনাবলম্বী। ইউরোপীয় লোকদের মধ্যে হাস্য কৌতুক ইত্যাদি সমস্ত অবলোকন করিয়া তাহারা ইউরোপীয় লোকদিগকে তাচ্ছিল্য করিত এবং অনর্থক বাক্য ব্যয় করা অথবা কথোপকথন করা অথবা মিষ্ট সম্ভাষণ ও আলাপ করা এ সকলি বালকদিগের স্বভাব ও মনুষ্যের অনুপযুক্ত ইহাই তাহারদিগের বিবেচনা ছিল; তাহারদিগের আচরণ নম্র ও মৃদু ও বিনয়ী ও সম্মানপ্রদায়ী, এবং তাহারদিগের মহা সভার মধ্যে যে কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইত, তাহার বিবেচনা যথাযোগ্য নিয়ম ও সৎপ্রণালী অনুসারেই হইত।

আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ান্দিগের মধ্যে যত জাতি ছিল, তাহাদের রাজ্য শাসনের প্রথা একই প্রকার ছিল। এক জন প্রধান ব্যক্তি ও প্রাচীনবর্গের সভাতেই সেই রাজ্য শাসনের ভার সমর্পিত ছিল; ঐ প্রধান ব্যক্তি আপন ইচ্ছাতে কিছুই করিতে পারিতেন না; সকল কর্ম্মেই প্রাচীনবর্গের সভার পরামর্শ লইয়া চলিতে হইত; সুতরাং ঐ প্রধান ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হইয়া প্রজাবর্গকে পীড়ন করিতে পারিতেন না, ঐ প্রধান ব্যক্তির ও প্রজাবর্গের সহিত এই নিয়ম ছিল যে তিনি যদি মাধুর্য্য ভাবে আপন ক্ষমতার চালনা না করেন তবে তিনি পদচ্যুত হইবেন। যাহা হউক, আমেরিকা দেশের প্রথম প্রকাশ হওনের বিষয় যাহা লিখিলাম পাঠকবর্গেরা তাহা অবগত হইয়া জগদীশ্বরের ধন্যবাদ করুন যে তিনি আপন দাস কলম্বস্‌কে প্রেরণ করিয়া উক্ত দেশ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সেই আমেরিকা প্রকাশ হওয়াতে আমরা এক্ষণে অনেকং উপকার পাইতেছি; মারকিন কাপড় পরিধান করিতেছি; পেরিউভিয়ান বার্ক প্রাপ্ত হইয়া ঔষধাদি হইতেছে; কোটিনিএল পোকা দ্বারা কি চমৎকার কৃষ্ণলোহিত রঙ্গ প্রস্তুত হইতেছে, এতদ্ভিন্ন আরং অনেক উপকার প্রাপ্ত হইতেছি। জগদীশ্বরায় নমঃ এই আমারদিগের অন্তঃকরণের উক্তি হউক, এবং সকল বিষয়েই যেন আমরা তাঁহার স্তব করিতে পারি ও তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতে পারি, এই আমাদের মনোবাঞ্ছা হউক ইতি।

চন্দ্রমুখী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।)

পরে তিনি বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন ঐ ধ্বনি ব্রাহ্মণ পাড়াহইতেই আসিতেছে অতএব আস্তে ব্যস্তে গমন করত ঐ ভদ্র পাড়াতে শীঘ্র পৌঁছিয়া গদাধর রজক প্রমুখাৎ শুনিলেন যে বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তির ভাগিনীর পুত্রোৎসবহেতু ঐ শঙ্খনাদ হইতেছিল। তাহাতে তাহারা উভয়েই ঐ গৃহস্থের ভবনাভিমুখে চলিলেন।

পরামাণিক। তোমার সঙ্গে যে চলাই ভার। রাম! এত দৌড়াও কেন? এক টুক্ আস্তে চল।

রজক। কাল যোগানের দিন ছিল, কিন্তু কাপড় তৈয়ার নাই বলে যাইতে পারি নাই, আর আজই ময়লা কাপড় লিয়ে সৌদাতে চাই। তোমারি পহা বার, আমি শুনেছি চক্রবর্ত্তি মশয়ের ভাগিন জামাই বড় ভাগ্যমন্ত লোক, আমিও হয়তো কিছু পাব।

প। তুমি কিছু পাইতে, কিন্তু——

র। কেন ভাই এমন সব শুভ কর্ম্মে নাপিত ধোপারিতো পাওনা।

প। তা বটে, কিন্তু কাল চক্রবর্ত্তি মশয়কে কামাতেং একটি কথা শুনিলাম।

র। কি কথা ভাই পরামাণিকের পো', তুমি আড়ম্বিতে এমন গম্ভীর হলে কেন।

প। কি জান গদাধর পরের মন্দ করা কর্ত্তব্য নয়, আর আপনার লোকের বিপদ শুনিলে তাহাকে সতর্ক করাই উচিত, সে যাহা হউক তুমি কি চক্রবর্ত্তিবের সকল কাপড় লয়ে যাচ্চ।

র। আরে বাপ রে! তাদের কি এক খানি কাপড় রাখবার যো আছে, একবার এক খানি ধুতি হারায়ে যে মার খেয়েছিলাম তা আমার মনেই আছে।

প। আমি শুনছিলাম যে কর্ত্তার এক খানা ধুতির গোলমাল হয়েছে।

র। (চক্ষুদ্বয় স্থির করত) বলো ভাই দেখি গেলবার আমার ঘরের লোক যোগান দিয়াছিল; এই তো কর্ত্তার দুখান্ ধুতি!

প। এক খান্ খান্‌ফাড়া ধুতির গোল হয়েছে শুনেছি।

র। কই এর মধ্যে তো খান্‌ফাড়া ধুতী দেখিতে পাই নে। কি আপদ! আবার এত দূরহতে ঘরে ফিরে যাই, না গেলে হয় তো আবার মার খাব।

রজক উর্দ্ধশ্বাসে স্বীয় ভবনের প্রতি ধাবমান হইলে ধূর্ত্ত ক্ষুরজীবী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আপনা আপনি কহিতে লাগিল, ও বা কোন ধোবা, আমি জেতে নাপতে, হয়কে নয় করি, নয়কে হয় করি, আমার সেই কালা পেড়ে ধুতী খান্ আজও ওর ঠাঁই পাই নাই। এখন ও বেটা চক্রবর্ত্তির কাছে যাতে কিছু না পায় এমন ফিকির কর্‌তে হইবে।

এখানে চক্রবর্ত্তির বাটীতে মহা কোলাহল ও আনন্দ ধ্বনি হইতেছিল। গৃহস্থ ও গ্রামস্থ তরুণীগণ স্বং গৃহ কার্য্য ত্যাগ করত ঐ বাড়ীতে একত্র হইয়াছিলেন। কেহ শঙ্খনাদদ্বারা শুভ বার্ত্তা দূরে ঘোষণা করিতেছিলেন, কোন নবীনিকা রামা মধুস্বরে গান করিতেছিলেন, কেহ বা হিম চন্দ্রের উদ্দেশে চন্দ্রমুখীকে অনেক প্রেম বাক্য কহিতে লাগিলেন, অর্দ্ধবয়স্কা গৃহিণীরা উৎসবের আয়োজনে ব্যস্তা থাকিলেন, কিন্তু চক্রবর্ত্তির মাতা পক্ক কেশা নিকশা নাতিনীর সহিত কেবল রজ্বরসেই প্রবৃত্তা থাকিতেন।

তুলসিরাম চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, কর্ত্তা মশায় প্রণাম হই, আজতো বড়ই আনন্দের দিন কিছু হুকুম হউক।

চক্রবর্ত্তী। তুলসি এই পত্র লইয়া অদ্যই তোমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে, আর এই ধর কিঞ্চিৎ আশীর্ব্বাদ লও।

তুলসি অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল, এই ধুতী চাদর আমার শাল দোশালা।

চক্র। তুলসি গদা ধোপাকে দেখেছিস সেতো অনেক দিন হইল কাপড় লইয়া গিয়াছে।

তুল। তার কথা কবেন না, সে বড় জুয়াচোর, সে তোমাদের কাপড় পরে বেড়ায়, আর কখনং ভাড়াও দেয়, মশায় তাকে বড় বিশ্বাস করিবেন না!

চক্র। যদি এখন উপস্থিত থাকিত তবে সেও কিছু পাইত, ভাল নয়ে দেখা যাইবে!

তুল। তার বক্‌শিস আমি নয়ে গেলে হয় না আমি তাহাকে অনায়াসে দিতে পারিব।

চক্র। আচ্ছা এই লও।

পরামাণিক ঐ বক্‌শিস রজককে না দিয়া আপনিই গ্রহণ করিল, এবং তাহাকে ছলনায় ভুলাইল।

হিমচন্দ্র তুলসিরামের হস্তহইতে রুক্তবর্ণ লিপিখানি লইয়া উক্ত শুভ বার্ত্তা অবগত হইলেন। পরে তিনি অবিলম্বে রামনগরে গমন করিয়া পুনর্ব্বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আর আমিও নায়ক নায়িকাকে তরুণাবস্থাতেই ভদ্র সমাজে প্রেরণ করিলাম। যদি জগৎপতি সময়, শক্তি ও সৌভাগ্য দেন, এবং এই প্রথম ফলস্বরূপ চেষ্টা সফল করেন, তবে অবিলম্বেই আর এক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিব ইতি।

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্‌ট সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য ৵ আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১২) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

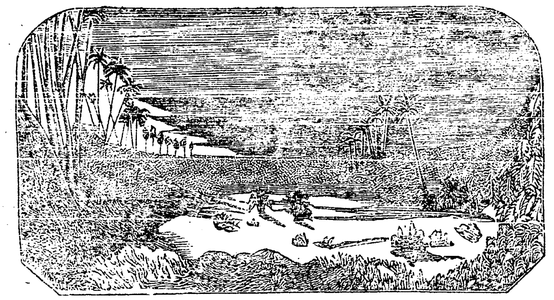

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যূয়ন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব ভদ্বাক্যং মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১।১।১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, শুক্রবার ইং ১৫ জানুআরি ১৮৫৮। বাং ৩ মাঘ ১২৬৪। [১২ সংখ্যা।

পাক্ষিক সংবাদ।

— "হে প্রভো! রক্ষা কর, কেননা সাধু লোকের লোপ হইতেছে"; দায়ুদের এই কথা এক্ষণে আমারদের মনে পড়িয়া গেল। কএক দিবস গত হইল পাদরি আরাটুন সাহেব পরলোক গমন করেন; এবং ২রা জানুআরি কলিকাতার বিশপ এবং ভারতবর্ষের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ডানিএল উইল্‌সন স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন। ডানিএল উইলসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া মনোভাজন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মঘোষকের কর্ম্ম লইয়া তিনি লণ্ডন নগরে কিছু দিন প্রচার করিয়াছিলেন, তৎপরে অক্সফোর্ড নগরে নয় বৎসর ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। তদনন্তর উইল্‌সন সাহেব লণ্ডন নগরে প্রত্যাগমন করিয়া বেডফোর্ড রো ধর্ম্মমন্দিরের যাজকীয় পদে নিযুক্ত হয়েন; এবং তথায় অনেক বৎসর অতি উত্তমরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। ১৮৩২ সালে উইলসন সাহেব ভারতবর্ষের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া বিশপ উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদ্দেশে তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর অবস্থিতি করেন। ভারতবর্ষের কিপর্য্যন্ত উপকার তিনি করিয়াছেন তাহা সকল খ্রীষ্টিয়ানেরা জানেন। বিশপ উইল্‌সন অতি ধার্ম্মিক ছিলেন; এবং তাঁহার সদৃশ ধর্ম্মঘোষক অতি বিরল। তিনি প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক হইয়াছিলেন।

— ২৬ ডিসেম্বর কর্ণেল রোকফুর্ট গোরক্ষপুর প্রদেশে সোহনপুর গ্রামে বিদ্রোহিদিগকে পরাস্ত করেন, এবং তাহাদের দুইটা কামান কাড়িয়া লন।

— শ্রুত হইল যে জঙ্গ বাহাদুর গুরখা সৈন্য সামগ্র সমভিব্যাহারে ২৪ ডিসেম্বরে সিংগোলি নগর পঁহুছিয়াছিলেন।

— অবগতি হইল যে মহম্মদ হোসেন জঙ্গ বাহাদুরকে এক পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি জঙ্গ বাহাদুরকে এইরূপ লেখেন যথা:— "কি আশ্চর্য্য বিষয়! যে আপনি হিন্দু হইয়া ব্রহ্মহন্তা এবং গোহন্তাদের দলভুক্ত হইয়াছেন"। হায়! কি কালের গতি! মহাম্মদ হোসেন আজ কাল পরম ধার্ম্মিক হিন্দু হইয়া উঠিয়াছেন।

— শুনিতে পাওয়া গেল যে রেওয়া নগরের লেফটেনেণ্ট অসবর্ণ সাহেব বিদ্রোহিদিগকে পরাস্ত করিয়া মিহির নগর হস্তগত করিয়াছেন।

— কর্ণেল নীল সাহেবের স্মরণার্থে এক প্রস্তর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে; তদর্থে আমাদের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর এক সহস্র রৌপ্য মুদ্রা দিয়াছেন।

— হরকরা পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে মুঙ্গেরের কারাগারস্থ বন্দিলোকসমূহ ঐ নগরীয় ইংরাজ লোকদিগকে বড় দিনে কাটিয়া ফেলিবার মন্ত্রণা করিয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় পালের গোদারা ধৃত হইয়াছে।

২রা জানুআরিতে প্রধান সেনাধ্যক্ষ সার কলিন ক্যাম্পবেল ফরেক্কাবাদ নগর হস্তগত করিয়াছেন।

— শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে দীনাপুরের বিদ্রোহি সিপাহিদিগের স্ত্রীপুত্রাদি অন্নবস্ত্রের দুঃখ পাইতেছে।

— মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের কতিপয় সেনাধ্যক্ষকে নিম্ন বর্ণিত পুরস্কার দিয়াছেন:—

১। সার জন লরেন্সকে সিবিল্ গ্রাণ্ড নাইট্ অফ দি বাথ্ উপাধি দিয়াছেন।

২। জেনরলদ্বয় হেবলক এবং উইল্‌সনকে নাইট কমাণ্ডর, এবং চেম্বরলেন ও বান কোর্টলণ্ড সাহেবকে নাইট কম্পানিয়ান করিয়াছেন।

৩। জেনরল নীল সাহেবের বিধবা স্ত্রীকে প্রতি বৎসরে দশ সহস্র টাকা দিবেন।

৪। জেনরল নিকল্‌সন সাহেবের মাতাকে প্রতি বৎসর পাঁচ সহস্র টাকা দিবেন।

— কলিকাতার বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন:—

১। অধ্যাপক গ্রাপেল সাহেব সাহিত্যাদি বিষয়ের পরীক্ষা লইবেন।

২। অধ্যাপক কাউএল সাহেব পুরাবৃত্ত ও ভূগোল বিষয়ের পরীক্ষা লইবেন।

৩। পাদরি স্মিথ সাহেব গণিতবিদ্যার পরীক্ষা লইবেন।

৪। পাদরি ডফ সাহেব মানসিকতত্ত্ব বিদ্যার পরীক্ষা লইবেন।

৫। প্রধানাধ্যাপক স্মিথ সাহেব প্রাকৃতবিদ্যার পরীক্ষা লইবেন।

৬। প্রধানাধ্যাপক জীস সাহেব পারশী এবং আরবীর পরীক্ষা লইবেন।

৭। প্রধানাধ্যাপক বিদ্যাসাগর মহাশয় গৌড়ীয় ভাষার পরীক্ষা লইবেন।

— শুনা যাইতেছে যে মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী কোম্পানি বাহাদুরহইতে ভারতবর্ষের ইজারা কাড়িয়া লইয়া খাসে রাখিবেন; কিন্তু এই জনরবের সত্য মিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। আর ঐরূপ নূতন নিয়ম হইলে এতদ্দেশের লোকের ভাল হইবে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। অন্ধ জাগো! না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

— সম্প্রতি কলিকাতার এবং মফঃসলের অনেক বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

— ফ্রী চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের বহুকালের শিক্ষক শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র দে অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

মহামান্যবর শ্রীযুত অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়,

নদীয় নিম্ন লিখিত কতিপয় পংক্তি আপনকার নিকট প্রেরণ করিতেছি, আপনি কৃপাবারি বিতরণ পুরঃসর সংশোধনানন্তর স্বীয় সুখ্যাত জগন্মান্য তরুণ অরুণ পত্রিকে প্রান্তে স্থানদানে চিরবাধিত করিবেন।

হে জগতীস্থ মানব নিকরে তোমরা এই ধরণীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সকলেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ। কেহ বা ধনাঢ্য হইয়া সুখী জনের প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিতেছ, কেহবা ধনমদে মত্ত হইয়া সেই অভাগাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও কর না, কেহ বা আপনাকে আঢ্য লোক জ্ঞান করত নানাবিধ দৈহিক সুখ ভোগে মত্ত আছ, কেহ বা অরুণোদয় পূর্ব্বে স্বীয় শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া মিহিরের

DIFFERENT CONTRAST.

অদ্যাবধি কষ্টঃশ্রেষ্ঠ ধরণী হৃদয় বিদীর্ণ করত স্বীয় ক্ষেত্রে শস্যাদি রোপণ করিয়া নানা মতে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, তোমরা শারীরিক সুখে সুখী ও শারীরিক দুঃখে দুঃখী এবং ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া স্বীয় দুঃখ বিমোচনার্থ যার পর নাই চেষ্টা করত ভ্রমেও একবার মরণ স্মরণ এবং নিজ বাটীর তত্ত্ব কর না।

এই অনিত্য দেহে অবস্থিতি করিয়া আর কত দিন এই অসার সংসার লীলায় মত্ত থাকিবে? আর কত দিন নিজং আত্মায় শয়তানকে পাপরূপ বীজ রোপণ করিতে দিবে? আর কত দিন বা পাপরূপ মদে মত্ত হওত ভগ্ন জ্ঞান হারা হইয়া কালরূপ কাল হরণ করিবে? কি চির দিন? তড়িতের তড়িৎ গতির ন্যায় কি তোমাদের এই দেহ গেহে অবস্থিতি করা নয়? তোমরা খ্রীষ্টের ভক্ত লুক রচিত গ্রন্থের ১২।। ১৬—২১ পদপর্য্যন্ত পাঠ করিয়া দেখ। এক ধনবান বহু গুণ শস্য সংগ্রহ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করত আনন্দে পুলকিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তদীয় আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে। হে বন্ধুগণ তোমাদেরও ভীষনরূপ কাল সুসজ্জীভূত হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। অতএব তোমরা কি করিবা? তোমরা কি স্বীয়ং অস্ত্রে বিভূষিত আছ যে তাহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিবা, এবং তাহাকে কি যুদ্ধে পরাস্ত করিবা? তাহা কখন পারিবা না; কেননা সেই কাল স্বীয় কালরূপ অসি করে ধারণ করত সজ্জিভূত হইয়া তোমাদিগের সহিত বিষম যুদ্ধ করিয়া শীঘ্রই রণাঙ্গন করত ভূমি শয্যায় শয়িত করাইবে। তোমরা কি দেখ না যে পিতার অগ্রে পুত্র এবং পুত্রের অগ্রে পিতা শমনশরে নিপতিত হইতেছে! তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াও কি অবশী লীলায় মত্ত থাকিবে? উঠং শমনকে দমন করিতে যত্নশীল হও! দেখ দেখি সেই ভীষণাকৃতি পুরুষ তোমাদের কত অপকার ও অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া কষ্ট দিতেছে। দেখ সেই কাল মাতৃ গর্ভহইতে নিঃসৃত এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুকে অকালেই তদীয় মাতার ক্রোড়হইতে অপহরণ করত সেই অভাগিনী দুঃখিনী এবং পুত্রবিয়োগিনীকে কতই না দুঃখের ভাগিনী করে! তাহার অনব্রত পুত্র চিন্তায় রত থাকাতে কত শতই না অপকার হয়! ধর্ম্ম যায়, দান যায়, ধন যায়, ধ্যান যায়, বাটী যায়, নিশিতে নিদ্রা হয় না, সুভোজ্য ভোজন হয় না, [illegible] যায়, এবং কাহারো প্রাণপর্য্যন্তও নাশ হয়। তোমরা যে হস্তে সর্ব্বদা জগতের হিতজনক কর্ম্ম করিতেছ তাহার আর স্পন্দন হইবেক না, যে ওষ্ঠদ্বারা নানাবিধ গীত গান করিতেছ সে ওষ্ঠ আর কষ্টেও বাক্যমাত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না, যে চক্ষুদ্বারা সদাসর্ব্বদা সুখকর ব্যাপার বাহ্য দৃষ্টিগোচর করিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইতেছ তাহা আর দীপ্ত থাকিবেক না!

দেখ দেখি কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! হে বন্ধুগণ তোমরা কত ব্যক্তির আশ্রয়, কত ঐশ্বর্য্যের স্বামী, কত ব্যক্তির সুহৃত হইলেও একবার কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইলে সে সকল সম্বন্ধহইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবে! হায়ং তোমরা এরূপ প্রকার বিষময় বিষম শত্রুকে স্বঃক্ষস্থলে রাখিয়া কিরূপে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছ? দেখ দেখি মৃত্যু তোমাদের কত নিকট! এখন উঠ, যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন তাঁহার শরণাগত হও, তিনি তোমাদিগকে আত্মার মৃত্যুহইতে রক্ষা করিয়া অনন্তকালীন সুখ প্রদান করিবেন। সেই পরম দয়ালু ত্রাতা তোমাদের নিমিত্তে কত কষ্ট এবং প্রাণ সংহার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তোমাদের ত্রাণের মূল কারণ হইয়াছেন। এখন সদা সর্ব্বক্ষণ সেই পরম পুরুষের আরাধনা কর যাহাতে তোমরা স্বীয় স্বীয় পাপহইতে ক্ষমা পাইয়া অনবরত যেন তাহার সেবায় জীবন যাপন কর।

খরগোশ।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক অংশেই খরগোশ নয়নগোচর হয়। ইহারা খর্ব্বাকৃতি। ইহাদের উপরের কসে চারিটি ও অধো কসানীতে দুইটি খণ্ডদন্ত আছে। ইহারা রদন ব্যাদান করিলে ঊর্দ্ধ চিবুকস্থিত রদন চতুষ্টয় একবারে দৃষ্টিগোচর হয়ং না; কেননা তন্মধ্যে দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অন্য দুইটির পশ্চাদ্ভাগে সংস্থাপিত থাকে। ইহাদের লাঙ্গুল অতিশয় ছোট, কি নাই বলিলেই হয়। শশারু উদ্ভিদ অর্থাৎ শাকসব্জি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা স্বভাবতঃ বড়ই ভয়ার্ত্ত। মনুষ্যের গন্ধ ইহাদের নাশারন্ধ্রে প্রবিষ্ট মাত্রেই ইহারা বিজন কাননাভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হয়। শশারুগণ বেগে গমনকালীন লম্ফপ্রদান করিয়া থাকে। শশক-স্ত্রীকে এক মাসের অধিক কাল সমত্ববস্থায় দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু বৎসরে প্রায় চারিবার গর্ব্ভবতী হয়; এবং প্রত্যেক বারে তিনটিহইতে ছয়টিপর্য্যন্ত শাবক প্রসব করিয়া থাকে। প্রসূতা শিশুদিগকে বিংশতি দিবসপর্য্যন্ত স্তন্যপান করায়, তৎপরে তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া আপন আপন আহারীয় দ্রব্য আহরণ করিয়া লয়।

ইউরোপ্ দেশীয় শশ ইউরোপ্ খণ্ডের সর্ব্বস্থানে ও আসিয়ার কতক অংশে নেত্রগোচর হয়। এই খরগোশ জাতির পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব লোহিত অথচ তাম্রবর্ণ; উদর রূপাবর্ণ; এবং কর্ণ দীর্ঘ ও তদগ্র ভাগ কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষু বৃহৎ ও স্ফীত; দীর্ঘতা প্রায় দুই ফিট; এবং শরীর অতিশয় কৃশ। ইহারা সর্ব্বদা সতর্ক ও সভয় হইয়া কালাতিপাত করে; এবং জঙ্ঘার বিশেষ আভাবিক গুণদ্বারা মসৃণভূমি অপেক্ষা পাহাড়োপরি অবলীলাক্রমে দ্রুত গমন করিতে পারে। শাকসব্জির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছের ডালে ইহারা বড় প্রিয়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পার্সিলিনামক এক প্রকার বিলাতি শাককে অধিকতর উপাদেয় জ্ঞান করে। যিহুদি ও প্রাচীন ব্রিটনদের পক্ষেশশ-মাংস গোমাংসছিল, অর্থাৎ উভ মাংস ভক্ষণ করিতে তাহাদের নিষেধ ছিল; কিন্তু রোমানেরা অমৃত বোধ করত পরম রুচিপূর্ব্বক বদনে নিক্ষেপ করিয়া অদন করিত। যদিচ শশক মাংস কালিস্ট নীরস ও রসহীন, তথাচ উহাতে এক প্রকার অপূর্ব্ব লালিত্য থাকাতে এক্ষণে বড়ই আদরণীয় হইয়াছে। কখনই খরগোশের রব শ্রুত হওয়া যায় না, কিন্তু কাহার দ্বারা আক্রান্ত বা আহত হইলে ভুঙ্কপোষ্য সন্তানের ক্রন্দন ধ্বনির ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। ইহারা আপন চমৎকার প্রকৃতিসিদ্ধ জ্ঞানদ্বারা শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। এবং ইহাদের আশ্চর্য্য চতুরতার বহুবিধ দৃষ্টান্ত পুস্তক বিশেষে লিখিত আছে। বিড়াল, বুক, ও সিকারীপক্ষিতে শশারুর প্রতি নিয়ত বিরুদ্ধাচরণ করে, এবং মনবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট জীবেরাও এই নিঃসহায় নির্দ্দোষী ভয়াতুর জীবদিগের প্রাণ সংহার করিবার জন্যে কল কৌশল করিতে আর বাকী করেন না। এরূপ পশুদের মৃত্যু সময়ের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুযাতনা, হৃদয় বিদীর্ণকর দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রু নিপাতক অশ্রুধারা ও দুঃখোৎপাদক চীৎকার শব্দ শ্রবণ অবলোকন করত যাহাদের মন দয়ারসে আদ্র না হইয়া বরং আনন্দানুভব করে তাহারা বড় নিষ্ঠুর। খরগোশ সহজে পোষ মানে, কিন্তু এমত বশ হয় না যে একেবারে অন্যান্য পশুর ন্যায় গৃহবাসী হইয়া থাকে; যেহেতু সর্ব্বদা পলায়ন করিবার চেষ্টা পায়। যখন ইহারা কাহার দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন বৃক্ষ কোটরে প্রবেশ বা ভগ্ন প্রাচীরোপরি আরোহণ কিম্বা নিকটস্থ সরোবর অথবা হ্রদ কি নদী নীরে লম্প প্রদান করিয়া আত্মরক্ষা করে।

আমেরিকা খণ্ডে যে সকল খরগোশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের আকার, স্বভাব, মাংস, গমন, ভক্ষ্য ইত্যাদি প্রায় পূর্ব্ব বর্ণিত শশকের ন্যায়। কিন্তু এই এক চমৎকারও আছে যে ঋতু পরিবর্ত্তনকালীন ইহাদের বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। ইহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। ইহারা দিবা ভাগে আবাস স্থানহইতে বহির্গত হয় না, অতি প্রত্যুষে অথবা রজনীযোগে আহার অন্বেষণ করিয়া উদর পরিপূরণ করে। আমেরিকার উত্তর কেন্দ্রস্থিত শশারুর আকার সাধারণ শশাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাদের ঊর্ণা অতিশয় স্থূল এবং হেমন্তে শুক্লও গ্রীষ্মকালে ঈষৎ ধূসর বর্ণ মিশ্রিত পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে ইতি।

পরমেশ্বরোদ্দেশ।

কিন্তু সে স্থানে যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ কর, তবে আপন তাবৎ অন্তঃকরণের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত অন্বেষণ করিলে তাঁহার উদ্দেশ পাইবা। দ্বিতীয় বিবরণ ৪।। ২৯।

মিসর দেশহইতে যাত্রার চল্লিশ বৎসরের একাদশ মাসের প্রথম দিনে পরমেশ্বর যেং কথা ইস্রায়েল বংশকে কহিতে মুসাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে মুসা যর্দ্দন নদীর পশ্চিম পারে মোয়াব দেশে তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন। সেই দীর্ঘ বক্তৃতাতে তিনি অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। দুর্গম প্রান্তরে যেং ঘটনা হইয়াছিল তাহা সকলের পুনরুক্তি তিনি করিয়াছিলেন। ঈশ্বর যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছিলেন, এবং যেন ইস্রায়েল বংশীয় লোকেরা সেই ব্যবস্থা সর্ব্বদা পালন করে তদ্বিষয়ে অনেক প্রবোধ দিয়াছিলেন। আরও তিনি কহিয়াছিলেন যে তাহারা দুর্জ্জয়ং বিশেষতঃ প্রতিমা পূজার জন্যে নিজ দেশে বহুকাল অবস্থিতি করিবে না, কিন্তু নির্ম্মূলে উচ্ছিন্ন হইবে, পরমেশ্বর তাহাদিগকে অন্য জাতির মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন এবং তথায় মনুষ্যের হস্তকৃত কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় এবং দর্শনে ও শ্রবণে ও ভোজনে অসমর্থ দেবগণের সেবা তাহারা করিবে, কিন্তু তাহাদের সন্তোষের নিমিত্তে তিনি বলিয়াছিলেন যে "সে স্থানে যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ কর, তবে আপন তাবৎ অন্তঃকরণের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত অন্বেষণ করিলে তাঁহার উদ্দেশ পাইবা"।

মুসার এই বচন ইস্রায়েল বংশীয় লোকদের ইতিহাসে সিদ্ধ হইয়াছিল। মুসার মৃত্যুর প্রায় নয় শত বৎসরের পর যিহুদা দেশস্থ লোক সকল প্রতিমা পূজা পাপ এবং অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াতে পতিত হওয়াতে পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের নিজদেশহইতে বাবিল দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তাহারা অনেকেই অন্য দেশীয় দেবগণের সেবাতে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা তাহাদের পাপ স্বীকার এবং ত্যাগ করিয়া সকল অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের অন্বেষণ করিয়াছিল তখন পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশে আনিয়াছিলেন। আর ঐ বচন পুনরায় সফল হইবে। এক্ষণে সমস্ত ইস্রায়েল বংশীয় লোকেরা জগতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, তাহারা প্রায় পৃথিবীর সকল দেশে আছে; এবং যদি দেব পূজাতে সকলে পতিত না হউক তথাচ তাহারা সত্য পরমেশ্বরের ব্যবস্থা প্রতিপালন করে না, এবং প্রকৃত মসীহ যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁহাকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এমন সময় আসিতেছে যখন তাহারা সকলেই তাহাদের পাপ স্বীকার করিবে, পরমেশ্বরকে তাবৎ অন্তঃকরণের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত অন্বেষণ করিবে, এবং তাঁহার উদ্দেশ পাইবে; এবং সেই সময়ে যিহুদা তাহাদের উপর কৃপা অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে পৈতৃক দেশে লইয়া যাইবেন।

আমাদের মূলবাক্য ইস্রায়েল বংশীয় লোকদের প্রতি প্রয়োগ হইলেও সকল মনুষ্য তাহাহইতে শিক্ষা পাইতে পারে। ঐ বচনহইতে আমরা দুই শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারি; প্রথমতঃ, সকল স্থানে এবং সকল অবস্থায় ঈশ্বরের উদ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ তাবৎ অন্তঃকরণের সহিত এবং সমস্ত প্রাণের সহিত পরমেশ্বরের অন্বেষণ না করিলে তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া অসাধ্য।

১। প্রথমতঃ সকল স্থানে এবং সকল অবস্থায় ঈশ্বরের উদ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে।

পরমেশ্বর সকল স্থানে আছেন; তিনি গ্রামে আছেন, বনে আছেন, ভারতভূমিতে আছেন এবং অন্য দেশে আছেন. মহাসমুদ্রে আছেন এবং গগনমণ্ডলের উপরে আছেন, তিনি সমস্ত পৃথিবীতে আছেন, স্বর্গে আছেন এবং নরকেও আছেন! দায়ূদরাজা ঈশ্বরের উদ্দেশ এই কথা কহেন, যথা, "আমি তোমার আত্মাহইতে কোথায় যাইব? ও তোমার সাক্ষাৎহইতে কোথায় পলায়ন করিব? আমি যদি স্বর্গারোহণ করি তবে সেখানেও তুমি; এবং যদি পরলোকে শয্যা পাতি, তবে সেখানেও তুমি। যদি অরুণরূপ পক্ষ ধরিয়া সমুদ্রের দূরস্থ পারে গিয়া বাস করি, তবে সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে গমন করাইবে, ও তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে। যদি বলি, আমি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিব, তবে রাত্রিও আমার চতুর্দ্দিকে দীপ্তিময় হইবে"। অতএব পরমেশ্বর যদি সকল স্থানে বর্ত্তমান আছেন তবে তাঁহাকে উপযুক্তরূপে ডাকিলে তিনি অবশ্যই উত্তর দিবেন। আর এই বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। নিহিমিয়া দেবপূজকভূপতির রাজ বাটীতে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ঈশ্বর সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছিলেন; এবং ইলাইজা ভবিষ্যদ্বক্তা প্রান্তরের তরুতলে পরমেশ্বরের উদ্দেশ পাইয়াছিলেন। প্রেরিত পৌল এবং সিলা ফিলীপ্পি নগরীর কারাগারে ঈশ্বরের উদ্দেশ গান এবং প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং পরমেশ্বর তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে কারাগারহইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এবং দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা সিংহের গর্ত্তে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর অধিক কি বলিব, যুনস ভবিষ্যদ্বক্তা সমুদ্রের মৎস্যের বক্ষস্থলহইতে প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশ পাইয়াছিলেন। অতএব যুক্তিদ্বারা এবং ধর্ম্মপুস্তকের দৃষ্টান্তদ্বারা বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে, যে সকল স্থানে এবং সকল অবস্থায় ঈশ্বরের উদ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে। তবে, হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের ভয় কি? তোমাদের ভাবনা কি? কোন কার্য্যের নিমিত্তে অথবা কোন অভিপ্রায়ে যদি তোমরা স্বদেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গমন কর, তবে প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং তোমাদের তাবৎ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তোমরা যদি বিপদগ্রস্ত হও, তবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তোমরা রক্ষা পাইবা এবং কুশলে কালযাপন করিবা। আর যদি তোমরা শয়তানের দ্বারা অত্যন্ত পরীক্ষিত হও, তবে যে কোন স্থানে এবং অবস্থায় থাক, সেই স্থানে এবং সেই অবস্থায় ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, এবং তিনি নিঃসন্দেহ তোমাদিগকে শান্তি দিবেন। আর অনেক লোক এইরূপ বিবেচনা করে, "আমি এখন কর্ম্মে বড় ব্যস্ত আছি, আমার কিছু মাত্র অবকাশ নাই, এক্ষণে আমি ধর্ম্মবিষয়ে অধিক মনোযোগ দিতে পারি না, এ অবস্থায় আমি আমার পরিত্রাণের বিষয় বিস্তর ভাবিতে পারি না, পশ্চাতে ভাবিব, অবকাশ হইলে ধার্ম্মিক হইতে চেষ্টা করিব।" এ কেবল মুখের কথা। শাসনকর্ত্তা ফীলিক্সও এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে তাহার মনঃপরিবর্ত্তনের বিষয়ের একটি কথাও নাই। অতএব যে অবস্থায় তোমরা থাক সেই অবস্থায়ই ঈশ্বরের অন্বেষণ কর, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ পাইবা।

কিন্তু কিরূপে পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিতে হইবে? একবার ডাকিবা মাত্র কি তিনি উত্তর দিবেন? তাঁহার নাম করিলেই কি তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া যাইবে? যেমন দেবপূজকেরা মনে করে যে বারম্বার তাহাদের দেবতাদের নাম করিলে তাহারা শ্রবণ করিবে, তেমনি বারম্বার "হে প্রভো! হে প্রভো! হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!" বলিলেই কি আমরা সত্য পরমেশ্বরের উদ্দেশ পাইব? কখন না। কারণ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট কহেন যথা, "যাহারা আমাকে প্রভু২ করিয়া বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে এমন নয়।" তবে পরমেশ্বরের উদ্দেশ পাইবার নিমিত্তে কি করিতে হইবে? আমাদের মূলবাক্য মুসা কি বলেন তাহা শ্রবণ কর, "আপন তাবৎ অন্তঃকরণের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত অন্বেষণ করিলে তাঁহার উদ্দেশ পাইবা"।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

উইলিয়ম কাক্স্টন।

ইংলণ্ড দেশীয় প্রথম ছাপাকরের নাম উইলিয়ম কাক্স্টন। খ্রীষ্টাব্দের ১৪১০ সালে তিনি কেণ্টপ্রদেশে জন্মিয়াছিলেন, তিনি প্রথমাবস্থাতে ইংলণ্ডদেশীয় কোন এক রেশম ও রেশমী কাপড় বিক্রেতার দোকানে কর্ম্ম করিতেন; পরে ইংলণ্ড দেশ পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইংলণ্ডীয় রেশমী কাপড় বিক্রেতাদের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া হলাণ্ড জারমাণি ইত্যাদি দেশ সকল ভ্রমণ করিয়া রেশম ও রেশমী কাপড় বিক্রয় করিতেন। ইহার পর তিনি ডিউক অফ বরগণ্ডির স্ত্রী মার্গেরেট অফ ইয়র্কের তোষাখানার চাকর হইয়া কিছু কালযাপন করিয়াছিলেন। কাক্স্টনের ফাণ্ডর্স অঞ্চল অবস্থিতি কালে তিনি ছাপাবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, এবং তথায় এক খানি পুস্তকও ছাপা করিয়াছিলেন. তৎপরে তিনি ইংলণ্ড দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবিনামক স্থানে এক যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং ১৪৭৪ সালে পাশা খেলাবিষয়ক এক খানি পুস্তক উক্ত যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করেন; ইংলণ্ড দেশে যত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার মধ্যে ঐ পাশাখেলার পুস্তক প্রথম মুদ্রাঙ্কিত; তাহার পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে হাতের লেখা পুস্তক ছিল বটে কিন্তু ছাপার নাম ও গন্ধ ছিল না।

ব্রীটিস রাজ্যপ্রণালী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রজা ধর্ম্ম।

যদি রাজা কোন পাপিষ্ঠ ও অবৈধ কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন যে আদেশানুসারে কর্ম্ম করা উচিত নহে, কিন্তু নিয়মিত রাজব্যবস্থা প্রতিপালন করা আমাদের বড়ই আবশ্যক। যদি রাজা কিছু অনঙ্গত কথা বলেন তাহা শুনিতে পারি না কিন্তু রাজার অন্য আজ্ঞানুসারে প্রজাদিগের প্রতিপালন করা উচিত।

ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ এই "প্রত্যেক প্রাণী বর্ত্তমান শাসনপদের অধীন হউক; কেননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতিরেকে শাসনপদ হয় না; আর যে সমস্ত শাসনপদ আছে, সকলই ঈশ্বরের নিযুক্ত। এই জন্যে যে জন শাসনপদের বিপক্ষ হয়, সে ঈশ্বরের নিরোধের বিপক্ষ হয়; আর যাহারা বিপক্ষ হয়, তাহারা আপনাদের সমুচিত দণ্ড ভোগ। শাসনকর্ত্তারা সদাচারির প্রতি নয় কিন্তু দুরাচারির প্রতি ভয়জনক হয়; শাসনকর্ত্তার নিকটে তুমি কি নির্ভয় হইতে চাহ? তবে সৎ কর্ম্ম কর, তাহাতে তাহাহইতে প্রশংসা পাইবা কেননা সে তোমার মঙ্গলার্থের নিমিত্তেই ঈশ্বরের পরিচারক হইয়াছে। কিন্তু দুষ্কর্ম্ম যদি কর তবে ভয় কর; সে নিরর্থক খড়্গ ধারণ করে না কেননা দুরাচারিকে ক্রোধ জন্য দণ্ড দিতে সে ঈশ্বরের পরিচারক। অতএব তাহার বশীভূত হইতে হয়, কেবল দণ্ডের ভয়ে নয়, বরং সদসদ্বিবেচনার প্রবোধহেতু। এজন্যে তোমরা তাহাদিগকে রাজকরও দিয়া থাক; যেহেতুক তাহারা ঈশ্বরের সেবক হইয়া এ কর্ম্ম করিতে ক্লান্ত হয় না। অতএব যাহার যে পাওনা তাহাকে তাহা দেও। রাজাকে রাজস্ব দেও, ও শুল্ক গ্রাহককে শুল্ক দেও, এবং যাহাকে ভয় করিতে হয়, তাহাকে ভয় কর; ও যাহাকে সমাদর করিতে হয় তাহাকে সমাদর কর।"

শাসনকর্ত্তাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করা উচিত এই বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ এই "ঈশ্বরের নিকটে বিনয় ও প্রার্থনা ও নিবেদন ও ধন্যবাদ করিতে হয়, এই আমার প্রথম উপদেশ সর্ব্বসাধারণ লোকের নিমিত্তে, বিশেষতঃ রাজাদের ও শাসনকর্ত্তাদের নিমিত্তে তাহা করিতে হয়।"

অতএব যেং স্থানে রাজা কুম্ফাণ্ড নিরূপণ করিয়াছেন সে স্থান দিয়া সামগ্রী আনিতে হইলে কর দেও; যেং বিষয়ে টেক্স দিতে হয়, তাহাতে টেক্স দেও; যেং বাটীর খাজনা দিতে হয় তাহা দেও; রাজা যেং সামগ্রী এক চেটিয়া করিয়াছেন তাহা গোপনে প্রস্তুত করিও না; রাজার নিকটে অনুমতি পত্র লইয়া তবে সে সামগ্রীতে হাত দেও। যে ব্যক্তি টেক্স দিতে অস্বীকার করে; অথবা কলে বলে কৌশলে টেক্স এড়াইতে চেষ্টা করে; অথবা পরমিটে কষ্টম না দিয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদি পাঠাইবার পত্র করে; অথবা কুল না দিয়া সুংঘাট দিয়া বোঝাই নৌকা লইতে চেষ্টা করে; অথবা অনুমতি পত্রব্যতিরেকে লবণ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করে সে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টকে ও স্বদেশস্থ লোকদিগকে ফাকি দিতেছে। যাহারা ব্যবস্থা রোধ করিতে চেষ্টা করে, ও ধরা পড়িয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইবার ভয় না থাকিলেই অমনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহারা ঈশ্বরের অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধচারী হয়; ঈশ্বর রাজ্য শাসন বিধিস্থাপন

করিয়াছেন কিন্তু সেই রাজ বিরোধী দুরাত্মারা তাহার ব্যতিক্রম করিতেছে। ব্যবস্থা ও গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ রাজ্য শাসন প্রণালী থাকিলে সমস্ত জাতির উপকার হয়; গবর্ণমেণ্ট থাকুক, এই ঈশ্বরের ইচ্ছা; অতএব যে কেহ আপন সাধ্যানুসারে গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য না করে, যে কেহ গবর্ণমেণ্ট মধ্যে প্রলয়বৎ বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়া রাজ্যের শান্তি নষ্ট করিতে চেষ্টা করে, যে কেহ ব্যবস্থার অধীন থাকিতে চাহে না সেই ব্যক্তি দেশস্থ লোক সমুদয়ের হানি করিতেছে।

মুদ্ধ রাজাকে মানিলেই সকল কর্ম্ম সাঙ্গ হইয়া গেল এমনও নয়; রাজাকর্ত্তৃক নিযুক্ত ও ব্যবস্থানুসারে অভিষিক্ত প্রত্যেক বিচারকর্ত্তা ও মেজিস্ট্রেটকেও মানিতে হইবেক; সকলকে স্বস্ব মর্য্যাদানুসারে সম্মান করা আমাদের কর্ত্তব্য। রাজাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা দিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে অবশ্য প্রতীয়মান হইবেক যে দেশের শান্তিরক্ষক মেজিস্ট্রেটেরাও মর্য্যাদার ভাজন। যদি তুমি এক জনের কাছে পাঁচ শত টাকা কর্জ্জ লইয়া থাক, এবং আর এক জনের কাছে পাঁচ টাকা কর্জ্জ লইয়া থাক, তবে সে দুই জনেরই খাতক হইলা; যদ্যপিও এ দুই টাকা সমান নহে, তথাপি দুই তোমার কর্জ্জ, এটাও পরিশোধ করিতে হইবেক, ওটাও পরিশোধ করিতে হইবেক; অধিক টাকা আর অল্প টাকা এই মাত্র প্রভেদ। তদ্রূপ রাজাকেও সম্মান করা উচিত, বিচারকর্ত্তাকেও সম্মান করিতে হইবেক, মেজিস্ট্রেটকেও সম্মান করিতে হইবেক; অল্প আর অধিক এই মাত্র প্রভেদ। শান্তিরক্ষক মেজিস্ট্রেট অপেক্ষা রাজাকে অধিক মর্য্যাদা অর্পায়, কিন্তু মর্য্যাদা অধিক অর্পায় না অর্থাৎ দুই জনকেই মর্য্যাদা করিতে হইবেক; জেলে নীচ উচ্চপদ এই তারতম্য প্রভেদে মর্য্যাদারও ন্যূনাধিক্য হয়; উভয়েই মর্য্যাদার ভাজন এক জন অল্প এক জন অধিক। "মনুষ্যের স্থাপিত যত শাসন পদ আছে, প্রভুর নিমিত্তে তাহাদের বশীভূত হও; বিশেষতঃ রাজাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দেশাধ্যক্ষ সকলকে দুরাচারিদের দমন ও সদাচারিদের প্রশংসার্থে ঈশ্বরের প্রেরিত জান করিয়া মান।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজার অত্যাচার।

যাঁহাদের হস্তে রাজ্য শাসনভার সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা যদি অন্যায় ব্যবহার করেন তবে প্রজাদিগের পক্ষে বড়ই অমঙ্গল হয়। যে শক্তি তাহাদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে তাহা লইয়া তাঁহারা মনোভ্যাস করিলে বড় মন্দ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনের নিমিত্তে যে ন্যায্য ব্যয় হয় তদতিরিক্ত টাকা যদি রাজা প্রজাদিগের হইতে কর স্বরূপ আদায় করেন, সে বড়ই অন্যায়। বৎসরের যত টাকা কর স্বরূপ আদায় হইয়া রাজকোষে গচ্ছিত হয় রাজা যদি সে করের টাকা লইয়া অপব্যয় করেন; মুর্খতা প্রকাশ করিয়া সে সকল টাকা যদি উড়াইয়া দেন অথবা আপনাদের বা আপনাদের বন্ধুদের ধনতৃষ্ণা নিবৃত্তি করণার্থে করের টাকা ব্যয় করেন; যে টাকা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে একত্রিত হইয়াছে তাহা লইয়া যদি ব্যয় করেন, সে বড়ই অন্যায় কর্ম্ম। পুনশ্চ রাজার এক কর্ম্ম এই যে তিনি অপরের চাতুর্য্য ও পরাক্রমহইতে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করেন, কিন্তু এ কর্ম্ম যদি তিনি সুচারুরূপে সমাধা না করেন, অথবা আপনি প্রজাদিগের হানি করেন ও নিষ্পীড়ন করেন, সেও বড়ই অন্যায়।

সত্য বটে যে গবর্ণমেণ্ট না থাকা অপেক্ষা অত্যন্ত অন্যায়ী গবর্ণমেণ্টও থাকা ভাল। যেখানে গবর্ণমেণ্ট নাই সেখানে প্রজারা গভীর ক্লেশার্ণবে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, মন্দ গবর্ণমেণ্ট থাকিলেও তত ক্লেশ পাইতে হয় না। অসভ্য জাতিদের গবর্ণমেণ্ট বিরহে যত অন্যায় অত্যাচার হইয়া থাকে, অত্যন্ত ক্লেশদায়ী গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকিলেও তত অন্যায় অত্যাচার হয় না। অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রজারা আপনং ধন প্রাণ নিজং বাহুবলে রক্ষা করে; সেখানে পুলিস ও বিচারালয় না থাকাতে প্রত্যেকেই আপনং পুলিস হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারদের দ্রব্যাদি যেন কেহ লুণ্ঠন না করে ও সহসা কেহ আসিয়া যেন তাহাদের শিরশ্ছেদন না করে এই বিষয়ের আয়োজন করণার্থে তাহাদের অর্দ্ধেক সময় বৃথা নষ্ট হয় এবং ষষ্ঠ প্রকার আয়োজন সত্তেও তাহারদিগের সম্পত্তি ও প্রাণ অত্যন্ত আপদাচ্ছন্ন হইয়া থাকে; গবর্ণমেণ্ট না থাকার এত দোষ।

যদ্যপিও গবর্ণমেণ্ট না থাকা অপেক্ষা মন্দ গবর্ণমেণ্ট থাকা ভাল, তথাপি মন্দ গবর্ণমেণ্টেরও অনেক দোষ আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। যত রাজকর দেওয়া শ্রেয়স্কর তদপেক্ষা অধিক রাজকর প্রজাদের নিকটহইতে আদায় করা রাজার পক্ষে অন্যায়, আর যত টাকা এইরূপে আদায় হয় সে সমস্ত টাকা বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যয় করা উচিত, আর রাজা যেং ব্যবস্থা প্রচার করেন তাহাও প্রজাদের মঙ্গলকর হওয়া আবশ্যক।

ভিন্নং দেশে ভিন্নং প্রকার রাজ্য শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে। সেই বিবিধপ্রকার গবর্ণমেণ্ট ভিন্নং অবয়ববিশিষ্ট, সেই আকৃতিকে "কন্‌ষ্টিটিউসন" বলে:—যথা ইংলণ্ড দেশের "কন্‌ষ্টিটিউসনকে" স্বাধীন "কন্‌ষ্টিটিউসন" ও "লিমিটেড্ মনার্কি" এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে; অর্থাৎ ইংলণ্ড দেশে রাজা আছেন কিন্তু সেই মহারাজা বা মহারাণী পারলিয়মেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারেন না। যে দেশে পারলিয়মেণ্ট নাই এবং "যার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, সে দেশের কন্‌ষ্টিটিউসনকে" "এবসোলিউট মনার্কি" বলে, রুসিয়া দেশের "কন্‌ষ্টিটিউসন" "এবসোলিউট মনার্কি"। রুসিয়া দেশের রাজা যথেচ্ছাচারী, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

যদি রাজ্যভার প্রাপ্ত লোকেরা সরলান্তরণ না করেন ও বিবেচনাপূর্ব্বক রাজ্য শাসন না করেন, তবে কোন গবর্ণমেণ্টেরই উন্নতি হইতে পারে না। দেশের গবর্ণমেণ্টের কন্‌ষ্টিটিউসন যেপ্রকার হউক না কেন, সকলেতেই সরলতা ও জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। যদি সকলেই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানী ও উত্তম হইত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক থাকিত না, তাহা হইলে তস্কর পাষণ্ড কেহই থাকিত না সুতরাং পুলিস ও কারাগারেরও অপেক্ষা থাকিত না, এবং গবর্ণমেণ্টের কন্‌ষ্টিটিউসন ও আকৃতি যে-প্রকার হউক না কেন, তাহাতেই কর্ম্ম চলিত। কিন্তু মনুষ্যদের এমনকার অবস্থাতে গবর্ণমেণ্ট বড়ই প্রয়োজনীয়, এবং যাহাতে অবিচার ও অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা অধিক নাই গবর্ণমেণ্টের এমন কন্‌ষ্টিটিউসন হইলেই প্রজাদের পক্ষে ভাল হয়। গৃহ নির্ম্মাণের উত্তমং নিয়মানুসারে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেও যদ্যপি সে গৃহের ছাত পড়া কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হয় তবে তাহা শক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, মালমসলা মন্দ হইলে সুন্দ দৃষ্টির শোভাতে কি প্রয়োজন? আবার মসলা উত্তম হইলেই হয় না, গ্রহনের পারিপাট্যও আবশ্যক; কারণ উত্তম হইলে যথেষ্ট নয়, বিনিয়োগের সুশৃঙ্খলা থাকাতে লাভজনক।

পুরাবৃত্ত অথবা দেশ পরিভ্রমণকারী ব্যক্তিদের রচিত পুস্তকাদি পাঠে অবগতি হয় যে ভিন্নং সময়েও পৃথিবীর ভিন্নং প্রদেশে ভিন্নং অবয়ববিশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত ছিল। গবর্ণমেণ্টের কন্‌ষ্টিটিউসনের তারতম্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করণার্থে ভিন্নং দেশের পুরাবৃত্ত ও দেশ পরিভ্রমণকারীদের রচিত বর্ণনা পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের কন্‌ষ্টিটিউসনের বিষয় জানা বড়ই প্রয়োজনীয়, বিশেষে ইংরেজদের পক্ষে আপন দেশের কন্‌ষ্টিটিউসনের বিষয় জানা অত্যন্ত আবশ্যক কেননা বিলাতের মধ্যে পারলিয়মেণ্ট আছে, এবং সেই পারলিয়মেণ্টের সভ্যচয় প্রজাপুঞ্জদ্বারাই মনোনীত হয়। বিলাতে অনেকের এমন ক্ষমতা আছে যে পারলিয়মেণ্টের সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে আপনং সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারে; এই ব্যক্তিকে মনোনীত কর ও ব্যক্তিকে করিও না, এমন কথা বলিবার ক্ষমতা বিলাতের অনেকেরই আছে। পারলিয়মেণ্টের সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে ইংলণ্ড নিবাসি লোকদের "ভোট" অর্থাৎ পোষকতা ও মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়, যাঁহার নামে অধিক "ভোট" হয় তিনিই মনোনীত হন, সুতরাং বলিতে হয় যে ইংলণ্ডের অনেক লোকেই আপনারা মনোনীত করিয়া শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, এবং ইংলণ্ড দেশের সর্ব্বসাধারণ প্রজাপুঞ্জের মত ব্যতিরেকে প্রায় কোন ব্যবস্থা ইংলণ্ডে অবধারিত হয় না। যাহাদের প্রতি রাজ্য শাসন ভার সমর্পিত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের কন্‌ষ্টিটিউসন জানা বড়ই আবশ্যক, আর অন্য লোকদের পক্ষেও তাহা জানিলেও লাভ বৈ ক্ষতি নাই। বিলাতের ছাপার পত্রিকাদি পাঠ করিলে সর্ব্বদাই বিলাতের ও অন্যান্য দেশবিষয়ক সমাচার মধ্যে এমতং প্রবন্ধ পাওয়া যায় যাহা উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে কন্‌ষ্টিটিউসনবিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক; সেই প্রবন্ধ ও সমাচার মধ্যে এমনং কথা পাওয়া যায় যাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া না দিলে অনেকেই বুঝিতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজনীতি।

ইংলণ্ড দেশ রাজনর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছে। রাজার শাসনকে "রীগ্যাল গবর্ণমেণ্ট" বলে। "রীগ্যাল" শব্দ "রেক্স" ধাতুহইতে উৎপন্ন হইয়াছে; লাটিন ভাষাতে "রেক্স" শব্দের অর্থ রাজা। ইংলণ্ড দেশে যিনি সর্ব্ব প্রধান শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে "মহারাজা" অথবা "মহারাণী" বলে। কখনং ইংলণ্ড দেশের কন্‌ষ্টিটিউসনকে "মনার্কি" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে এবং রাজাকে "মনার্ক" উপাধি দেওয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ নাম স্বরূপ নাম নহে কেননা "মনার্ক" শব্দের প্রকৃত অর্থ এক শাসনকর্ত্তা। "মনার্ক" শব্দ যুনানীয় ভাষাহইতে উৎপন্ন হইয়াতে দুইটি শব্দ আছে "মনস্" এবং "আর্কি"; "মনস্" শব্দের অর্থ একক, অদ্বিতীয়; "আর্কি" শব্দের অর্থ শাসনকর্ত্তা। যে রাজার হস্তে সমস্ত রাজ্য ভার আছে, যে রাজা আপন ইচ্ছানুসারে সকল করিতে পারেন অন্য কাহারও অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই এমন রাজাকেই প্রকৃতার্থে "মনার্ক" বলা যাইতে পারে, আর কাহাকেও "মনার্ক" বলা যাইতে পারে না। ইংলণ্ড দেশে পারলিয়মেণ্ট আছে, এবং পারলিয়মেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী কিছুই করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাকে "মনার্ক" বলা যাইতে পারে না। রুসিয়া দেশের রাজাকে "মনার্ক" বলা যায়, তিনি আপন ইচ্ছাতে রাজ্য শাসন করিতেছেন, কাহারও কাছে অনুমতি লইতে হয় না, এবং তাঁহার আজ্ঞার অন্যথা করে এমনও কেহ নাই এই নিমিত্তে রুসিয়া দেশের রাজাকে "অটোক্রাট" বলে। "অটোক্রাট" যুনানীয় ভাষার কথা, "অটস" শব্দে আপন বুঝায়, "ক্রাটস্" শব্দে শক্তি বুঝায়। রুসিয়া দেশের অধিপতি আপন শক্তিতে সকলই করিতে পারেন; তাঁহার প্রজাদের এমন সাধ্য নাই যে তাঁহাকে বাধা দেয়।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কাল্‌নায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ শ্রীযীশু খ্রীষ্ট সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য ৵ আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

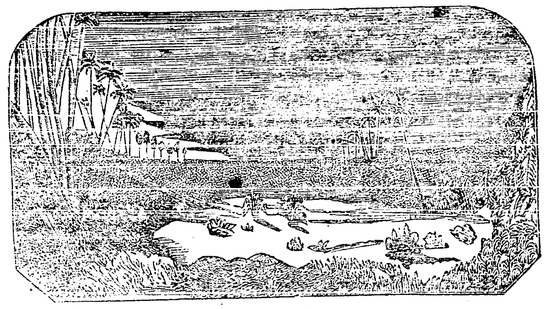

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূরঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং মন্যন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১ ।। ১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, সোমবার, ইং ১ ফেব্রুআরি ১৮৫৮। বাং ২০ মাঘ ১২৬৪। [১৩ সংখ্যা।

পাক্ষিক সংবাদ।

— বিলাতের সমাচার পত্রিকাদ্বারা অবগতি হইল যে মহাসভা পার্লেমেণ্ট বসিয়াছে। লর্ড এলেনবরা এতদ্দেশের গবর্ণমেণ্টকে নানা বিষয়ে অভিযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড গ্রানবিল সাহেব তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনের বিষয় কিছুই সমাচার আইসে নাই।

— লণ্ডন ট্যাবর্ণনামক স্থানে ব্রাইট সাহেব বলিয়াছিলেন যে এদেশে কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার শেষ হইবে। ফলতঃ এ কেবল তাঁহার অনুমান মাত্র; ভাল মন্দ কোন প্রকার সমাচার আইসে নাই।

— গোরক্ষপুরহইতে বিদ্রোহিরা একেবারে পলায়ন করিয়াছে, এবং জঙ্গ বাহাদুর ঐ নগর হস্তগত করিয়াছেন।

— সোহনপুরে এক যুদ্ধ হয় তাহাতে বিদ্রোহিরা পরাভূত হইয়াছে।

— আমাদের পাঠকেরা অবগত আছেন যে সার জেমস্ আউট্রাম সাহেব সসৈন্যে অযোধ্যায় আছেন। সম্প্রতি বিদ্রোহিরা দুইবার অনেক সেনা লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু দুইবারই তাহারা পরাস্ত হইয়াছে।

— সকলদিকেই বিদ্রোহিরা হারিয়া যাইতেছে। মধ্য-ভারতবর্ষ প্রদেশে দুই তিনবার যুদ্ধ হয় তাহাতে বিদ্রোহিরা পরাস্ত হয় এবং নওগঙ্গর নগর ইংরাজদের হস্তে পতিত হইয়াছে।

— শুনা যাইতেছে যে অমর সিংহ রোটাস্ নগরের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি আর কি করিতে পারেন? সর্ব্বত্রে ইংরাজেরা জয় প্রাপ্ত হইতেছেন।

— জনরব উঠিয়াছে যে নানা সাহেব সাগর নগর আক্রমণ করিবেন, কিন্তু তাহা করিলে আর কি হইবে? নানা সাহেব এক্ষণে পলায়ন পরায়ণ হউন।

— বোম্বাই প্রদেশ নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। তথাকার গবর্ণর লর্ড এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

— কলিকাতা "মন্থলি রিবিউ" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ হইয়াছে। তাহার ইংরাজি লেখা বড় মন্দ নয়, কিন্তু তাহার অবয়ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র!

— শুনিতে পাইতেছি যে "কলিকাতা বার্ত্তাবহ" নামে একখানি নূতন সমাচার পত্রিকা প্রচারিত হইতেছেন। সেই পত্রিকা আমরা দেখি নাই, অতএব ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারি না।

— সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক পরলোক গমন করিয়াছেন; শুনিতে পাওয়া যাইতেছে দাতব্যের নিমিত্তে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

— দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ বাহাদুর সার কোর্ট মার্শল হইতেছে! তিনি চারি বিষয়ে অপরাধিত হইয়াছেন; প্রথমতঃ যে তিনি ১০ই মেঅবধি ১লা অক্টোবরপর্য্যন্ত মহম্মদ বক্ত খাঁ এবং অন্যান্য বিদ্রোহি সেনাধ্যক্ষদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ যে তিনি আপন পুত্র মের্জা মোগলকে বিদ্রোহিতাচরণে উৎসাহান্বিত করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ যে তিনি ১১ই মে তারিখে আপনাকে দিল্লীর স্বাধীন বাদসাহ বলিয়া ঘোষণা দিয়াছিলেন এবং দিল্লীনগর আপন হস্তগত করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ যে তিনি ১৬ই মে তারিখে আপন আজ্ঞায় ৪৯ জন গোরালোকদিগকে কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং আর অনেকানেক গোরালোকের হত্যায় বিদ্রোহি সেনাদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

— অবগতি হইল যে জঙ্গ বাহাদুর গোরক্ষপুরহইতে লক্ষ্ণৌ নগরে শীঘ্র যাইবেন।

— শ্রুত হওয়া গেল যে গোরক্ষ রের মহম্মদ হোসেন খাঁ কএদ হইয়াছে, কিন্তু ইহা সত্য মিথ্যা আমরা কিছুই জানি না।

— সম্বলপুর ইংরাজেরা হস্তগত হইয়াছে। তথাকার সংগ্রামে সুন্দর রাজ নামে এক জন বিদ্রোহি সেনাধ্যক্ষ প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

— ডাক্তর মাউয়াট সাহেব আণ্ডমান উপদ্বীপের এক জন লোককে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছেন; উক্ত উপদ্বীপের লোকেরা মানুষ খাইয়া থাকে।

— এত দ্দেশের কতকগুলিন ইংরাজেরা বিলাতে এই প্রকার আবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনরল লর্ড কানিং বাহাদুরের পরিবর্ত্তে আর এক জনকে গবর্ণর জেনরল করা আবশ্যক, সেই আবেদন পত্র গবর্ণর-জেনরল বাহাদুরের হস্ত দিয়া প্রেরিত হয় নাই বলিয়া পার্লেমেণ্টে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণ সাগর শ্রীল শ্রীযুক্ত অরুণোদয় পত্র সম্পাদক মহাশয় সত্যধর্ম্ম প্রকাশকেষু।

মল্লিখিত কতিপয় পঁক্তি আপনকার বিখ্যাত পত্র পার্শ্বে স্থানদানে চিরবাধিত করিবেন। অস্মদ্দেশবাসি গুণরাশি হিন্দুগণ কহিয়া থাকেন যে পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা অনুচিত। ইহা সত্য, যেহেতুক লিখিত আছে যে আপন পিতা মাতাকে মান্য কর যে কেহ তাহার বিপরীত কর্ম্ম কার সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে; অপিচ তাঁহাদের গীতাতেও লিখিত আছে যে স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ; একারণ আমাদিগো বৈধর্ম্মা কহে। কি আশ্চর্য্য! লিখিত আছে যাহারা রাজনীতিকে মোক্ষদায়িনী জ্ঞানে তৎপ্রতিপালনে প্রাণ পণ করিতেছেন তাঁহারাই যে সনাতন ধর্ম্মত্যাগী ইহা বিবেচনা করেন না। দ্বিতীয়তঃ যে সকল স্বকপোল কল্পিত বচনেতে নির্ভর রাখেন তন্মধ্যেই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় শূদ্রদের দীক্ষা বিষয়েতে এরূপ স্পষ্ট লেখা আছে যে "শূদ্রাণাং মন্ত্র বর্জ্জিতঃ" কিন্তু শূদ্রকে দীক্ষা দিবার সময় ব্রাহ্মণঠাকুরেরা বিরত হয়েন না। এইরূপ অনেকানেক অযুক্তিকে যুক্তি জ্ঞান করিয়া তদনুসারে আচরণ করিলে তাঁহারদের পৈতৃক ধর্ম্ম প্রতিপালন করা কি প্রকারে হয়? অতএব হে পৈতৃক ধর্ম্ম রক্ষাকারিগণ আপনারদিগের প্রতি আমার নিবেদন এই যে পুরাণাদিতে লিখিত আছে যে আদিতে জাতিভেদ বর্ণসঙ্কর ও পাপ ছিল না এইকালে পিতৃগণ পুরুষ পরম্পরায় যে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন তাহা যে পৈতৃক ধর্ম্ম নহে এরূপ কোনমতেই কহিতে পারিবেন না অতএব হে হিন্দু বুধগণ আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে শাস্ত্র পাঠের ক্ষমতা

আপনারদিগের থাকাতে স্বর্গরাজ্যের চাবি আপনারদিগকেই সমর্পিত হইয়াছে একারণ সাধারণের নিমিত্ত সে দ্বার মুক্ত করুন নচেৎ বিচার দিবসে বিপদস্থ হইতে হইবেন যেহেতুক লিখিত আছে যে যাহাদের নিকট ব্যবস্থা আছে তাহারা তদনুসারে বিচারিত হইবে। অপর তাঁহারা নিত্য নির্ব্বিকার পিতা পরমেশ্বরের উপাসনার্থে যে কল্পিত রূপ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পবিত্রতা আছে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টিকরা উচিত বোধে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করি বৈরক্তিপ্রকাশ না করিয়া বিবেচনা করিলেই চিরবাধিত হইব। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে ব্রহ্মা সুরাপানে মত্ত হইয়া স্বীয় তনয়ার সতীত্ব হরণ করিয়া স্বপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন। অপিচ মৎস্য পুরাণে যেস্থানে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সেস্থানে কথিত আছে যে ভেঁহ স্বতনয়ার সহিত দেবমানের একশত বৎসর কেলি করেন। সাঙ্খ্যসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ব্রহ্মলোকবাসিরা কাম ক্রোধ রিপুর অধীন হওয়াতে তাহারদের দেবত্বে পতিত আছে। হরি হর ও অন্য দেবীগণের বিষয়ে আপাততঃ ক্ষান্ত হইলাম, যেহেতু তাহারদের পরস্পর অনৈক্যতা ও ব্যভিচারাদি কর্ম্মের বিষয় প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন। এস্থলে তাঁহারা কহিতে পারেন যে তেজীয়ানের দোষ নাই কিন্তু ইহা কেবল অজ্ঞদিগকে ভুলাইবার জন্য নচেৎ দাশরথী যাঁহাকে পূর্ণাবতার কহেন তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে বাজিমেধ করিবায় কোন প্রয়োজন হইত না। যদি কহেন নরদেহ ধারণ করিয়া তিনি না করিলে আর কেহই তাহা করিবেন না একারণ লোকদিগ্যে উপদেশ দেওনার্থ করিয়াছিলেন। ভাল লোকপাল ইন্দ্র যে নরদেহ ধারণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশার্থে বাজি মেধ করিয়াছিলেন, ও পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মা যে মানবদেহেতে ঐসকল পাপ করাতে তাঁহার উপাসনা রহিত হইয়াছে এমত নহে ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে ঐ দেবগণেরও দ্বারা পাপ হইয়াছে অতএব তাঁহারা নিত্য স্থায়ী পিতার অংশ বা পূর্ণাবতার নহেন ও তেজীয়ান হইলেই সে পাপহইতে নিস্তার পান এমত নহে। অতএব হে হিন্দুবুধগণ যুক্তি সহ যুদ্ধকারি যুক্তিতে নির্ভর করিয়া বৃথা কালহরণ করিলে মুক্তি পাইবার আশাবৃক্ষ ছেদন হয় একারণ বিনতি করিয়া বলি যে পাপাধীন মানবগণ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমবশতঃ রবি শশী নক্ষত্র এবং গঙ্গাদির উপাসনা করিতেং ক্রমে পবাক্রমী রাজাদেরও পূজা করিতে রত হয় তৎ প্রমাণ বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণেতে প্রকাশ। অধুনা যুক্তি সাধনের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখি ব্রাহ্মণ মণ্ডলি মনোযোগী হইবেন মনুষ্য প্রবঞ্চনাদ্বারা পতিত হইলে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদানুসারে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসদ্বারা যে মুক্তি ও তদনুযায়ী হওয়াই পৈতৃকধর্ম্ম প্রতিপালন করা তৎ প্রমাণ আমরা ঈশ্বরদত্ত সদসৎ জ্ঞানের সহিত ঐক্য করিলেই জানিতে পারিব।

কস্যচিৎ খ্রীষ্টীয়ানস্য।

পরমেশ্বরোদ্দেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।)

২। দ্বিতীয়তঃ প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশ পাইবার জন্যে তাঁহাকে সকল অন্তঃকরণের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত অন্বেষণ করা আবশ্যক। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টও এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এক জন ব্যবস্থার অধ্যাপক তাঁহার পরীক্ষার নিমিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ? তাহাতে যীশু কহিলেন, "তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর," এই প্রথম এবং মহৎ আজ্ঞা। এবং দ্বিতীয় আজ্ঞা ইহার সদৃশ অর্থাৎ "তুমি আপন প্রতিবাসিকে আত্ম তুল্য প্রেম কর।" এই দুই আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃ গ্রন্থের ভার আছে। "তাবৎ অন্তঃকরণের সহিত"; মনুষ্যের অন্তঃকরণ নানা প্রকার বাঞ্ছা, নানা প্রকার অভিলাষ, নানা প্রকার ভাবে পরিপূর্ণ; সেই সকল বাঞ্ছা, সেই সকল অভিলাষ, সেই সকল ভাব, ঈশ্বরের অন্বেষণে এবং প্রেমে সংযোগ করা আবশ্যক। বাঞ্ছা বা অভিলাষ কার্য্যের মূল স্বরূপ হইয়াছে। যে বিষয় আমরা অভিলাষ করি সেই বিষয়ের নিমিত্তে আমরা পরিশ্রমও করি, আর সে বিষয় আমরা অভিলাষ করি না তাহার জন্যে আমরা কি কারণ শ্রম করিব? যে ব্যক্তি ধনাভিলাষী সে ব্যক্তি ধন সঞ্চয়ের নিমিত্তে নানা ক্লেশ সহ্য করে, নানা প্রকারে যত্নশীল হয়, নানারূপে শ্রম করে, এবং নানা উপায় করে। যে ব্যক্তি বিদ্যাকাঙ্ক্ষি সে ব্যক্তি বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্যে কি না করে? সে নানা পুস্তক পাঠ করে, নানা দেশ ভ্রমণ করে, এবং নানাবিধ লোকের সহিত কথোপকথন করে। ফলতঃ অন্তঃকরণের অভিলাষ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অতএব যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের উদ্দেশ পাইতে ইচ্ছা করে সে ব্যক্তি সমস্ত অন্তঃকরণ সহিত তাঁহার অন্বেষণ করুক, সে ব্যক্তি সকল প্রাণের সহিত অর্থাৎ যথাসাধ্য মতে অন্বেষণ করুক, সে ব্যক্তি দিবারাত্রি ঈশ্বরের ধ্যান করুক, অহর্নিশি তাঁহার শাস্ত্র পাঠ করুক, সর্ব্বদা তাঁহার অশেষ গুণ চিন্তা করুক, নিয়ত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করুক, এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ব্যবস্থা প্রতিপালন করুক। যদি বল এ করিতে গেলে সমস্ত ইহ লোকের প্রয়োজনীয় কার্য্য ত্যাগ করিতে হয়, বনে গিয়া তপস্যা করিতে হয়, স্ত্রী পুত্রাদিকে জলাঞ্জলি দিতে হয়, এবং সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয়। কখন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে আমরা লোক সমূহের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করি এবং তাঁহার পরম আহ্লাদজনক সেবাতে নিযুক্ত হই। যে ব্যক্তি মনুষ্য সমাজে থাকিয়া ভক্তিভাব ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি সকল অন্তঃকরণের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত অর্থাৎ তাবৎ অভিলাষ, শক্তি, বুদ্ধি, বল, কৌশল, ও মনের সহিত, যে ব্যক্তি এইরূপে কায়মনোবাক্যে প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ পায়।

কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, কোন মনুষ্য এইরূপ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে? কোন মনুষ্য দিবারাত্রি তাঁহার ধ্যান করে? কোন মনুষ্য সকল অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার ব্যবস্থা পালন করে? কোন মনুষ্য সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত হয়? কেহই না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ব্যক্তি বলিতে পারে "আমি ঈশ্বরের সাধন ঐ রূপ করিয়াছি"। কেহই পারে না। তোমরা অনায়াসে স্বীকার করিবে যে তোমরা সাংসারিক বিষয়ে মগ্ন হইয়াছ, নিয়ত প্রার্থনা করিয়া থাক না, সদাসর্ব্বদা তাঁহার ধ্যানে নিযুক্ত থাক না, ধর্ম্মবিষয়ে বিস্তর অভিরুচি নাই, এবং ধর্ম্মকর্ম্মে যত্নবান নহ। এবং এই অবস্থা কেবল তোমাদের নয়, সকল মনুষ্যেরই এই অবস্থা। তবে মনুষ্যের উপায় কি? তাহারা কি কেহই পরমেশ্বরের উদ্দেশ পাইবে না? তাহারা সকলেই কি অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে? মনুষ্যের কি পরিত্রাণ নাই? পরমেশ্বর কি তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন নাই? ধন্য ঈশ্বরের দয়া! ধন্য পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপা! ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন দয়া করিয়াছেন যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পাইবে। মনুষ্যের উপকারের জন্যে করুণাময় যীশু স্বর্গ ছাড়িয়া এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি আমাদের নিমিত্তে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। আমরা যে সকল পাপ করিয়াছিলাম তাহার সমস্ত শাস্তি তিনি আপন শরীরে বহন করিয়াছিলেন। আর তাঁহার মনঃ পীড়ার কথা কি কহিব? গেথ্‌সিমানি উদ্যানে তাঁহার কিপর্য্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছিল তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ। সেই স্থানে তিনি এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে পিতঃ যদি তোমার অভিমত হয় তবে এই পান পাত্র আমার নিকটহইতে দূর কর; কিন্তু আমার ইচ্ছামত না হউক"। পরে তিনি যন্ত্রণাতে ব্যাকুল হইয়া আরও দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাতে রক্তের বড় ফোটার ন্যায় তাঁহার ঘর্ম্ম ভূমিতে পড়িয়াছিল। আর অবশেষে দয়ার সাগর যীশু ক্রুশের উপরে "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমাকে কেন বিস্মৃত হইয়াছ" এই শব্দ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যীশু কেবল আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই, তিনি আমাদের নিমিত্তে পুণ্যের সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি পরমেশ্বরের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছেন, এবং তাবৎ বিধি রক্ষা করিয়াছেন। কাহার নিমিত্তে? আপনার জন্যে নহে; কারণ তিনি পুণ্যের সাগর। কেবল আমাদের নিমিত্তেই তিনি পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন; তাহাতে নির্ভর করিলেই আমাদের পরিত্রাণ হইবে।

অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যদি পরমেশ্বরের অন্বেষণ তাবৎ অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত করিতে না পার, তোমরা যদি নিজ শক্তিদ্বারা তাঁহার উদ্দেশ না পাও; তথাচ উদ্বিগ্নচিত্ত হইও না; কারণ যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নির্ভর কর, তাঁহার পুণ্যে নির্ভর কর, তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাঁহাকে প্রেম কর, তাঁহার বিধি পালন কর; তাহা করিলে তোমরা অবশ্য পরমেশ্বরের উদ্দেশ পাইবে, তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিবে, এবং চিরকাল সুখী হইবে। আমেন।

মৃত্যু ভিন্ন মূর্খের কোন ঔষধ নাই।

উজ্জ্বল দিনমণির অভাবে নিবিড় কাননাদি প্রগাঢ় তিমির জালে আবৃত হইলে যেরূপ শার্দ্দুলপ্রভৃতি মহাভয়ঙ্কর হিংস্র পশ্বাদি তথায় ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ব্বক বিষম দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে, সেইরূপ মনুষ্যের হৃদয়াকাশে জ্ঞানরূপ ভানুর উদয় অভাবে তাহার মনোরূপ কমনীয় কুঞ্জকানন অজ্ঞানরূপ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ, নৈষ্ঠ্যপ্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর কেশরিকুল দিবাশর্ব্বরী মহা ছল স্থূল তুলিতে থাকে, তত্রস্থ সারল্য সৌজন্য শান্তি এবং দয়াপ্রভৃতি সমস্ত সৎপ্রবৃত্তিচয়কে এককালীন গ্রাস করিয়া ফেলে। এইরূপ অজ্ঞানতা বা মূর্খতারূপ তিমির পূর্ণ মানস-কাননে ক্রোধ নৈষ্ঠুর্য্যপ্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের প্রবল প্রাদুর্ভাব হইলে জিঘাংসাদি তাহার অনুচরগণ ভীষণ দৌরাত্ম্য করে, হনন মানসে কাননের চতুর্দ্দিগে অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতে থাকে। মনেতে এইরূপ অবস্থা ঘটিলে বুদ্ধি এককালীন হত-বুদ্ধি হইয়া প্রস্থান করে, বিবেক পরিণামে ক্লেশভাগী হইবে বলিয়া বিরাগী হয়; স্মরণের ভূতভবিষ্যৎ সকলি বিস্মরণ ঘটিয়া উঠে; শান্তির বিষম ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, সে চতুর্দ্দিগে মহা গোলযোগ দৃষ্টে কোথায় যাইব স্থির করিতে না পারিয়া মনেতেই আলয়ং বিলয় প্রাপ্ত হয়; ধৈর্য্য এই সমস্ত কার্য্য সন্দর্শনে আশ্চর্য্য ও অধৈর্য্য হইয়া পলায়ন করিতেই ধার্য্য করে। এই সমস্ত সদ্‌গুণচয় ক্রমে বিলোপ প্রাপ্ত হইলে দুর্বুদ্ধি অবিবেকপ্রভৃতি দুর্দ্দান্তদিগের অধিকারে জীবের অমঙ্গলে যে প্রাণান্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? দুর্বুদ্ধি নৃপতির রাজ্যে প্রজার অধোগতি ও দুর্গতি ভিন্ন আর কি গতি হয়? এবং কুমন্ত্রণাব যন্ত্রি অবিবেক মন্ত্রির ব্যবস্থায় কাহার দুরবস্থা না ঘটে? যিনি বিলক্ষণ করিয়া তাহার বিবাক কার্য্য প্রণালী দৃষ্টি করেন তাঁহাকেই বাকবিহীন হইয়া এক কালীন অবাক হইতে হয়। হায়! নিবিড় অজ্ঞানতা তিমিরপ্রযুক্ত মনুষ্যের মনের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিলে তাহার যেরূপ বাহ্য কার্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা কানপুরের হত্যায় দৃষ্টি করিয়াছি! অকাল কুষ্মাণ্ড গণ্ড সিপাহিয়া জগন্মাতা বিদ্যাকে জন্মাবচ্ছিন্নে কদাপি জননী বলিয়া সম্বোধন করে নাই। তাঁহার ক্রোড়ে সজ্ঞানাবস্থা কখন পান করে নাই, সদুপদেশ রূপ অমৃতময় বাক্যকে কস্মিনকালে শ্রবণে স্থান দেয় নাই, কোনকালে সৎসঙ্গের সঙ্গী হয় নাই, চিরকালই তাহারা রণরঙ্গের রঙ্গী; অতএব তাহারা যে এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আহা! কানপুরের হত্যার নিদারুণ বার্ত্তা কাহার হৃদয় বিদারণ না করে? তাহা বর্ণে বর্ণনা করিতে বর্ণ বিবর্ণ হইতে থাকে, কাষ্ঠময়ী লেখনী অজস্র অশ্রুনয়নী হয়; এবং লিখিতেং নয়নজলে সর্ব্বাঙ্গপ্লাবিত হইতে থাকে। সেই মসীবর্ণ দুর্দ্দান্তের অসির অভিঘাতে কতশত প্রাণির যে প্রাণান্ত করিয়াছে তাহার কিছুই নির্ণয় নাই, কঠোর প্রাণিরা অতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে কত রমণীর জঠর ভেদ করিয়াছে; করবালাঘাতে কত অঙ্গনার হস্ত পদ নস্তকপ্রভৃতি অঙ্গাদি খণ্ডিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, কত শিশুকে শূন্যে উৎক্ষেপ পূর্ব্বক বন্দুকের সঙ্গীন দিয়া বিদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগের কিপ্রকারে যে প্রাণাবসান হইয়াছে তাহা মনে চিন্তা করিলে অচৈতন্য ও জ্ঞান শূন্য হইতে হয়, এবং কত দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে জননী-ক্রোড়হইতে লইয়া তাঁহাদিগের সখী প পদদয় ধারণে বিদারণ করিয়াছে। হায়! মাতার সমীপে হৃদয় ধনের অঙ্গের কেহ সামান্য আঘাত করিলে তিনি কতই শোকাকুলা হয়েন আর স্বসমীপে সন্তান রত্নের এইরূপ মৃত্যু সন্দর্শনে জননীর মনে কিপর্য্যন্ত যে অকূল শোকসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়াছিল কিছুই বলিতে পারা যায় না, এই রূপে কাহাকে কুঠার কাহাকে করবাল কাহাকে বর্শা কাহাকে সঙ্গীন কাহাকে বা পদাঘাতে কাহাকে গভীর কূপে নিক্ষেপণে প্রাণান্ত করিয়াছে। হায়! বিশ্বপিতা এই দুর্দ্দান্তদিগের হৃদয় কি কঠিন পাষাণে নির্ম্মাণ করিয়াছেন! এই সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যাপার দর্শনে অতি পাষাণচিত্ত ব্যক্তিরও হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়; কিন্তু তাহাদিগের চিত্ত কোন্ পাষাণে নির্ম্মিত কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। আহা! যৎকালীন সেই সঙ্গীন-বিদ্ধ শিশু সন্তানেরা ভয়াকুল হইয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে মামা মামা বলিয়া চীৎকার করিত লাগিল তৎকালীন কি তাহাদিগের হৃদয়ে বিন্দু মাত্র করুণার উদয় হইল না! হা কঠোর নিষ্ঠুরেরা, অবনী-জননী কিরূপে তোদের ভার বহন করিতেছেন কিছুই বলিতে পারি না, এইরূপে স্থানেং হত্যা হওয়ায় বিলাতে কত পরিবারে কত সতী পতি বিরহে শোকানলে জীবনধনকে আহুতি দান করিতেছেন, কত পতি সতী বিহীনে বিচ্ছেদরূপ দাবদহনে দেহ প্রাণ দগ্ধীভূত করিতেছেন, কত জননী নয়নতারা সন্তান হারা হওত দিবাযামিনী রোদনপূর্ব্বক অন্ধ হইয়া দশ দিক্ অন্ধকার ও শূন্যময় দর্শন করিতেছেন, কত ভ্রাতা দুরূহ ভ্রাতৃ বিরহপ্রযুক্ত শোকে ধরায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। এরূপ চতুর্দ্দিগে রোদন ভিন্ন তথায় আর কিছুই শ্রবণ পথে প্রবেশ করে না?

কানপুরের এই সমস্ত হত্যার ব্যাপার আমরা পূর্ব্বে সম্বাদ পত্রাদিতে পাঠ করিয়া যেরূপ শোকাকুল হইয়াছিলাম অধুনা তাহার চিত্র দর্শনে আমরা কিপর্য্যন্ত যে দুঃখানলে বিদগ্ধ হইতেছি তাহা কিছুই বলিতে পারি না! সেই চিত্র দর্শনে নেত্র যুগলের প্রতি পক্ষ্ম (নয়ন পাতা) এক স্রোতবাহিনী হইয়া অনর্গল অশ্রু জল বহনপূর্ব্বক হৃদয় ক্ষেত্র প্লাবিত করিতে থাকে! হৃদয়স্থ শোকানল দারুণ বাড়বানলহইতেও প্রবল হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ভস্মীভূত করিতে থাকে, তদ্দর্শনে অতি পাষাণ চিত্তেরও শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে অখিল বিশ্বমূল, বিদ্রোহি কুলের জন্য প্রজাকুল যে ভয়াকুল হইয়া অকূলে ভাসিতেছে কবে সানুকূল হইয়া তাহাদিগকে নির্ভুল করত ব্যাকুলচিত্ত প্রজাদিগকে কূল আনিবেন! প্রাণপক্ষির দেহ বাসা যে বিষম চিন্তানলে দিনং দগ্ধ হইতেছে, সে যে অদ্যকাল পলায়ন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে; অতএব দীননাথ! ঐ দুর্জ্জনদিগকে নিপাত কর। এ অনাথ সন্তানবৃন্দের প্রতি কটাক্ষপাত কর। হায়! উদ্দীপ্ত বহ্নিস্বরূপ প্রখর রবিকরও ছত্রের দ্বারা নিবারণ হয়; দাবানল সরূপ প্রবল অনলরাশিও সলিলসেচনে নির্ব্বাণ হয়; বিশ্বের অদ্বিতীয় কুটিল সর্পের বিষ নানা ঔষধির দ্বারা জলবৎ করা যায় এবং নানা উপায় দ্বারা নানা কঠিন রোগেরও উপশম হইতে পারে কিন্তু কঠোর মূর্খতা-রোগের কি কোন ঔষধি জগৎপাতা সৃষ্টি করেন নাই? দেখ দেখ এক দারুণ মূর্খতারূপ বিকার রোগে আক্রান্ত হইয়া বিদ্রোহিকুল অকারণে প্রাণান্ত ও লুণ্ঠপ্রভৃতি কতই প্রলাপ সন্দর্শন করাইতেছে; জগতীর মধ্যে অকারণে স্ত্রীহত্যা ও শিশুহত্যা কোন শাস্ত্রেই লিখিত নাই কিন্তু মূর্খ বিদ্রোহিদিগের নূতন শাস্ত্রের তাহা সঙ্গতারণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। হে দেশীয় বন্ধুগণ, মূর্খতারূপ নিদারুণ রোগকে অসাদ্দেশহইতে দূরীভূত করিয়া দিউন, কেননা সে রোগের রোগী সংসারের বিমল সুখভাগী না হইয়া অনন্ত নরকানলে দগ্ধ হইবার ভাগী হইবে অর্থাৎ মূর্খতা-রোগের মৃত্যুই মহা ঔষধি। হে করুণাময় রক্ষাগুপতি, সম্প্রতি প্রজাকুলের প্রতি সদয় হইয়া ঐ গণ্ডদের অখণ্ড অখণ্ড প্রচণ্ড মৃত্যু-দণ্ড বিধানে ত্বরায় তাহাদিগকে সবংশে লণ্ড ভণ্ড করুন, ধরণী জননী আর কতই তাহাদিগের ভার বহন করিবেন! এবং প্রজাকুল কতই আর তাহাদিগের জন্যে ব্যাকুল হইয়া অকূলে ভাসিবে! দয়াময়! ত্বরায় তাহার প্রতিকার কর, নতুবা তোমার এই রমণীয় বিশ্বনাট্যাগার ক্রমে শোকাগার হইবে।

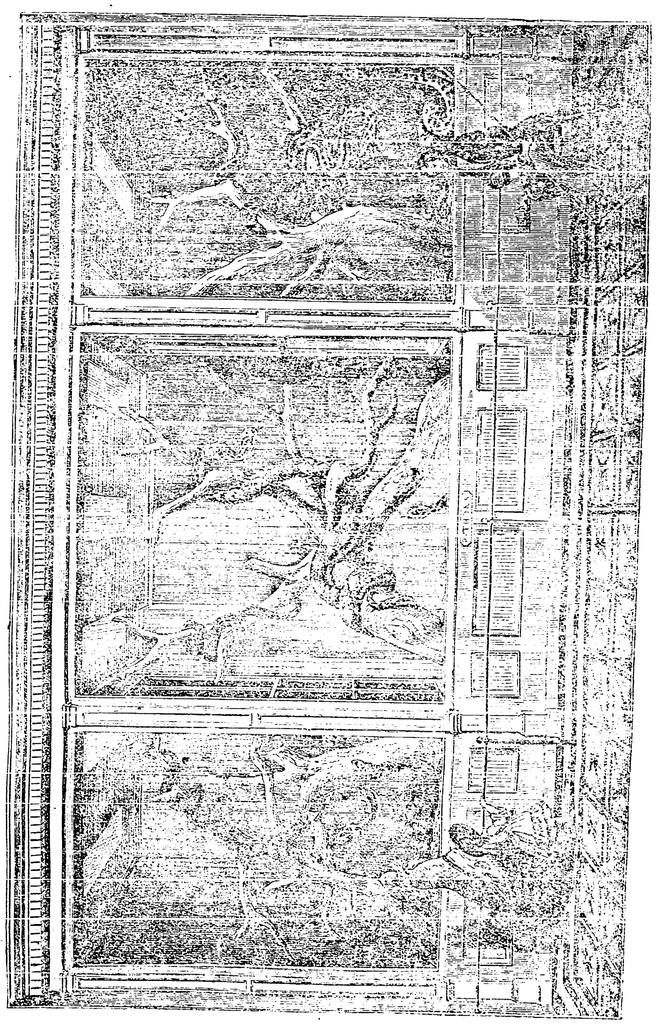

সর্প।

সরীসৃপ শ্রেণীর যাবতীয় জন্তুর মধ্যে সর্প জাতি চরণ বিহীন হওয়াতে তাহারা অন্যান্য জাতিহইতে বিভিন্ন হইয়াছে। ইহাদের মেরুদণ্ডের অনেক গাঁইট ও পাঁজর বিপুল ক্ষত্র

ক্ষুদ্র অস্থি থাকনপ্রযুক্ত, ইহাদের শরীর বাইন মৎস্য অপেক্ষা আশু নমনীয়; একারণ তাহারা অসাধারণ সঙ্কোচ শক্তি ধারণ করে এবং অনায়াসে নিঃশব্দে ধীরেং যাইতে বা বেগে দৌড়িতে পারে, ও অতিশয় সঙ্কর ও বলিষ্ঠের ন্যায় গাছেও উঠিতে পারে। ইহারা যখন নিদ্রিতাবস্থায় থাকে, তখন স্বীয় শরীরটি কুণ্ডলী করিয়া মস্তকটি তাহার মধ্যস্থলে রাখে, এবং আবশ্যক হইলে সেই কুণ্ডল্যাকার দেহ সহসা বিস্তার দ্বারা অনেক দূর লাফাইয়াও পড়িতে পারে। তাহাদের সকলেরই যে দন্ত আছে, তাহাতে কেবল তাহারা আহার ধারণ করিতে পারে কিন্তু চিবাইতে পারে না। যে সর্পেরা বিষাক্ত, তাহাদের উপর কসে দুই বড় দন্তের নিকটে দুইদিকে দুইটি বিষ দাঁত আছে, তাহা স্বভাবতঃ মুখের ভাঁজেতে এরূপ সমান ও চামড়ার ভাঁজে আবৃত থাকে, যে সামান্যতঃ তাহা দৃশ্য হয় না। এই দুইটি দাঁতের প্রত্যেকের মধ্যে আড়ে আড়ে এক এক সূক্ষ্ম নালা আছে (যাহার মুখ ঐ দন্তদ্বয়ের নিকটে খোলা) তাহা দিয়া গরল নির্গত হয়। যখন বিষধর ক্রোধাক্রান্ত হইয়া কোন প্রাণিকে দংশন করিতে উদ্যত হয়, তৎক্ষণাৎ ঐ দন্তদ্বয় সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হয়, আর যে সকল শিরাতে সর্পের নিম্ন চোয়ালকে উত্তোলন করে, তাহারাই সেইক্ষণে বিষ কোষ চাপিতে থাকে, এবং বিষও নিঃসৃত হয়। সর্পের বিষের স্বাদ ঝাল অথবা তিক্ত নহে, রসনাতে কেবল রসযুক্ত দ্রব্যের মত লাগে। তাহা গ্রাস কালীন কোন ক্লেশ বোধ হয় না, কিন্তু যখন বাহ্যরূপে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় তখনই প্রাণ নাশক হইয়া উঠে। পৃথিবীর নানা অংশে ন্যূনাধিক প্রায় চারিশত প্রকার সর্প দেখা-গিয়াছে তন্মধ্যে চতুর্থ ভাগের এক ভাগ কেবল বিষাক্ত আর অধিকাংশই অহিংস্রক। সর্পের নিম্ন ও উপরের চোয়ালের মধ্যবর্ত্তী এমত কতক গুলি মাংস শিরা আছে, যে প্রয়োজন মতে তাহারা মুখের হা বৃদ্ধি করিতে ও কমাইতে পারে। একারণ তাহারা তাহাদের শরীরের পরিধি অপেক্ষা বৃহৎ জন্তু সকল গ্রাস করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের জিহ্বা আশ্চর্য্য প্রসারণীয়, তাহার অগ্রভাগ খণ্ডিত ও ছুলবিশিষ্ট। সর্প-জাতির পাক শক্তি অতিক্ষীণ; একারণ তাহারা কেহ বা সপ্তাহ পরে, কেহ বা পক্ষান্তরে, কেহ বা মাসান্তরে আহার করে। পৃথিবীর উত্তর খণ্ডে তাহারা স্পন্দন রহিত অবস্থায় থাকে ও বৃক্ষের নীচে, অথবা অন্য কোন নির্জ্জিন্ন নিভৃত স্থানে গোপনে শীতকাল ক্ষেপণ করে। যখন কালের উষ্ণতা পুনরায় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা সতর্ক হইয়া বেড়ায়; ডাক্তর কারপেণ্টার কোন সময়ে, এক প্রাচীন চুনের ভাটির মধ্যে তেরোশত সর্প এককালে কুণ্ডলী করিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। সর্পেরা অধিকাংশই স্থলচর। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও খেচর দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহা হইলে ইহারা কিপর্য্যন্ত মনুষ্যের অনিষ্টকারী হইত, তাহা বাক্যপথাতীত; আমরা কেবল পুরাবৃত্ত পাঠে শুনিতে পাই, যে যখন যিহুদীয়া মিসর দেশ হইতে কিনান্ দেশে প্রত্যাগমন করে, তখন তাহারা পথিমধ্যে ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়াতে, তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে পঞ্চবিংশতি সর্প প্রেরণ করিয়াছিলেন; এইক্ষণে তাদৃশ গগনবিহারি সর্প আর কোথাও নাই। সর্পেরা নিরূপিত কালক্রমে খোলস পরিত্যাগ করে; কিন্তু তাহা ত্যাগ করণের পূর্ব্বে ইহাদের আকার কিছুকালের নিমিত্তে বিবর্ণ হয়; এবং উহাদিগকে দৃষ্টিহীন দৃষ্টিহীন সদৃশ বোধ হয়। যখন অধঃ খোলস সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ও তাহার নিম্নভাগ শক্ত হয়, তখন সর্পের কোন বক্র পথ অথবা ঝোড় মধ্যে গমন কালীন উপরের ত্বক গলার কাছে আপনিই ফাটিয়া যায়; এবং যেমন সে অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকে, পুরাতন খোলসটি পশ্চাতে খসিয়া পড়ে। শীতল প্রদেশে সর্প প্রায় দৃশ্য হয় না, ইহাদিগকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশেতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; সমকটি বন্ধ মধ্যবর্ত্তি দেশে তাহাদের সঙ্খ্যা অতি অল্প। আমরা উত্তর বা দক্ষিণ কেন্দ্রহইতে যত পৃথিবীর বিষুবরেখাভিমুখে গমন করি, ততই ইহাদের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। মেদিনীর উত্তর সীমাতে যত দূরে বেঙ, টিকটিকি ও অন্যান্য সরীসৃপ দৃশ্য হয়, তত দূরে সর্প কোনক্রমেই দেখিতে পাওয়া যায় না। অবনীর ভিন্ন২ ভাগে সর্প বণ্টন প্রণালী দর্শন করিলে দুই আশ্চর্য্য ব্যাপার আমরা দেখিতে পাই; যথা, প্রথমতঃ ইণ্ডিয়ান আরকিপেলেগোর অন্তর্ভূত দ্বীপ সকল সর্পে পরিপূর্ণ হওয়াতে তাহারা বিখ্যাত, কিন্তু পেসিফিক মহাসাগরে যে সকল উপদ্বীপ আছে, তাহাতে সর্পের কোন সম্ভব নাই। দ্বিতীয়তঃ পুরাতন ও নূতন এই দুই মহাদ্বীপের সর্প সকল অনেকাংশেই দৃষ্টতঃ এক প্রকার, কিন্তু আমেরিকার সর্পসকল (বস্তুতঃ সকল সরীসৃপ) মাত্রেই পুরাতন মহাদ্বীপস্থ সরীসৃপহইতে ভিন্ন, ইহাদের ঐক্যতা কোন ক্রমেই দৃশ্য হয় না। ভারতবর্ষীয় সাপুড়িয়াদের সদৃশ মিসর দেশীয় ভেল্কীকরেরা সর্পদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিত। সর্পজাতির সদৃশ আমাদের শত্রু এজগতে কেহ নাই এবং তাহারা মানবজাতির চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে; কারণ ঐ বেশেতে শয়তান আমাদের আদি মাতাকে পাপ করিতে প্রবৃত্তি দেয়, একারণ শয়তানকে ধর্ম্মপুস্তকে "মহা-সর্প" বলে। "সে ঐ নাগকে দিয়া বল অর্থাৎ (অপবাদক) এবং শয়তান (বিপক্ষ) নামে বিখ্যাত পুরাতন সর্পকে ধরিয়া সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিতে রসাতলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কূপের মুখ রুদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিল"। প্রকাশিত পুস্তক ২০।১,২,৩। এইক্ষণে পাপের নিমিত্তে আমাদের কি দুর্দ্দশা না ঘটিয়াছে? মাথার ঘাম পায়ে না পড়িলে এক মুষ্টি অন্ন মিলে না। অবনীতে পাপ না আইলে আমরা রোগ, শোক, মৃত্যু কিছুই জানিতাম না; কোন বিষয়ের অভাব হইত না; ও আশার শান্তি হাতে হাতে প্রাপ্ত হইতাম!

ব্রীটিস রাজ্যপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজনীতি।

ইংলণ্ড দেশের কনষ্টিটিউসনকে লিখিতেড মনার্কি বলে, অর্থাৎ ইংলণ্ড দেশে রাজা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের প্রতিকার করিবার নিমিত্তে পারলিয়মেণ্ট সভাও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যে দেশে রাজার অত্যাচার প্রতিকার করিবার কোন উপায় নাই, যেখানে রাজাই সর্ব্বে সর্ব্বা, সে দেশের রাজ্য শাসন প্রণালিকে "এবসোলিউট মনার্কি" বলে। প্রজা বাৎসল্য রাজার মহৎ গুণ; যাঁহার আজ্ঞার অধীনে হেমন্ত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা ইত্যাদি ঋতুর হস্ত অবলম্বন করিয়া সংসার প্রবাহ প্রতি নিয়তই ভ্রমেণ পরিভ্রমণ করিতেছে সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছা এই, যে রাজারা যেন কখনই প্রজাদের পীড়া না দেন। পিতা যেমন আপন বালকদিগকে স্নেহ করেন রাজার তদ্রূপ আপন প্রজাদিগকে স্নেহ করা উচিত। রুসিয়াদেশের গবর্ণমেণ্টকে "ডেস্পটিক" গবর্ণমেণ্ট বলা যাইতে পারে, কিন্তু "ডেস্পট" শব্দের অর্থ ক্রীত দাসের অধিকারী; এমন কোন রাজাই "ডেস্পট" নাম লইতে চাহেন না যাঁহারা প্রজাদিগকে পীড়া দেন ও ক্রীত দাসের ন্যায় রাখেন, প্রজাদিগের মত না লইয়া সকল কর্ম্ম করেন তাঁহারা "ডেস্পট" বৈ আর কি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেশাধিপতির ভিন্ন২ নামের অর্থ।

ভিন্ন২ দেশের গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন২ অসর বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে এক প্রকার শাসন পদ ভিন্ন২ দেশে ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়া দেশের অধিপতিকে "এমপরর অভ অষ্ট্রিয়া" বলে; টস্কেনি দেশের অধিপতিকে "গ্র্যাণ্ড ডিউক্ অভ টস্কেনি" বলে; প্রসিয়াদেশের অধিপতিকে "কিং অভ প্রসিয়া" বলে; অষ্ট্রিয়া দেশের সম্রাট, টস্কেনি দেশের প্রধান ভূস্বামী এবং প্রসিয়া দেশের রাজা এ সকলই একই প্রকার শাসন পদ, কৈবল দেশ ভেদে উপাধি ভেদ, এই মাত্র ইহার বিশেষ।

খ্রীঃ ১৬২৫ সালে প্রথম চারলস নামে এক ভূপতি ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন; তিনি ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে তিনি পারলিয়মেণ্টের মতে কোন২ কর্ম্ম করাতে তাঁহার ও পারলিয়মেণ্টের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে ঐ প্রথম চারলস আপন পারলিয়মেণ্টকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া অপরাধি ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; খ্রীঃ ১৬৪৯ সালে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বিধান হয়, জল্লাদ হস্তে তাঁহার মুণ্ড শরীরহইতে পৃথক্ হইয়াছিল। প্রথম চারলসের মৃত্যুর পর ১১ বৎসরপর্য্যন্ত ইংলণ্ডে দেশে "রাজা" উপাধিবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিই ছিলেন না, কিন্তু অলিভর ক্রমওয়েল নামে এক ব্যক্তিকে "লর্ড প্রোটেক্টর অভ দি কমনওয়েলথ অভ ইংলণ্ড" অর্থাৎ "ইংলণ্ড দেশস্থ প্রজাদের রক্ষণার্থ রাজ্য শাসন ভারের প্রধান রক্ষক" এই উপাধি দত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমওয়েলের ক্ষমতা রাজার ক্ষমতার তুল্যই ছিল, সুতরাং "লর্ড প্রোটেক্টর" আর রাজা এ সুদ্ধ নামে প্রভেদ মাত্র কার্য্যে একই।

হিতোপদেশ।

১। প্রচুর ধন আপেক্ষা সুখ্যাতি ভাল; এবং রূপা ও সুবর্ণ অপেক্ষা অনুগ্রহ ভাল।

২। সতর্ক লোক বিপদ দেখিয়া আপনাকে লুক্কায়িত করে; কিন্তু অজ্ঞানেরা অগ্রে যাইয়া শাস্তি পায়।

৩। বালকের গমনার পথে তাহাকে শিক্ষা দেও; তাহাতে সে প্রাচীন হইলে তাহাহইতে বিমুখ হইবে না।

৪। নিন্দককে তাড়াইয়া দিলে বিবাদ বাহির যায়; এবং বিরোধ ও অপমান নিবৃত্ত হয়।

৫। যে জন আপন ধন বৃদ্ধি করিতে দরিদ্রের প্রতি উপদ্রব করে, ও যে জন ধনবানকে দান করে, তাহাদের দরিদ্রতা অবশ্য হইবে।

৬। তুমি ধনের প্রতি কেন লোভদৃষ্টি করিতেছ? সে থাকে না; যেমন উৎক্রোশ পক্ষী আকাশে উড়ে, তদ্রূপ সে পাখাবিশিষ্ট হইয়া উড়িয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাকযোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্টু সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য ✓ আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১২) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

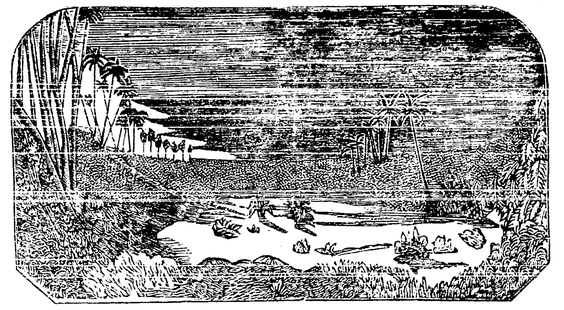

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১।১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, সোমবার ইং ১৫ ফেব্রুআরি ১৮৫৮। বাং ৫ ফাল্গুণ ১২৬৪। [১৪ সংখ্যা।

পাক্ষিক সংবাদ।

— গত সপ্তাহে বিলাতহইতে সমাচার আসিয়াছে যে মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর বড় কন্যার শুভবিবাহ শীঘ্র হইবে। ২৫ জানুআরি বিবাহ হইবার কথা ছিল।

— যে পেন্শনধৃ স্যর হেন্রি হেব্লকসাহেবকে দত্ত হইয়াছিল, সেই পেন্শন ব্রিগেডিয়ার ইংলিশ এক্ষণে পাইবেন।

— ইটালিদেশের নেপলস্নামক প্রদেশে আশ্চর্য্য ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে বিংশতি সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করে।

— আমেরিকার উটাপ্রদেশস্থ মর্ম্মণনামক নূতন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের বিরুদ্ধে আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্ট সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সেনাদল শত্রুর হানি করা দূরে থাকুক আপনারাই অত্যন্ত প্রমাদে পতিত হইয়াছে।

— আমাদের প্রধান সেনাপতি বোধ হয় এক্ষণে ফতেগড় আছেন, তিনি শীঘ্র অযোধ্যায় যাত্রা করিবেন।

— স্যর জেম্স আউট্রাম অযোধ্যায় আলমবাগে অবস্থিতি করিতেছেন, এদেশহইতে সৈন্যসামন্ত পঁহুছিলে পর তিনি বিদ্রোহিদিগের নাশ করিবেন।

— আলাহাবাদহইতে এক সেনাদল সম্প্রতি আলমবাগে গিয়াছে।

— আমাদের গবর্ণর জেনরল বাহাদুর পশ্চিমে যাইতেছেন; আলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া তিনি যুদ্ধে বিলক্ষণ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন।

— জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব আলাহাবাদহইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

— গঞ্জামের কমিস্যনর স্যর জন লরেন্সের দিল্লীনগরে আসিবার কথা ছিল।

— দিল্লীর বাদসাহ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

— ঢাকার বিদ্রোহিরা মণিপুর অঞ্চলে গমন করিয়াছে।

— কোন২ সমাচার পত্রিকাদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কতকগুলিন বিদ্রোহী সেনাধ্যক্ষ মান সিংহপ্রভৃতি স্যর জেম্স আউট্রামদ্বারা ধৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহার সত্য মিথ্যা আমরা কিছুই জানি না।

— নানা সাহেব এক্ষণে কোথায় আছেন এবং কি বা করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না।

— রহিলখণ্ডের বিদ্রোহিরা হল্নোয়ানি নগর আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরাভূত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

— বেহারের উত্তর প্রদেশে অমর সিংহের ভয় সম্পূর্ণরূপে যায় নাই।

— জলপাইগুড়ির বিদ্রোহিরা একেবারে পলায়ন করিয়াছে, তাহারা কোনক্রমে ধৃত হয় নাই।

— ফরাবাদের নবাব এবং গোরক্ষপুরের মহম্মদ হোসেন খাঁ পলায়ন করিয়াছেন।

— চট্টগ্রামের বিদ্রোহিরা কাচাড় প্রদেশের জঙ্গলে তাড়িত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে এক শত দশ জন ধৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

— অবগতি হইল হুগলি কলেজের প্রধানাধ্যাপক জে, কার সাহেব পেনশন লইয়া শীঘ্র বিলাত যাইবেন।

— কলিকাতার মেডিকেল বোর্ড উঠিয়া গিয়াছে। ডাক্তর ফরসিথ সাহেব ডাইরেক্টর জেনরল এবং ডাক্তর রো সাহেব ইন্সপেক্টর জেনরল হইয়াছেন।

— প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধানাধ্যাপক সটক্লিফ সাহেব ১৫ মাসের ছুটি লইয়া বিলাত গমনে মানস করিয়াছেন। ইন্সপেক্টর হারিসন সাহেব তাঁহার কর্ম্ম পাইলে পাইতে পারেন।

প্রেরিত পত্র।

হে অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয়! পূর্ব্বতন সংপ্রেরিত পত্র খানি অরুণোদয়ে স্থান প্রদান পরম আহ্লাদিত করিয়াছেন। সংপ্রতি পুনরপি কতিপয় বর্ণপংক্তি প্রকটিত একখানি পত্র পাঠাই, করুণাবলোকন পুরঃসর সংশোধনপূর্ব্বক ভবদীয় ভুবন বিকাশ পত্রের পার্শ্বে স্থলদানে এ নব লেখকের উৎসাহ সম্বর্দ্ধন করিবেন।

মনুষ্যগণ স্বস্ব কর্ম্মবশতঃ উন্নতি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

পরাৎপর পরমেশ্বরের কি পরমাশ্চর্য্য মহিমা! এই মহীমণ্ডলস্থ সমস্ত মানবদিগের মহোপকার ও হিত সাধনার্থে করুণাময় জগদীশ্বর কি না সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অসঙ্খ্য জীবগণের জীবন যাত্রা ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বিবিধ উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এবং আমাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার লীলা সুসম্পন্নহেতু হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ এবং মনঃ, বুদ্ধি, বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ম প্রভৃতি বহুধা কারণিক বস্তু প্রদান করিয়াছেন। এতং বিচিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে হৃদয় কিয়ৎক্ষণ জ্ঞানোদ্রেক হয় তাহা জানিতে পার, যায়।

পরন্তু যাঁহারা সুবোধ মনুষ্য তাঁহারা কর্ত্তব্য বোধে উল্লিখিত সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঐশ্বরিক নিয়ম সুগামী হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। এবং নিয়ত সুনীতি শরীরিতে পদার্পণ করত ধরণী মধ্যে সজ্জনগণ সমাজে গণ্য হইয়া ধন্যবাদ ও প্রশংসার পাত্র হয়েন। যদি কাহার পিতা মাতা ধনহিনীন হইয়া ক্লেশে কাল হরণ করিতে থাকে, তবে তিনি তদ্দর্শনে নিতান্ত খেদান্বিতান্তঃকরণ হইয়া সাধ্যানুসারে উপায়ান্বেষণ করিতে থাকেন। ফলতঃ বাসনা ফল সফল না হইলে জন্ম বিফল জান করত স্বয়ং তিরস্কৃত হইয়া নিরুপায় বশতঃ সতত বিনীত বেশে অপরাধ মার্জ্জনার্থে আর্য্য সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তথাপি পরস্পাপহরণে সুখে কাল হরণ করিব এমত প্রার্থনা করেন না। ফলতঃ এসকল ব্যক্তির লোক কুলে নিন্দিত ও পরকালে দণ্ডিত হইতে হয় না। কেহবা জনক জননীর দুঃখোন্মোচন করণার্থে শৈশবাবস্থায় বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, পরিশেষে যত্নোপার্জ্জিত ক্রমশঃ শ্রীমান্ হইয়া মাতা পিতার সেবা শুশ্রূষা করত যন্ত্রণা জালহইতে মুক্ত হয়েন। এবং যশঃ প্রার্থিত হওত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকেন। পরোপকারে সযত্ন হইয়া বহুতর অর্থ ব্যয় করত যশোবশ হয়েন। সুতরাং উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে পরম সুখে মনুষ্য যাত্রা নির্ব্বাহ

করেন। এবং চরমে পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ লাভের নিমিত্ত ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করত অন্তিমে স্বর্গারোহণ করেন।

যাহারা বিবেচনা রহিত মনুষ্য তাহারা ঈশ্বরীয় নিয়ম বহির্ভূত কামানুগত হইয়া বিবিধ অবৈধ কর্ম্মে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। এবং আত্ম স্বার্থের নিমিত্ত সর্ব্বদা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা বাক্যেতেও কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না। পরের অনিষ্ট চিন্তাই তাহারদিগের সংসার সামগ্রী সমগ্র মধ্যে প্রধান সারদায়িনী। বিদ্যা ও ধনোপার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া পৈতৃক ধন যাহা থাকে তাহারি উপর নির্ভর করত সুরাপানাদি বিষয়ে নিরর্থক ব্যয় করিয়া সংসার সুখ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়েন। ফলতঃ ক্রমশঃ সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হইতে হয়। সহজেই পরিশেষে দুঃখের আর পরিশেষ থাকে না। উদর পারপূরণার্থে পর বৈভব হরণে মনস্থ করেন। এবং অবিদ্যা বশম্বদ হইয়া জনক জননীর প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। না হয়ত সংসার জ্বালায় বিরক্ত হইয়া প্রাচীন পিতা মাতা ও পরিবারদিগকে এককালে ক্লেশ কূপে নিক্ষেপ করত দেশান্তরী হয়েন। এই প্রকার কুনীতি পদবীতে পদার্পণ করত পদেং বিপদগ্রস্ত হইয়া জনপদে অপদস্থ হইয়া থাকেন। সুতরাং অন্তকালেও অনন্ত গুণাবলম্বী জগদীশ্বরের অনন্ত কোপে পতিত হওত অনন্ত কালপর্য্যন্ত নিরয়গামী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ফলতঃ মনুষ্যগণ স্বস্ব কর্ম্ম ফলে উন্নতি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

নবদ্বীপস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের
প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।
শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয় কতিপয় পংক্তি শোধনপূর্ব্বক প্রকটনে উৎসাহান্বিত করিবেন।

ইংরাজী পদ্যানুবাদিত।

সন্নিকট মম তনু ত্যাগের সময়।
ডাকিছে সুস্বরে মোরে যথা যমালয়॥
ওহে প্রভু ক্লান্তি শান্তি করি অবশেষে।
কুশলে ত্যজিতে তনু দেহ তব দাসে॥
ধরাধাম পরিহরি বিনা অশ্রু বারি।
কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণে তেয়াগিতে নারি॥
প্রভু অবতীর্ণ তাপ তাদের মোচনে।
আশ্বাস প্রদানার্থ বন্ধুহীন জনে॥
আইলাম আইলাম আপন আদেশে।
সঁপিলাম আত্মা মম তব কর দেশে॥
অনন্ত যুগল হস্ত করি হে বিস্তার।
নিদান আতঙ্কে মোরে কর হে নিস্তার॥
সন্নিকট মম তনু ত্যাগের সময়।
ডাকিছে সুস্বরে মোরে যথা যমালয়॥
ওহে প্রভু ক্লান্তি শান্তি করি অবশেষ।
কুশলে ত্যজিতে তনু দেহ তব দাসে॥

খিদিরপুর নিবাসিনঃ
শ্রীগোপালচন্দ্র দাসস্য।

ওয়ালায়াত্ আলি।

এতদ্দেশীয় অনেকানেক খ্রীষ্টাশ্রিত ব্যক্তিগণ দুরাত্মা সিপাহিদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে সন্দেহ নাই। দিল্লী নগরের ধর্ম্মঘোষক ওয়ালায়াত আলির সিপাহিদের হস্তে মৃত্যুর বিষয় পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ওয়ালায়াত্ আলি পূর্ব্বে মোসলমান ছিলেন। তাঁহার পিতা এক জন সুবিখ্যাত হাজি ছিলেন, তিনি দুইবার মক্কা তীর্থ করিয়াছিলেন। আগ্রা নগরের কর্ণেল হুইলর সাহেবের সহিত অনেক বার কথোপকথনানন্তর ওয়ালায়াত্ আলি প্রথমে ধর্ম্মপুস্তক পাঠে মনোযোগী হইয়াছিলেন। ১৮৩৮ সালে জল সংস্কারদ্বারা তিনি খ্রীষ্টমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন। বাপ্তিস্মের পর আগ্রা নগরে তিনি অনেক দিবশ বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাকার মোসলমানদের হস্তে ঘোরতর তাড়না প্রাপ্ত হওনপ্রযুক্ত তিনি উক্ত নগর ত্যাগ করিয়া চিতৌরা নগরে বাস করিতে লাগিলেন। ওয়ালায়াত্ আলি চিতৌরা নগরে ক্রমাগতঃ সাত বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তদনন্তর পাদরি টমসন সাহেবের মৃত্যুর পর ওয়ালায়াত্ আলি দিল্লী নগরে ধর্ম্মঘোষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দিল্লীতে যে তিনি সাহসপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; শুনিতে পাই যে তথাকার বাদশাহার রাজবাটীর জনেক ব্যক্তি তাঁহার নিকট রাত্রিযোগে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে যাইতেন। গত মে মাসে যখন দিল্লীনগর সিপাহিদের হস্তগত হইল তন্নগর নিবাসি লোকেরা ওয়ালায়াত্ আলির মস্তক ছেদন করিল। তলবারের প্রত্যেক প্রতিঘাতে নিষ্ঠুর প্রাণহন্তারা কৌতুকপূর্ব্বক বলিয়াছিল যথা, "এখন ঘোষণা কর! ঘোষণা কর!" "পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাঁহার পুণ্যবান লোকদের মৃত্যু বহুমূল্য।" গীত ১১৬॥ ১৫।

বসন্ত বর্ণন।

আইল বসন্তকাল হেমন্তের কাল।
মাতিল পাইয়ে কাল যত পিকপাল॥
মধুমক্ষি আদি যত নভঃচর সব।
হেমন্ত শাসনে মুখে নাহি ছিল রব॥
মধুব্রত হয়ে ভীত মৌনব্রতে ছিল।
মধু আসি তাহে রাশি পূর্ণাহুতি দিল॥
দিনং দিনমণি অগ্নিতে উদিত।
হেরিয়ে তুষার হয়েছিল হর্ষযুক্ত॥
এবে তার ঈশানেতে দেখি আগমন।
ত্রাস পেয়ে করিল উত্তরে পলায়ন॥
তাহে ক্ষান্ত নহে রবি পাছুং ধায়।
প্রচণ্ড পবন আসি যোগ দিল তায়॥
মলয়ার সমীরন বহে অনুক্ষণ।
পুলকে পূরিত হয় সবাকার মন॥
এই ছিল শশাঙ্কের তুষার বসন।
অকস্মাৎ হেরি তার সব উলঙ্গন॥
নিশিতে মসীর রূপ অম্বর ধরিত।
নভঃস্থিত জ্যোতিষ্কেরা দৃশ্য না হইত॥
এবে দেখি গগণের স্বচ্ছতার ভাব।
মুকুর লজ্জিত হয় নাহি সরে রব॥
তারাপথে তারাবৃতি বসে তারাপীড়।
ঈক্ষণ করিলে তাহা তারা হয় স্থির॥
হিমার সুধাকর হইল কেমন।
হরিল ধরার দুঃখ সুধা বরিষণে॥
নীহারেতে নিরাহারে যত তরুগণ।
শরীর সবার শীর্ণ জীর্ণ আচ্ছাদন॥
পবন আসিয়ে তাহা কাড়িয়া লইল।
নূতন বসন দিয়া ভূষিত করিল॥
মুকুল পরিল কেহ কেহ তরুরাগ।
মাতিল পাদপ সব করি অনুরাগ॥
মঞ্জরিল শাখা যত কেহ হয়ে ফলী।
বসন্ত রাজারে ভেট দিব মনে বলি॥
ফুটিল কুসুম সব ছুটিল সৌরভ।
হেরিলে কানন শোভা দূরে যায় ক্ষোভ॥
কুমুদ আমোদে মগ্ন চাহি কুমুদেশ।
হিমার্ত্ত নলিন ক্ষীন করে নানা দ্বেষ॥
এসময়ে কাল পেয়ে যত অলিগণে।
মধুলোভে ধায় সবে বন উপবনে॥
মকরন্দ গন্ধে অন্ধ হারাইবে জ্ঞান।
গুনং শব্দে করে মধুগুন গান॥
মধুমক্ষি করে সব ভনং ভং ধ্বনি।
পক্ষিগণ মারে তান বসন্ত রাগিণী॥
স্থলে জলে বৃক্ষমূলে যেদিকেতে চাই।
গুনং ভনং ছাড়া রব নাই॥
বসুন্ধরা নব বপু ধারণ করিল।
অবনীর জীব সব আনন্দে ডুবিল॥
ধন্য হে বসন্ত রাজ তোমার মহিমা।
ক্ষুদ্র এ লেখনী কিবা দিবে তার সীমা॥
ধন্য হে বিশ্বের স্রষ্টা তুমি কৃপাময়।
কালেং তব কীর্ত্তি কে করে নির্ণয়॥

পরিশ্রম।

এই ভূমণ্ডল চেতন অচেতন ও উদ্ভিদ এই ত্রিবিধ পদার্থে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে চেতন পদার্থ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ঐ বিভিন্ন জাতি জীবগণের স্বভাব বুদ্ধিবৃত্তি, বিগ্রহ কোন ক্রমেই একরূপ নহে। মনুষ্যের মনে যাদৃশ বুদ্ধিমত্তা, বিবেকশক্তি, স্মৃতি, অনুভূতিপ্রভৃতি মনোবৃত্তি ধর্ম্ম সকল প্রকাশ পায় তাহা তদিতর জন্তুদিগের কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। সুতরাং এই সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি থাকাতেই মানবমণ্ডলী জগন্মণ্ডলে সর্ব্বপ্রধানরূপে পরিগণিত রহিয়াছেন এবং সমস্ত জীব প্রবাহের প্রতি একাধিপত্যও করিতেছেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে কেবল উৎকৃষ্ট বৃত্তি থাকিলেই যে সকল পুরুষার্থ সম্পাদন হয় এমত নহে, পরিশ্রম সহযোগব্যতীত কোনরূপে কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা এই রত্নগর্ভা বসুন্ধরাকে নানাপ্রকার ধাতুদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক তাহা খনন করিয়া তদ্দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হয়। নানাস্থানে শণ, ঊর্ণা ও কার্পাস উৎপন্ন হয়, পরিশ্রম করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। অতএব বিনা পরিশ্রমে কোনরূপেই লোক যাত্রা নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন ভোজনবেলা উপস্থিত হইলে আমাদিগের জঠরানল অতিশয় প্রদীপ্ত হইতে থাকে, যখন আমাদের শীত বাত আতপ নিবারণ নিমিত্ত গৃহাদির আবশ্যক হয়, যখন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ সর্ব্বদা ধনসম্পত্তির প্রয়োজন হয়, তখন আমাদিগকে অবশ্যই পরিশ্রম করিতে হইবে সন্দেহ নাই। সর্ব্বস্থানেই ভূরিং উর্ব্বরা ভূমি কর্ষণার্থ হলযন্ত্র ও বিবিধ বীজ ইত্যাদি সমস্ত বস্তুই সুলভ, কিন্তু যদি আমরা পরিশ্রমপূর্ব্বক ঐ সকল সাধনদ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন না করি তবে উদরান্নাভাবে শরীর রুগ্ন ও ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া যায়। পশুদিগের কোন দৃঢ়তর কঠিন বস্তুর বিদারণ করিতে হইলে তাহারা তীক্ষ্ণধার নখর দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় এবং স্বভাবসিদ্ধ রোম রাশিদ্বারা শীত বাতাদির ক্লেশ নিরাকরণে সক্ষম হয়, কিন্তু আমাদিগের এমত কোন স্বাভাবিক উপায় নাই যে তদ্দ্বারা ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হই সুতরাং আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হয় শ্রম বিনা কিছুই পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহা সাধারণকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে মনুষ্যগণ বিষয় বিশেষে পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়াই প্রাণীমণ্ডলীর অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

যদি কোন ধীমান্ ব্যক্তি পরিশ্রমদ্বারা বিদ্যাবিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা নিয়োজন করেন, তাহা হইলেই তাঁহার সেই ধীশক্তি ক্রমশঃ উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং কার্য্যালঙ্কারাদি রচনাদ্বারা লোকে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তোম প্রকাশ পাইতে থাকে, নতুবা সেই বুদ্ধিলতা পরিশ্রম বারির অভাবে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। যদি বুদ্ধিরূপ অসিলতা শ্রমরূপ উত্তেজনা যন্ত্রে ঘর্ষিত হয় তবে অবশ্যই তাদৃশ অস্ত্র মসৃণ ও তীক্ষ্ণধার, হইবে সন্দেহ কি? পদার্থতত্ত্বজ্ঞ মহাশয়েরা স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রমদ্বারা অতিবিস্ময়কর ও সুকৌশল সম্পন্ন কত কত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিলে কোন্ ব্যক্তি না বিস্ময়রসে মগ্ন হয়েন? সেই মহাত্মাগণ নিযদ্ধ যে নভোমণ্ডল দূরবীক্ষণ বিনির্দেশিত করিয়া চন্দ্র ও গ্রহগণের সঞ্চার ও আকার স্থির করিয়াছেন, তাহাদের তাদৃশ দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় পরিশ্রমদ্বারা আমরা অধুনা অবগত হইতেছি যে অবনীমণ্ডল ও গ্রহগণ শূন্যেতেই অবস্থিত ও কুলালচক্রের ন্যায় নিরত পরিভ্রমণ করিতেছে; চন্দ্রমণ্ডল অচেতন পদার্থ বটে, ও নিজে তেজোময় নয়, সূর্য্যের রশ্মি উহার উপর পতিত হওয়াতে তেজোময় বোধ হয়; সূর্য্যমণ্ডল ভূমণ্ডল অপেক্ষায় ১৪,০০,০০০ গুণ বৃহৎ ও স্থির পদার্থ। কালিদাস ভবভূতি হোমর শেক্সপিয়ার মিল্টন্ প্রভৃতি কবিকুল অসীম পরিশ্রম সহকারে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া যাদৃশ যশোরশ্মি প্রকাশ করিয়াছেন এই ভূমণ্ডলে কোন ব্যক্তি তাদৃশ কীর্ত্তিভাজন হইতে পারেন্ নাই। সেই মহোদয়গণের গুণগ্রাম মনন হইলে বোধ হয় যেন সেই পরমারাধ্য মূর্ত্তিসকল সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বোধ হয়, যদি অলক্ষ্যকূল গভীর সমুদ্রসকল শুষ্ক হইয়া যায়, যদি চন্দ্রসূর্য্য আপনং অস্তোদয় নিয়ম প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া বিপরীতদিকে উদিত হয়, যদি গ্রহ নক্ষত্র পতিত হইয়া দিগ্দিগন্ত ঘূর্ণায়মান হয়, যদি আকাশপথে সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরীগণ গীতবাদ্য করিতেছে অহরহঃ প্রত্যক্ষভূত হইতে পারে, তথাচ ঐ কবিকুলের অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ কদাপি বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ মহাশয়েরা, কোন্ দ্রব্যের কি গুণ, কোন্ দ্রব্যে কিয়ৎ পরিমাণ বস্তু মিশ্রিত করিলে তাহার কি গুণ হয়, ও তাহাদ্বারা কি রোগেরই বা উপশম হয়, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক চিকিৎসা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; ঐ সমস্ত শাস্ত্রদ্বারা আমাদের যে কত উপকার হইতেছে তাহা অনায়াসেই অনুভব করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম।

এসংসারে সুখের নিদান ভূত অর্থ, অতএব তাহা উপার্জ্জন করিতে সর্ব্বদা সকলেই যত্নবান হয়েন। কেহ ধনপার্জ্জন নিমিত্ত নানাবিধ পণ্যপূর্ণ অর্ণবযানে অধিরূঢ় হইয়া পরিশ্রমপূর্ব্বক দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা কৃষিকর্ম্ম বিষয়ে অতিশয় আয়াস স্বীকার করিয়া ধনাগমে কৃতকার্য্য হইতেছেন, কেহ বা রাজসেবা অবলম্বনপূর্ব্বক অতি দুর্গমস্থানে গমন করিয়া অলৌকিক পরিশ্রম প্রকাশ করিতেছেন এবং অর্জ্জন বিষয়েও সফল হইতেছেন। জনগণ কায়মনে পরিশ্রমপূর্ব্বক ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করত পুত্র পৌত্র কলত্রাদি লইয়া পরমসুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহারা সেই ধন সম্পত্তিদ্বারা ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে অন্ন দান, রোগার্ত্তকে ঔষধ দান, দীনগণকে ধন দান, অন্ধ কাণ কুব্জ খঞ্জপ্রভৃতিকে নিরন্তর প্রতিপোষণ, পান্থার মধ্যে অতিথিশালা ও চিকিৎসা মন্দির সংস্থাপন করিয়া যেরূপ সুখ অনুভব করে অন্য ব্যক্তির সেরূপ সুখ কখন অনুভূত হইবার নহে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অপূর্ব্ব উদ্যান শোভা সন্দর্শন করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন জন্মান্ধের তাহা হইবার বিষয় কি? যদি তাঁহারা শ্রম না করিতেন তাহা হইলে কোথায় তাঁহাদিগের সুখ কোথায় বা তাঁহাদিগের যশঃ সৌরভ থাকিত। এমত কি ধার্ম্মিক মণ্ডলীর নাম উল্লেখ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই মহাত্মাদিগেরই নাম উল্লেখিত হয়। অতএব এই সমস্ত সংকার্য্যের মূলকারণ পরিশ্রম ইহা কোন্ সচেতন ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন?

মনুষ্যগণের মনঃ অতি চঞ্চল, নিরন্তর বিষয় বিশেষের অনুধাবন করে সুতরাং সেই সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয়ের অসদ্ভাবে আমাদিগের উচ্চৈস্তর বিষয় বৃক্ষারোহিণী আশালতা একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়, অনন্তর অভিলাষ ভঙ্গ নিবন্ধন দুঃসহ দুঃখে সময় যাপন করিতে হয়; কিন্তু এস্থলে যদি অভীষ্ট বিষয়ে আমরা অসাধারণ পরিশ্রমপূর্ব্বক তৎ সাধনার্থ প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই তাহা হইলে কি আমাদিগকে তাদৃশ পরিতাপে পরিতপ্ত হইতে হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য কি, অসাধারণ পরিশ্রমপূর্ব্বক দৃঢ়তর যত্ন করিলে কোন্ কার্য্য অসাধ্য থাকে! এবিষয়ে বিদেশীয় ইউরোপীয় ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তের স্থল হইয়াছে তাঁহারা প্রথমতঃ বাণিজ্যার্থে অস্মদ্দেশে উপস্থিত হইয়া লোকাতীত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমপূর্ব্বক অধুনা এ ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়াছেন, অতএব পরিশ্রম করিলে যে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ইহাতে সংশয় কি? কিন্তু যাহারা সকল মঙ্গলকর পুরুষার্থসাধক শ্রমরত্নকে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর অলস পরবশ হইয়া বৃথা কালক্ষয় করেন তাঁহারা সমস্ত সুখে বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়েন সন্দেহ নাই। যাহারা শৈশবকালে অতিশয় বুদ্ধিমান্ থাকেন আর শ্রম সহকারে তাহা বিষয় বিশেষে নিয়োজিত না করেন্ তাহা হইলে তাঁহার তাদৃশী নিখিল বিষয়গামিনী বুদ্ধি ক্রমশঃ অল্পবিষয়া ও অনর্থকারিণী হয়।

কি আক্ষেপের বিষয়! মানববৃন্দ এতাদৃশ দুর্লভরত্ন পাইয়াও অলস পরতন্ত্রে হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট বিষয় সমূহে তাহার সমাবেশ করেন না। উর্ব্বরা ভূমিতে উত্তম বীজ বপন করিলে সমীচীন ও উপাদেয় শস্য জন্মে তাহারা কি তাহা জ্ঞাত নহেন? শাস্ত্র বিষয়ে পরিশ্রম করিলে ক্রমশঃ জ্ঞানের উদ্রেক হয়, পরে ঐ প্রবোধ সুধাকর হৃদয়গগনে উদিত হইয়া অজ্ঞান তমোরাশি বিনাশিত করে এবং শাঠ্য কাপট্য লাম্পট্য প্রভৃতি দোষবর্গ তাঁহার হৃদয়হইতে হতাশ হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে ইহা কি অলস পরায়ণ মহাশয়দিগের মনেও হয় না। পরিশেষে বিনয় বচনে সাধারণকে পরিশ্রম ব্রতে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিমা পূজা।

পৌত্তলিক লোক যত, স্বভাবতঃ বুদ্ধিহত,
কিছু বোধ তাহাদের নাই।
সুবর্ণাদি ধাতু নিয়, নিজ হাতে নিরমিয়,
পুনর্ব্বার পূজা করে তাই॥
পুত্তলিকা জড়ময়, চৈতন্যাবিশিষ্ট নয়,
দেহে তার নাহিক স্পন্দন।
দৃশ্য রূপ মূর্ত্তিমান্, আছে বটে চক্ষু কাণ,
নাহি করে দর্শন শ্রবণ।
রসনা আছয়ে তায়, অথচ রস না পায়,
কটু তিক্ত মধুর অম্বল।
দিব্য নাসা বিদ্যমান, কিন্তু নাহি পায় ঘ্রাণ,
চলিতেও চরণ অচল।
শোভাযুক্ত দুই করে, কিন্তু না গ্রহণ করে,
মুখ আছে কথা নাহি কয়।
তথাপিও মূঢ় জন, তাহাতে মোহিত মন,
তার প্রতি করয় প্রত্যয়॥
শুন ওহে বঙ্গ ভূমি, মোহ নিদ্রাহইতে তুমি,
শীঘ্র তবে করহ উত্থান।
ভ্রম তম পরিহর, যীশুতে বিশ্বাস কর,
যাহাতে পাইবে পরিত্রাণ॥
তাঁহার করুণা বলে, ধন্য হবে ধরাতলে,
তিনি করিবেন আশীর্ব্বাদ।
তাঁহারে করিলে ভয়, সর্ব্বত্র পাইবে জয়,
কভু নাহি ঘটিবে প্রমাদ॥
তিনি কৃপাদৃষ্টি দানে, তোমাদের সুসন্তানে,
করিবেন শুভ সম্পাদন।
অতএব তাই বলি, হয়ে সবে কুতুহলি,
ধন্যবাদ দেহ অনুক্ষণ॥
অনিল অনল ইন্দু, ধরা ধরাধর সিন্ধু,
সমুদয় তাঁহার সৃজন।
জীবে করি কৃপাদান, সেই বিভু কৃপাবান,
দিলেন পৃথিবী নিকেতন॥
যাহারা বিশ্বাস করে, সেই প্রভু পরমেশ্বরে,
তাহারা করুণা তাঁর পায়।
দরিদ্র কি ধনপতি, কিবা গৃহী কিবা যতি,
ছোট বড় ভেদ নাহি তায়॥
মৃত ও পামর জনে, তাঁহারে না ভাবে মনে,
না করে অগণ্য ধন্য দান।
তাহে কোন নাহি ক্ষতি, ওহে যীশু বিশ্বপতি,
আমরা করি গো গুণ গান॥

ধর্ম্মোপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পাপের বেতন মৃত্যু। রোমীয় ৬॥২৩। ব্যবস্থা লঙ্ঘনের নাম পাপ। সদসদ্বিবেচনায় জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের পক্ষে ঈশ্বরের ব্যবস্থাই ভাল মন্দের কষ্টি পাথর স্বরূপ হইয়াছে। "পাপের বেতন" এই স্থলে সকল পাপের বিষয়, প্রত্যেক প্রকার পাপের বিষয়, অর্থাৎ বাক্যের পাপের বিষয় ও চিন্তার পাপের বিষয়, ও কর্ম্মের পাপের বিষয় তাবৎ পাপের বিষয় বুঝিতে হইবে। "মৃত্যু" তাবৎ পাপের প্রতিফল স্বরূপ হইয়াছে; মৃত্যু কাহাকে বলা যায়, শরীরহইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেলে এক প্রকার মৃত্যু হয়; সে শারীরিক মৃত্যু। তুমি পাপী হওয়াতে শারীরিক মৃত্যুর অধীনে আছ, এবং পীড়া, জ্বালা, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ এবং ক্রমেং তোমার শরীর মৃত্যুর গ্রাসের নিকট যাইতেছে, তুমি এক্ষণেই মুমূর্ষু ব্যক্তি; প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তুমি একং পা করিয়া মৃত্যুর সম্মুখে অগ্রসর হইতেছ। যে মৃত্তিকাহইতে তোমার শরীর সৃষ্ট হইয়াছিল সেই মৃত্তিকাতেই তাহা লীন হইবে; ইহার নাম শারীরিক মৃত্যু। কিন্তু শারীরিক মৃত্যু ছাড়া আর এক প্রকার মৃত্যু আছে, এবং সেই মৃত্যুর বিষয়ই মূল বাক্যে বিশেষরূপে লিখিত আছে; সেই মৃত্যুর নাম আত্মার মৃত্যু। সে কি? আত্মা যে পরিমাণে শরীর অপেক্ষা বহুমূল্য আত্মার মৃত্যু সেই পরিমাণে শরীরের মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক। ঈশ্বরই আমাদের আত্মার জীবন ও সুখ, এবং ঈশ্বরহইতে আত্মার পার্থক্যকে আত্মার মৃত্যু বলে। ঈশ্বরহইতে পৃথক থাকিলে অর্থাৎ তাবৎ কর্ম্মে তাঁহার গৌরব প্রকাশ না করিলে ও তাঁহার শ্রীমুখের দীপ্তি ভোগ করিতে না পারিলে পাপাবস্থা প্রকাশ হয়, এবং প্রথম অবস্থাতেই হউক বা শেষ অবস্থাতেই হউক সেই পাপহেতুক অনির্ব্বচনীয় দুঃখ সাগরে মগ্ন হইতে হইবে। ঈশ্বরের বন্ধুতাতে বঞ্চিত থাকা ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ না পাওয়া কেমন ভয়ানক বিষয়! শরীরের পক্ষে আত্মা যেমন, আত্মার পক্ষে ঈশ্বর তেমন, অর্থাৎ যেমন আত্মা ব্যতিরেকে শরীর মৃত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর বিরহে আত্মা মরিয়া যায়; ঈশ্বরই আত্মার জীবন। আত্মা মৃত হইলে জ্ঞান ও বুদ্ধি ও আত্মবোধ নষ্ট হয় তাহা নয়; শয়তানেরও জ্ঞান আছে, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিহীন হইয়া কালযাপন করার নামই আত্মার মৃত্যু। মনুষ্য ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সাদৃশ্য নষ্ট হইলেই আত্মার নাশ বলা যায়; "তাঁহার অনুগ্রহেতেই জীবন", ৩০ গীত ৫ পদ; এবং তাঁহার বিরক্তিই মৃত্যু। হে আমার প্রিয় সঙ্গপাপী, তুমি যদি ঈশ্বরের মনঃ পরিবর্ত্তনকারী অনুগ্রহদ্বারা সজীব না হইয়া থাক তবে নিতান্তই আত্মার মৃত্যুর বশে আছ। তুমি "অপরাধে ও পাপে মৃত", এবং যদি ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা সজীব না হও তবে নরকে নিক্ষিপ্ত হইবা। ঈশ্বর তোমাকে আপন পবিত্র আত্মা দিতে অঙ্গীকার করিয়া-

ছেন, এবং এই পৃথিবীহইতে তোমার প্রস্থান করণের পূর্ব্বে যদি তোমার মনঃপরিবর্ত্তন না হয় তবে তুমি চিরকাল মৃত্যুর দুঃখজনক অবস্থাতে থাকিবা।

মূল বাক্যে যে অনন্ত মৃত্যুর বিষয় লিখিত আছে তাহার বিপরীত অনন্ত পরমায়ু। যদি এই পৃথিবীতেই আত্মার মৃত্যু দুঃখজনক হয় তবে পরকালে যে কত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে তাহার বর্ণনা কে করিতে পারে। যে কীট কখন মরে না সেই কীট চিরকাল দংশন করিবে, যে অগ্নি কখন নির্ব্বাণ হয় না সেই অগ্নি চিরকাল শরীর ও আত্মাকে দাহ করিবে; রোদন ও বিলাপ ও দন্তের ঘর্ষণ এই সকল আমাদের পান পাত্রস্থ পেয় দ্রব্য হইবে; এবং চিরকালের নিমিত্তে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবেক না। কিন্তু কেহ২ বিতণ্ডা করিয়া বলিতে পারে যদি অনন্ত শাস্তি আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় তবেতো আমাদের পাপ অপেক্ষা শাস্তি অধিক হইল; এতই আমরা কি পাপ করিয়াছি যে চিরকাল নরকে থাকিব? ঈশ্বর সত্যবাদী, মনুষ্যেরা মিথ্যাবাদী, সত্যবাদী ঈশ্বর আপনি কহিয়াছেন "পাপের বেতন মৃত্যু" অর্থাৎ যেমন মনুষ্য সমাজে কেহ কাহারও দাস হইলে সেই দাস আপন প্রভুর স্থানে উচিত বেতন পায় তদ্রূপ আমরা পাপের ও শয়তানের দাসত্ব করাতে আমরাও বেতন পাইব; সেই বেতন অনন্ত মৃত্যু। ঈশ্বর সত্যবাদী; অতএব তাঁহার বাক্যের অন্যথা কখনই হইবে না, তিনি কহিয়াছেন, "যে প্রাণী পাপ করে, সে মরিবে।"

হে প্রিয় পাঠক, বিনয় করি, আগামি কোপ হইতে পলায়ন করত অনন্ত কালীয় অগ্নির মধ্যে বাস করা কাহার সাধ্য? পালাও! পালাও! যদি তুমি অনন্ত মৃত্যুর গ্রাসহইতে উদ্ধার হইয়া অনন্ত জীবনের ভাগী হইতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লও। "পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের দত্ত বর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা অনন্ত জীবন।" রোমীয় ৬।২৩। প্রভু যীশু পাপিদিগের বন্ধু। তুমি যদি আপনাকে নিরাশ্রয় জানিয়া তাঁহার নিকটে যাও তাহা হইলে তিনি তোমাকে কোন ক্রমেই দূর করিবেন না।

ব্রীটিস রাজ্যপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজশক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিশ্র রাজ্য শাসন প্রণালী।

ইংলণ্ড দেশের কন্‌ষ্টিটিউসনকে *(Constitution)* লিমিটেড্‌ মনার্কি *(Limited Monarchy)* বলে। পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে যে যে রাজ্যে রাজা স্বেচ্ছাচারী তাহাকেই প্রকৃত "মনার্কি" *(Monarchy)* বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডকে মনার্কি বলা যাইতে পারে না; অতএব ইংলণ্ড দেশের কন্‌ষ্টিটিউসনকে লিমিটেড্‌ রয়াল্‌টি *(Limited Royalty)* এই নামে দীক্ষা করা গেল। "রয়াল্‌টি" *(Royalty)* এই শব্দটি ফ্রাসি ভাষাহইতে উদ্ধৃত; ঐ ভাষাতে "রাই" *(Roi)* ধাতুর অর্থ রাজা। যেখানে মহারাজা অথবা মহারাজ্ঞী রাজ্য শাসন করেন, এবং সেই রাজা বা রাণী বংশাবলী ক্রমে এক বংশহইতেই মনোনীত হইয়া থাকেন; সেই রাজা বা রাণীর সমভিব্যাহারে যদি পারলিয়মেন্টনামক মহাসভা *(Parliament)* থাকে, এবং সেই পারলিয়মেন্ট কর্ত্তৃক রাজার অবৈধ আজ্ঞা সকলের প্রতিবন্ধক হয়, এতাদৃশপ্রকার রাজ্য শাসন প্রণালীকে লিমিটেড্‌ রয়েল্‌টি বলে। যদি পারলিয়মেন্ট না থাকিত, এবং রাজার শক্তি যদি অপরিমেয় ও খর্ব্ব করণে দুরূহ হইত, তাহা হইলেই তাহাকে প্রকৃতার্থে মনার্কি বলা যাইতে পারিত; আবার যদি শুদ্ধ পারলিয়মেন্ট থাকিত, রাজা না থাকিত, তাহা হইলে তাহা রিপব্‌লিক্‌ *(Republic)* অথবা কমনওয়েল্‌থ্‌ *(Commonwealth)* অর্থাৎ প্রজাবর্গের রাজ্য এই নাম প্রাপ্ত হইত। রাজা এবং পারলিয়মেন্ট এতদুভয়ের বিদ্যমানত্বহেতুক ইংলণ্ড দেশের রাজ্য শাসন প্রণালীকে মিশ্র রাজ্য শাসন প্রণালী *(Mixed Government)* বলা যায় অর্থাৎ ভিন্ন২ প্রকার রাজ্যাকৃতির সহযোগে এই রাজ্যাকৃতি প্রস্তুত হইয়াছে। মনার্কি এবং রিপবলিক এ উভয়ের দোষাদি পরিহারপূর্ব্বক তাহাদের সারাংশ এবং উপকারিত্ব গুণাদি ইংলণ্ডে বলবত্তর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইংরেজেরা এই মিশ্র প্রণালী অবলম্বন করাতে তাঁহাদের অধিক লাভ ও উপকারও হইয়াছে।

যে কোন দেশে রাজা অপর্য্যাপ্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট হইয়া রাজ্য শাসন করেন, সে দেশে কখনই সুশাসন হইবার সম্ভাবনা নাই, সে দেশে অন্যায় ও অরাজকতা বিরাজ করে। রাজা মহাশয় অতি প্রশংসিতরূপে স্বকার্য্য সম্পন্ন করেন; রাজার চরিত্র যেমন পবিত্র কার্য্যও সেইরূপ নির্ম্মল; তিনি নিরপেক্ষ স্বভাবে অতি স্থির ধীর হইয়া বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে রাজ্য কার্য্য নিষ্পন্ন করেন; এমন হইলে প্রজারা অতি সুখে থাকে; ও সর্ব্বসাধারণেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সততই রাজার সুখ্যাতি ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজা স্বেচ্ছাচারী হইলে পূর্ব্বোক্ত সত্যবাদী সম্মত, সত্য শুভকরা, রাজগুণসমূহ উৎপাদিত হওয়া বড় বিরল। যদি রাজা দুর্জ্জন অথবা দুর্ব্বল ব্যক্তি হন, তবে তাঁহার হস্তে অপর্য্যাপ্ত ক্ষমতা পড়িলে প্রজার পক্ষে বড়ই ক্লেশকর হয়; রাজা দুর্জ্জন হইলে তিনি নিজে প্রজা পীড়ন করেন; রাজা দুর্ব্বল হইলে তাঁহার মন্ত্রিরাও অন্যান্য রাজ পুরুষেরা প্রজা পীড়ন করে। যে সকল রাজার স্বাভাবিক চরিত্র নিতান্ত মন্দ নহে, তাঁহারাও অপরিমিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যত দিন রাজ কুমার ছিলেন তত দিন উপদ্রবের বাষ্পও জানিতেন না, কিন্তু রাজ্যাভিষেক প্রাপ্ত হওনাবধি তাঁহাদের স্বভাব একেবারে পারবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যদি তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী রাজা না হইয়া অন্য কোন প্রকার বিষয় কর্ম্মে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা মানব কুলতিলক মধ্যে গণনীয় হইতে পারিতেন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহাদের সাধুবাদ করিত, কিন্তু এবসোলিউট মনার্কি *(Absolute Monarchy)* অর্থাৎ যেখানে রাজা অসীম ক্ষমতাধারী এমত দেশের মধ্যে রাজ্যাভিষেক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কেবল প্রজামুদ্গর ও সর্ব্ব সাধারণের নিন্দাস্পদ হইয়া থাকেন। এমত রাজ্যের মধ্যে রাজা আপনি অথবা তাঁহার অনুগৃহীত মন্ত্রিরা ও রাজ পুরুষেরা প্রজা পীড়ন করিয়া থাকেন, এবং প্রজাদিগের প্রতি করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাদের দুঃখের প্রতিকার করে এমন কেহই নাই।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

সোলনের জীবনচরিত।

আথেন্সনগরের ব্যবস্থাপক সোলন কোড্রস্ রাজার বংশোদ্ভব, এবং আপন দেশস্থ জনগণ কর্ত্তৃক আর্কণ অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত উচ্চ পদাভিষিক্ত হইয়া তিনি সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করণাভিপ্রায়ে ড্রাকোর রুধিরময় ব্যবস্থা উচ্ছিন্ন করত নূতন ব্যবস্থা প্রকটন করিবার ভারও পাইলেন। সোলন বহুবিধ জ্ঞানালোচনা করত তাৎকালিক পণ্ডিত লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন: আথেন্স নগরের সপ্ত রত্নের মধ্যে সোলন চূড়ামণি ছিলেন; এবং সুবুদ্ধি, ধর্ম্মপরায়ণ, দেশহিতৈষী ইত্যাদি গুণে ভূষিত; কিন্তু তাঁহার কোমল ও বদান্য স্বভাবহেতুক তিনি প্রায় কোন বিষয়ে "না" বলিতে পারিতেন না; সুতরাং সাতেও "হুঁ" পাঁচেও "হুঁ" এবম্প্রকারে সকলকার মন তৃপ্ত করিয়া তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবং তিনি আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ছিদ্র আছে; তাঁহার উক্তি এই "আমার এই ব্যবস্থা যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এমত কথা আমি বলি না; কিন্তু এই মাত্র বলিতে পারি যে আমার কালের আথিনীয় লোকদের অবস্থাতে এই ব্যবস্থাই তাহাদের পক্ষে সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা, ইহা অপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা করিলে আথিনীয় লোকেরা তাহা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে না; এই ব্যবস্থাই তাহাদের পক্ষে সুলভ; তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে এই ক্রটিবিশিষ্ট ব্যবস্থা প্রতিপালন করাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর"। আথিনীয় লোকেরদের চরিত্র পরিবর্ত্তন করণের কোন উপায় তিনি করেন নাই; কিন্তু তাৎকালিক চরিত্র বজায় রাখিয়া তিনি সেই আদর্শানুসারে ব্যবস্থা সংকলন করিয়াছিলেন।

প্রজাবর্গ সোলনকে কহিল "দেশের প্রধান ক্ষমতা আমাদের প্রাপ্য"। সোলন প্রজাব্যূহের ইচ্ছার বিপরীত না করিয়া তাহারা যাহা চাহিল তাহাই তাহাদিগকে দিলেন; সুতরাং প্রজারাই ক্ষমতাশীল হইল। ধনাঢ্য লোকেরা কহিল "আমরা ভাল২ কর্ম্ম ও উচ্চপদ চাহি"। এবিষয়েও সোলন যথাসাধ্য কৌশল পুরঃসর এমন তালিকা করিলেন যে সাধারণ প্রজারাও ক্ষমতাশালী হয় অথচ ধনিরাও উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়। এতদভিপ্রায়ে তিনি তাবৎ প্রজাবর্গকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যাহারা ৫০০ মোন ধান অথবা ৫০০ পরিমাণ তৈলের অধিকারী তাহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত; উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের ৩০০ পরিমাণ যাহাদের সম্পত্তি, ও যাহারা সংগ্রামকালে একা রণ অশ্ব আয়োজন করিতে পারিত তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত; তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা ২০০ পরিমাণের অধিকারী, আর অবশিষ্ট তাবৎ লোকেরা চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত ছিল। রাজ্যের প্রধান২ রাজকার্য্য ও উচ্চপদ প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাই প্রাপ্ত হইত, চতুর্থ শ্রেণীর লোকদের তাহাতে অধিকার নাই; এইরূপে সোলন ধনি লোকদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। চতুর্থ শ্রেণীস্থ লোকেরা প্রকাশ্য সভাতে বসিয়া আপন২ মত ব্যক্ত করিত; ঐ সভাতে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীস্থ লোকেরাও বসিত বটে, কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীস্থ লোকেরা বহু সংখ্যক হওয়াতে তাহাদেরই রায় বলবৎ হইত; সুতরাং চতুর্থ শ্রেণীস্থ লোকদের হস্তেই প্রধান ক্ষমতা ছিল। ব্যবস্থা নিরূপণ করণ, বিচারকর্ত্তা মেজিষ্ট্রেট ইত্যাদি কর্ম্মচারিদিগকে মনোনীত করণ, সমরানল প্রজ্জ্বলিত করণ অথবা সন্ধিবারিদ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করণ, সন্ধিপত্র লিখন ও নিকটস্থ দেশের সহিত বন্ধুতা করণ ও বন্দোবস্ত করণ, দেবালয় স্থাপন ও ধর্ম্ম প্রণালীর পোষকতা করণ ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম প্রকাশ্য সভাতে প্রস্তাবিত হইত ও তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইত। সামান্য প্রজারাই বহু সংখ্যক হওয়াতে তাহারা ঐ প্রকাশ্য সভাতে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত; এইরূপে সোলন চতুর্থ শ্রেণীর লোকদিগেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কাল্‌নায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্‌ ট্রাক্ট্‌ সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ্‌ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
☞ এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য (৵) দুই আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সম্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং।১।১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, সোমবার ইং ১ মার্চ ১৮৫৮। বাং ১৯ ফাল্গুণ ১২৬৪। [১৫ সংখ্যা।

শেষে ভাল হইবে।

সিপাহিদের বিদ্রোহিতাহেতু ভারতবর্ষের লোকসমূহের ভাল হইবে কি মন্দ হইবে? এই প্রশ্ন এতদ্দেশীয় সকল বিবেচক লোক মাত্রেই পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, "আমাদের আর কখন ভাল হইবে না; আমাদের দফা একেবারে রফা হইয়া গিয়াছে। বিদ্রোহিতার পূর্ব্বে আমরা ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিলাম, রাজকীয় কর্ম্ম সম্বন্ধে উচ্চ২ পদ প্রাপ্ত হইতেছিলাম, আমাদের ধন, মান এবং সুখ ক্রমে২ বাড়িতেছিল; কিন্তু এক্ষণে সে গুড়ে বালী, ইংরাজ লোকেরা আমাদিগকে আর বিশ্বাস করিবে না, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে আর উচ্চপদাভিষিক্ত করিবে না, আমাদের দুঃখের পরিশেষ হইবে না"। বিদ্রোহিতার নিমিত্তে যে আমাদের কিঞ্চিৎ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু কি প্রকারে, কি পরিমাণে, এবং কতকাল ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে তাহা এক্ষণে বলা অসাধ্য। অবশেষে যে আমাদের দেশের বিলক্ষণ মঙ্গল হইবে তাহা সংশয়াভাব। এখনঅবধি সেই মঙ্গলের সূত্রপাত দেখিতেছি। আমাদের পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই অবগত আছেন যে বিলাতের ধার্ম্মিক খ্রীষ্টিয়ান মহোদয়েরা ভারতবর্ষের পরমবন্ধু। উক্ত মহাত্মারা সিপাহিদের কদর্য্য ব্যবহার এবং অত্যাচার দেখিয়া এই বিবেচনা স্থির করিয়াছেন যে যদ্যপি সিপাহিদের সত্যজ্ঞান এবং ধর্ম্মভয় থাকিত তাহা হইলে তাহারা এরূপ কুকর্ম্ম কখন করিত না, অতএব সত্যধর্ম্মের দীপ্তিদ্বারা এতদ্দেশের লোকসমূহের মনের ঘোরতর অন্ধকার দূর করা বিধেয়। এই অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডদেশের অনেকানেক স্থানে সভা হইতেছে, এবং সেই সকল সভাতে বিলাতের ভদ্রসন্তানেরা ভারতবর্ষের মঙ্গলসূচক বক্তৃতা করিতেছেন এবং তাঁহারা বক্তৃতাদ্বারা যে কেবল বাক্যব্যয় করিতেছেন এমত নয়; তাঁহারা মিশনরি সমাজগণের উপকারার্থে টাকা সংগ্রহ করিতেছেন এবং এই দেশের মঙ্গল সাধনার্থে নানা উপায় স্থির করিতেছেন। তাঁহাদের প্রযত্নে ভারতবর্ষের পরম মঙ্গল হইবে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কেহ২ মনে করিতে পারে, বিলাতের ধার্ম্মিক লোকেরা কি করিতে পারে? তাহাদের কথা কে শুনিবে? যাহারা বিলাতের বিষয় কিছু মাত্র জানে না তাহারাই কেবল এরূপ বিবেচনা করে। বিলাতের ধার্ম্মিক লোকেরা বহুসংখ্যক এবং বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন, এবং তাঁহারা যে প্রতিজ্ঞা করেন সে প্রতিজ্ঞা কখন নিষ্ফল হয় না, অতএব আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে তাঁহারা শেষে জয়ী হইবেন। শুনিতে পাইতেছি যে বিলাতের ধার্ম্মিক লোকদিগকে উৎসাহান্বিত করিবার নিমিত্তে এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য জনগণকে ভারতবর্ষের যথার্থ অবস্থা বিদিত করণার্থে জগন্মান্য পাদরি ডফ সাহেব স্বদেশে গমন করিবেন। পাদরি ডফ সাহেবের অসাধারণ বক্তৃতা শক্তি, এবং এদেশের অবস্থা তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন, অতএব তিনি বিলাত গমন করিলে আমাদের মঙ্গল, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু পাদরি ডফ সাহেব বিলাতে গমন করুন, বা না করুন, ইংলণ্ডের ধার্ম্মিক লোকদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে নিঃসন্দেহ। বিলাতের এক প্রধান ব্যক্তি আর্ল্ অফ সেফটসবরি ভারতবর্ষের পরমবন্ধু, তিনি আমাদের উপকারার্থে অনেক পরিশ্রম করিতেছেন। জগদীশ্বর করুন যেন তাঁহার পরিশ্রম সফল হয়, যেহেতুক তাঁহার পরিশ্রম সফল হইলে আমাদের দেশের মঙ্গল হইবে।

পাক্ষিক সংবাদ।

— ভারতবর্ষের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপ উইল্‌সন সাহেবের স্মরণার্থে কলিকাতার টাউন্‌হলে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইবে এবং ঐ নগরের সেণ্ট পৌলনামক বিদ্যালয়ে চারিটা ছাত্রবৃত্তি হইবে। উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করণার্থে একবিংশতি সহস্র টাকার আবশ্যক তাহার মধ্যে এক্ষণে পাঁচ সহস্র টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

— কাশী প্রদেশের কমিশনর মান্যবর হেন্‌রি কার টকর সাহেব কর্ম্মত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করিতেছেন। উক্ত সাহেব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেক উপকার করিয়াছেন; অনেক বিদ্যালয়ের সংস্থাপন করিয়াছেন; হিন্দুস্থানি ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন; এবং প্রায় সকল মিশনরি সমাজে বিপুল অর্থ প্রদান করিয়াছেন। কাশী-ধামের প্রধান২ হিন্দু মহাশয়েরা এক সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই প্রস্তাবিত হইয়াছিল যে টকর সাহেবের স্মরণার্থে একটি চিত্রপ্রতিমূর্ত্তি করা আবশ্যক; সেই সভায় পাঁচ সহস্র টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

— কলিকাতায় চাঁদনিচকে শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের বাটীতে প্রকাণ্ড ডাকাইতি সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। উক্ত বাবু আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাঁচেন কি না, বলা যায় না।

— নাগপুরের ১৮ জন সিপাহি সম্প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই ফাঁসী হইয়াছে।

— মধ্য-ভারতবর্ষ প্রদেশস্থ সাগর নগর বেষ্টনকারি সিপাহিদের হস্তহইতে মুক্ত হইয়াছে।

— দিল্লীর বাদসাহার মোকদ্দমা অদ্যপর্য্যন্ত চলিতেছে। বিচারক্রমে দুই তিন বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; প্রথমতঃ বাদসাহার সাক্ষাতে অনেক ইংরাজী স্ত্রীলোকের প্রাণহত্যা হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ পার্শিয়াদেশের বাদসাহা দিল্লীর বাদসাহাকে লেখেন যে তিনি তাঁহাকে বিদ্রোহিতাচরণে সাহায্য প্রদান করিবেন; তৃতীয়তঃ মহম্মদ দরবেশ নামে এক জন মোসলমান বিদ্রোহিতার ছয় সপ্তাহের পূর্ব্বে কল্‌বিন সাহেবকে লেখে যে বিদ্রোহিতা শীঘ্র হইবে, সেই সমাচার পাইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণর কিছুই করেন নাই।

— লক্ষ্মণৌ নগরে ইংরাজদের অনেক সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে; বোধ হয় এক্ষণে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, কিন্তু বিশেষ সমাচার আইসে নাই।

— কেহ২ বলিতেছে যে লক্ষ্মণৌ নগরের বিদ্রোহিরা ইংরাজদিগকে দেখিয়া অস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করিবে; কিন্তু তাহাতে বড় বিশ্বাস হয় না। "মারি কি মরি," এই ব্রতে বোধ হয় সিপাহিরা ব্রতী হইয়াছে।

— কল্পীনগরের নিকট আকবারপুর গোয়ালিয়ার এবং দানাপুরের বিদ্রোহি সিপাহিদের সহিত কাপ্তেন টম্‌সন সাহেবের যুদ্ধ হয়, তাহাতে টম্‌সন সাহেব জয়ী হইয়াছিলেন।

— এতাওয়া প্রদেশের ফুলপুর গ্রামে বিদ্রোহিদের সহিত এক সংগ্রাম হয়, তাহাতে বিদ্রোহিরা পরাভূত হইয়াছিল।

— অবগতি হইল যে সীতারগঞ্জে ফজলহক নামে এক ব্যক্তি প্রায় দুই সহস্র বিদ্রোহি লোক সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছে।

— শুনা যাইতেছে যে ইংরাজেরা দিল্লীর অনেক বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, এবং চাঁদুনি চকের কোতোয়ালিঅবধি কাশ্মীরদ্বারপর্য্যন্ত এক বড় পথ প্রস্তুত হইতেছে।

— কোম্পানি বাহাদুর ভারতবর্ষের ইজারা রাখিবার নিমিত্তে অনেক যত্ন করিতেছেন, কিন্তু ইজারা থাকে এমত বোধ হয় না, তবে কালের গতি বলা যায় না।

— কএক জন দুষ্টলোক ফ্রান্সদেশের বাদসাহা লুই নেপোলিয়ান্‌কে গুলীদ্বারা মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল ভাগ্যক্রমে বাদসাহাকে গুলী লাগে নাই। জনকতক দুষ্টলোক ধৃত হইয়াছে।

— কোম্পানি বাহাদুর যুদ্ধের নিমিত্তে পাঁচক্রোর টাকা পূর্ব্বে কর্জ্জ করিয়াছিলেন; এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে আবার আট ক্রোর বিলাতে কর্জ্জ করিবেন।

— চীনদেশের কান্‌টান নগর ইংরাজদের হস্তগত হইয়াছে।

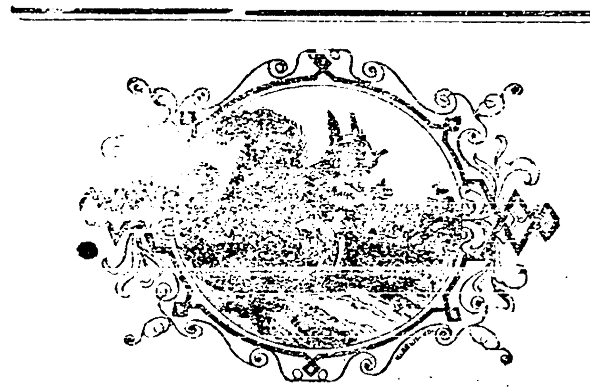

কাষ্ঠমার্জ্জার।

চতুষ্পদ পশুসমূহ বহুবিধ বর্গে ও শ্রেণীতে বিভক্ত আছে। যাহারা দাঁত দিয়া কুটায় তাহারা এক জাতীয়। আমাদিগের কাষ্ঠমার্জ্জার ঐ জাতির মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ইহাদের নিম্নকার কর্ত্তনীসম দন্তসকল বড় চাপা হওয়ায় ইহারা উক্ত জাতীয় অনেক পশু দিগহইতে প্রথমরূপে জানত হইয়াছে। ইহাদের ওষ্ঠ খণ্ড; পশম কোমল ও রেশমবৎ; নিম্ন কশের প্রত্যেক পার্শ্বে চারিটি করিয়া দন্ত দেখিতে পাওয়া যায়; উপর চিবুকে পাঁচটি দশন আছে, তন্মধ্যে কেবল প্রথমটি ক্ষুদ্র ব্রণ সদৃশ এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রারম্ভেই পাত হয়; প্রত্যেক কসে দুইটি করিয়া কর্ত্তনীসম রদন আছে; পাদের অঙ্গুলি গুলি অঙ্কুশবৎ নখর সংযুক্ত। ঐরূপ নখ থাকাতে কাঠবিরাল অনায়াসে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া পাতায়২ বেড়াইতে সমর্থ হয়। বৃক্ষমার্জ্জার বৃক্ষ শাখায় জীবন যাপন ও ফলে উদর পরিপূরণ করে। ইহাদের দ্রুত ও সুভব্য গমন, মনোহর কান্তি এবং অতিশয় পারিপাট্য ইত্যাদিতে ইহাদিগকে সাধারণের প্রিয় পাত্র করিয়াছে। কাষ্ঠমার্জ্জার যখন মাটির উপর থাকে তখন লাঙ্গূল বিস্তার ও আলোড়ন করিয়া ক্রমাগত লাফ দিয়া চলে। কিন্তু ইহাদের আবাস স্থান অরণ্য, সেই জন্য ইহারা এক শাখাহইতে অন্য শাখায় লম্ফ প্রদান কালীন এরূপ আশ্চর্য্য চতুরতা প্রকাশ করে যে তাহা ঐরূপ ক্ষুদ্র পশুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কখন কখন উত্থিতভাবে পশ্চাৎ পাদদ্বয়োপরি উপবেশন করত শিখিপুচ্ছের ন্যায় লাঙ্গূল উত্তোলন করিয়া স্থির চিত্তে কর্ণপাত করিয়া থাকে। ঐরূপ অঙ্গ বিন্যাস করিয়া ভোজন ও তৎকালে অগ্র পদদ্বয় হস্তের ন্যায় ব্যবহার করে। ইহারা ফলাহার করিয়া জীবন ধারণ করে, এবং যত দৃঢ় ত্বক্‌বিশিষ্ট ফল পায় ততই ইহাদের আহারের সুখ জন্মে। ইহারা যে প্রকার অবলীলাক্রমে ফলের কঠিন ত্বক্ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে তাহা অবলোকন করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহারা বৃক্ষের উচ্চ শাখায় অথবা কোটরে শুষ্ক পত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড দিয়া কুলায় নির্ম্মাণ করে। ইহারা বিলক্ষণ পরিণামদর্শী। শীত ঋতু আগতপ্রায় হইলে ইহারা ভাবি কালের নিমিত্ত রাশি রাশি ফল ও শস্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে। যখন পিঞ্জর মধ্যে বদ্ধ থাকে তখন গাত্র স্পর্শ করিতে দেয় বটে কিন্তু কখনই তাহাতে আনন্দ বা প্রভুর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে না। কোন কোন প্রদেশে ইহারা এত বহুল পরিমাণে জন্মায় যে কৃষকদের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর হইয়া উঠে, ভূমির শস্যাদি কিছুই রাখে না। তখন বন ও ক্ষেত্র কেবল কাষ্ঠমার্জ্জারময় হয়।

মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদিও মানবজাতি স্বভাবতঃ অধর্ম্মপথের অতিথিহইতে বিরত নহে, তত্রাচ আরবীরা মহম্মদের ধর্ম্মঘোষণা কালীন প্রতিকূলাচরণ করিতে কোন প্রকারে ত্রুটি করে নাই। মহম্মদও তাহাদের বিপক্ষতায় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করত, মেক্কানগরের অনতিদূরে "হাইরা" নামক স্থানে এক গহ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত দিবা ধ্যানে ও ঈশ্বরের উপাসনায় ক্ষেপণ করিতেন; এবং সন্ধ্যাগত হইলে কেবল স্বকীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সমুদয় ব্যাপার বিবিধ ছলনাপূর্ব্বক তাহার কেডিজা নাম্নী স্ত্রীর নিকটে ব্যক্ত করিতেন। একদা নিশিতে তিনি কেডিজাকে কহিলেন, "হে প্রিয়ে, আমি যখন সেই দুর্গম গহ্বরে বসিয়া একাকী যোগে মগ্ন ছিলাম, এমত সময়ে জেব্রিয়েলনামক জনেক ঈশ্বরের দূত স্বর্গহইতে আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'মহম্মদ অদ্যহইতে ঈশ্বর তোমাকে পয়গম্বর (ভবিষ্যদ্বক্তা বা দূত) নিযুক্ত করিলেন, তুমি এই পৃথিবীতে গিয়া তাঁহার ধর্ম্মঘোষণা কর'। 'খোস খবরের ঝুটাও ভাল,' কেডিজা মনেং এই জ্ঞান করিয়া মহা আনন্দার্ণবে বিমগ্না হইলেন।" কিন্তু ইহার সত্যতার বিষয়ে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত ভাবিনী অনেক মত ভাবনাও করিতে লাগিলেন। ওয়ারেকানামক কেডিজার জনেক ভ্রাতা ইতঃ পূর্ব্বে ধর্ম্মপুস্তকের কিয়দংশ শ্রুত থাকাতে তাহার ভগিনীকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিলেন, মহম্মদের আগমনের বিষয় তৌরেৎ (মুসা লিখিত পঞ্চ পুস্তক) জবুর (দাযুদের গীত,) ও ইঞ্জিলের (সুসমাচারের) মধ্যে কথিত আছে; একারণ ইহার সত্যতার বিষয়ে কোন সংশয় নাই। একেত স্ত্রী জাতি স্বভাবতঃ আশুপ্রত্যয়ী, দ্বিতীয়তঃ ওয়ারেকার এতাদৃশ প্রবৃত্তি দেওয়া; তাহাতে যে কেডিজার সন্দেহ ভঞ্জন না হইবে তাহারই বা অসম্ভাবনা কি? "হাটের নেড়ে হুকুক চায়"। মহম্মদ ওয়ারেকার বাক্যেতে আশ্বাস পাইয়া "কায়াবীতে" গিয়া উক্ত মসিদ্‌কে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। এই সময়হইতেই তাহার শিষ্যের সঙ্খ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেডিজাকেই তাহার প্রথম শিষ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। তাহার চিরভৃত্য জেদ দ্বিতীয় শিষ্য, তাহার খুড়া আবুতালেবের পুত্র আলি তৃতীয়, ও আবুবেকার তাহার চতুর্থ শিষ্য হইয়াছিল। এই ব্যক্তি মেক্কানগরের মধ্যে অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ও বলিষ্ঠ ছিল। ইহারই অনুরোধে ওথমান্, আবদ্দাল রামান্, সাযাদ্, আলজোবির ও অন্যান্য ঐ নগরের কতিপয় মহামান্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তি মহম্মদের কাপট্য জালে পতিত হয়। একারণ তিনি আবুবেকারকে "আব্‌দ্দাল্যা" (ঈশ্বরের দাস,) "আল্ট জেদিক্" (ধার্ম্মিক), ও "আতিক্" (নরকানলহইতে মুক্ত,) এই তিন উপাধি দিয়াছিলেন। এই সকল শিষ্যেরাই মহম্মদের মুখ্য আশ্রয় হইয়াছিল এবং সমর কালীন আশ্চর্য্য শৌর্য্য দর্শাইত।

মহম্মদ কোরেশ্‌দের ভয়েতে প্রায় তিন বৎসর ব্যাপিয়া ধর্ম্ম ঘোষণা গোপনে করিতেন, সর্ব্বসাধারণ সমীপে উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিতে অতিশয় ভীত হইতেন। তাহার বাক্যানুসারে এই তিন বৎসরের মধ্যে ঈশ্বর তাহার নিকটে অনেক গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেন। অনন্তর মহম্মদ শিষ্যের বিপুল সঙ্খ্যা, ও তাহার ধর্ম্মে আবুবেকারের দৃঢ় ভক্তি ও অসাধারণ অনুরাগ দেখিয়া মনেং স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ঈশ্বর তাহাকে যে সত্য ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে তাহার আত্মীয় কুটুম্বগণের নিকটে ব্যক্ত করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে, তিনি এক দিন আলিকে আবদ্দলমোতালবের গোষ্ঠির সমুদয় পরিজনকে ভোজছলে নিমন্ত্রণ করিতে বলিলেন। আলির আহ্বানে যখন সভাতে সকলে উপস্থিত হইল, তখন মহম্মদ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি, জ্ঞাতিগণের নিকটে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রস্তাব উল্লেখ করে, এমত লোক এই জারিরা আল্‌আরবের (আরব্ প্রায় দ্বীপের) মধ্যে কাহাকেও দেখি না। আমি তোমাদিগকে ঐহিক ও পারত্রিক এই দুয়েরই সুখ অর্পণ করিতেছি। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাঁহার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইতে আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমার "উজির" (মন্ত্রী,) অনুসঙ্গী ও ভ্রাতা হইতে চাহ, আইস।" সভাস্থ জনেরা এই কথা শুনিয়া কেহ বা উপহাস কেহ বা প্রশংসা করিতে লাগিল। আলি তাহাদিগকে নিরুত্তর দেখিয়া সভামাঝে দণ্ডায়মান্ হইল এবং মহম্মদে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, "হে ঈশ্বরের পয়গম্বর, আমি তোমার উজির হইলাম, যে কেহ তোমার বিপক্ষ হইবে, আমি তাহার দশন সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিব, তাহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিব, তাহার উদর চিরিয়া ফেলিব, ও পদদ্বয় ছেদন করিব।" মহম্মদ আলির কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং সভাস্থ জনসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমিই

আমার সত্য ভ্রাতা; তুমিই আমার প্রতি মূর্ত্তি; এবং তুমিই আমার পরম বন্ধু; তোমরা সকলে ইহার বশীভূত হও; ও ইহার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।" তত্রস্থ লোকেরা মহম্মদের এই কথা শ্রবণ করিয়া নানা প্রকার ব্যঙ্গ করিতে লাগিল এবং আবুতালেবকে পরিহাস উপলক্ষে বলিতে লাগিল, অগ্রে "তুমি এখন তোমার পুত্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হও।"

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

ধর্ম্মোপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"যে কেহ এই ব্যবস্থা গ্রন্থে লিখিত কথা সকল নিশ্ছিদ্ররূপে পালন না করে, সে শাপগ্রস্ত"। গলাতীয় ৩।১০। "শাপগ্রস্ত" এই ভয়ানক শব্দের অর্থ কি? পাপ এবং পাপিষ্ঠ মনুষ্যের বিরুদ্ধে ঈশ্বর আপন ন্যায্য ক্রোধ ও কোপানল প্রকাশ করিয়াছেন; সেই শাপের কথা ঈশ্বর আপন বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন; "তিনি ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে?" ৭৬ গীত ৭ পদ। কিন্তু শাপগ্রস্ত কে? সকলেই শাপগ্রস্ত, যুবা ও বৃদ্ধ, ধনী ও দরিদ্র, বিদ্বান্ ও মূর্খ যে কেহ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন না করে সেই শাপগ্রস্ত। আয়ুর সমস্তকাল ব্যাপিয়া যে কেহ ধর্ম্ম সাধন না করে সেই ঈশ্বরের কোপানলের ভাজন হয়। নিরবচ্ছিন্ন, নিষ্কলঙ্ক নিশ্ছিদ্ররূপে ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রতিপালন করা উচিত; সকল বিষয়ে, চিন্তাতে ও বাক্যেতে ও কর্ম্মেতে সাধু হও; ক্ষণেক সাধু, ক্ষণেক অসাধু; প্রার্থনার কালে পবিত্র বিষয় কর্ম্মে অপবিত্র এমন সেবা ঈশ্বর কখনই গ্রাহ্য করিবেন না; যদি আপন কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধ হইতে চাহ, তবে ব্যবস্থানত যেং আজ্ঞা আছে, তাহা নিশ্ছিদ্ররূপে পালন কর, ও ব্যবস্থাতে যাহা২ নিষেধ আছে তাহাহইতে স্বতন্ত্র থাক। "ব্যবস্থা গ্রন্থে" এই স্থলে ব্যবস্থার আত্মিক অর্থ বুঝিতে হইবেক; ব্যবস্থার তাবৎ বিধির পরিসর অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ অন্তঃকরণের তাবৎ চিন্তা ও মনের তাবৎ ভাবকে সেই ব্যবস্থাদ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিপি আছে "কেহ যদি সমুদয় ব্যবস্থা পালন করিয়া এক আজ্ঞাতে স্খলিত হয়; তবে সে সকল আজ্ঞাতেই অপরাধী হয়।" যাকুব ২।১০। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, তোমার জীবনকালের মধ্যে এমন কি একটিও দিন আছে যাহাতে তোমার আচরণ ব্যবস্থার দৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে; এক দিনের কথা দূরে থাকুক এমন এক ঘন্টা কি এক মুহূর্ত্ত দেখাইতে পার যাহাতে তুমি পাপ কর না। প্রত্যেক আজ্ঞা লঙ্ঘনের নিমিত্তে আজ্ঞা লঙ্ঘনকারির উপরে ঈশ্বর আপন ভয়ানক শাপের কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। অকথ্য কথন, অকর্ম্ম করণ, পরদারা হরণ, লম্পটতা, নরহত্যা ইত্যাদি গুরুতর পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কোপানল সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত আছে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন পাপিষ্ঠ চিন্তাও ঈশ্বরের শাপের উৎপাদক, যে মুহূর্ত্তে তুমি প্রভু পরমেশ্বরকে সকল অন্তঃকরণ ও সমস্ত চিত্ত ও সমস্ত আত্মা ও সমস্ত শক্তি দিয়া প্রেম করিতে ত্রুটি করিয়াছ সেই মুহূর্ত্তই তোমার পাপিষ্ঠ মুহূর্ত্ত। তবে ঈশ্বরের ব্যবস্থা তোমার বিরুদ্ধে কত রাশি২ শাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহা একবার মনে কর; তোমার বিরুদ্ধে এবং আমার বিরুদ্ধে যে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত আছে তাহার বর্ণনা কে করিতে পারে। বৎসরে বৎসরে আমরা পাপ করিতেছি, অতএব প্রতি বৎসরই ঈশ্বরের শাপ বাড়িতেছে। কত পাপই আমরা করিয়াছি! বরং সমুদ্রতীরের বালুকা রাশি একটি২ গুণিয়া তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর; বরং গগণ মণ্ডলের নক্ষত্রসমূহের গণনা করা সাধ্যের অধীন, বরং আমাদের মস্তকের কেশের সংখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের পাপের সংখ্যা কেহই করিতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বরের শাপেরও সংখ্যা নাই। এই সকল কথা হয় কি নয় প্রত্যেক পাপিলোক তাহার এক২টি পাপের নিমিত্তে শাপগ্রস্ত; তবে আমি যে যাবজ্জীবন অনবরত পাপ করিয়া আসিতেছি আমি কি পাষণ্ড। আমি কোন কর্ম্মই ঈশ্বরের গৌরবের নিমিত্তে করি নাই; হিতাহিত জ্ঞানরূপ কষ্টিপাথরদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে আমার একটি চিন্তা বা একটি বাক্যও খাঁটি নয়। একটি কর্ত্তব্য কর্ম্মও আমি প্রকৃত মতে করি নাই, একটি পাপও আমি ঈশ্বরের প্রেমে আকর্ষিত হইয়া ত্যাগ করি নাই; যদি চুরি ত্যাগ করিয়া থাকি সে মনুষ্যের ভয়ে; যদি দান করিয়া থাকি সে মনুষ্যের প্রশংসা লাভ করিবার নিমিত্তে; ঈশ্বরের গৌরবের নিমিত্তে আমি একটি কর্ম্মও করি নাই। আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে আমি কেবল পাপ স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছি, একটি সৎকর্ম্মও করি নাই। তবেতো আমার অবস্থা শাপগ্রস্ত অবস্থা, দণ্ডের অবস্থা। কি আশ্চর্য্য! আমার মনের অন্ধকার কেমন ঘোরতর, আমার অন্তঃকরণের কাঠিন্য কেমন অধিক! ঈশ্বরের শাপ আমার উপরে আছে, তবে কি এক ঘণ্টাও চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি; শয়নকালে ও শয্যাহইতে উত্থানকালে আমার থরং করিয়া কাঁপা উচিত যেহেতুক ঈশ্বরের শাপদ্বারা আমি নরকে নিমগ্ন হইতে পারি।

হে প্রিয় পাঠক! যদি পাপের বিষয়ে চেতনা পাইয়া থাক; যদি জানিয়া থাক যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্ররূপে পালন না করিলে তুমি শাপগ্রস্ত হইব, তবে শীঘ্র করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লও; তিনি তোমার পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের শাপ ভোগ করিয়াছেন। "খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্ত্তে আপনি শাপগ্রস্ত হইয়া ব্যবস্থার শাপহইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন।" গলাতীয় ৩।১৩।

ব্রীটিস রাজ্যপ্রণালী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজশক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিশ্র রাজ্য শাসন প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এবসোলিউট্ মনার্কি প্রজাদিগের পক্ষে যেমন ক্লেশকর, এরিষ্টক্রেশী *(Aristocracy)* এবং অলিগার্কি *(Oligarchy)* নামক রাজ্যশাসন প্রণালীও প্রজাদিগের পক্ষে তেমন ক্লেশকর; একটার বিরুদ্ধে যেং অপত্তি করা যাইতে পারে অন্যটার বিরুদ্ধেও সেই২ আপত্তি করা যাইতে পারে। "এরিষ্টক্রেশী," এই শব্দটি যুনানীয় ভাষাহইতে উদ্ধৃত, ঐ ভাষাতে এরিষ্টস্ *(Aristos)* ধাতুর অর্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং ক্রেটস্ *(Cratos)* ধাতুর অর্থ শক্তি, ক্ষমতা। অলিগার্কি শব্দও যুনানীয় ভাষাহইতে উদ্ধৃত; অলিগস্ *(Oligos)* ধাতুর অর্থ অল্প, এবং আর্কি *(Arche)* ধাতুর অর্থ শাসন। এরিষ্টক্রেশী ও অলিগার্কি এ দুই শব্দের প্রায় একই অর্থ; এবম্প্রকার রাজ্যশাসন প্রণালীতে কতকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু মহাত্মারা সভা করিয়া রাজ্যশাসন করেন, সেই সভার নাম সেনেট্ *(Senate)* অথবা হাউস্ অভ পিয়ার্স *(House of Peers)* সেই সভার সভ্যেরা পুরুষ পরম্পরায় কএকটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারহইতে মনোনীত। ভেনিস্ দেশের *(Venice)* রাজ্যশাসন প্রণালী গত শতাব্দির শেষপর্য্যন্ত ঐ প্রকার ছিল; সেখানে রাজা ছিল না কেবল কতকগুলি জমিদার ও ভদ্র লোকেরা রাজ্যশাসন করিতেন এপ্রকার কন্‌ষ্টিটিউসনে ঐ ভদ্র বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা অন্য সকল লোককে প্রায়ই ঘৃণা করিয়া থাকেন; অহংকারে স্ফীত হইয়া তাঁহারা সর্ব্ব সাধারণ প্রজাদিগকে তাঁহাদের ভৃত্য জ্ঞান করেন।

আকার প্রকৃত রিপবলিক *(Republic)* ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রাজ্যশাসন প্রণালী নহে। রিপব্লিক মধ্যে যাঁহাদের রাজ্যশাসন ভার আছে, তাঁহারা কেহই যাবজ্জীবন সেই ভার প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু প্রজার সময়েং আপনাদের শাসনকর্ত্তাদিগকে মনোনীত করেন, এবং সেই শাসনকর্ত্তারা কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আপন২ কর্ম্ম রাজকার্য্য সমাধা করিয়া পরে পদচ্যুত হয়েন; প্রজারা আবার নূতন শাসনকর্ত্তা মনোনীত করে। কিন্তু শাসনকর্ত্তার এমত শীঘ্র২ পরিবর্ত্তন হইলে রাজকার্য্যের স্থৈর্য্য থাকে না, আর প্রজাদেরও শাসনকর্ত্তাদের প্রতি যথা যোগ্য সম্মান করিতে প্রবৃত্তি থাকে না। সেই রাজসম্মান অভাবে বহুবিধ হানি হইবার সম্ভাবনা। রিপব্লিক মধ্যে সময়েং সকল শাসনকর্ত্তাদেরই পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা, এবং বিপরীত দলের লোকেরা শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইতে পারে; সুতরাং দলাদলির কাণ্ডে রাজ্যের অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা এ বৎসর রাজ্যশাসন ভারপ্রাপ্ত হইয়া রিপব্লিকের তিলক মধ্যে পরিগণিত আছেন; যাঁহারা গৌরব পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া এবৎসরে রিপব্লিকের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন; যাঁহাদের নাম এবৎসর রিপব্লিকের চতুষ্পার্শ্বে চিং শব্দে বাজিয়া উঠিয়াছে; সেই মহাত্মারাই রিপব্লিক মধ্যে শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে স্থির থাকিতে পারেন না; পাঁচ, সাত বৎসর পরে তাঁহারা অন্যান্য সামান্য প্রজামণ্ডলের মধ্যে ভুক্ত থাকিবেন; আবার যাহারা এ বৎসর সামান্য প্রজা মাত্র হইয়া কাল হরণ করিতেছে, পাঁচ, সাত বৎসর পরে তাহারা শাসন কর্ত্তৃত্ব পদপ্রাপ্ত হইতে পারে। রাজকার্য্যে এমত চক্রবৎ ব্যাপার হইলে শাসনকর্ত্তাদের প্রকৃত সম্মান থাকে। যিনি ঊর্দ্ধে আছেন, তিনি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত যে আবার তাঁহাকে অধঃক্ষিপ্ত হইতে হইবেক; যে অধো আছে তাহার সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে একবার না একবার অবশ্য ঊর্দ্ধে উঠিবে; সুতরাং নীচের লোক মনে করিতে পারে, এ বৎসর আমি অমুক ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্তা বলিয়া মানিতেছি, কিন্তু আর বৎসর আমি শাসনকর্ত্তা হইলে সেই ব্যক্তি আমাকে শাসনকর্ত্তা বলিয়া মানিবে। ইহাতে সপষ্টই বোধ হইতেছে যে যে পরিমাণে প্রজারা রাজাকে মানে সে পরিমাণে রিপব্লিকের লোকেরা আপনাদের মনোনীত শাসনকর্ত্তাদের কখনই মানে না, কেননা রাজা কখন প্রজা হন না, কিন্তু রিপব্লিকের শাসনকর্ত্তারা পুনর্ব্বার সামান্য প্রজা দলে লীন হন। যাদৃশ জলবিম্ব জলরাশির মধ্যহইতে মস্তকোত্তোলন করত ক্ষণেক কালের নিমিত্তে উন্নত অবস্থাতে বিহার করিয়া পুনর্ব্বার জলরাশিতে নিমগ্ন হয়, তাদৃশ রিপব্লিকের শাসনকর্ত্তারাও কয়েক বৎসরপর্য্যন্ত রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া মস্তকোত্তোলন করেন পরে প্রজা রাশিতে নিমগ্ন হন। "পুনর্মূষিকো ভবঃ" যে একটা প্রচলিত কথা আছে, তাহা এ শাসনকর্ত্তাদের প্রতি বিলক্ষণ খাটে। রাজকীয় প্রকৃত মান্যমান রিপব্লিক মধ্যে পাওয়া বড়ই দুরূহ।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

সোলনের জীবনচরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সামান্য প্রজার হস্তে এত অধিক ক্ষমতা দেওয়াতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; প্রকাশ্য সভাতে তাহারা বহুবিধ গোলযোগ উপস্থিত করিবে এই আশঙ্কায় ও সামান্য লোকের হট্ট গোল নিবারণ করণার্থে সোলন এক সেনেট অর্থাৎ মহা বিচার সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সেনেটের ৪০০ শত সভ্য ছিল এবং সভ্যেরা সম্ভ্রান্তলোকেরদের মধ্যহইতেই নিযুক্ত হইতেন। কোন প্রস্তাব প্রকাশ্য সভার গোচর আসিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ সেনেটের সভাপতিরা তাহা বিবেচনা করিতেন; তাঁহাদের সম্মতি হইলে পর সেই বিষয় প্রকাশ্য সভাতে আনীত

হইত, কিন্তু প্রকাশ্য সভার অমতে কোন বিষয়ই অবধারিত হইত না। এতৎ প্রথার বিষয়ে প্লুটার্ক বলেন "সোলন জানি লোকদিগকে তর্ক বিতর্ক করিয়া মনোনীত করিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন, নির্বুদ্ধিদিগকে নিষ্পত্তির ভার দিয়াছিলেন।" রাজ্যের কোন প্রস্তাব প্রথমতঃ প্রকাশ্য সভাতে উত্থাপন হইতে পারিত না; সেনেটের সভাতেই প্রথমতঃ উত্থাপিত হইত; সকল বিষয়ই আদৌ নথায় বিবেচ্য; সেনেটের সভ্য সম্প্রদায় ক্রমশঃ বর্দ্ধনাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল; প্রথমতঃ ৪০০ সভ্য ছিল; পরে আথিনীয় লোকদের বৃদ্ধি হওয়াতে ৫০০ ও তৎপরে ৬০০ সভ্যপর্য্যন্ত সেনেটের মধ্যে ভুক্ত হইয়াছিল।

প্রকাশ্য সভার ক্ষমতা আরিওপেগস্‌নামক মহা সভা পুনঃস্থাপন করিলেন; সেই আরিওপেগস্ সভা বহুকালাবধি আথেন্স নগরে ছিল, কিন্তু ড্রেকো তৎপরিবর্ত্তে এফিটাইনামক বিচারপতিদিগের সংস্থাপন করণদ্বারা আরিওপেগসের ক্ষমতা ন্যূন করিয়াছিল; ড্রেকোর সময়ে আরিওপেগস্ সভা অতি দুর্ব্বলাবস্থাতেই ছিল, কিন্তু সোলনের সময়ে তাহা নূতন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিল। এই মহতী সভার উপরে ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পিত হইয়াছিল, এবং ব্যবস্থা লঙ্ঘনের দণ্ড দিবার ভারও ঐ সভার কর্ম্ম। ধনকোষ ও রাজ্যের তাবৎ টাকা কড়িও আরিওপেগসের হস্তগত ছিল; আরিওপেগসের অনুমতিব্যতিরেকে আথেন্সের ধনাগারহইতে এক পয়সাও ব্যয় হইতে পারিত না। বালকগণের শিক্ষার ভারও ঐ সভার ছিল; তাঁহারা শিক্ষক ও উপদেশক নিযুক্ত করিতেন এবং কেমন শিক্ষা হইতেছে এ বিষয় পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধারণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা লোকদের রীতি চরিত্রেরও পরীক্ষা করিতেন; যদি কোন বক্তিকে অলস ও দুশ্চিন্তান্বিত দেখিতেন তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দিতেন এবং পরিশ্রমী ও সৎলোকদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিতেন। এতাবৎ কর্ম্ম সুচারুরূপে সমাধা করিবার নিমিত্তে সোলন আরিওপেগস্ সভাকে প্রত্যেক মনুষ্যের চরিত্র ও কর্ম্মাকর্ম্মের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে ক্ষমতা দিয়াছিলেন; অমুক লোকের কত টাকার বিষয়; সে কি কর্ম্ম করে; তাহার উপজীবিকা কি; সে কিপ্রকারে কালক্ষেপ করে; ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ের প্রসঙ্গ তাঁহারা তন্ন২ করিয়া বুঝিয়া লইতেন।

আরিওপেগস্ মহা সভার বিচারপতিরা আথেন্স নগরের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যহইতে মনোনীত হইতেন এবং আর্কন পদাভিষিক্ত না হইলে কেহই আরিওপেগসের বিচারপতি হইতে পারিতেন না তাঁহারদিগের সচ্চরিত্রের বিষয় প্রথমতঃ বহুবিধ প্রমাণ না পাইলে তাঁহারা ঐ পদ পাইতেন না; কিঞ্চিৎ অধর্ম্ম অথবা ব্যভিচার দোষে দোষী হইলে তাঁহারা পদচ্যুত হইতেন; অনর্থক হাস্য কৌতুকও তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। শুঁড়ির বাড়ীতে যদি কোন আরিওপেজাইটকে কেহ দেখিত তৎক্ষণাৎ এমন দুরাচারি আরিওপেজাইট পদচ্যুত হইত। আথিনীয় ব্যবস্থাতে লিখিত আছে "আরিওপেজাইট কখন রহস্য কাব্য রচনা না করুক"; সামান্য লোকের রহস্য জন্য ও আমোদদীপক গীত রচনা করণ আরিওপেজাইটের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম।

সেনেট এবং আরিওপেগস্ এই দুয়ের সহযোগে লোকদিগের প্রকাশ্য সভার কর্ম্মের অনেক দমন হইয়াছিল বটে, তথাপি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে রাজ্যের তাবৎ প্রস্তাবের নিষ্পত্তি করণের ভার সামান্য লোকদের হস্তেই সমর্পিত ছিল, এই সোলনের ব্যবস্থার মহা ছিদ্র। ঐ ছিদ্রহেতু আথেন্স নগরে সর্ব্বদাই লোকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত লোকদিগের প্রকাশ্য সভাতে বিপক্ষ মতাবলম্বী লোকেরা সর্ব্বদাই তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিত; কেহং এক গঙ্গা বক্তৃতা করিয়া লোকদিগের মনে কুপ্রবৃত্তি দিত; এইরূপে রাজজালে বদ্ধ হইয়া লোকেরা ভ্রান্ত হইত এবং প্রকৃত হিতৈষীদের রব ঠকদের চীৎকার দ্বারা অশ্রুত থাকিত।

সোলনের ব্যবস্থা মতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কখন কারাগারে বদ্ধ হইত না; কিন্তু যে সর্ব্বদা ঋণে পতিত হইত সে প্রকাশ্য সভাতে আপন মত প্রকাশ করিতে পারিত না, এই তাহার শাস্তি; পরন্তু যদি কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিবার পূর্ব্বে পঞ্চত্ব পাইত, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারি যত দিন সেই ঋণ পরিশোধ না করিত, তত দিন সেও প্রকাশ্য সভায় বসিতে পাইত না যদি কোন পুত্র আপন পিতামাতাকে ভরণ পোষণ না করিত তাহা হইলে সে পুত্র কর্ম্মচ্যুত হইত এবং ঘৃণাস্পদ হইত। সোলনের ব্যবস্থানুসারে পৈতৃক বিষয়সকল সন্তানের মধ্যে সমান অংশে বিভক্ত হইত। যদি স্ত্রী পুরুষে মেল না থাকে তাহা হইলে সোলনের ব্যবস্থানুসারে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগপত্র দিয়া বিদায় করিতে পারিত কিন্তু এস্থলে ঐ ত্যক্তা স্ত্রী বিবাহের পণ ফিরিয়া পাইত; স্ত্রীও স্বামিকে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে যদি কোন বিচারপতির নিকট গিয়া ত্যাগ করণের উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পারিত, এবং ঐ সকল কারণে যদি বিচারপতি সন্তুষ্ট হইতেন তাহা হইলে স্ত্রী স্বামিকে ত্যাগপত্র দিয়া স্বামিহইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিত।

যদি কোন বালকের পিতা দেনার উপকারের নিমিত্তে কাটা পড়িয়া থাকে তাহা হইলে সেই বালকের বিদ্যাভ্যাসের ব্যয় রাজকোষহইতে নির্ব্বাহ হইত। যদি কোন পুত্র রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে২ প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার পিতা তাহার প্রশংসাসূচক বক্তৃতা করিবে। সে ব্যক্তি সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে তাহার স্মরণার্থ প্রতি বৎসর একটিং প্রশংসাসূচক বক্তৃতা কর যাইত।

আথিনীয় লোকদের মধ্যে একটি কুপ্রথা ছিল; তাহা এই, যদি কোন ব্যক্তি বিপুল ঐশ্বর্য্য দশতই হউক, বা বহু শাস্ত্র দর্শনহেতুই বা হউক, বা ধর্ম্মহেতু হউক, অন্যের দ্বেষের পাত্র হইত, এমত ধনী জ্ঞানী, বা ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে সকলেই হিংসা করিত এবং সেই হিংসিত ব্যক্তি দশ বৎসরের জন্যে দেশহইতে বহিষ্কৃত হইত। এবম্প্রকার বহিষ্কৃত হওনের নাম "অষ্ট্রাসিসম্" তাহার বিবরণ এই; যাহার ইচ্ছা হইত সেই একটু টালি-অথবা সমুদ্র মৎস্যের খোলা লইয়া তাহাতে হিংসিত ব্যক্তির নাম লিখিয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিত, এইরূপে সেই নিরূপিত স্থানে ছয় সহস্র নাম জমিলে সেই সকল নাম ডাক হইয়া যাহার নামে সর্ব্বাপেক্ষা বহু সংখ্যক খোলা উঠিত সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের নিমিত্তে দূরীকৃত হইত। এই "অষ্ট্রাসিসম" সম্পর্কীয় একটি রহস্য বাক্য আমাদের মনে পড়িয়া গেল। আরিষ্টাইডিস্ নামে এক জন সুবিখ্যাত আথিনীয় লোক আপন সদ্ব্যবহারের নিমিত্তে "ধার্ম্মিক" এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; কোন মূর্খ লোক মনে২ করিল, সকলেই আরিষ্টাইডিস্‌কে প্রশংসা করে ইহা আমি সহিতে পারি না, অতএব আমি আরিষ্টাইডিসের নাম খোলার উপর লিখাইয়া তাহাকে বহিষ্কৃত করাইব; কিন্তু সে লিখিতে জানিত না এই নিমিত্তে সে এক খানি খোলা লইয়া আরিষ্টাইডিসের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল; সে ব্যক্তি আরিষ্টাইডিসকে চিনিত না; অতএব আরিষ্টাইডিস্‌কেই বলিল "মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই খোলা খানিতে আরিষ্টাইডিসের নাম লিখিয়া দিউন" আরিষ্টাইডিস্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই আরিষ্টাইডিস্ কি কখন তোমার কোন হানি করিয়াছে," সে উত্তর করিল "না মহাশয়, কিন্তু সেই আরিষ্টাইডিস্‌কে সকলেই প্রশংসা করে এবং "ধার্ম্মিক" উপাধি দিয়াছে, এ আমার গায়ে সয় না"। এই কথা শুনিয়া আরিষ্টাইডিস্ অম্লান বদনে আপন নাম সেই খোলাতে লিখিয়া দিলেন।

আথিনী লোকদের মধ্যে ক্রীত দাস রাখণের নিয়ম ছিল; এবড় কুপ্রথা; কিন্তু ক্রীত দাসেরা আপন প্রভুকে উচিত মূল্য দিলে স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিত।

কাকাতুয়া।

তোতাবংশীয় পক্ষিগণের মধ্যে প্রত্যেক জাতির যেমন নামের ভিন্নতা আছে, আকার প্রকার বর্ণ প্রকৃতিরও তদ্রূপ বিলক্ষণ ভিন্নতা আছে সুতরাং কাকাতুয়াকে হীরামন ও লুরীকে শারী ও টিয়াকে কাজলা বলিয়া গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ উহাদের শারীরিক ক্ষুদ্রতা ও বৃহত্ত্ব এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বর্ণের বিভিন্নতা দেখিয়া প্রত্যেক জাতিকে অনায়াসে পৃথক্‌পৃথক্‌রূপে চিনিয়া লওয়া যায়। যথা কেহ শ্বেত, কেহ পীত, কেহ হরিত, কেহ লোহিত, কেহ বা পৃষ্ঠোপরি রক্তচন্দনাঙ্কিত। কেহ রক্ততুণ্ড, কেহ শ্বেততুণ্ড, কেহ পীততুণ্ড, ইত্যাদি লক্ষণদ্বারা বিশেষ বোধ হয়। কিন্তু তোতারা সকলেই বক্রতুণ্ড ও বক্রচঞ্চু ও উপর চঞ্চুর উপরে ছিদ্রবিশিষ্ট। সকলেরই মোটা ও গোল জিহ্বা। এবং কখনং কোনং তোতার চঞ্চুর অগ্রভাগেতে এক প্রকার সচ্ছিদ্র শুঁয়া দেখিতে পাওয়া যায় ও ঐ শুঁয়ার দ্বারা পুষ্পস্থিত মকরন্দ আকর্ষণ করিয়া লয়। তোতাগণের মধ্যে কেহং বা দাড়িমপ্রিয়, কেহ বা আম্রপ্রিয়, অর্থাৎ বৃক্ষের পক্ক ফলই তাহাদিগের প্রিয় ভোজন সামগ্রী। সকলেই কোটরমধ্যে অণ্ড প্রসব করে, এবং শালিকাদি দুই তিন পক্ষিব্যতিরেকে সকল তোতারা শ্বেতবর্ণ অণ্ডদ্বয় মাত্র একং বারে প্রসব করে।

তোতাগণ গ্রীষ্মপ্রধানদেশে বাস করে, সুতরাং আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, নূতন হলাণ্ড, মলক্কা, এবং দক্ষিণ সাগরস্থিত অনেকানেক উপদ্বীপে ঝাঁকং তোতা দেখিতে পাওয়া যায় ও তাহারা বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিয়া স্বজাতীয় মধুরাস্ফুট ধ্বনি করিয়া থাকে। তোতারা সকলে একসমান উড়িতে সক্ষম নহে, কেহং দ্রুতবেগে উড়িতে নিপুণ কিন্তু বহুক্ষণ শূন্যমার্গে থাকিতে পারে না। কেহং বা বহুপ্রয়াসেও কষ্ট চেষ্টাতে পক্ষদ্বয় বিস্তীর্ণকরত উড্ডয়নে নিযুক্ত হইয়া স্বাভাবিক নৈপুণ্য বিরহে বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া ক্ষণিক উড্ডীয়মান হইয়া উড্ডয়নে অশক্ত হয়। তোতাগণ সর্ব্বদা পরস্পর সদ্ভাব ও প্রীতিপরতন্ত্র দল বদ্ধ হইয়া থাকে, এবং কোন ভিন্ন জাতীয় পক্ষি কেই হঠাৎ দল মধ্যে নিবিষ্ট হইতে দেয় না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্‌ট সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য (৵) দুই আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

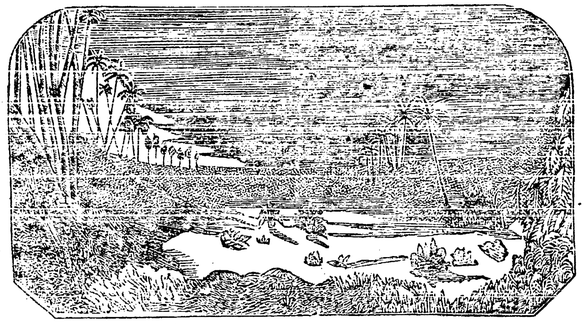

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সম্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১।।১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, সোমবার ইং ১৫ মার্চ ১৮৫৮। বাং ৩ চৈত্র ১২৬৪। [১৬ সংখ্যা।

কোম্পানি বাহাদুর।

আমাদের পাঠক মহাশয়েরা সকলেই অবগত আছেন যে মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষে স্বয়ং রাজত্ব করেন না; বিলাতের কতকগুলিন বণিক এবং অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছেন; সেই বণিক এবং ধনাঢ্য মহোদয়েরা "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি" (East India Company) অর্থাৎ কোম্পানি বাহাদুর নামে বিখ্যাত আছেন। অস্মদ্দেশে বিদ্রোহিতা হওনপ্রযুক্ত বিলাতের অনেক লোক এবং এতদ্দেশীয় অনেক গোরালোক এক্ষণে বলিতেছেন যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানিহইতে এই দেশের ইজারা কাড়িয়া লওয়া আবশ্যক। এই বিষয়ে বিলাতে অনেক তর্ক বিতর্ক হইতেছে, এবং উভয় পক্ষই ইংলণ্ডের মহাসভা পার্লেমেণ্টে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, পার্লেমেণ্ট কি স্থির করেন বলা যায় না। যিনি যাহা বলুন, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে কোম্পানি বাহাদুর ভারতবর্ষে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন। কোম্পানি বাহাদুর সদৃশ এমত বণিক সমাজ কস্মিনকালে হয় নাই এবং বোধ হয় হইবে না। কোম্পানি বাহাদুর যথার্থ 'বাহাদুর' বটে। খ্রীষ্টীয় শকের ১৬০০ সালে, অর্থাৎ দুই শত পঞ্চাশতাধিক বৎসর গত হইল, এই কোম্পানির সূত্রপাত হয়। তৎকালে তাহাদের রাজত্ব করিবার অভিপ্রায় ছিল না; দেশাধিকার করা তাহাদের স্বপ্নের অগোচর। তাহারা কেবল বাণিজ্য করিতে আদৌ এই দেশে আসিয়াছিল; এবং তন্নিমিত্তে সুরতনগরে হুগলীতে এবং অন্যান্য স্থানে বাণিজ্যশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ বণিক পুত্রেরা ক্রমশঃ রাজপুত্র হইয়া উঠিলেন। বাণিজ্য করিতেং তাঁহারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, যুদ্ধ করিতেং দেশ পরাজয় করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অবশেষে বাণিজ্য ছাড়িয়া রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষণে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীঅবধি সেতুবন্ধ রামেশ্বরপর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার। এ কীর্ত্তি কি সামান্য কীর্ত্তি?

আর এই দেশ জয় করিয়া কোম্পানি বাহাদুর উত্তমরূপে শাসন করিতেছিলেন, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। মোসলমানদের রাজ্য অপেক্ষা কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য বহু অংশে উত্তম, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য শাসনের অনেক দোষানুসন্ধান করা যাইতে পারে; সত্য, কিন্তু নির্দ্দোষী শাসনকর্ত্তা কোথায় পাওয়া যায়? ইংলণ্ডের রাজ্য শাসনে কি দোষ নাই? আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌নামক দেশের শাসন প্রণালীর কি দোষ নাই? ফরাসিস্ দেশের গবর্ণমেণ্টের কি কিছু মাত্র দোষ নাই? ইংলণ্ডের মহারাণীর নিজ অধিকারস্থ হইলে যে এতদ্দেশের লোক চতুর্ভুজ হইবে, তাহারতো কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না; এতদ্দেশীয় গোরালোকদের মঙ্গল হইবে তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। ফলতঃ কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য হউক বা মহারাজ্ঞীর রাজ্য হউক, আমাদের প্রার্থনা এই যে ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীতে যেং দোষ আছে সেইং দোষের যেন সংশোধন হয়; তাহা হইলে সম্যক্ প্রকারে দেশের মঙ্গল হইবে।

পাক্ষিক সংবাদ।

— আমাদের পাঠকবর্গ শুনিয়াছিলেন যে অযোধ্যার পূর্ব্বতন নবাবের মাতা বিলাতে গমন করিয়াছিলেন; এক্ষণে সমাচার আসিয়াছে যে ২৪ জানুআরিতে ফরাসিস্ দেশের পেরিস নগরে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

— ফ্রসিয়া দেশের রাজপুত্রের সহিত মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর বড় কন্যার শুভবিবাহ অতি সমারোহপূর্ব্বক ২৫ জানুআরিতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

— স্যর হেন্রি হেবলক সাহেবের স্মরণার্থে লণ্ডন নগরে এক প্রস্তর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে।

— স্যর হেন্রি হেবলক সাহেবের পুত্র লাপ্তেন হেন্রি হেবলক স্যার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

— কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স কোম্পানি বাহাদুরের ইজারা রাখিবার নিমিত্তে পার্লেমেণ্টে এক খানি সুলিখিত আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। কেহং বোধ করিতেছেন যে কোম্পানি বাহাদুরের ইজারা থাকিলেও থাকিতে পারে।

— অবগতি হইল যে প্রধান সেনাপতি স্যর কোলিন ক্যাম্পবেল সাহেব এখনপর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ নগর আক্রমণ করেন নাই। কেহ বলেন তিনি জঙ্গ বাহাদুরের নিমিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন, কেহং বলেন আগ্রাইতে আগত সৈন্যের অপেক্ষা করিতেছেন, আর কেহ বা বলেন সেনাধ্যক্ষ স্যর হিউ রোজ সাহেবের নিমিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বোধ হয় এতদিনে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

— পূর্ব্বে কেহং বলিয়াছিলেন যে লক্ষ্ণৌ নগরের বিদ্রোহিরা যুদ্ধ করিবে না, ইংরাজেরা যাইবামাত্র পলায়ন করিবে, কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে যে তাহারা যুদ্ধের নিমিত্তে বিলক্ষণ প্রস্তুত হইয়াছে।

— যদিচ অযোধ্যার প্রধান যুদ্ধারম্ভের সংবাদ

এখনপর্য্যন্ত আইসে নাই, তথাপি সামান্য সংগ্রামের সংবাদ আসিয়াছে। ২৩ ফেব্রুআরিতে জেনরল হোপ গ্রান্ট সাহেব মিয়াগঞ্জ হস্তগত করেন, ৫০০ বিদ্রোহিদের প্রাণ নষ্ট করেন, এবং তাহাদের চারিটা কামান কাড়িয়া লয়েন। ২৪ ফেব্রুআরিতে স্যার জেম্স আউট্রাম সৈন্য সমভিব্যাহারে বিদ্রোহিদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহিদের ছাউনি দেখিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, পদাতিক অভাবে শত্রুকে আক্রমণ করা বিধেয় বুঝিলেন না। তাহার পরদিবস অর্থাৎ ২৫ তারিখে বিদ্রোহিরা বহু কৌশল প্রকাশ করিয়া গোরাসৈন্যদিগকে আক্রমণ করে, ফলতঃ পরাভূত হয়।

— অবগত হওয়া গেল যে বিদ্রোহিদের এক নূতন সেনাপতি হইয়াছে, তাহার বিলক্ষণ বুদ্ধি এবং কৌশল আছে; আর সিপাহিরাও অত্যন্ত সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছে।

— জেনরল ফ্রাঙ্কস সাহেব অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। তিনি মহম্মদ হোসেন খাঁকে দুই সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া তাহার ছয়টা কামান কাড়িয়া লন। তৎপরে তিনি ৫৫০০ সৈন্য লইয়া নাজিমের ২৫,০০০ সৈন্যকে পরাজয় করেন।

— ব্রিগেডিয়ার পেনি সাহেব সৈন্য সামন্ত লইয়া রহিলখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাহইতে তিনি বিদ্রোহিদিগকে শীঘ্র দূর করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই।

— ১৩ ফেব্রুআরিতে জব্বলপুরের কতকগুলিন সৈন্য ৯৫ জন বিদ্রোহী সিপাহিদিগকে গুলি করিয়াছিল।

— রেঙ্গুনের কোনং স্থানে অত্যন্ত ডাকাইতি হইতেছে।

— শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অনেক হিন্দু এবং মোসলমান খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে।

— ১০ ফেব্রুআরিতে জলন্দর নগরে দুই ব্যক্তি খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

— দায়ুদ নামে এক জন অমৃতশহরের সীক খ্রীষ্টিয়ান্ বলিয়াছিলেন "যে, যেখানে বিদ্রোহিতার পূর্ব্বে এক জন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেখানে বিদ্রোহিতার পরে দশ জন গ্রহণ করে, এবং যেখানে দশ জন খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছিল, সেখানে এক শত জন খ্রীষ্টিয়ান হইবে"। তাঁহার কথা বোধ হয় সফল হইতেছে।

— শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র বসুনামক ফ্রী চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউশন বিদ্যালয়ের জনেক ছাত্র সম্প্রতি বাপ্তিস্মদ্বারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন।

— শ্রীমতী লেডি ক্যানিং সম্প্রতি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গমন করিয়াছেন।

— কতক দিবস গত হইল শ্রীযুত বাবু কালীকুমার দাস ইংরাজী ভাষাতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই ক্ষুদ্র পুস্তকোপলক্ষে ব্রাহ্ম্য ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা দুই এক কথা কহিয়াছিলাম। সেই কথা লইয়া ভবানীপুরের সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকার সম্পাদক অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। ব্রাহ্ম্য ধর্ম্মের যেং দোষ আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম সে সকল দোষ যে শ্রীযুত বাবু কালীকুমার দাসের ক্ষুদ্র পুস্তকে পাওয়া যায়, এমন কথা আমরা কখন কহি নাই; ঐ পুস্তক উপলক্ষে ব্রাহ্ম্য ধর্ম্মের দোষানুসন্ধান করিয়াছিলাম। কালীকুমার বাবুর পুস্তকে সেই সকল দোষ থাকুক বা না থাকুক, ভবানীপুরের সম্পাদক মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রাহ্ম্য ধর্ম্মে সেই সকল দোষ আছে।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণালঙ্কৃত সংকীর্ত্তি সুধাংশু কিরণ ধরিত্রীধবলীকৃত শ্রীল শ্রীযুত অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয় সজ্জন রঞ্জনেষু।

পশ্চাল্লিখিত মদুক্তি কতিপয় পংক্তি কাকুক্তিপূর্ব্বক আপনকার সন্নিকর্ষে প্রেরণ করিতেছি আপনি অনুকম্পাকণা বিতরণ করিয়া আপনকার অতুল অমূল্য পত্রৈকপার্শ্বে স্থান দান করত আনন্দনীরে নিমগ্ন করিবেন।

১০ সংখ্যক "বিজ্ঞানমিহিরোদয়" নামক পত্রে ভবানীপুরস্থ ভং, চং, সং, ইতি স্বাক্ষরিত লুক্কায়িত নামধারী কোন এক ব্যক্তির পত্র পাঠ করিয়া দেখিলাম, যে পত্রপ্রেরক, ইষ্ট মিষ্ট মিষ্টভাষি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী শিষ্টদিগের অনিষ্টকরণাশয়ে তাহাদের সহিত শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ নিন্দাসূচক বিবিধ ব্যঙ্গোক্তি ও অত্যন্ত অসঙ্গত ও অমূলক অমৃত ভাষণে তৎপর হইয়াছেন। তথাবিধ কুযুক্তি সিদ্ধ কটুক্তি শ্রবণে তদুক্তির প্রত্যুক্তি প্রদানে কোনমতে লেখনীকে নিরস্ত রাখিতে পারিলাম না। পত্র-লেখক অতি সুকোমল ও সুললিত ও সুমধুর শব্দ সহকারে ছন্দবিধি অনুসারে ছন্দেবন্দে যে কএক শ্রেণী পয়ার স্বচ্ছন্দে রচনা করিয়াছেন তাহাতেই এ ভারত ভূমিতে ভারতচন্দ্রের রচনাকে একপ্রকার মহাভারত করিয়া ফেলিয়াছেন। এইক্ষণে পাঠক সমাজে রচকের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রকাশার্থে ও তাহার প্রগাঢ় মিথ্যাবাদীত্ব-সংস্থাপনার্থে তল্লিখিত পয়ারের কতিপয় পংক্তি এস্থলে প্রকটন করিতে বাধিত হইলাম। যথা, "মিশ্কাল দেশী মিশে কি হইবে মিশে। হেন বিবি দিব চাঁদ লাগিবেক দিশে॥ এরূপ ভজয় তারা কত ময়া বাক্যে। অবশেষে দেয় ফুঁকে বিস্তু মন্ত্র দীক্ষে॥" আহা পয়ারের কিবা ছটা! ও পণ্ডিতের কিবা ঘটা! ও অন্তবর্ণের কিবা মিলন চমৎকার! ও নিরক্ষর শিরোমণির সাধুভাষায় কিঅসাধারণ ব্যুৎপত্তি! ভাল, বচনা যেমন হউক, তাহার অভিপ্রায় সত্য হউক, ও শব্দের ভাবার্থ যথার্থ হউক! তাহাও নহে। তিনি কোন দ্রব্যের প্রভাবে কহিয়াছেন? যে পাদরি সাহেবেরা হিন্দু যুবকদিগকে স্বধর্ম্মাবলম্বন করাইতে সুন্দরী লেডি বা যুবতি মিস্ দিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন? এপর্য্যন্ত এভারতবর্ষে ও পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বাংশেই মিশনরি সাহেবেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহাতে কোন্ দেশের কোন্ মিশনরি সাহেব কোন দিবসে কোন্ ব্যক্তিকে রূপবতী মিস্ প্রতিদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ইহা তিনি কহিতে পারেন? যদি একথা সপ্রমাণ করিতে পারেন তবে তাঁহার বাক্য যথার্থ বটে ও তিনিও বাস্তবিক সত্যবাদী বটেন। নচেৎ এতদ্রূপ অমূলক অলীক প্রস্তাব প্রসঙ্গদ্বারা কেবল আপনাকে ব্যলীক প্রতিপন্ন করিতেছেন, তাহাতে অস্মদাদির হানি লাভ কিছুই নাই। আর এপর্য্যন্ত ধনী মানী ও বিদ্বান হিন্দুলোকেরা যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন কহ দেখি তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে পাদরি সাহেবেরা লেডী বা মিস্ দিয়াছেন? এবং কোন্ জনাই বা খ্রীষ্টিয়ান হইয়া তরুণী মিস্কে বিবাহ করিয়াছেন? ভং চং শর্ম্মার ন্যায় কাণ্ড জ্ঞান বিহীন আরও কতিপয় কূপমণ্ডুক এ নগরে বিচরণ করিতেছেন তাহারা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় মধ্যেং রব করিয়া থাকেন যে পাদরি সাহেবেরা বলে ছলে কলে কৌশলে হিন্দুগণকে খ্রীষ্টিয়ান করিতে পারিলে জনপ্রতি সহস্র মুদ্রা করিয়া বিলাতহইতে পারিতোষিক পাইয়া থাকেন।

এরূপ বিষয় জ্ঞান রহিত অযথার্থবাদী জড় বুদ্ধিদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে পাদরি লোকেরা বনিতা দুহিতাদি প্রদানদ্বারা অথবা ইত্যাকার মিথ্যা প্রলোভ দর্শাইয়া কোন ব্যক্তিকে খ্রীষ্টিয়ান করাতে তাহাদের ইষ্টাপত্তি কি আছে? যদি কহ তাহা না থাকিলে তাহারা অসু বসু পণ করিয়া এত দূর দেশহইতে আসিয়া মানবদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করাইতে আয়াস প্রয়াস করেন কেন? উত্তর, তাহাদের মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞা পালন করা তাহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ খ্রীষ্ট স্বীয় শিষ্যগণকে প্রকাশ্যরূপে এই অনুজ্ঞা প্রদান করেন যে "তোমরা এ মহীমণ্ডলে সর্ব্বত্র গমন করিয়া মুক্তি প্রাপণের এক মাত্র উপায় আমার এই ধর্ম্ম শাস্ত্র সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার কর" মিশনরি সাহেবেরা খ্রীষ্টের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অসহ্য পরিশ্রম ও অসংখ্য ধন ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক তাহা পালন করিয়া থাকেন এবং সম্যক্ প্রকারে জনসমাজে তাঁহার মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে পারিলেই তাহারা কৃতকার্য্য মানিয়া থাকেন, অতিরিক্ত অন্য কোন বাসনা তাহাদের হৃদয় মন্দিরে অবস্থান করে না।

বোধ হয় পত্র-লেখক ভবানীপুরে থাকিয়া ভাওস্থিতা ভবানীর প্রবল প্রতাপে স্বয়ং সংজ্ঞা শূন্য হইয়া সান্নিপাতিক রুগ্ন ব্যক্তির ন্যায় প্রলাপ করতএরূপ সদালাপের অপলাপ করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে আদৌ আপনার ধর্ম্মজ্ঞান প্রয়োজনীয় হয়। আর সকল ধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্ম সত্য পালন তাহা তাহারি শাস্ত্রে কথিত আছে যথা "সত্যং ব্রূয়াৎ" অর্থাৎ সত্য কহিবেক, তবে পত্র-প্রেরক এরূপ অসত্যবাদী হইয়া কোন লাজে জনসমাজে ধর্ম্ম কথা প্রসঙ্গ করিতে প্রয়াস করেন? অরুণোদয় সম্পাদক এমত অজ্ঞের সহিত ধর্ম্ম বিচারে নিরস্ত থাকিতে যে ইচ্ছ করেন তাহা ভালই করেন কেননা "ভদ্রকৃতংকৃতং মৌনং কোকিলৈর্জ্জলদাগমে। দদ্দুরাঃযত্র বক্তার স্তত্র মৌনংহি শোভনং।" অর্থাৎ বর্ষাকালে কোকিলা যে নীরব হইয়া থাকে তাহা ভালই করে যেহেতুক ভেক সকল যেকালে বক্তা হয় সে সময়ে কোকিলগণের মৌনী থাকাই উপযুক্ত। এই পর্য্যালোচনায় সাক্ষরেরা নিরক্ষরের কথায় প্রত্যুক্তি প্রদান করেন না।

পয়ার।

সবিনয়ে কহি শুন যুবক সজ্জন।
যীশু প্রেম নীরে মন কর নিমজ্জন॥
নাহি পার অপার সংসার পারাবার।
অসু-দাতা যীশু মাত্র তাহে কর্ণধার॥
যীশুর কৃপায় পায় উপায় সকল।
স্বর্গ অপবর্গ আদি চতুর্ব্বর্গ ফল॥
ধর্ম্ম ক্ষুধা থাকে যদি শুন কাহ বাধ।
যীশুপ্রেম সুধাপান কর গুণনিধি॥
ভণ্ড রাজ চণ্ড রাজ যুবরাজ যত।
কেন মিছা বিসম্বাদ কর অবিরত॥
যুবকাল যাবে শীঘ্র হইবে স্থবির।
বিবর্ণ হইবে বর্ণ শ্রবণ বধির॥
নয়ন গলিত কেশ হইবে পলিত।
রদন চলিত হবে বচন স্খলিত॥
শরীর হইবে শীর্ণ সামর্থ রহিত।
ইন্দ্রিয় হইবে জীর্ণ কপোল গলিত॥
এসংসার নাম মাত্র সকলি অসার।
জ্ঞান চক্ষে দেখ চেয়ে কেহ নহে কার॥
আসন্ন সময় যবে হবে উপস্থিত।
নরক যন্ত্রণা ভয়ে হইবে কম্পিত॥
শঙ্কর শঙ্করী হরি কালী কি কেশব।
সকলি হয়েছে শব নাহিত সে সব॥
হরি বোল বল কিম্বা গঙ্গা নারায়ণ।
হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ যদি কর উচ্চারণ॥
কড়ি দিয়া যদি হও বৈতরণী পার।
দরিদ্রা তণ্ডুল যদি দেহ শত ভার॥
বক্ষেতে মৃত্তিকা যদি দেহ শত ঝোড়া।
তুলসীর মালা যদি পর লক্ষ ছড়া॥
তথাপি মনেতে নাহি পাইবে সান্ত্বনা।
পরলোকে এড়াইতে নরক যন্ত্রণা॥
প্রেম সিন্ধু দীনবন্ধু যীশু কৃপাময়।
তাঁরে ভজিলে না থাকে নরকের ভয়॥
খ্রীষ্ট প্রেম সুধালয়ে মিশনরিগণ।
ঘরেং বিনা করে করে বিতরণ॥
পাদরি সাহেব সব খ্রীষ্ট পরায়ণ।
খ্রীষ্ট প্রেম ভক্তি বীজ করেন বপন॥
যুবকের মন ভূমি উর্ব্বরা অত্যন্ত।
সরস কোমল অতি জানিবে নিতান্ত॥
তাহাতে বপিলে বীজ ফল যত ধরে।
তত কি ফলিবে বীজ পাষাণ উপরে॥
গাঢ়তর কুসংস্কারে দৃঢ় যার মন।
কুচিন্তা কণ্টকে পূর্ণ নিবিড় গহন॥

সে কাননে ধর্ম্ম বীজ করিলে বপন।
বীজের বীর্য্যত্ব যায় ব্যর্থ হয় পণ॥
কোমল মৃত্তিকা পিণ্ড লয়ে কুম্ভকার।
ঘটাদি নির্ম্মাণ করে যথেচ্ছা যাহার॥
আতপ সন্তপ্ত কিম্বা দগ্ধ মৃত্তিকায়।
কোন মতে সিদ্ধ নাহি হয় অভিপ্রায়॥
মন মত নত হয় অপক্ক যে বংশ।
দোলা যান বাহকের অংশ অবতংস॥
পক্ক বংশে কোন অংশে তাহা না সম্ভবে।
ভগ্ন হবে শত খণ্ডে নত নাহি হবে॥
এ নিমিত্ত শাস্ত্র যত শিখিবার ছাত্র।
বালক যুবক মাত্র উপযুক্ত পাত্র॥
যুবা কালে শাস্ত্র পাঠ যদি না করিত।
কৃষ্ণ বলরাম নাহি পণ্ডিত হইত॥
এই হেতু এদেশেতে মিশনরিগণ।
বালক ও যুবকের করে অন্বেষণ॥
বয়ঃপ্রাপ্ত কিম্বা অতি প্রাচীন যে নর।
তাহাকেও পাদরিরা না করে অন্তর॥
সন্মার্গেতে বৃদ্ধবর্গে করা আনয়ন।
যেমন সুন্দর বন আবাদ করণ॥
অতএব ভং চং মিথ্যা ঢং ত্যজ।
বাল কিম্বা বৃদ্ধ হও যীশু খ্রীষ্টে ভজ॥
রুগ্ন হয়ে রুষ্ট কেন ঔষধির প্রতি।
ভিষকের প্রতি কেন কোপান্বিত অতি॥
পাপ সন্নিপাতে কবে হইবে নিপাত।
নরক চিতায় কবে হবে ভস্মসাৎ॥
যে রোগে তোমায় রোগী দেখিতেছি অদ্য।
মিশনরিগণ তার উপযুক্ত বৈদ্য॥
রোগ মুক্ত হইতে যদি ইচ্ছা থাকে মনে।
অরুণের পদাশ্রয় লও এইক্ষণে॥
তরুণ অরুণ দয়া করুন তোমায়।
তৃষ্ণায় কি ভয় যার বরুণ সহায়॥

হিন্দুধর্ম্ম বিমর্দ্দন লেখকস্য।

ওলাউঠার ঔষধ।

(বন্ধুহইতে প্রাপ্ত।)

সম্পাদক মহাশয়! এই কলিকাতা মহানগরে হনিবর্গারনামক জনেক ইউরোপীয় ভিষক্ উপস্থিত হইয়া গত দুই বৎসরাবধি ভেদ বমন অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের যে অপূর্ব্ব চিকিৎসা করিয়া যশোলাভ করিতেছেন তাহা আপনি জ্ঞাত থাকিবেন। তিনি শতং রোগিকে অতি সহজ উপায়ে চিকিৎসা করিয়া সুস্থ করিবাতে এতদ্দেশীয় গবর্নর জেনেরল তাঁহার সুখ্যাতি শ্রবণানন্তর তাঁহার ঔষধ প্রকাশার্থে তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইলে তিনি একটি ক্ষুদ্র পুস্তকে উক্ত রোগের চিকিৎসার সার সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু উক্ত পুস্তক ইংরাজি ভাষায় প্রকটিত হওয়াতে অদ্যাপি এতদ্দেশীয় সাধারণ লোক তদ্বিষয় অজ্ঞাত আছে, সুতরাং তদ্দ্বারা সকলের বিশেষ উপকার দর্শিতেছে না, এবং শীতকাল অতীত হইল গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কাল আগত প্রায় এই সময়ে এমত অপূর্ব্ব চিকিৎসা জ্ঞাত থাকিলে বিস্তর লোক প্রাণে বাঁচিতে পারে এতদভিপ্রায়ে উক্ত পুস্তকের সংক্ষেপ সার বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া নিম্নে প্রকটন করিলাম, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে আপনকার সুবিখ্যাত অরুণোদয় পত্রিকার একপার্শ্বে তাহা স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

যে ঔষধদ্বারা হনিবর্গার সাহেব ওলাউঠা রোগের চিকিৎসা করেন তাহার মূল বস্তু কোয়াশিয়া নামে এক প্রকার কাষ্ঠ তাহার স্বাদ অতিশয় তিক্ত এই কাষ্ঠের টিংচর অর্থাৎ ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা শরীরের বিশেষং স্থানে টিকা দিলে তাহা রক্তের সহিত সর্ব্বাঙ্গে চালিত হইয়া রোগীকে আরোগ্য করে।

এই কোয়াশিয়া টিংচর প্রস্তুত করণের উপায় এই; ঔষধালয়হইতে এক ড্রাম কোয়াশিয়া কাষ্ঠ আনিয়া তাহা অতি পাতলা খণ্ডং করিয়া লোহার হামানদিস্তায় কুটিবে, সেই সময়ে সূক্ষ্ম ভাগ যেন উড়িয়া না যায় তন্নিমিত্তে আলকোহল কিম্বা অডিকলন কএক ফোঁটা তাহাতে দিবে তাহা দিলে আর উড়িবে না ঔষধ অনতি সূক্ষ্ম চূর্ণ হইলে তাহা এক ঔন্স পরিমাণের এক শিশিতে রাখিয়া তাহাতে আলকোহল কিম্বা অডিকলন পূর্ণ করিয়া নাড়িবে পরে কর্কদ্বারা কিম্বা গ্লাসের ছিপিদ্বারা ভালমতে বন্ধ করিবে এবং কোনমতে আলকোহল কিম্বা অডিকলন যেন উড়িয়া না যায় তদর্থে শিশির মুখে কর্কের চারিধারে মোম দিয়া বন্ধ করিবে কিন্তু যদি কিঞ্চিৎ উড়িয়া যায় তবে তাহাতে পুনরায় ততপরিমাণে তাহা ঢালিয়া দিলেও হয়। এইরূপে টিংচর প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে।

পশ্বাদির নিমিত্তেও উক্ত টিংচর ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তাহা সাবধানে অন্য শিশিতে পৃথক রাখিতে হয় ফলতঃ পশুর কোন রোগ যেন মনুষ্যকে না ধরে এতদর্থে পশুকে টিকা দিয়া সেই বেলকার মনুষ্যের নিমিত্তে প্রস্তুত ঔষধে যেন ডুবান যায় এবিষয় অতি সাবধানতা আবশ্যক। আর মনুষ্যের নিমিত্তে যে শিশিতে ঔষধ থাকিবে তদ্বিষয় সেইরূপ সাবধান থাকিতে হইবে, ফলতঃ তাহাকে টিকা দিলে পর সেই বেলকার বিলক্ষণরূপে পরিষ্কার ও শুষ্ক না করিয়া শিশির ঔষধে কদাচ ডুবাইবে না হনিবর্গার সাহেব এই টিংচরের সহিত আর এক প্রকার ঔষধ সংযোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহার নাম ধুতরালৌহ ইহা অতি সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তিনি কহেন যে এই মিশ্রিত ঔষধের মহৎ গুণ এই; ইহাতে রোগের আদ্যবস্থায়, বা শেষাবস্থায়, অল্প বয়স্ক বা অধিক বয়স্ক লোক, স্ত্রী বা পুরুষ, পাঁচ মাসের শিশু বা গর্ব্ভবতী স্ত্রী, অথবা ৬০ বৎসরের বৃদ্ধলোক সর্ব্বপ্রকার লোককে ইহার টিকা দেওয়াতে সুস্থ হইয়াছে তিনি এই মিশ্র ঔষধ প্রায় সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই ধুতরালৌহ প্রস্তুত করণের উপায় এই; অর্দ্ধ ঔন্স ধুতরা বীজ এক লৌহ হামানদিস্তাতে অনতি সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহাতে ছয় ঔন্স তপ্ত জল মিশাইবে এবং ঘুঁটিতেং তাহা শীতল হইলে ছাকিয়া ফেলিয়া তাহাতে ক্রমেং সলফেট অফ আইরণ অর্থাৎ হীরাকস সংযোগ করিবে। যে পর্য্যন্ত নীচে জমাট না হয়, পরে তাহা নীচে জমিলে উপরের জলীয়ভাগ ধিরেং ঢালিয়া ফেলিয়া ঐ জমাট বস্তু শীতল জলে ধৌত করিবে এবং বিবলস পেপর অর্থাৎ যাহাতে রস টানিয়া শুষ্ক করে এমত কাগজের উপরে রাখিবে তাহাতে নির্জ্জল ও শুষ্ক হইলে তাহা চূর্ণ করিয়া কোয়াশিয়া টিংচরের শিশিতে উত্তমরূপে মিশাইয়া রাখিয়া ব্যবহার করিবে। এই ঔষধে অস্ত্র ডুবাইবার পূর্ব্বে শিশি নাড়া দিয়া কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে হয় পরে মোটাং গুঁড়া সকল পুনরায় নীচে বসিয়া স্থির হইলে তাহাতে বেলকার ডুবাইয়া লইয়া টিকা দিতে হয়, কিন্তু যে স্থানে অধিক কাটা যায় তাহাতে কিঞ্চিৎ ঢালিয়া দিলেও হয়।

এই ঔষধের টিকা দিবার এবং চিকিৎসার নিয়মাদি এই।

সামান্য রোগে দুই বাহু এবং উরু অথবা পায়ের মাংসস্থানে একটি বেলকার বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা কিঞ্চিৎ ক্ষত করিয়া তাহাতে ঐ ঔষধ লাগাইতে হয় কিন্তু অতি কঠিনরোগে পৃষ্ঠে, অর্থাৎ স্কন্ধের নীচস্থ মাংসালস্থানে টিকা দিতে হয় এবং প্রয়োজন হইলে কখনং অনেকবার দিতে হয়। যে স্থানে এই ঔষধ দিবে তাহা দীর্ঘে অর্দ্ধ ইঞ্চহইতে দুই তিন ইঞ্চপর্য্যন্ত কাটিতে হয় ও রোগের গতি বৃদ্ধি অনুসারে তাহা গভীর করিতে হয় কেননা পীড়ার আরম্ভে যখন নাড়ী থাকে ও রক্ত পাওয়া যায় তখন অতি অল্প কাটিলেই হয় কিন্তু যখন নাড়ী ডুবিয়া যায় ও রক্ত প্রায় থাকে না এবং যাহা থাকে তাহা অতি ঘন ও শরীরে চালনা হয় না তখন রক্ত পাইবার কারণ অধিক গভীর করিয়া কাটিবে ও রক্ত পাইলে তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শরীরে ঔষধ উত্তমরূপে প্রবেশ করাওনার্থে টিকা দিবার পূর্ব্বে বেলকারের অগ্রভাগ ঔষধে ডুবাইয়া লইবে আর ক্ষতস্থানে ঔষধ যেপর্য্যন্ত বসিয়া শুষ্ক না হয় তাবৎ তাহা খোলা রাখিবে, বান্ধিবে না। অল্প কাটিলে বান্ধিবার আবশ্যক করে না, ক্ষত আপনিই ভাল হয়।

হস্তপদাদির অগ্রভাগ অতিশীঘ্র বড় শীতল হইয়া যায় এইহেতু তপ্তজলের বোতল কিম্বা কাপড়ের পুটলির দ্বারা তাপ দিয়া তাহা উত্তপ্ত রাখিবে তাহা করিলে ঔষধ শীঘ্র সমস্ত অঙ্গে ব্যাপিবে এবং রক্তও সুন্দররূপে চালনা হইবে। রোগের আরম্ভে বা অল্প রোগে, ঔষধ সমস্ত শরীরে শীঘ্র ব্যাপে ও রক্তের চালনা হয়, কিন্তু রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে সেইরূপ শরীরে ঔষধ চালনা করাণ দুষ্কর হয় সুতরাং আরোগ্য করাও সুকঠিন।

কোনং রোগির টিকা দিবার পরেও অনেক ক্ষণপর্য্যন্ত ভেদ ও বমন হইয়া থাকে। সাবধান তাহা নিবারণের চেষ্টা করিও না, কেননা যেং মন্দবস্তু উদরে থাকাতে পীড়া জন্মে তাহা কোন রূপে বাহির হইলে ভাল; কিন্তু ক্ষণেং যে কাষ্ঠ-বমন কিম্বা উকি হয় ও রোগিকে অস্থির করে অথবা রোগির অজ্ঞাতসারে যে জলবৎ ভেদ হয় এবং তলপেটের যে অত্যন্ত বেদনা এই সকল বড় কুলক্ষণ, ইহা নিবারণের চেষ্টা করিবে।

টিকাদেওনের পূর্ব্বে কিম্বা পরে অন্য কোন প্রকার ঔষধ সেবনের আবশ্যক রাখে না, ব্লিষ্টর কিম্বা সর্ষার লেপ যাহা লোকেরা ওলাউঠা রোগে অতিশয় ব্যবহার করে তাহা দেখিলে খেদ জন্মে। তাহাতে বিশেষ উপকার না হইয়া কেবল শরীরকে উত্তপ্ত করিয়া রোগির বেদনা ও ক্লেশের বৃদ্ধি করে। তৈলাদিদ্রব্য জায়ফল অথবা শুণ্ঠি চূর্ণের সহিত কেহং বা কেবল তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকে, তাহাতে কেবল চর্ম্মের ছিদ্র অর্থাৎ লোমকূপ বন্ধ করে পরন্তু কোন উপকার দর্শে না। শরাব ও এমানিয়া ও টেরিবিস্থ ও কর্পূরাদি যোগ ঔষধসমস্ত ও শুণ্ঠীচূর্ণ, ইত্যাদি দ্রব্যাতে রোগির কেবল রক্ত শোষণ করে ও শরীরের স্বাভাবিক তাপ হ্রাস হয় পরন্তু রোগী যদি ইচ্ছা করে তবে তপ্ত বা শীতলজলে অথবা ভিজা নেকড়াতে গাত্র মার্জ্জন করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে, এই সমস্ত শরীরের অভ্যন্তরীয় জ্বলন শীঘ্র নিবারণের উপায় স্বরূপ বটে। কপালে শীতল জলে ভিজা নেকড়া এবং তলপেটের বেদনা স্থানে জোঁক ও কখনং পিচকারি দেওয়া আবশ্যক; ওলাউঠা রোগী শীতল পানীয় দ্রব্য পান করিতে ইচ্ছা করে অতএব তাহা যত ইচ্ছা করে তত দিবে ফলতঃ শীতল ও বরফের জল সোডা ওয়াটর, টোমজল, বার্লিঅর্থাৎ বিলাতি যবের পাতলা মণ্ড, অপিয়ট, জিঞ্জর য়বরি এবং ফিকা অম্লরসযুক্ত পানীয়, যথা লিমনেড, এবং টাটকা ঘোল কিম্বা ফিকা চা দুগ্ধ চিনির সহিত বা রহিত, ইত্যাদি দ্রব্য উক্ত রোগে উপকারজনক হয় কিন্তু ব্রাণ্ডি, রম, জিন শরাব এবং ওয়াইনপ্রভৃতি রোগিকে কদাচ দিবে না। উষ্ণকারক ঔষধ যথা ইথার, এমোনিয়া ও কর্পূর এবং ওডিকলন, লাডেনম ও আফিম ইত্যাদি ঔষধ লোকে ওলাউঠা রোগে দিয়া থাকে বটে কিন্তু এসকল ঔষধে উপকার না হইয়া অপকার হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির আফিম খাওয়া অভ্যাস থাকে তাহাকে পীড়ার সময়ে তাহার নিরূপিতের কিঞ্চিৎ কম করিয়া আফিম দেওয়া যাইতে পারে। পোর্ট ওয়াইন সাগুদানার সহিত কিম্বা শুদ্ধ পোর্ট ওয়াইন দিলে ওলাউঠা রোগির বল বৃদ্ধি হয় লোকে এমত বোধ করে; কিন্তু তাহাতে বল বৃদ্ধি না হইয়া বরং রোগ প্রবল হয়; এইহেতু

ওলউঠা রোগীকে পোর্ট ওয়াইন দেওয়া অনুচিত।

সাগু, আরারুট কিম্বা বার্লি পাক করিয়া তাহাতে দুগ্ধ ও কিছু মিষ্ট বা অম্ল মিশাইয়া ডালচিনির জল অথবা গোলাপ জলদ্বারা তাহা সুবাসিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে এবং যদি ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় তবে খইয়ের মণ্ড অথবা ফিকা চা আর টোষ রুটি দিতে পারে, কিন্তু ক্ষুধা না হইলে দিবে না।

ওলাউঠা রোগের পূর্ব্ব নিবারক উপায়।

রোগের পূর্ব্বে সাবধান হওনার্থে এই কোয়াশিয়া টিংচারের টিকা লওয়া ভাল। বাহুর, হস্তের বা অঙ্গুলির কোন স্থানে ছুরিদ্বারা অল্প কাটিয়া ঐ স্থানে কোয়াশিয়া টিংচর দিয়া ভিজাইবে। যে বৎসর ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব থাকে বা তাহার ভয় থাকে তাবৎ প্রতিমাসে এক২ বার এইরূপে টিকা লইবে।

যে স্থানে রোগ হয় তাহাইতে রোগী ও তৎসঙ্গী সকলে অন্য কোন উত্তম স্থানে প্রস্থান করিবে তাহাতে শীঘ্র রোগ নিবারিত হইতে পারে।

মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তদনন্তর মহম্মদ সর্ব্ব সাধারণ সমীপে লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পর্য্যটনে ও নির্জ্জনে ধ্যানে তাহার স্মরণ শক্তি উন্নতি হওয়াতে, তাহার আকারের অসাধারণ সৌন্দর্য্য, তাহার সজীব মানসিক কল্পনা শক্তি, এবং তাহার মর্ম্মভেদী ও মোহকারী বক্তৃতাদ্বারা যে তিনি সর্ব্বপ্রিয় হইবেন তাহার কিছুই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনি তাহাদের পৌত্তলিক ধর্ম্মকে নির্দ্দয়ের ন্যায় নিন্দা করাতে তাহারা অনেকেই মহাদ্বেষী ও বিপক্ষ হইয়া উঠিল। আবুতালেব যদিও তাহার ধর্ম্মাবলম্বী নয়, তথাচ তিনি মহম্মদকে ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না, এবং সততই তাহাকে শত্রু হস্তহইতে উদ্ধার করিতেন। কিয়ৎকাল পরে তাহার কুলের কর্ত্তারা একত্র হইয়া তাহাকে বলিল যে যদ্যপি তিনি আপনার ভাইপোকে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে না নিষেধ করেন, তবে তাহারা সকলে মিলিয়া তাহার সহিত ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত করিবে ও তাহাকেও সবংশে ধ্বংস করিবে। আবুতালেব এই সকল মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন, ও ভ্রাতৃ তনয়কে ক্ষান্ত হইতে পুনঃ২ মিনতি করিতে লাগিলেন। মহম্মদ কহিলেন "যদি চন্দ্র, সূর্য্য আসিয়া আমার বাম ও দক্ষিণ দিকে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, তথাচ আমি ক্ষান্ত হইব না।" আবুতালেবের "শাঁখের করাত" সুতরাং তাহার অন্যের বিপক্ষ হইয়া সকল পক্ষে ভ্রাতৃ পুত্রের সাপেক্ষ হওয়া শ্রেয়স্কর। একারণ তিনি মহম্মদকে সকল সঙ্কটহইতে মুক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু মহম্মদের বৈরীগণেরা তাহাকে ও তাহার শিষ্যগণকে এতাদৃশ নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, যে তাহারা অনেকেই ছিন্নভিন্ন হইয়া ইথিওপিয়া প্রদেশের রাজার নিকটে গমন করিল। নাজিসি (রাজা) তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, আর এমতও আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন যে যে কেহ তাহার রাজ্যে গমন করিবে, তাহাকে তিনি প্রাণপণে রক্ষা করিতে ক্রটি করিবেন না। এই তাড়না কালীন হামিয়ানামক এক মহম্মদের খুড় ও ওমরনামক জনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই শেষ উক্ত ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বে তাহার পরম শত্রু ছিল।

মেক্কানগরে মহম্মদের নিমিত্তে মহাদলাদলি উপস্থিত হইতে লাগিল। হাস্‌মাইৎরা ও আবদুল মোতলবের বংশ এক দিকে; আর কোরেস্ কুলোদ্ভব ও উক্ত নগরবাসি সমুদয় লোক অন্য দিকে। ইহারা সকলে একত্র হইয়া আবদুল মোতালবের বংশকে নগরহইতে তাড়াইয়া দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া তাহা কাবেয়াতে (মসিদে) রাখিয়া দিল, এবং যুদ্ধের নিমিত্তে নানাপ্রকার আয়োজনও করিতে লাগিল। আবুতালেব ও আবদুল অজ্জা এই দুই জন দুই দলের অধিপতি হইল। কোরেস্‌রা মহম্মদকে যন্ত্রণা দিতে কোন প্রকারে ক্রটি করে নাই। যখন এইরূপে পঞ্চ বৎসর গত হইল, তখন তিনি আবুতালেবকে বলিলেন, যে, কোরেস্‌রা আমাদের নিগ্রহ করাতে ঈশ্বর তাহাদের উপর অতি কোপিত হইয়াছেন। আর তিনি তাহাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ধ্বংস করিবার নিমিত্তে এক অলৌকিক কীট তথায় প্রেরণ করিয়াছেন, সে ঈশ্বরের নাম ব্যতীত সমুদয় লেখা খাইয়া ফেলিবে। মহম্মদ কি প্রকার উপায় দ্বারা এই সমাচার জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধানে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আরব্ দেশীয় ধর্ম্ম-লেখকের বলেন, যে, আবুতালেব মহম্মদের এই কথা শুনিয়া কোরেস্‌দের নিকটে যাইয়া সমুদয় ব্যক্ত করিলেন আর বলিলেন তোমরা সেই প্রতিজ্ঞাপত্র বাহির কর, যদ্যপি তাহা মহম্মদের কথার অনুযায়ী পোকায় না কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি স্বীয় ভ্রাতৃ পুত্রকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব; আর যদ্যপি তাহার কথার অনুসারে ঘটনা হয়, তবে তোমরা সকলে অঙ্গীকার কর যে তাহার আর বিপক্ষতাচরণ করিবা না। কোরেস্‌রা যখন এই পণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র আনিয়া দেখেন, তখন মহম্মদের কথাই সত্য হইল, তাহাতে দলাদলির সন্ধিভগ্ন হইল। ঐ বৎসর আবুতালেব অশীতি বর্ষ বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করেন। তিনি যে মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন বিশ্বাস্য প্রমাণ দৃশ্য হয় না। উক্ত ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে কেডিজাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার বয়ক্রম পঞ্চষষ্টি বৎসর হইয়াছিল। মুসলমানেরা এই বৎসরকে "শোকসূচক" বর্ষ বলে। আবুতালেবের মৃত্যুর পর মহম্মদের শত্রুরা দ্বিগুণ বলিষ্ঠ হইয়া তাহাকে নানা প্রকার ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল। তিনি অতিশয় ভয়ার্ত্ত হইয়া তাজিফ্‌দের নিকটে প্রথম পলায়ন করেন। কিন্তু তাহারা তাহার বিষয় মনোযোগী না হওয়াতে, তিনি তাহাদের গ্রামে এক মাস প্রায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পুনরায় মেক্কানগরে গমন করেন। এমতে নানাপ্রকার অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়াও মহম্মদ যাত্রী ও পথিক লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন; এবং তাহারাও স্বস্ব দেশীয় মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচার করিত। এই সময় "অস্" নামক এক জাতি আরব দেশীয় লোক তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদের রাজা, মসাএবনামক জনেক মহম্মদের শিষ্যদ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

ধর্ম্মোপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমি কি করিব"? প্রেরিতদিগের ক্রিয়া ১৬॥ ৩০। যে পাপী লোকেরা পাপের নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়াছে, তাহারা জাগিবামাত্র এই কথা বলে "পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমি কি করিব?" পাপ কাহাকে কহে, ইহা যাহারা জানে; পাপের বিষয়ে যাহারা চেতনা পাইয়াছে, পাপ বশতঃ আমরা ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত ও নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত, ইহা যাহারা স্বীকার করে এবং যাহারা একান্ত মনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্যে প্রার্থনা করে, এমত সকল ব্যক্তিকেই জাগ্রৎ পাপী বলা যায়। হে প্রিয় পাঠক, তুমি কি জাগ্রৎ পাপী? হায়! সকল মনুষ্যই স্বভাবতঃ সুষুপ্ত অবস্থাতে আছে এবং নিজ পাপ বিষয়ে তাহাদের চেতনা হয় নাই; যত দিবস তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও বাক্যদ্বারা নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ না হয়, তত দিবস তাহারা ঘোর নিদ্রাবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। তাহারা "শান্তি শান্তি" বলিয়া আপনাদিগকে ভুলাইতেছে; কিন্তু ঈশ্বর আপনি কহিয়াছেন "দুষ্ট লোকদের শান্তি নাই"। যিশায়িয় ৪৮॥ ২২। তাহারা দিনে২ ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে; মৃত্যুর কথা, ও বিচার দিনের কথা ও অনন্ত কালের কথা, তাহারা আপনং চিন্তাহইতে বাহির করিয়া দেয়। ঈশ্বরের শাস্ত্র তাহারা কখন পাঠ করে না; আপনং অবস্থা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে তাহারা কখন শাস্ত্রের উক্তি ধ্যান করে না; "হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠ যে আমি আমার প্রতি দয়া করুন" এই কথা বলিয়া তাহারা কখন প্রার্থনা করে না। যদি প্রার্থনাহীন হইয়া এই পৃথিবীতে কালযাপন কর, যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিমিত্তে তাঁহার নিকট কাকুক্তি না কর; যদি সর্ব্বদাই ধর্ম্ম বিষয় অবহেলা কর; তাহা হইলে তোমার বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে তুমি নিতান্ত অজ্ঞান এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তুমি তাচ্ছিল্য করিতেছ। প্রার্থনাহীন হওয়া ও অত্যন্ত পাপ জীবন ধারণ করা সমান। কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃকরণে ঈশ্বর যখন প্রকৃত জ্ঞানের উৎপাদন করেন, পবিত্র আত্মা যখন মনুষ্যকে পাপ বিষয় চেতনা দেন, তখন মনুষ্যেরা নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হয়।

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা অত্যন্ত মন্দ ও তিক্ত বস্তু ইহা জানিতে পারিলে মনুষ্যেরা পরিত্রাণের চেষ্টা করে ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিপি আছে, "দুষ্ট লোকেরা ও ঈশ্বর বিস্মৃত অন্য জাতীয় সকলে নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে"। ৯ গীত। ১৭ পদ। আমি ঈশ্বরকে বিস্মরণ করিয়াছি, এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি; শাস্ত্রে আমি পাঠ করিয়াছি যে "পাপের বেতন মৃত্যু" তবে নরক যন্ত্রণাহইতে কি করিয়া পলায়ন করিব এই আমার মুখ্য প্রশ্ন। "পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমি কি করিব" এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে যে কেহ তৎপর হয় সে একান্ত চিত্তেই পরিত্রাণের চেষ্টা পায়। অনন্তকালে আমার কি হইবে, ইহা বলিয়া সে সততই ভাবিত থাকে এবং ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে। পৃথিবীর আমোদ আহ্লাদ ও লাভ ও ধন মান ইত্যাদি সকলই তাহার পক্ষে স্বাদরহিত হয়; তাহার রসনা পার্থিব আমোদের আস্বাদন করিতে চাহে না; তাহার পক্ষে সকলই বিস্বাদ; কেবল ধর্ম্মপুস্তকই তাহার পক্ষে সুস্বাদু।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কাল্‌নায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্ট্ সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য (৵) দুই আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

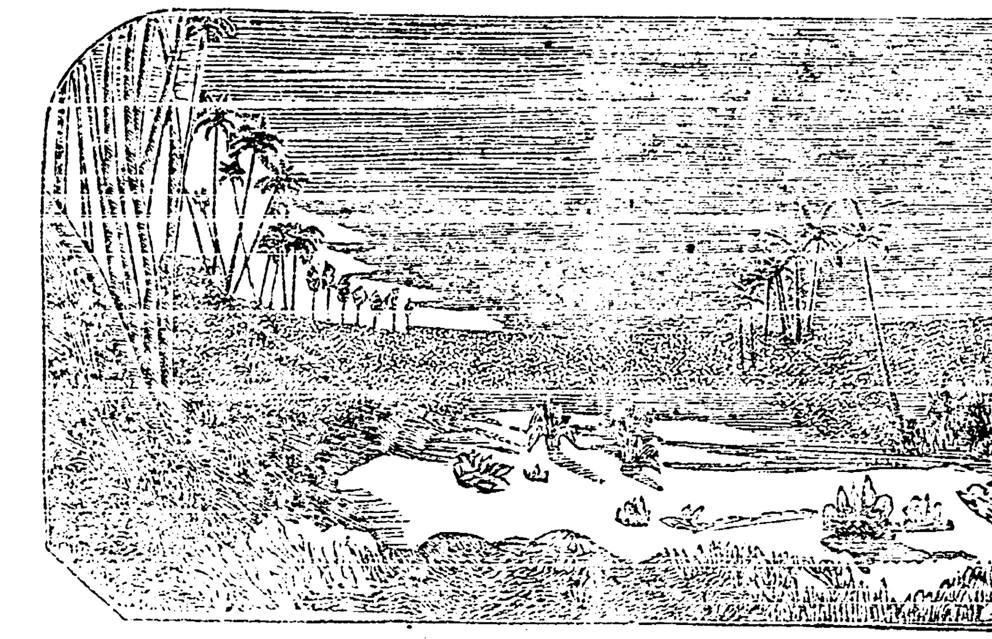

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সমন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১ ॥ ১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ইং ১ এপ্রেল ১৮৫৮। বাং ২০ চৈত্র ১২৬৪। [১৭ সংখ্যা।

ওআলায়াৎ আলির স্বর্গলাভ।

বিগত মাসের "ওরিএণ্টেল বাপটিষ্ট" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় ওআলায়াৎ আলির বিধবা স্ত্রী প্রণীত তাঁহার স্বামির মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ প্রকটিত হয়, সেই বিবরণ নিম্নে অনুবাদিত হইল, আমাদের পাঠকবৃন্দ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন সন্দেহ নাই।

"মে মাসের ১১ই সোমবার ৯ ঘটিকার সময় আমার স্বামী ঘোষণা করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময়ে চর্চ্চ মিশনসংক্রান্ত ঠাকুরনামক জনেক ধর্ম্মপ্রচারক আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন যে নগরের (অর্থাৎ দিল্লী নগরের) দ্বার সকল বন্ধ হইয়াছে, সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, এবং নগরের মোসলমানেরা খ্রীষ্টিয়ানদিগকে ধরিয়া লুঠ করিতেছে এবং তাহাদের প্রাণ নষ্টও করিতেছে। তিনি আমার স্বামিকে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং বলিলেন পলায়ন না করিলে মারা পড়িবে। কিন্তু আমার স্বামী উত্তর করিলেন, না ভাই, না ভাই, প্রভুর কর্ম্মে কেহই প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ইত্যবসরে পঞ্চাশৎ জন খড়্গধারী অশ্বারোহী আসিয়া নিকটস্থ গৃহেতে অগ্নি দিতে আরম্ভ করিল। ঠাকুর তখন বলিলেন 'ঐ দেখ, তাহারা আসিতেছে; এখন কি করা যায়? পালাও, পালাও; আমিতো পালাই, আর তোমরাও আমার সঙ্গে এসো'। আমার স্বামী বলিলেন, 'এখন আর কোথা পলায়ন করিব, প্রার্থনাদ্বারা ঈশ্বরের নিকট পলায়ন করি'। হায়! ঠাকুর দৌড়িয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে অশ্বারোহিরা তাঁহাকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলিল। তৎকালে আমার স্বামী আমাদের সকলকে একত্র করিয়া এইরূপে ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন যথা:—"হে প্রভো! পূর্ব্বকালে আপনকার অনেকানেক দাসগণ আপনকার নামের নিমিত্তে খড়্গদ্বারা কাটা পড়িয়াছে এবং অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস স্থিরীকরণহেতু আপনি তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন; আমাদের এক্ষণে তাদৃশ পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব হে প্রভো! আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন! আমরা যেন এই ভয়ানক পরীক্ষা ভয়ে পতিত বা দুর্ব্বল না হই! মৃত্যুপর্য্যন্ত আমরা যেন প্রভুকে স্বীকার করি, তাঁহাকে যেন আমরা কখন অস্বীকার করি না। প্রভু করুন আমরা বর্ত্তমান ক্রুশ এইরূপে সহ্য করিতে পারি যেন মরণান্তে আমরা গৌরবের মুকুট প্রাপ্ত হই।"

প্রার্থনার পর আমার স্বামী আমাদিগকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "যাহা হউক, দেখো যেন খ্রীষ্টকে অস্বীকার করো না; যদ্যপি তাঁহাকে স্বীকার কর এবং তাঁহার উপর নির্ভর কর, তাহা হইলে তোমরা সুখী হইবে এবং গৌরব মুকুট প্রাপ্ত হইবে। আমাদের প্রভু বলিয়াছেন বটে, "সর্পের মত জ্ঞানী হও, এবং কপোতের ন্যায় নির্দ্দোষী হও"; অতএব পলায়ন করিতে পারিলে অবশ্য পলায়ন করিবে; কিন্তু যাহা হউক, সাবধান যেন খ্রীষ্টকে অস্বীকার করো না"। আমি ক্রন্দন করিতেছিলাম ইহা দেখিয়া স্বামী কহিলেন, "হে প্রিয়ে! আমি মনে করিয়াছিলাম যে তোমার ভক্তি আমাঅপেক্ষা দৃঢ়তর; তুমি এত দুঃখিতা হইতেছ কেন? ঈশ্বরের বাক্য স্মরণ করিয়া সুস্থিরা হও। যদ্যপি তোমার প্রাণ নষ্ট হয় তাহা হইলে তুমি যীশুর নিকট যাইবে, আর যদ্যপি বাঁচিয়া থাক, তাহা হইলে খ্রীষ্ট তোমাকে রক্ষা করিবেন। আমি বিলক্ষণ জানি যদ্যপি আমাদের এক জনও পাদ্রি সাহেব বাঁচিয়া থাকেন তোমার ভাবনা নাই; কিন্তু যদ্যপি সকল পাদ্রি মহাশয়েরা কাটা পড়েন, তথাচ প্রভু আছেন। আর যদি ছেলেরা কাটা পড়ে, তথাচ, দেখো, তুমি যেন খ্রীষ্টকে অস্বীকার করো না। এই আমার শেষ অনুরোধ। ঈশ্বর তোমার সহায় হউন।"

ইত্যবসরে কতকগুলিন অশ্বারোহী ধাবমান হওয়াতে কএক নিকটবর্ত্তী ফকীর আমার স্বামির মস্তকচ্ছেদন করিতে অনুরোধ করিল, যেহেতুক তিনি যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করত অনেক মোসলমানের বিশ্বাস নষ্ট করিয়াছিলেন। তাহারা আমার স্বামিকে কলমা পড়িতে বলিল, কিন্তু তিনি কলমা পড়িলেন না। দুই জন অশ্বারোহী আমাদের দিকে গুলি করাতে একটা গুলি আমার স্বামির কর্ণের নিকট দিয়া প্রাচীরে প্রবেশ করিল। আমার সন্তানগুলি বহির্দ্বার দিয়া মের্জা হাজীনামক জনেক ফকীরবেশি খ্রীষ্টধর্ম্মানুরাগি সাজাদার বাটীতে পলায়ন করিল, সাজাদা তাহাদের সকলকেই আশ্রয় দিলেন। এক জন অশ্বারোহী বলিল, "উহাদিগকে মেরো না; ওআলায়াৎ আলির পিতা ধার্ম্মিক হাজী ছিলেন। বোধ হয় ওআলায়াৎ আলি নিজে টাকার লোভে খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে; সে আবার মোসলমান হইলে হইতে পারে"। আর এক জন অশ্বারোহী আমার স্বামিকে জিজ্ঞাসি-

লেন, "তোম্ কোন হ্যায়?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি পূর্ব্বে অন্ধ ছিলাম, কিন্তু জগদীশ্বরের অনুকম্পায় আমি চক্ষুপ্রাপ্ত হইয়াছি, এবং খ্রীষ্টেতে আশ্রয় পাইয়াছি। হাঁ, আমি খ্রীষ্টিয়ান বটি, আর আমি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত থাকিব"। "এতো কাফার, মারো শ্যালাকে" বলিয়া উক্ত অশ্বারোহী আমার স্বামির বক্ষঃস্থলের নিকট বন্দুক লইয়া তাঁহাকে ফল্মা পড়িতে আদেশ করিল। কিন্তু আমার স্বামী বলিলেন, "আমি একবার পরামনন করিয়া যীশুতে বিশ্বাস করিয়াছি, দ্বিতীয়বার পরামনন করার আবশ্যক নাই"। ইতি মধ্যে সেই স্থানদিয়া দুই জন ইংরাজ দৌড়িয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া অশ্বারোহিরা কহিল "আইস, আমরা অগ্রে ঐ ফিরিঙ্গিদিগকে মারিয়া আসি, তৎপরে এই কাফারদিগকে মারিব" এই বলিয়া তাহারা দৌড়িয়া গেল। আমার স্বামী ফকীরের তকীয়ায় আমাকে পলায়ন করিতে বলিলেন, এবং তিনি স্বয়ং দিরিএগঞ্জে পাদ্রি মেকাই সাহেবের বাটীর দিকে প্রস্থান করিলেন। মের্জা হাজী না থাকিলে আমাকে ফকীরেরা কাটিয়া ফেলিত, এবং আমার সন্তানদেরও প্রাণ নষ্ট হইত। ফকীরের তকীয়াহইতে আমি পাদ্রি মেকাই সাহেবের বাটী যাইতেছিলাম এমন সময়ে লোকারণ্যের মধ্যে আমার স্বামীকে পথে দেখিতে পাইলাম। লোকেরা তাঁহাকে চপেটাঘাত, পদাঘাত করিতেছিল এবং নানাবিধ ক্লেশ দিতেছিল, "কেমন, এখন ঘোষণা কর! এখন তোর খ্রীষ্ট কোথা?" আর কেহ তাঁহাকে কল্মা পড়িতে বলিল। কিন্তু আমার স্বামী বলিলেন, "আমি কল্মা কখন পড়িব না, আমার ত্রাণকর্ত্তা ক্রুশ দিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, আমিও জীবনরূপ ক্রুশ দিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইব"। ইতিমধ্যে জনেক সিপাহী আসিয়া গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিবাতে মোসলমানেরা উত্তর করিল, "এই এক জন খ্রীষ্টিয়ান শয়তান, এ কল্মা পড়ে না, একে কাটিয়া ফেল"। এই শুনিয়া উক্ত সিপাহী তলবারের এক প্রতিঘাতে আমার স্বামির মস্তকছেদন করিয়া ফেলিল। আমার স্বামির শেষ কথা এই "হে যীশু! আমার আত্মা গ্রহণ করুন"।

পাক্ষিক সংবাদ।

— মার্চ্চ মাসের ২রা দিবসে ইংরাজেরা লক্ষ্ণৌনগর বেষ্টন করেন, এবং ইহারইমধ্যে প্রায় সমুদায় নগর হস্তগত করিয়াছেন।

— দেলখোষানামক উদ্যান স্যর কোলিন ক্যাম্পবেল সাহেব প্রথম আক্রমণ করেন এবং এক রাত্রিমধ্যে হস্তগত করেন।

— তৎপরে স্যর জেমস্ আউট্রাম গুমটি নদী পার হয়েন এবং স্যর ই, লিউগার্ড সাহেব মার্চ্চিনিয়ারনামক স্থান আক্রমণ করেন।

— ১০ই মার্চ্চ স্যর জেমস্ আউট্রাম বাদসাহাগঞ্জ এবং ছোট মঞ্জিল হস্তগত করেন।

— ১৪ই তারিখে স্যর কোলিন ক্যাম্পবেল বড় মসিদের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তদনন্তর বিদ্রোহিরা কৈসরবাগে পলায়ন করাতে গোরা সৈন্যগণ তাহাদের সঙ্গে উক্ত বাগে প্রবেশ করে। এইরূপে ইংরাজেরা লক্ষ্ণৌনগরের অধিকাংশই হস্তগত করিয়াছেন।

— সম্প্রতি শ্রুত হইল যে বিদ্রোহিরা একেবারে লক্ষ্ণৌহইতে পলায়ন করিয়াছে।

— শুনা যাইতেছে যে নানা সাহেব সৈন্য সমভিব্যাহারে ফতেগড়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি এক্ষণে আর কি করিতে পারেন?

— অবগতি হইল অযোধ্যার অনেক বিদ্রোহিরা সীতাপুর হইয়া রুহিলখণ্ডাভিমুখে গমন করিয়াছে।

— শুনিতে পাওয়া গেল যে হুগলি জিলাতে অত্যন্ত দস্যাবৃত্তি হইতেছে; খাদ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্যহেতু বোধ হয় দস্যাবৃত্তি সর্ব্বত্রে হইবে।

— ব্রহ্মদেশহইতে ৪১ টা হস্তী আসিয়াছে।

— আলিপুরের কারাগারে এক ছাপাখানার সংস্থাপন হইয়াছে, বন্দিলোকেরা ছাপাখানার কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে।

— বিলাতহইতে সম্প্রতি যে সমাচার আসিয়াছে তাহাতে বোধ হয় মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রী লর্ড পালমরষ্টোন সাহেব পদচ্যুত হইবেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে আর্ল অফ ডার্বি প্রধান মন্ত্রী হইলে হইতে পারেন।

— লক্ষ্ণৌনগরীতীরে পাদ্রি বিওন সাহেব জনেক হিন্দুকে বাপ্তিস্মদ্বারা খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীভুক্ত করিয়াছেন।

— বিলাতের অনেক লোক বলিতেছেন যে গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত যাবতীয় বিদ্যালয় আছে তাহাতে বাইবেল অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করান আবশ্যক।

— কলিকাতার নিকট ভবানীপুরে এক জন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

— "সংবাদ বহুমান" নামক এক পত্রিকা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম; বঙ্গ দেশের প্রধানং স্থানে সমাচার পত্রিকা হইলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই।

— "বিচারক" নামে আর এক মাসিক পত্রিকা দেখিলাম।

— "নুর জাহান রাজ্ঞীর জীবনচরিত" এবং "অহল্যা হড্ডিকার জীবন বৃত্তান্ত" এই দুই পুস্তক গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ সমাজ সংক্রান্ত শ্রীযুত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক ইংরাজীভাষাহইতে সম্প্রতি অনুবাদিত হইয়াছে। ভাষা কোমল হইয়াছে, এবং পুস্তকদ্বয়ের মূল্য অত্যল্প।

কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

যেরূপ কঠিনতর হেমানীরাশি প্রখর দিনকরকর সন্তাপে অচিরাৎ বিগলিত হইয়া নদীরূপ প্রবাহিত হয়, সেইরূপ অসভ্যতারূপ কঠোর পদার্থ উজ্জ্বল জ্ঞান দিনমণির খরতর কর মণ্ডলায় বিগলিত হইয়া সভ্যতারূপ সরিৎরূপে প্রবাহমান হইয়া থাকে। যে দেশে এই সুনীতি উৎপাদিনী সভ্যতাতটিনী প্রবল প্রাদুর্ভাবে প্রবাহিত হয় সে দেশের কদাচার ও কুনীতি পতঙ্গপাল তাহার তুঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গে অবিলম্বেই পতিত হইয়া জীবন সাঙ্গ করে। পরহিংসা, পর পীড়ন, নৈষ্ঠুর্য্য, চৌর্য্যপ্রভৃতি কদর্য্য দানবদল ক্রমে হীনবল হইয়া তাহার উভয় কূলে সমাধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। তদ্দেশস্থ লাম্পট্য, কাপট্য, শাঠ্যপ্রভৃতির নাট্যশালা এককালীন তদ্দ্বারা আপ্লাবিত হইয়া তূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে তদ্দেশের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান ও সুনীতিপ্রভৃতি ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তাহা গৌরবরূপ মহামঞ্চে অধিরূঢ় হইয়া যশঃ সৌরভে ধরণীতল পরিপূর্ণ করে। এইরূপ বিদ্যা প্রভাবে পরিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল ইংলণ্ড উপদ্বীপ; ইহার পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে অবশ্যই জ্ঞান হয় যে ইহা সে ইংলণ্ড নহে, বুঝি অখিল জগতের উপকারার্থে সাদুকুল হইয়া অকূল জলধি উদ্ভূত কোন দ্বীপ উজ্জ্বল জ্ঞান দীপ স্বরূপ হওত নীরধি মধ্যে বিরাজ করিতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, অতি পুরাকালে ইংলণ্ড উপদ্বীপ গভীর অজ্ঞানতা কূপে নিমগ্ন, নিবিড় সিন্দুর বৃক্ষে আকীর্ণ ও ভয়ঙ্কর পশ্বাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। তদ্বাসিরা বন্য পশুর ন্যায় জঘন্য নিষাদ বৃত্তি অবলম্বনে পশু হনন করত তাহার পলল ভোজন করিয়া উদর পূরিত করিত। তৎকালে পর্ণকুটীরবাসী হইয়া দিবা নিশি সর্ব্বাঙ্গ নানা রঙ্গদ্বারা রঞ্জিত করত, অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণে কি সুতুঙ্গ শৈলশিখরে কি গভীর তমোময় গিরি গহ্বরে নানা স্থানে ভ্রমণ করিত, তাহাদিগের মানসিক বৃত্তি সকল সিংহ শার্দুলপ্রভৃতি পশুর অপেক্ষাও অতি ভয়ঙ্কর ছিল, নৈষ্ঠুর্য্যাদি বদর্য্য প্রবৃত্তি অতিশয় রূপে তাহারা পরিচালনা করিত; জন্মান্ধের ন্যায় ভ্রান্তি-ধূলায় ধর্ম্মান্ধ হইয়া কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি পূজারূপ অবৈধ ধর্ম্ম-পঙ্কে নিমগ্ন থাকিত, দুরাত্মা ড্রুয়িড্দের তাহারা নরবীপবাসি পণ্ডিত চূড়ামনি জ্ঞানে তাহাদিগের ভ্রান্তি-জালে জড়ীভূত হইয়া বৃক্ষাদির পূজায় প্রমত্ত থাকিত, আপনাপন প্রাণ ধন সন্তান রত্নদিগকে অকাতরে বলিদান প্রদান করিত। আহা! ইহাতে কি তাহাদিগের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্নেহ সুধার উদ্রেক হইত না! হায়! ঐ সন্তানবৃন্দের জননীরাই বা কেমন কঠোর প্রাণী ছিল। তাহারা কি তনয়দিগকে দশ মাস দশ দিন জঠরে ধারণ করে নাই? অনুভব হয় তাহারা হিম-প্রধান দেশ বাসিপ্রযুক্ত তাহাদিগের হৃদয়স্থ স্নেহ ও করুণা সুধা বরফাবারে পরিণত হইয়া থাকিত, নতুবা গৌরবসূচক মানব নামধারী কোন নারী আপন জীবন-যষ্টি, গলার ঝুলী, নয়ন পুতলী সন্তানধনকে বলিদানার্থে ক্রোড়শূন্য করিয়া প্রদান করিতে পারে? প্রত্যুত তাৎকালিক ইংলণ্ডবাসিরা আপনাপন প্রেয়সীদিগকে দিবানিশি ক্রীত দাসীর ন্যায় কিপর্য্যন্ত যে দুর্গতি ও ক্লেশ প্রদান করিত তাহা বর্ণনাতীত। তাহাদিগের শিল্পনৈপুণ্যের কথা কি কহিব, তৃণ বিনির্ম্মিত কুটীর মধ্যে প্রবাস ও বন্যভাবে বৃক্ষাদির বল্কল পরিধান করিয়া কাল যাপন করিত, তাহাদিগের কুঠারপ্রভৃতি সামান্য যুদ্ধাস্ত্রাদি আধুনিক সমরাস্ত্রের সহিত তুলনা করিলে আসো হাস্য আসিয়া নৃত্য করিতে থাকে। এইরূপে তাহারা ঘোর অসভ্যতামিরে আচ্ছন্ন ছিল। হায়! বিদ্যারূপ মার্ত্তণ্ডের কি প্রচণ্ড প্রতাপ! তাঁহার অমল কর মালা বিকীর্ণ হওয়ায় সেই ইংলণ্ডদ্বীপ বিচিত্র বুদ্ধি ও সভ্যতা, ধন, মান, শৌর্য্য বীর্য্যপ্রভৃতি সনীতির উন্নতি প্রাপ্তে অসীম সৌরভরূপ সুতুঙ্গ সুমেরু-শিখরে সমাসীন হইয়া পরম সুখ সমীরণ সেবন করিতেছে, এক্ষণে সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ এই সসাগরা ধরাতলের অসংখ্য দ্বীপেরজ্ঞান দীপস্বরূপ হইয়া বিপুল বিক্রমে প্রভুত্ব করিতেছে, তথায় ন্যায় দর্শন, বাক নাটক, মনস্তত্ত্ব, শিল্প সাহিত্যাদি নানা বিজ্ঞানকাণ্ড পরম প্রযত্নে পরিচালিত ও নূতন বিরচিত হইয়া অখিল বিশ্বর উপকার সাধন করিতেছে। অধুনা তাহার বিদ্যা কিরণ প্রভাবে কত শত দেশ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া সভ্যতা সোপানে সমারোহণ করিতেছে, তত্রস্থ দুর্নীতি সকল ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে, ইংলণ্ডের শিল্প নৈপুণ্য জন্য জাত সাটীন মখমলপ্রভৃতি বহুতর বস্ত্র ও পরমাশ্চর্য্য দ্রব্য ভিন্ন দেশীয়দিগের অশেষ ক্লেশ দুর্গতি পরিহার করত নয়ন সার্থক করিতেছে, ও অধুনা তথায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। যে সমস্তস্থান নিবিড় অরণ্যে ও মরুভূমিতে পরিপূর্ণ ছিল অধুনা তত্তাবৎ সুচারু শস্য তরুতে পূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে, অধুনা তাহাতে মনোহারী ললিত লহরী-লীলা-দৃষ্টে নয়ন যুগল তৃপ্ত ও চিত্তবিনোদ নৃত্য করিতে থাকে, এক্ষণে ইংলণ্ড-দ্বীপ সুরম্য হর্ম্ম্যাদিতে ও টেমস্ নদীপ্রভৃতি বিবিধ বিস্ময়জনক ব্যাপারে পরিপূর্ণ হইয়া কিপর্য্যন্ত যে বিদ্যার মহিমা ও সভ্যতাদি ও মনোহর সুনীতির চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। তথায় অবৈধ পৌত্তলিক পূজাদি সমস্ত উৎপাত এককালীন নিপাত হইয়াছে, এক্ষণে প্রায় সকলেই এক অনাদি সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্মের নির্ম্মল জ্ঞান প্রাপ্তে তাঁহারই ধ্যানধারণা ও অর্চ্চনায় নিমগ্ন হইয়াছে, সন্তানাদি বলিদান প্রথা এককালীন সত্য ধর্ম্মের খর্পরে বলিদান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সুকুমার কুমারের কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত রুধির-ধারায় আর ইংলণ্ডকে আপ্লাবিত হইতে হয় না। অধুনা তথাকার যোষাদের আর সেরূপ দুর্দ্দশা ও দুর্গতি নাই, এক্ষণে তত্রস্থ রমণীরা পরম আদরিণী হইয়াছে, পুংজাতির নিদারুণ নৈষ্ঠুর্য্যরূপ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে আর ক্ষত বিক্ষত হইতে হয় না, এক্ষণে সুখ রূপ কোমল পর্য্যঙ্ক-শয্যায় নিরাতঙ্কে শয়নপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছে, সুখের ভরে সহস্রকর দিনকরকেও আর দেখিতে হয় না, যদ্যপি তাহাদিগের নিবারণ সুচারু ইন্দুবদনে বিন্দুং আতপ তাপ পতিত হয় তথাচ তাহাদিগের প্রাণ-বল্লভেরা মহাকুল হইয়া ছত্রাদিদ্বারা নিবারণ করেন। এক্ষণে তাহারা দানত্ব সৃঙ্খলহইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তে স্বামিদিগের কণ্ঠার ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে, বিষণ্ণমনে কি ভোজনে কি বায়ু সেবনে কি যানারোহণে তাহাদিগের যুগল ভিন্ন কদাপি দৃষ্ট হয় না। হায় কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সেই অসভ্য ইংলণ্ড যে এমন হইবে ইহা কেহ স্বপ্নেও জানিত না। হে গ্রীস ও রোম দেশীয় পণ্ডিত ও শিল্পীগণ! স্বস্ব সমাধিহইতে গাত্রোত্থান করত একবার ইংলণ্ডকে দর্শন কর, এক্ষণে তাহার আর সে দিন নাই, অধুনা তোমাদিগকে তাহার নিকট সর্ব্ববিষয়ে পরাভব স্বীকার করত লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হইবেক। হে ভারতবাসি বিশ্বকর্ম্ম! তুমি যে বড় শিল্পকর্ম্মা ছিলে একবার আসিয়া ইংলণ্ডের বিদ্যা বুদ্ধির ও শিল্প নৈপুণ্যের পরমাশ্চর্য্য কার্য্য সকল এই ভারতভূমে প্রত্যক্ষ কর, তাহাদিগের এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া বুঝি লজ্জায় তুমি দিন থাকিতে পরলোক পলায়ন করিয়াছ! যাহাহউক, এই সমস্ত কেবল বিদ্যাপ্রভাবেই হইয়াছে। কিন্তু হে দীননাথ! এ অনাথ বঙ্গভূমির প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর, যদিও ইংলণ্ডের বিদ্যার প্রসাদে তাহার মতীর সহমরণ ও জীবন্ত সন্তানদিগকে ভাগীরথীর জীবনে প্রক্ষেপণাদি অনেক কুনীতি কর্দ্দম ধৌত হইয়াছে তথাপি তাহা নানা অসভ্য প্রথায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। হে বিশ্বনাথ! ত্বরায় তত্তাবৎ নিপাত করুন।

দেবপ্রতিমা পূজা।

কখন বা সূত্র ধরে, স্ব করে নির্ম্মাণ করে,
কঠোর কুঠার কাষ্ঠ কাটে।
কখন বা কুম্ভকার, গড়ে রূপ কদাকার,
দিয়া খড় দড়ি জল মাটি॥
জ্ঞানহীন নর যারা, প্রমত্ত হইয়া তারা,
বলে এই দেবময় হরি।
কভু কহে কালী তারা, ভৈরবী ভবের দারা,
দাক্ষায়ণী দুর্গা দিগম্বরী॥
কখন গণ্ডকী শিলা, হইয়া করেন লীলা,
ভগবান দেব জনার্দ্দন।
নিজ বুদ্ধি অনুসারে, যার শ্রদ্ধা হয় যারে,
তারে করে অর্চ্চন সাধন॥
অজ মুণ্ড গজ মুণ্ড, চারি মুণ্ড পাঁচ মুণ্ড,
মাথা মুণ্ড কতই কল্পনা।
এইত যুক্তির মত, এইত মুক্তির পথ,
ভেবে দেখ এভ্রম অল্পন॥
শুন হে ভারতভূমি, কোন সুখে আছ তুমি,
শীঘ্র কর পাতালে গমন।
তোমার সন্তান যত, অবিরত পাপে রত,
ধর্ম্ম পথে নাহি রাখে মন॥
বিচার বা বলি কার, গড্ডালিকা বলি কার,
যত দেশসুদ্ধ সব লোক।
নাহি জ্ঞান আলোচনা, নাহি করে বিবেচনা,
কোথা তম কোথায় আলোক॥
বৃথা কাল হরে কাল, আপনার করে কাল,
মরে মিছা গণ্ডগোল করি।
না বুঝিয়া সার তত্ত্ব, ভ্রমে কর কার তত্ত্ব,
মুগ্ধ হয়ে আপনা পাশরি॥
যতেক দেবতাচয়, দুরাশয় অতিশয়,
ইন্দ্রিয়ের দাস হয় সব।
তাদের সাধনা করি, পরিণামে যাবে তরি,
ইহা না কি কখন সম্ভবে॥
সকলেই পাপকারী, বজ্রধারী বংশধারী,
বজ্রধারী আদি করি দেব।
তাহাদের মূর্ত্তি গড়ি, ভাবে দেয় গড়া গড়ি,
অন্নপান দিয়া ভোগ সেবা॥
যেমত দেবতাগণ, সেইমত ভক্তজন,
উভয়ের চরিত্র সমান।
নিষ্ঠুরতা অত্যাচার, দ্বেষ হিংসা অনিবার,
ব্যভিচার সদা সুরাপান॥

মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই সময়ে, অর্থাৎ মহম্মদের পয়গম্বর নিযোজিত হওনের দ্বাদশ বৎসরে, তিনি একদা শিষ্যগণের নিকটে স্পষ্ট প্রকাশ করেন, যে তিনি এক নিশীতে মেয়াহইতে সিক্কাশালম নগরে এবং তথাহইতে সপ্ত স্বর্গ ভ্রমণ করিয়া আইসেন। "যৎকালীন আমি (মহম্মদ) কায়বীর মধ্যে সেই প্রস্তরের উপর শয়ন করিয়াছিলাম, কি আশ্চর্য্য! এক ব্যক্তি (জেব্রিয়েল) ও তাহার সঙ্গে আর এক জন আমার নিকটে আসিয়া আমার কণ্ঠদেশহইতে কুচকিদেশপর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিল! অনন্তর সে অবিলম্বে ধর্ম্মবারি পরিপূর্ণ এক স্বর্ণ পাত্র আনিয়া আমার অন্তঃকরণকে বাহির করিয়া লইয়া উক্ত সলিলে ধৌত করত পুনরায় আমার দেহের মধ্যে স্থাপন করিল। তাহার পর এক বাক্কি, খচর অপেক্ষা ক্ষুদ্র এক শ্বেত পশু আমার নিকট আনয়ন করিল; আমি তাহার উপর আরোহণ করিলাম এবং জেব্রিয়েলও আমার সহিত চলিতে লাগিলেন। যখন আমরা প্রথম স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলাম, জেব্রিয়েল্ দ্বারদেশে আঘাত করাতে, 'কেও'? এই শব্দটি অন্তরালহইতে নির্গত হইল; তিনি উত্তর দিলেন 'আমি জেব্রিয়েল্'; পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। 'তোমার সঙ্গে আর কে?' তিনি বলিলেন 'মহম্মদ'; (শব্দ) 'পয়গম্বর কি নিযোজিত হন নাই'? তিনি বলিলেন 'হাঁ'; এই কথা শুনিয়া তিনি সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'তাহার যেন মঙ্গল হয়, তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক গৃহীত হইবেন'। তদনন্তর দ্বার মুক্ত হওয়াতে, কি আশ্চর্য্য! আমি আদম বসিয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। একারণ জেব্রিয়েল্ আমাকে কহিলেন 'এই তোমার আদি পিতা আদম, ইহাকে সেলাম কর'। আমি তাহাকে সেলাম করাতে, তিনিও আমাকে সেলাম করিয়া বলিলেন, 'হে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর! তোমার মঙ্গল হউক'। অনন্তর যখন আমরা দ্বিতীয় স্বর্গের দ্বারে উপনীত হইলাম, জেব্রিয়েল দ্বারে ধাবা মারিতে লাগিলেন। তাহাতে 'কেও'? এই শব্দটি পুনরায় অভ্যন্তরহইতে প্রথম বারের মত নিঃসৃত হইল। তিনি বলিলেন 'আমি জেব্রিয়েল্'; (শব্দ) 'তোমার সঙ্গে আর কে'?; তিনি উত্তর দিলেন 'মহম্মদ'; (শব্দ) 'পয়গম্বর কি নিযোজিত হন নাই'? তিনি বলিলেন হাঁ! জেব্রিয়েলের এই কথা শ্রবণ করাতে, 'তাহার যেন মঙ্গল হয়, তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক গৃহীত হইবেন,' এই কয়েকটি কথা মধ্যহইতে পুনরায় আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল! যখন দ্বারদেশ মুক্ত হইল, কি আশ্চর্য্য! আমি দেখিলাম 'যেহিয়া (যোহন) ও ইসা (যীশু), এই দুই মাসুতো ভাই একত্রে বসিয়া রহিয়াছেন'। [মহম্মদ জানিতেন না যে কুমারী মরিয়ম ইলীশেবার ভগিনী হন্]। জেব্রিয়েল আমাকে বলিলেন 'এই ইসা এবং যেহিয়া, ইহাদিগে সেলাম কর'। আমি তাহাদিগে সেলাম করাতে, তাহারাও আমাকে সেলাম করিয়া বলিল, 'আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর যেন কৃতকার্য্য হন"। এই প্রকার মহম্মদের আর অবশিষ্ট পঞ্চ স্বর্গের দ্বারে গিয়া ঘা মারা ও অভ্যন্তরহইতে 'কেও'? এই শব্দ বারম্বার আসা, তদনন্তর দ্বার মুক্ত ও একই প্রকার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত, এইস্থলে লিপি বদ্ধ করিয়া আমাদের পাঠকবর্গকে উক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। একারণ সংক্ষেপেই বলা ভাল, যে মহম্মদ জেব্রিয়েলের সহিত যুগ্মকে তৃতীয় স্বর্গে; ইনাকে চতুর্থ; এবাকে পঞ্চম; মুসাকে ষষ্ঠ; ও ইব্রাহিমকে সপ্তম স্বর্গে দর্শন করিয়াছিলেন। অপিচ এমতও কথিত আছে, যে যখন তিনি ষষ্ঠ স্বর্গে মুসার নিকট আইলেন, মুসা মহম্মদকে দেখিয়া শোকাকুল প্রায় বিষণ্ণ মন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জেব্রিয়েল তাহার বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, 'যে, এই নব যুবক পয়গম্বর আমার এত পশ্চাতে নিয়োজিত হইয়াও আমা অপেক্ষা আমার বংশের অধিক লোকদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবে, একারণ আমার অশ্রুপাত হইল"।

"তদনন্তর আমি 'লেদ্র' (উৎপল) বৃক্ষের নিকট যাইলাম, ইহার ওদিকে যাইতে অপর লোককে নিষেধ আছে। তাহার ফল সকল 'হাজরের' কলশীর মত বড়; এবং পত্র সকল হস্তির কর্ণের ন্যায় প্রশস্ত। আমি আরও সেখানে চারিটি নদী দেখিয়া, এ কোন নদী? জেব্রিয়েলকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন, এই চারি নদীর মধ্যে দুইটি নদী ঠিক স্বর্গের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; আর যে দুইটি স্বর্গের বাহির দিয়া গিয়াছে, তাহাদের একটির নাম নিল্ (নাইল), আর একটির নাম ইউফ্রেটিস্। তাহার পরে তিনি আমাকে স্বর্গের কাছারি বাড়ীতে লইয়া যাইলেন। এই বাটীতে সপ্ততি সহস্র স্বর্গীয় ভূত প্রত্যহ গমনাগমন করে। সেখানে আমার নিকটে কোন ব্যক্তি এক বাটি মদিরা, এক বাটি দুগ্ধ আর এক বাটি মধু আমাকে পান করিতে আনিয়া দিল। আমি মদিরা ও মধু ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করাতে, জেব্রিয়েল্ আমাকে বলিলেন, তোমার ও তোমার বংশের পক্ষে এ লক্ষণ শুভকরী বটে।" আরব্ দেশীয় অন্যান্য শ্রুতিকারেরা বলে যে 'যদ্যপি তুমি মদিরা পান করিত, তাহা হইলে তোমার বংশ বিপথগামী হইয়া ধ্বংশ হইত'। 'অবশেষে যখন আমি ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাকে পঞ্চাশ বার করিয়া নোমাজ (প্রার্থনা) পড়িতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে যখন আমি মুসার নিকট ফিরিয়া আইলাম এবং তাহার জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম, যে পঞ্চাশ বার কেবল নোমাজ পড়িতে আজ্ঞা হইয়াছে, তিনি আমাকে বলিলেন তুমি ইহা পারিবে? আমি শপথক্রমে বলিতেছি, যে, আমিও এ বিষয় মনুষ্যদের নিকট বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম, বিশেষে ইস্রাএল বংশদের নিকট যাথানুসারে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

অতএব এইক্ষণে তোমার প্রভুর নিকটে গিয়া তোমার বংশাবলির নিমিত্তে নোমাজের সংখ্যা কিছু ন্যূন করিয়া আন। এমতে আমি ঈশ্বরের নিকট পুনরায় যাওয়াতে তিনি চল্লিশ ঝর নোমাজ পড়িতে আজ্ঞা করিলেন। মুসা এ-কথা শুনিয়া আবার আমাকে ন্যূন করিবার নিমিত্তে যাইতে বলিলেন। পুনশ্চ আমি গিয়া ঈশ্বরের নিকট কহাতে ত্রিশ বার নোমাজ পড়িতে আজ্ঞা হইল। ইহা শুনিয়া মুসা আমাকে পুনরায় ন্যূন করিতে যাইতে বলিলেন, তাহাতে আমি গিয়া আর দশ ন্যূন করিয়া আইলাম। ইহাতেও তিনি আমার উপর অসন্তোষ হইয়া পুনরায় ন্যূন করিতে আমাকে বলিলেন। তাহাতে আমি গিয়া আর দশ ন্যূন করিয়া আনিলাম। মুসা যখন দশবার নোমাজ পড়িবার আজ্ঞা শুনিলেন, তিনি তথাচও আমার নিকট পুনরায় ন্যূন করিবার কথা উত্থাপন করিলেন। তাহাতে আমি পুনশ্চ ঈশ্বরের সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইয়া আর পাঁচ ন্যূন করিয়া আনিলাম। মুসা পাঁচ বার নোমাজ পড়িবার কথা শুনিয়াও আমাকে পুনরায় অল্প করিয়া আনিতে পরামর্শ দিলেন। তাহাতে আমি তাহাকে বলিলাম, যে, আমি এক বিষয়ের নিমিত্তে আমার প্রভুকে এতবার নিবেদন জানাইয়াছি, যে তাহাকে পুনরায় সেই বিষয় জানাইতে আমার অতিশয় লজ্জা বোধ হয়। এই বলিয়া আমি মুসার নিকট বিনয় লইয়া তথাহইতে প্রত্যাগমন করিলাম”।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

পরিণয়।

এক স্ত্রী ও এক পুরুষ উভয়ে একাঙ্গ স্বরূপ হইয়া স্ত্রী ও স্বামী সম্বন্ধ সংযুক্ত করাকে পরিণয় কহে। প্রেম, অপত্য প্রাপ্তেচ্ছা, ও সাংসারিক সুখ সম্ভোগের তৃষ্ণাপরতন্ত্র হইয়া লোকে পরিণয় সংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পরিণয় অতি গুরুতর ব্যাপার। ইহাতে যে সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয় তদ্দ্বারা অস্মদাদির যাবজ্জীবন সুখ দুঃখ নির্দ্ধারিত হয়। ইহাতে কতিপয় ভাবি জীবের জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। ইহাতে জনসমাজের উন্নতিরূপ দৃঢ় রজ্জু সংযোগ হয়। ইহাতে অশুভ ফল উৎপত্তি হইলে বিষাগ্নিপের নিকট দণ্ডনীয় হইয়া দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করিতে হয়। এই কার্য্য যেমত গুরুতর ইহার সুখও তদ্রূপ। মনুষ্যের মঙ্গলার্থেই মঙ্গলময় জগদীশ্বর এই কল্যাণকর প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতে বসুমতী পূর্ণা হইয়া পরম রমণীয় রূপ ধারণ করেন। ইহার কৌশল শক্তি প্রভাবে চিরশুষ্ক নীরস তরুবরও মঞ্জরিত হয়। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে সংসার ধাম কি নিরুপম সুখের আস্পদ হইয়াছে! যেপ্রবধি আমাদের আদি পিতা মাতা দুর্ব্বৃত্ত শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া তাহাদিগের পবিত্রময় স্বভাবকে দিদারুণ পাপরূপ পিশাচের গ্রাসে অর্পিত করিলেন সেইঅবধি ধরিত্রী দেবীর সুখরূপ নির্ঝর বলুষিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পরিণয় জনিত যে কেবল সুখ, তাহাই কবল অদ্যাপি বিশুদ্ধ থাকিয়া তাঁহার সুখ প্রবাহ ও শোভা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। বিশ্ববিরচক পরম পুরুষ সম্বন্ধীয় যে পবিত্রময় আনন্দ অন্তঃকরণে সমুদ্ভব হয়, কেবল সেই আনন্দের বিষয় দূরে রাখিয়া সকল জ্ঞানী মহাত্মারাই স্বীকার করিয়া থাকেন উদাহ উদ্ভাবিত সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, স্থির, নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ। কিন্তু এতদ্বলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, যাহারা স্ব স্ব জায়াদিগকে ইন্দ্রিয় সুখ সাধনের উপযোগী, অথবা আত্মা রক্ষার উপলক্ষ্য মাত্র বোধ করে, কিম্বা যে সকল কান্তারা স্বস্ব কান্তগণকে তদ্রূপ জ্ঞান করত বাহ্যিক বেশ ভূষার নিমিত্ত স্বার্থ পূরিত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সুখের আস্বাদন গ্রহণ করা দূরে থাকুক সত্তাও স্বীকার করে না। যে রমণী স্বীয় সুকোমল চিত্তকে নানাবিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন; যিনি অকৃত্রিম অনুরাগপরতন্ত্র হইয়া প্রাণবল্লভ কান্ত সমীপে স্বীয় পবিত্রময় হৃদয় ভাণ্ডার অবিরত আরুদ্ধ রাখেন; যিনি নিজ পতির প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকল অবগত হইয়া তাঁহাকে জীবন সর্ব্বস্ব ও অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন; যিনি নানাবিধ সুকৌশল সম্পন্ন নিয়ম প্রণালী সংস্থাপন পুরঃসর এই সংসার ধামকে শোভনতম করত আনন্দের আস্পদ করিয়া রাখেন; পরিশেষে যিনি সত্য ধর্ম্মরূপ সুধাকরের মনোহর দীধিতি সন্দর্শনে সর্ব্বদা তৃপ্তি লাভ করেন; এমত কল্যাণদায়িনী প্রণয়িনীর পতি যদি ধর্ম্মভয়ে ভীত, মার্জ্জিত বিদ্যা ভূষণে ভূষিত হন, তবে পরিণয় জনিত যে দুর্ল্লভ সুখ তাহা তাঁহারাই আস্বাদন গ্রহণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে অতুল আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। উদাহ যে এমত গুরুতর ও ইহার সুখ যে এমত দুর্ল্লভ ইহা অস্মদ্দেশীয় জনগণের হৃদয় ক্ষেত্রে কখনই উদ্ভাবিত হয় না। সুতরাং এখানে যেরূপ উদ্বাহের প্রথা প্রচলিত আছে তাহাতে সুখের লেশ থাকা দূরে থাকুক দুঃখরূপ বল্লকাকীর্ণ বৃক্ষে অনবরতই বিষম বিষ ফল ফলিত হইতেছে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি হৃষ্টপুষ্ট, কি রোগগ্রস্ত এ দেশে সকলেই পরিণয় সংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যাহারা অকাল বিকট কালের করাল গ্রাসে নিপতিত না হইয়া সময়ে দেহ লীলা সমাপন করেন তাহাদের মধ্যে এমত লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না যাহাদের উদ্বাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় নাই। সকলের দার পরিগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা অস্মদ্দেশীয় জনগণের হৃদয়ক্ষেত্রে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহা বাক্ পথাতীত। পরিণয় সুখাবহ ব্যাপার, কিন্তু পরিণামে দুঃখোৎপত্তি হইলে বিষম যন্ত্রণার বিষয় হইয়া উঠে। জগদীশ্বর মনুষ্যদিগকে ধীশক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন, পরিবেদনা সহকারে আমরা অনায়াসে ভাবিদুঃখহইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইতে পারি। অতএব প্রণয়ব্রত ব্রতী হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক মনুষ্যেরি এমত বিবেচনা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত, যে অন্যের আনুকূল্য ব্যতিরেকে সৎপথে থাকিয়া আপন অবস্থানুসারে স্বচ্ছন্দে স্বীয় পরিবার প্রতিপালনে এবং যে সকল ভাবি জীব তাহার ঔরষে জন্মগ্রহণ করিবেক তাহাদের ভরণ পোষণে ও সমুচিত শিক্ষা প্রদান সক্ষম কি না। ইংলণ্ডে ও অন্যান্য সভ্য দেশীয় লোকেরা এই বিবেচনা পথে পদার্পণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের দেশীয় লোকেরা দিগ্বিদিগ জ্ঞান শূন্য হইয়া কি না করিতেছেন? ইতরলোকের কথা দূরে থাকুক যাহারা ভদ্র শ্রেণীতে পরিগণিত, তাহাদের মধ্যে যাহাদের অন্ন চিন্তায় শরীর অবসন্ন হইতেছে; দারিদ্র দেবী যাহাদের পরিবার মধ্যে বিরাজমানা হইয়া স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন, তাহারাও ঋণ জালে নিপতিত, অথবা অন্য কোন অবৈধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক, চির-প্রার্থিত মনোরথ—বিবাহ, নিষ্পাদন করিয়া থাকে। ইহা অপামর সাধারণ সকলেই বিদিত আছেন যে কত শত পরিবার পরিণয় নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া সম্ভ্রম-চ্যুত ও দারুণ দৈন্য দশাপ্রাপ্ত হইয়া উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। স্বস্ব পরিবারের নিমিত্ত শাকান্ন আহরণ করিতে কত শত ভদ্র সন্তানের শিরস্থ ঘর্ম্মবারি পদতলে নিপাতন হইতেছে। কত শত লোক ঈদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও মনোরথ সফলে অকৃতকার্য্য হইয়া অতিবহেয় ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। কত শত লোক চৌর্য্যবৃত্তি, প্রতারণাপ্রভৃতি সাতিশয় কুৎসিত ও অবৈধ পদবীতে পদার্পণ করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছে। যে সকল বিশ্বাসঘাতক লোকেরা উৎকোচ গ্রহণদ্বারা নিজ প্রভুর ও অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াও জনসমাজে নিন্দাস্পদ না হইয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বচ্ছন্দে সংসার প্রতিপালনে অপারকতায় ঈদৃশ জঘন্য কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করে। কত শত লোক কতকগুলি কুপোষ্য পুত্র কন্যা লইয়া এমত অস্থির যে তাহা বাক্ পথাতীত। আহা! সেই সকল শিশুগণের জঠরানল আহারাভাবে অনবরতই বিদগ্ধ হইতেছে। তৈলাভাবে কেশ সকল রুক্ষ হইয়া যাইতেছে। গৃহাভাবে বিটপী তলে যামিনী অতিপাত করিতে হইতেছে। বস্ত্রাভাবে দুরন্ত শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাবে নিরবচ্ছিন্ন শরীর অবসন্ন হইয়া প্রক্ষয়ভাবে আসন্নকাল সমাসন্ন হয়। নিদাঘকালে নিদাঘকরের প্রখর করানলে সমস্ত দিবস ইতস্ততঃ পরিভ্রমণে কেবল শরীর বিদগ্ধ হয়। মুষলধারে বারিবর্ষণ হইলে সেই বারিতে অবিশ্রান্ত তাহাদের শরীর আর্দ্র হইয়া নানা রোগ উৎপত্তি করে। ঈদৃশ ক্লেশ সম্ভোগ করিতে করিতে অসহকরি জীবন ধন পলায়ন পরায়ণ হয়। যাহাদের এমত অবস্থা তাহারা বিদ্যা রসামৃত পান কখনই করিতে পারে না, সুতরাং মূর্খতা রূপ দারুণ রোগ আক্রান্ত হইয়া স্বীয় জনক জননীর যন্ত্রণানলে সহস্রগুণ বৃদ্ধি করে। স্বদেশের আবর্জ্জনারূপ গণ্য হইয়া জীবন ক্ষেপণ করিতে হয়। কোন দেশ অধিকার নাই যে তথায় যাইয়া প্রভুত্ব প্রকাশ করিবেন। এই সকল দুঃখ রাশির বিষয় চিন্তা করিলে কাহার অন্তঃকরণ না দুঃসহ দুঃখানলে বিদগ্ধ হয়? অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে যাহাদের সংসার প্রতিপালনের আশা ভরসা নাই তাহাদের পরিণয় সংস্কার নির্ব্বাহ করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। পরিবার প্রতিপালনের উপায় স্থির করিয়া যদি এ দেশের লোক বিবাহ করেন তবে তাহাদের সংসার কানন সৌভাগ্য কুসুম বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিগ আমোদিত করে, তাহাদের সন্তানগণ সমুচিত শিক্ষা পাইয়া দেশের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

ধর্ম্মোপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

“পরমেশ্বরের শাস্ত্র সিদ্ধ ও মনের পরিবর্দ্ধক এবং পরমেশ্বরের প্রমাণবাক্য অটল ও অজ্ঞানের জ্ঞানজনক। পরমেশ্বরের বিধি সকলযথার্থ ও মনের আনন্দবর্দ্ধক; এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞা নির্ম্মল ও নয়নের দীপ্তিজনক। পরমেশ্বরের সেবা পবিত্র ও চিরস্থায়ী, এবং পরমেশ্বরের রাজনীতি সত্য ও সর্ব্বাংশে ন্যায্য; এবং কাঞ্চন ও তপ্তকাঞ্চন অপেক্ষা লে ভনীয়, এবং মধু ও মৌচাকের রসহইতেও সুস্বাদু” ১৯ গীত ৭—১০। পৃথিবীর আমোদ আহ্লাদ দুঃখান্বিত অন্তঃকরণকে স্বাস্থ্য দিতে পারে না; পৃথিবীর ধন মান পীড়িত মনকে আরোগ্য করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের “তমোহর” যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্ট সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়, ইহার মাসিক মূল্য (৵) দুই আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

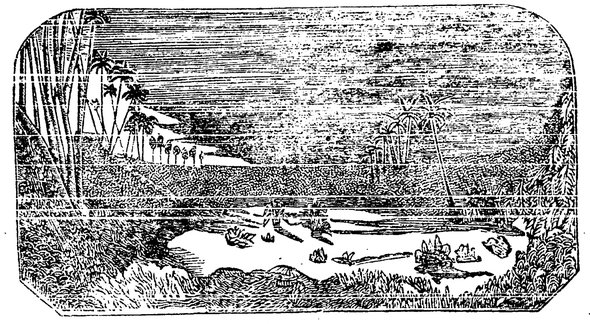

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সন্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১।১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা বৃহস্পতিবার ইং ১৫ আপ্রেল ১৮৫৮। বাং ৩ বৈশাখ ১২৬৫। [১৮ সংখ্যা।

পাক্ষিক সংবাদ।

— গোরক্ষপুরস্থ লোক সকল বিদ্রোহিতা জন্য অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। বিদ্রোহিরা আজিমগড় আক্রমণ করিয়াছে এবং জোয়ানপুরেও আইলে আসিতে পারে। কাশীবাসিরাও সর্ব্বদা সশঙ্কিত। আর কুমার সিংহ অতি ত্বরায় শাহিরাম আক্রমণ করিতে পারে। ফরক্কাবাদ, আগ্রা এবং মিরট বিদ্রোহিদলে পরিপূরিত রহিয়াছে। রোহিলখণ্ড এক্ষণে বিদ্রোহিদের হস্তে আছে এবং তথায় বহুসংখ্যক বিদ্রোহী একত্র হইয়াছে। অতএব রোহিলখণ্ডই এক্ষণে তাহাদিগের প্রধান গড়স্বরূপ হইয়াছে।

— যদি কোন বিদ্রোহী নানা সাহেবকে জীবিত ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করে তবে সে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবে এবং তাহার বিদ্রোহিতা দোষ মার্জ্জনা হইবে।

— সেনাপতি গ্রাণ্ট সাহেব রাজা জয়লাল সিংহের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া লক্ষ্ণৌয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে তিনি শত্রুপক্ষে এক সহস্র লোক নষ্ট করিয়াছেন এবং তাহাদের ১১টা কামান কাড়িয়া লইয়াছেন।

— মান্যবর ডোরিন সাহেব আগত মে মাসে বিলাতে গমন করিলে গ্রাণ্ট সাহেব কৌন্সেলের সভাপতি হইবেন এবং রিকেট্স সাহেব গ্রাণ্ট সাহেবের পদে অভিষিক্ত হইবেন।

— অবগতি হইল লুইস নামে এক সাহেব কলিকাতার চাঁদনিচকে দুই খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোককে জুতাওয়ালাদ্বারা অত্যন্ত অপমানিত হইতে দেখিয়া পুলিসে যাওয়াতে এক জন পাহারাওয়ালা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া দোষী ব্যক্তিকে কোন শাস্তি দেয় নাই। চাঁদনি জুতাওয়ালারা কি ইতর কি ভদ্র প্রায় সকলেরই প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের যাহাতে চেতনা হয় এমন শাস্তি দেওয়া পুলিসসংক্রান্ত লোকদিগের সর্ব্বতোভাবে উচিত।

— বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশার্থে ৪৬৪ জন বালক পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল। তাহার মধ্যে ৩৫৩ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। গত বৎসর ৫০০ বালকের মধ্যে ৩৩৮ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিল। অতএব এবৎসর ছয় বালকেরাই মনোযোগপূর্ব্বক পাঠাদি প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা দিতে যায় নাই, না হয় পরীক্ষকেরাই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নাদি দেওয়াতে তাহারা উত্তর দিতে অক্ষম হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা ভরসা করি আগামি বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশাকাঙ্ক্ষী এরূপ লজ্জাস্পদ হইতে হইবে না।

— আমরা দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া সমাচার দিতেছি যে বিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মুরশিদাবাদে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল; এবং যে কয়েক খানি ক্ষুদ্র বাঙ্গলা পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাতে অস্মদ্দেশের যে কিপর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা আমাদিগের পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

— অম্বিকা-কালনার নেবপাড়ায় ইতি মধ্যে অগ্নিদ্বারা অনেক ঘর দগ্ধ হওয়াতে ঐ পাড়ায় দুঃখিলোকের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে। একে দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য তাহাতে আবার এই বিপদ ঘটাতে তাহাদিগের জীবন ওষ্ঠাগত হইয়াছে।

— ব্রিগেডিয়ার শাওয়ার্শ সাহেব বা নগরে পঁহুছিয়াছেন এবং ভদুরিয়ার রাজাকে অতি ত্বরায় হস্তগত করিবেন এমন বোধ হয়। এই রাজা এবং কুরুর রাজা বা নগর আক্রমণ কালে বিদ্রোহিদিগের সাহায্য করিয়াছিল।

— লক্ষ্ণৌ ব্রিটিস হস্তগত হওনকালে অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছিল, এবং উভয় পক্ষে অনেক লোক নষ্ট হইয়াছিল।

— মৃত বিশপ উইলসন সাহেবের পদে ডাক্তার কটন্ সাহেব লার্ড বিশপ উপাধি পাইয়া অভিষিক্ত হইয়াছেন।

— লার্ড পাল্মারষ্টনের ত্যাগপত্র গ্রাহ্য হওয়াতে লার্ড ডার্বি মহারাজ্ঞী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন।

— লার্ড এলেনবরা বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি হইয়াছেন। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের বিশেষ মঙ্গল হইবার বড় সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কর্ম্ম ও পদ বিশেষে বুদ্ধি ও বিবেচনারও অনেক পরিবর্ত্তন হয়। অতএব আমরা ভরসা করি আমাদিগের কোন অনিষ্ট হইবে না।

মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা মহম্মদের জীবন পথের পথিক হইয়া যতই গমন করিতে থাকি, ততই তাহার চাতুরির চরুতা ক্রমেং চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান হইতে থাকে। তাহার এই উল্লিখিত “যামিনী যাত্রা,” মুসলমানেরা প্রকৃত পর্য্যটনই জ্ঞান করুক, অথবা তাহার স্বপ্ন কিম্বা মানসিক ক্রিয়া কলাপ বশতঃ কোন প্রকার প্রলাপই জ্ঞান করুক তাহাতে আমাদিগের কোন বিশেষ ক্ষতি নাই। চমৎকারের বিষয় এই যে, তিনি স্বয়ং এই হাস্যজনক ব্যাপার শিষ্যগণের সমীপে তদ্বৎ করিয়া উপন্যাসের ন্যায় ব্যক্ত করিতে কোন প্রকারে অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই। কতক সঙ্গত, কতক অসঙ্গত, কতক উৎকৃষ্ট, কতক নিকৃষ্ট, একত্রে মিশ্রিত করত, তাহার এতাদৃশ অলীক গল্প কল্পনা করিয়া সময়ে তাহাদের সম্মুখে জল্পনা করায় বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতে আমরা সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। এক্ষণে এইমাত্র বিবেচ্য যে, যিনি তাহার এই গল্প সত্যজ্ঞান করেন, তাহাকে মনোবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পারিপাটা শূন্য হইয়া এককালে মহম্মদের শাঠ্য জালে নিপতিত হইতে হয়; আর ভবিষ্যতে যে সকল উপদেশ তিনি প্রদান করেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তি বিরুদ্ধ ও অমূলক হইলেও ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান করত মস্তক নোয়াইয়া গ্রহণ করিতে হয়, এবং তৎ-

কালীন যদ্যপি কোন আপত্তি উপস্থিত হয়, তবে সে এই সকল বিপত্তিদিগকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া আপনিই নিবৃত্তি পায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিচ মহম্মদের "যামিনী যাত্রা" সাতিশয় সুপ্রসিদ্ধ বটে, তথাচ তাহা কোরাণের মধ্যে দুই এক স্থলে ইঙ্গিতে উল্লেখ ব্যতীত কোন স্থানেই স্পষ্ট প্রকাশ নাই। "যিনি নিশিতে স্বীয় দাসকে মেক্কা নগরের প্রতিষ্ঠিত-মন্দিরহইতে যিরুশালম নগরের পবিত্র মঠে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনিই ধন্য। আমরা তাহাকে কিছু আমাদিগের নিদর্শন দেখাইব, এনিমিত্ত অত্র বেষ্টিত স্থান সকলও পবিত্র করিয়াছি। কারণ তিনিই পরমেশ্বর যিনি সদুদয় শ্রবণ ও নিরীক্ষণ করেন। যদ্যপি প্রাচীন লোকেরা (অর্থাৎ যিহুদিরা) ইসার অলৌকিক ক্রিয়াকে প্রতারণা জ্ঞান না করিত, তাহা হইলে উক্ত ক্রিয়া নিষ্পাদন শক্তি তোমার প্রতি অর্পণ করিতে কোন প্রতিবন্ধক হইত না। যে সকল তুমি দর্শন করিলে, তাহা আমাদিগেরই কৃত এবং যে বৃক্ষ কোরাণে অভিশপ্ত তাহাও স্মরণ রাখিও।" কোরাণ। ১৭ সুরা।

মহম্মদ যখন তাহার "যামিনী যাত্রা," আল্-আখবাস্ ও অমৃহালা নাম্নী, তাহার খল্লতাতকন্যা সম্মুখে প্রথম প্রসঙ্গ করেন, তখন তাহাদিগের উভয়েরই ইহা এতাদৃশ অমূলক বোধ হইল, যে তাহারা উক্ত অবিশ্বাস্য হাস্যজনক ব্যাপার অপর সাধারণ সমীপে কথিত মহম্মদকে বিনয়পূর্ব্বক নিষেধ করিল। মহম্মদও যে তাহাদের স্তুতি, মিনতিতে সহজে সম্মতি প্রদান করেন, তাদৃশ মনুষ্য ছিলেন না। মহম্মদকে এ প্রকার বিচার, আচার, ও ক্ষীণ-শক্তি এবং হীন প্রবৃত্তি বলবতী করিতে নাভিশয় পক্ষপাতী ও আগ্রহ দেখিয়া তাহার শিষ্যেরা দলে দলে মহা কোলাহলে প্রস্থান করিতে লাগিল; এবং তাহাতে তাহার বিপক্ষেরা অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নানা প্রকার পরিহাসের সূচনা করিতে লাগিল। কিন্তু আবুবেকার প্রথমাবধি মহম্মদের প্রতি অতিশয় অকৃত্রিম প্রীতি ও তাহার বাক্যে পরক্ষে ও সমক্ষে অটল ভক্তি দর্শাইয়াছিল। মহম্মদ ঘোরতর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া এই সময়ে তাহার শিষ্যগণের ও ইতর লোকসমূহের সন্দেহ ভঞ্জন ও স্বীয় বাক্যের সত্যতা প্রামাণ্য করণ সাধনাশয়ে কোরাণের তিপ্পান্ন সুরাতে "নক্ষত্র" নামে এক প্রবন্ধ রচনা করত তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্তে ব্যক্ত করেন। "যখন ঐ 'নক্ষত্র' অস্ত হয়, তখনই তোমরা জানিও, যে তোমাদের সঙ্গী মহম্মদের কোন ভ্রম জন্মে নাই, অথবা তিনি বিপথগামী হন্ নাই, কিম্বা যাহা তিনি বলেন তাহা তাহার স্বেচ্ছাক্রমে মুখহইতে নির্গত হয়। যে ব্যক্তি স্বর্গে প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে এই সকল শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি পরাক্রমশালী ও ঐশশক্তি সম্পন্ন বটেন; একারণ তিনি যাহা বলেন তাহা ঈশ্বরদত্ত বলিয়া গণ্য ও মান্য করিও। অনন্তর তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া উপদেশ মঞ্চের নিকট প্রায় দুই তিন ধনু অন্তরে দণ্ডায়মান হওত সমুদয় বিষয় তাহার দাসকে অবগত করাইলেন। মহম্মদের অন্তঃকরণ এমত নহে, যে, যে সকল সে অবলোকন করিয়াছে, তাহা সে রূপান্তর অথবা মিথ্যা করিয়া তোমাদিগের সহিত প্রতারণা করিবে। সে তাঁহাকে আর এক সময় উৎপল ('লেত্র') বৃক্ষের নিকট দেখিয়াছিল, যাহার ওদিক অগম্য এবং যাহার সন্নিহিত সেই অনন্তের চির আবাস। যখন ঐ উৎপল বৃক্ষ, যে সকল আবশ্যক, তাহা আচ্ছন্ন করিল; তখন তাহার নেত্র কোন দিকে ফিরে নাই, অথবা অন্য পথে ধাবমান হয় নাই; বস্তুতঃ সে অনেক অনেক প্রভুর আশ্চর্য্য নিদর্শন দর্শন করিয়াছে।" কোরাণ। ৫৩ সুরা।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

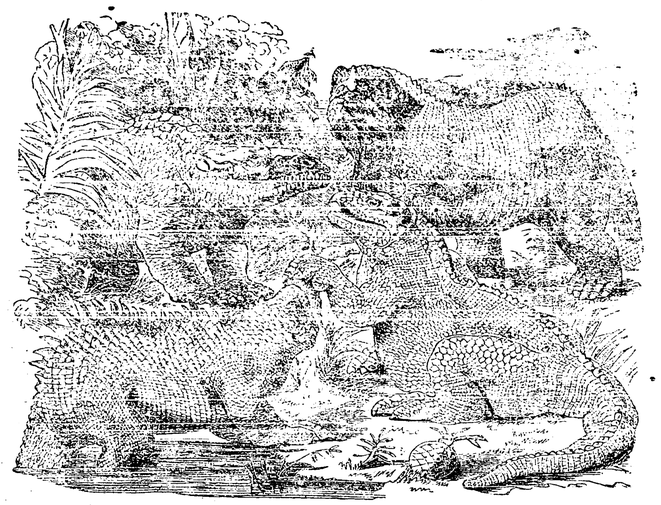

বিলুপ্ত উরগকুল।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাবে যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয়ের আবিক্রিয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে বিলুপ্ত পশুসমূহের প্রকৃতাকার নিরাকরণ করাপেক্ষা আর কিছুই অধিকতর চমৎকার বিষয় গোচর হয় না। ধরণীর তরুণাবস্থায় এরূপ অনেক প্রকার জীব জীবিত ছিল যে সেরূপ জীব এক্ষণে এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের কোন স্থানেই দৃষ্টিপথের পথিক হয় না; এবং তন্মধ্যে কতক পশুকুল এতকাল নির্ম্মূল হইয়াছে যে তখন মানবজাতির আদৌ সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যের কিছুই অসাধ্য নাই ঐ সকল বহুকালীন বিলুপ্ত পশু বংশের অস্থি অংশ সকল মেদিনীর গর্ভহইতে খনন করত বহু যত্নে সঙ্কলন এবং যথা স্থানে ও নিয়মে সংস্থাপন করণানন্তর অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর প্রকৃত পশু অবয়ব গঠন করিয়া মানবগণ আপনাদের বুদ্ধিকৌশলের চমৎকারত্বের পরিচয় প্রদর্শন, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি এবং সাধারণ জনগণের আশ্চর্য্য জ্ঞান উদ্দীপন করিতেছে। বিচক্ষণ ভূতত্ত্ববেত্তা কুবেরের পূর্ব্বে কেহই বসুন্ধরার এই অতীব গোপন কোষের অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। সেই মহাত্মা আপন অসামান্য বুদ্ধিবলে ঐ অভাব নিরাকরণ করিয়া ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার মাহাত্ম্যে বহুকালীন বিলুপ্ত পশু সকলের অস্থিমাত্র শব বাহির করেন।

মহীতল খনন করিলে পৃথক্ পৃথক্ থাকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়; সেই সকল তবক স্থির চিত্তে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কতপ্রকার জ্ঞান লব্ধ হয় তাহার আর সংখ্যা নাই। কোন তবকে পশুর অস্থি সমুদায় প্রায় অখণ্ডাবস্থায়, কোথায়ও বা মৃত শঙ্খ ঝিনুকাদির থাক, এবং কোন স্থানে আর কিছুই নাই কেবল অতিপূর্ব্বতন নিবাসিদের পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকন্তু এক স্তরে ক্ষুদ্রং ঢেউয়ের দাগ কীটদিগের গমন-চিহ্ন, রেণুপরি কর্দ্দমের নখাঘাত, বিহগ ও উরগের পদচিহ্ন, এবং বৃষ্টি-বিন্দুর এপ্রকার স্পষ্ট দাগ দেখা হইয়াছে যে তদ্দ্বারা তৎকালে কোনদিগে বায়ুর গতি ছিল তাহা সহজে বোধগম্য হয়। এই সকল চিহ্ন অটল ছাপার অক্ষরের ন্যায় এরূপ দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে যে কি ভণ্ড তর্ক কি কুসংস্কার কিছুতেই বসুমতীর পুরাগত প্রকৃত ইতিবৃত্ত বিষয়ে বিতণ্ডা করিতে পারে না। কিন্তু কেবল অস্থিমাত্র শবের অত্যল্পাংশ প্রাপ্ত হইয়া একটি জীবাকার গঠন করা যে কত দুঃসাধ্য কার্য্য এবং তাহাতে যে কত বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আবশ্যক করে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তথাচ তাহা নিষ্পন্ন হইতেছে। এমন কি, কখন কখন এক খানি অস্থিমাত্র পাইলেই তাহা কিরূপ পশুর ও সেই পশুর আকার কত বড় এবং শরীরের গঠনই বা কিপ্রকার তাহার নিরাকরণ হইতেছে। বোধ করু যদ্যপি কোন অপরিচিত পশুজাতির এক খানি কসের হাড় পাওয়া যায়, তবে দন্তের দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইবে যে সেই পশু মাংসভোজী কি উদ্ভিজ্জভোগী; যদি দশন মাংস বিদীর্ণ করিবার যোগ্য দেখা যায় তবে করতল অবশ্য তাহা ধরিবার উপযুক্ত ছিল, এবং তাহা হইলে থাবাতে বলিষ্ঠ মাংসপেশী থাকা আবশ্যক। এইরূপে সেই পশুর শরীরের সাধারণ গঠনের নির্ণয় হইতে পারে।

পৃথিবীর অতি প্রাচীন স্তরে অস্থির সম্পর্কও দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমে যত অনতিপুরাতন থাকসমূহের পরীক্ষা করা যায় ততই নানা অবয়বধারি পশু পক্ষী ইত্যাদি ও নানা জাতীয় বৃক্ষ লতাদির দেহাবশিষ্টাংশ মূর্ত্তিভেদে রাশি রাশি থাকিতে দেখা যায়। পৃথ্বীর সকল স্থানেই ঐরূপ নয়নগোচর হয় না। তাহার বিশেষ বিশেষ স্থান আছে, সেই সেই স্থানে উক্ত দেহাবশিষ্টাংশ স্তূপাকারে রহিয়াছে। যে সকল পাতরিয়া কয়লার আকর বাহির হইয়াছে ও হইতেছে এবং হইবেক সে সমুদায় এক কালে বৃক্ষাকির্ণ উদ্যান ছিল তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। এমত হইতে পারে যে সেই সকল উদ্যান কোন প্রাচীন হ্রদ বা নদী তটে স্থাপিত ছিল। পরে কালক্রমে মৃত্তিকার স্তর পরম্পরাতে সম্পূর্ণরূপে আবৃত হওয়ায় বহুকাল ভূমি মধ্যে থাকিয়া নৈসর্গিক নিয়মানুযায়ী পাতরিয়া কয়লা রূপ ধারণ করত এক্ষণে আমাদিগের সভ্যতার প্রয়োজনীয় উপাদান হইয়া উঠিয়াছে। দয়ার্দ্র বিশ্বপিতা তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করণে কত যত্নবান্ হয়েন ও তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধনার্থে যে কত উপায়ই স্থির করিয়াছেন তাহা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা নিতান্ত অসাধ্য! তিনি এপ্রকার কৌশল করিয়া নৈসর্গিক বিধান স্থাপন করিয়াছেন যে যদি এই সুবিস্তীর্ণ জগৎমধ্যে কোন একটি পরমাণু মানবজাতির উপদেশ কল্পে, বা সুখানুষ্ঠানে অচিন্তনীয় অল্প পরিমাণে সাহায্য প্রদানের যোগ্য হয় তবে তাহা এককালে বিনষ্ট হয় না। অথচ কখনই কোন পরমাণুর বিনাশ নাই। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে পাতরিয়া কয়লার উৎপত্তি বিষয়ে আমাদের দেশের লোকদিগের যেপ্রকার সংস্কার আছে তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। তাঁহারা কহিয়া থাকেন পুরাকালে মুনিগণ কোটি কোটি বৎসর যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের ঘৃত ও দগ্ধ কাষ্ঠের সংযোগে পাতরিয়া কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে পৃথিবীর সকল অংশেই পাতরিয়া কয়লার আকর বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। তবে কি মুনিরা সকল স্থানেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন? তাহা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কেননা যদি মুনিগণ যজ্ঞ করিয়া থাকেন তবে পুণ্যভূমি ভারতভূমি মধ্যেই করিয়া থাকিবেন; ইউরোপ কি আমেরিকা খণ্ডাদিতে গমন করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য ছিল, এবং তৎকালে ঐ ঐ খণ্ডে গমনাগমনের পন্থা আবিষ্ক্রিয়া হয় নাই ও উপায়ও ছিল না।

যদ্যপি আমরা কল্পনা-বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া পৃথিবীর তরুণাবস্থা নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে বিলুপ্ত পশুদিগকে জীবৎমান দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তটোপরি দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্টিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই সামুদ্রিক উরগকুল মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ সিটিওসরস্ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য বারি মধ্যহইতে তাহার প্রকাণ্ড মস্তক উত্তোলন করিতেছে। ইহার ন্যায় ভয়ানক জলচর আর নাই! ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ছয়ষষ্টি হস্ত; স্থূলত্ব, এক শত হৃষ্টপুষ্ট বলীবর্দের শরীর একত্র করিলে যত বড় হয় প্রায় তত বড়। যখন ইহা আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া বদন ব্যাদান করে তখন বোধ হয় যে কখনই ইহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। এই বিকট মূর্ত্তিধারি জলচরকে মনে করিলেই আতঙ্ক হয়, বোধ হয় প্রত্যক্ষ করিলে যথার্থই শরীরের শোণিত শুষ্ক হয়। প্লিসিওসরস্ এবং ইকথিওসরস্ নামে আর দুইটি ভয়ঙ্কর জলচর আছে। তাহারা সিটিওসরসের প্রায় সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত। অতএব তাহাদের আর পৃথক করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই।

অর্ণবতটহইতে অবতরণ করিয়া অন্য অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভূস্থিত দারুণ ভয়ানক উরগ বংশ নয়নগোচর হয়। ইহাদের মধ্যে ইস্তয়ানোডননামক এক বৃহৎ উদ্ভিজ্জ ভোজী উরগ সর্ব্ব প্রধান। ইহা এত বৃহৎ যে দুইটি অতিবড় হস্তির শরীর একত্র করিলে তত বড় হয় না। ইহারও এই শ্রেণীস্থ মিগেলাসরস্ এবং হেথিওসরস্ বর্ণরিয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত না লিখিয়া পাঠকবর্গকে উপরিস্থিত চিত্র কএকটির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিতেছি, কেননা তাহা হইলে ইহাদের আকার ও শরীরের ভাব ভঙ্গির বিশেষ পরিচয় অনায়াসেই পাইতে পারিবেন।

যখন কথিত জীব সকল জীবিত ছিল তখন এই ভূমণ্ডলের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা তাহাদের অস্থিহইতে বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। অতএব এইরূপ বহুকালীন পশু পক্ষি ইত্যাদি ও বৃক্ষ লতাদির অত্যল্প দেহাবশিষ্টাংশহইতে কত প্রকার অমূল্য জ্ঞানোপার্জ্জন হয় তাহা বাক্ পথাতীত। ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে, যে অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অশেষ জ্ঞানাকর ভূবিদ্যার অধিকারী নহেন। যদি কোন মহাত্মা ভূতত্ত্ববিষয়ে বুদ্ধি বৃত্তি সঞ্চালন করত এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষায় প্রচারিত করেন তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হয় সন্দেহ নাই ইতি।

ধর্ম্মোপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।)

পাপ বিষয়ে চেতনা পাইবার পরে আগ্রহ পাপিরা প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করে; তাহার প্রার্থনা শুষ্ক মৌখিক প্রার্থনা নয়; সে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করিয়া বলে "হে ঈশ্বর পাপিষ্ঠ যে আমি আমার প্রতি দয়া করুন।"

হে প্রিয় পাঠক, "পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমি কি করিব" তুমি কি এই প্রশ্ন কখন আপনাআপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছ? তোমার আপদ বিষয়ে কি চেতনা পাইয়াছ? ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরের বাক্য ইহা জানিয়া কি কখন সেই পবিত্র পুস্তক একান্ত মনে পাঠ করিয়াছ? ঈশ্বরের অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকটে কি কখন উপস্থিত হইয়াছ? যদি না করিয়া থাক তবে এক্ষণে পূর্ব্বকৃত পাপ সকল স্বীকার করত ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা যাচ্ঞা কর। হে হিন্দু লোকেরা তোমরা প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিয়া যিহো বা যীশুর পূজা কর; হে মুসলমান লোকেরা তোমরা মহম্মদের দীন পরিত্যাগ করিয়া প্রভু যীশুর আশ্রয় লও। "পরিত্রাণ পাইবার জন্যে আমি কি করিব"? এই আমাদের মুখ্য প্রশ্ন, অতএব এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার সদুত্তর অন্বেষণে একান্তচিত্ত হও; ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করিলেই ঐ মুখ্য প্রশ্নের উত্তর পাইতে পার; "প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে তুমি পরিত্রাণ পাইবা।"

কাকাতুয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।)

তোতাগণ প্রায় আলস্যের বশীভূত হইয়া কাল যাপন করে না। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করিয়া যখন শাখায় আরোহণ করিয়া বসিয়া থাকে, তখন শরীরের পারিপাট্য করণে নিযুক্ত হয়। কেহ চঞ্চুদ্বারা অপরের গাত্রহইতে প্রাচীন ও ভঙ্গ ও বিশ্রী পক্ষ সকল উৎপাটন করে, কেহ বা পরস্পর গাত্র কণ্ডুয়নে নিযুক্ত হয় এবং কেহ বা অন্যান্যের গাত্রমার্জ্জনে চঞ্চু নিযুক্ত করে। রজনীতে অনেকে একত্র হইয়া নিদ্রা যায়, বিশেষতঃ কোন জাতীয় তোতারা একপদে শাখা অবলম্বন করত মাথা ঝুলাইয়া নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রিত হইয়া রাত্রি যাপন করে। প্রতিপালিত হইলে তোতারা প্রতিপক্ষের অতিশয় বশীভূত হয়। প্রায় সকল প্রকার তোতাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হীরামন, কাকাতুয়াপ্রভৃতি কয়েক জাতিকে তোতাপ্রধান বলিতে হয়। হীরামন অতি প্রসিদ্ধ তোতা, তাহার সর্ব্বাঙ্গ হরিতবর্ণ, কিন্তু পক্ষদ্বয়ের নিম্ন পৃষ্ঠে রক্তবর্ণ, ও ক্ষুদ্র পুচ্ছের অগ্রভাগে পীতবর্ণের ঈষৎ আভা দেখিতে পাওয়া যায়। শাদা, হরিদ্রা, ও গোলাবী এই তিন বর্ণের কাকাতুয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের মস্তকোপরি একং চূড়া থাকে ও ঐ চূড়া অবনত ও উন্নত হয়।

গ্রীশ দেশীয় লোকেরা সর্ব্বাগ্রে এই তোতা পক্ষি প্রাপ্ত হয় এবং তোতাগণের মেধা ও অভ্যাসিক শক্তিতে অতিশয় সন্তুষ্ট ও চমৎকৃত হইয়া রোম রাজ্যপ্রভৃতি নানা স্থানে উৎকৃষ্ট উপঢৌকনরূপে প্রেরণ করে। কথিত আছে, যে রোম দেশীয় সীজরনামক সম্রাট অতিশয় স্তবের বশীভূত ছিলেন এবং তোতাগণকে শিখাইয়া তাহাদিগের প্রমুখাৎ স্তবমালা শ্রবণ করিতেন সুতরাং তোতাগণ সীজর সম্রাটের স্তুতিপাঠক ছিল।

অতএব হে পাঠকগণ! তোমরা যত্ন করিয়া তোতাগণদ্বারা পরমেশ্বরের গুণানুবাদ শ্রবণ কর তাহা হইলে এই বিশেষ উপকার হইবে যে সময় বিশেষে ঐ কৃতঘ্ন ও সুবুদ্ধি শিষ্যেরা তোমাদিগকে ঈশ্বরের নাম শুনাইবে ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসাগীত গান করিয়া নাস্তিকমণ্ডলীকে পরাভব করিবে।

মনঃপরিবর্ত্তন।

"তোমরা মন ফিরাও, এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর।" মার্ক ১।। ১৫।

আমাদের ধন্য ত্রাণকর্ত্তা এই কথা কহিয়াছিলেন। তুমি আমি এবং আমাদের ন্যায় সকল পাপিদের প্রতি প্রভু কহিতেছেন মন ফিরাও এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর; আমরা স্বভাবতঃ দরিদ্র ও দোষী অতএব মনঃপরিবর্ত্তন না হইলে আমাদের পরিত্রাণ কোন ক্রমেই হইতে পারে না। মনঃ পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে? খ্রীষ্টের আত্মা মনুষ্যদের অন্তঃকরণে যখন আপন কর্ম্ম প্রকাশ করেন, যখন সেই পবিত্র আত্মা মনুষ্যদিগকে পাপ বিষয়ে চেতনা দেন, পাপের দোষ ও মন্দতার বিশেষ জ্ঞান যখন মনুষ্যেরা পায়; যখন মনুষ্যেরা পাপকে ঘৃণা করিয়া পাপ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে; এবং যখন মনুষ্যেরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লয়; তখন জানিতে পারা যায় যে তাহাদের মনঃ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

আমরা পাপী হইলেও যে এপর্য্যন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হই নাই এই আশ্চর্য্য; কিন্তু অনুতাপ কর, তবে আর নরকে যাইতে হইবে না। পাপিষ্ঠ মনুষ্যদের পরিবর্ত্তে প্রভু যীশু যাহা করিয়াছেন ও যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন শুদ্ধ তাহাতে বিশ্বাস করিলেই মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়। হে আমার সহ পাপী! তুমি কি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে সম্পূর্ণরূপে ভরসা করিতে ইচ্ছা কর? তাঁহার পুণ্যদ্বারা কি তুমি পুণ্যবান্ গণিত হইতে চাহ?

পাপহেতুক যে আমরা শাস্তির উপযুক্ত পাত্র হইয়াছি, ইহা অনুতাপি পাপি লোকেরা জানিয়াছে; ঈশ্বরের কোপানল আমাদের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত আছে; পাপের ক্ষমা হইবে অথবা পাপের শাস্তি হইবে, এই দুয়ের এক অবশ্যই ঘটিবে, অথবা যদি আমরা প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করি, তবে পাপের ক্ষমা হইবে, যদি না করি তবে দণ্ড হইবে। আমরা নিজ কর্ম্মদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি না, সুতরাং শুদ্ধ ঈশ্বরের অনুগ্রহেতেই আমাদের পরিত্রাণ হয়।

যাহারা পাপবিষয়ক চেতনা পাইয়া আপনাকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবগত করিয়াছে তাহারা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক পরিত্রাণকর্ত্তার সমাচার শুনে। "যাহা হারাণ ছিল, তাহার পরিত্রাণ করিতে মনুষ্য পুত্র আসিয়াছেন"। মথি ১৮।। ১১। এই সুসমাচারের সার; পাপিষ্ঠ, দোষী, পাপারণ্যে হারাণ জগতের প্রতি এই মহানন্দজনক সুসমাচার; তাহার নিগূঢ় কথা এই; "এই কথা বিশ্বনমনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়, খ্রীষ্ট যীশু পাপিদের পরিত্রাণ করিতে জগতে আসিয়াছেন"। ১ তিমথিয় ১।। ১৫। মনুষ্যদের পাপের দেনা পরিশোধ করিবার নিমিত্তে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন; এবং খ্রীষ্ট এই নামধারী হইয়া তিনি দুই প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া এই অবনীমণ্ডলে তেত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন; তিনি ঈশ্বর এবং মনুষ্য; "অতএব যাহারা তাঁহাদ্বারা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাদিগকে তিনি শেষপর্য্যন্ত পরিত্রাণ করিতে সমর্থ আছেন, কারণ তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করণার্থে তিনি সতত জীবৎ থাকেন"। ইব্রীয় ৭।।

২৫। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপহইতে পরিষ্কার করে, এবং ধর্ম্মপুস্তকে সেই রক্তের বিষয় ঈশ্বরের রক্তরূপে ব্যাখ্যা আছে। প্রেরিতদের ক্রিয়া। ২০॥ ২৮। পাপমোচনের নিমিত্তে সেই অবতীর্ণ ঈশ্বরের বহুমূল্য ও গুণাকর রক্ত পাতিত হইয়াছিল। হে দুরাচারী পাপী। তোমার পাপ তোমার মস্তকের কেশ অথবা সমুদ্রের বালী অপেক্ষা বহুসংখ্যক হইলেও সে পাপের মার্জ্জনা হইতে পারে; ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন "তোমাদের পাপ রক্তবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, ও সিন্দুর বর্ণের ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষ লোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে"। যিশায়িয় ১।১৮। "তথাপি আমি, আমিই আপনার নিমিত্তে তোমার অধর্ম্ম মার্জ্জনা করি ও তোমার পাপ মনে করি না"। যিশায়িয় ৪৩॥ ২৫।

সুসমাচারে বিশ্বাস কর; প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয় ঈশ্বরের বাক্যে যাহা লেখা আছে তাহা অসন্দিগ্ধচিত্তে প্রত্যয় কর; পাপিদের পরিত্রাণ করিতে যীশুর সামর্থ্য আছে, এবং পাপিদিগকে উদ্ধার করিতে যীশু ইচ্ছুকও আছেন, কিন্তু আমি দীনহীন দুরাচারী, পাপিদের মধ্যে অগ্রগণ্য; পাপ সাগরে ভাসিতেছি; পাপারণ্যে ভ্রমিতেছি; পাপমদে উন্মাদ হইয়াছি; পাপান্ন ভোজন করিতেছি; পাপ জল পান করিতেছি; পাপকেলীতে ক্রীড়া করিতেছি; তবে উপায় কি করি; প্রভু কি এমন পাষণ্ডকে গ্রাহ্য করিবেন? হাঁ তোমার তাবৎ পাপ তিনি মার্জ্জনা করিবেন; তোমার মন তিনি শুদ্ধ করিবেন। ঈশ্বরের আজ্ঞা এই, যে তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস কর"। ১ যোহন ৩॥ ২৩। ঈশ্বরের অঙ্গীকার দৃঢ়রূপে প্রত্যয় কর, তিনি যাহা কহিয়াছেন তাহা অবশ্যই সিদ্ধ করিবেন।

হে প্রিয় পাঠক! মন ফিরাও এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর; মঙ্গল সমাচার এই যে "ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম করিলেন, যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে দান করিলেন; যেন তাহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়"। যোহন ৩।১৬। "খ্রীষ্টেতে থাকিয়া ঈশ্বর আপনার সহিত জগজ্জনের সম্মিলনকারী হইলেন, তাহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণণা করেন না"। ২ করিন্থীয় ৫॥১৯।

হিন্দি ভাষা ও হিন্দি সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

উপক্রমণিকা।

হিন্দি ভাষার অবান্তর ভেদ যদিও নানা প্রকার বটে তথাচ আপাততঃ দ্বিবিধ মাত্র, যথা হিন্দি ও হিন্দুস্থানী। হিন্দি ভাষার অধিকাংশ সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ এবং ইহা দেবনাগর অক্ষরে লিখিত হয়, কিন্তু হিন্দুস্থানী ভাষার মধ্যে অধিকাংশ আরবী ও পারসী শব্দ ও ইহা আরবী অথবা পারসী অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে, ইহার আর এক নাম উর্দ্দু, কিন্তু অধুনা আমাদিগের হিন্দি ভাষার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

হিন্দি ভাষা যে কোন্ সময়ে আরম্ভ হয় তাহা স্থির করা অতি কঠিন, ফলতঃ ইহা অতি প্রাচীন ভাষা, বোধ হয় কলিযুগ আরম্ভ হইলে কিছু দিন পরেই হিন্দি ভাষারও আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এরূপ কিম্বদন্তি আছে বেতাল ভট্ট আদি হিন্দি কবি, যাদৃশ সংস্কৃত ভাষায় বাল্মীকি অথবা বাঙ্গলা ভাষায় কৃত্তিবাস পণ্ডিত। তিনি নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন। ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা কথোপকথনে প্রচলিত আছে তন্মধ্যে হিন্দি ভাষা বিশেষ প্রবল, ইহা অত্যন্ত মধুর এবং ললিত অথচ ইহাতে অভিপ্রায় সকল উত্তমরূপে ব্যক্ত করা যায়। প্রয়াগ অবধি বৃন্দাবনপর্য্যন্ত যে দেশ তাহার নাম অন্তর্ব্বেদ। হিন্দুস্থানী লোকেরা তাহাকে কবিভূম বলিয়া থাকেন, যেহেতু অধিকাংশ কবিরা এই স্থানের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন*। এই দেশের ভাষার নাম অন্তর্ব্বেদী। হিন্দি ভাষার বিস্তর রূপান্তর, কিন্তু বারম্বার উক্ত করিয়াছি এক মূল সংস্কৃতহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কাপ্তেন টমসন অনধিক বিংশতি প্রকার যে সংস্কৃত মূলক ভারতবর্ষীয় দেশ ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ হিন্দির† রূপান্তর সভা বিলাসপ্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুরাকালে সর্ব্বদেশেই কবিতার সহিত সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় ইহার ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা হিন্দুদিগের সামবেদ ও নারদ পুরাণ সঙ্গীতময়, গ্রীসদেশের মাইনস নামে পণ্ডিত বীণাযন্ত্র সহকারে আপনার ব্যবস্থার উপদেশ করিতেন‡। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের কবিরা প্রথমাবস্থায় গীত রচনা করিতেন। কি পণ্ডিত কি মূর্খ কি সভ্য কি অসভ্য কি পুরুষ কি স্ত্রী সঙ্গীত সকল লোকের স্বাভাবিক চিত্তরঞ্জক হয়। কবিরা সঙ্গীত সহকারে যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, সাধারণ লোকে তাহাই পরমানন্দে গান করিয়া চিত্তের বিনোদ জন্মাইত। এই সকল গীত ভিন্ন ভিন্ন ভাবেতে রচিত হইত। কেহ কেহ বীরদিগের যশোগান করিতেন, কেহ কেহ উপাস্য দেবতার ভজনার গীত প্রস্তুত করিতেন কেহ বা নায়ক নায়িকাঘটিত গান করিতেন, এইরূপে যাঁহার যে বিষয়ে চিত্তবৃত্তি প্রবল তিনি সেই বিষয়ে গান প্রস্তুত করিতেন। ভারতবর্ষস্থ কবিদিগের সঙ্গীতের প্রতি যে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল হিন্দি গীতসমূহ তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুরদাস নামে যে গীত প্রস্তুত করেন তাহার নাম বিষ্ণুবাদ তুলসী প্রভৃতি গীতের নাম ভজন করেন কবির কৃত গীতের উপাধি রেক্তা এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন কবিগণকর্ত্তৃক গীত সকল প্রস্তুত হইয়াছে। সুরদাস হিন্দি কবিদিগের মধ্যে সম্রাট;‖ তিনি (১,০০,০০০) এক লক্ষ পদ রচনা করেন, ও বিষ্ণুপদের বিধাতা বলা যায় অতএব তাহার বিষয়ে অধুনা কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।)

সুরসাগর।

সুর নামে তিন ব্যক্তি আবির্ভাব করিয়াছিলেন§ প্রথম সুর প্রসিদ্ধ অন্ধ কবি তাঁহার অপর নাম বিল্বমঙ্গল এবং তৎ প্রণীত পদাবলী সুরসাগর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় সুর অপর কবি, তিনি সুরশ্যাম নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তৃতীয় সুর সুরদ্বিজ আকবর বাদশাহের নাএব ছিলেন। প্রকৃত ইতিহাসের অবিকল অবয়ব এদেশে প্রায় কোন কালেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না সকল বৃত্তান্তই অলৌকিক প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ, তদনুসারে অন্ধ কবি সুরদাসের বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই লিখিত হইল।

সুরদাস ব্রাহ্মণের সন্তান বালককালে বিদ্যাভ্যাস করেন নাই, বিশেষতঃ অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিলেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতেন তাহার সমীপে এক নদী ছিল, সেই নদীর পরপারে চিন্তামণি নামে এক বারাঙ্গনা বাস করিত। সুরদাস তাহার প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ দিবস উপস্থিত হইলে তিনি সে দিন নিয়মিত সময়ে প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই এবং তদ্বিরহ অসহিষ্ণুপ্রযুক্ত গভীর রাত্রিতে গৃহহইতে প্রস্থান করিলেন। একেতো তমিস্রা রজনী আবার মুষল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে সুদ্ধ ক্ষণপ্রভার প্রভাবে ক্ষণে২ পুরোবর্ত্তী পথ দৃষ্টি হইতেছিল। তটিনী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাহার প্রবাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং পার হওয়া দুরূহ হইলেও তিনি তন্নিমিত্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইলেন। দৈবযোগে একটা শব ভাষিয়া যাইতেছিল, সুরদাস কামান্ধপ্রযুক্ত তাহাকে কদলী বৃক্ষ বোধে অবলম্বনপূর্ব্বক সন্তরণদ্বারা পরপারে অবতরণ করিলেন পশ্চাৎ বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, চিন্তামণি তাঁহার আগমন অনবধারণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, অধিকন্তু সে দিন বড় দুর্দ্দিন, সুতরাং সুরদাসের চিৎকার তাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। প্রাচীর বিবরে এক ভুজঙ্গ প্রবেশ করিতেছিল, অর্দ্ধাঙ্গ প্রবিষ্ট সেই সর্প কামান্ধ কবির দৃষ্টি পথে পতিত হইলে তিনি রজ্জুভ্রমে অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাচীরের উপরে উঠিলেন। সর্প জাতির স্বভাব এই যে তাহাদিগের শরীরের কিয়দংশ বিবর মধ্যে সত্বে বহির্দিগের অঙ্গ আকর্ষণ করিলে প্রাণত্যাগ করে কিন্তু নির্গত হয় না। তদনন্তর লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বাটীর ভিতরে পড়িয়া অবিরত পরক্ষেপে দ্বারে আঘাত করিলেন। বেশ্যা দ্বার মুক্ত পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া অদ্ভুত জ্ঞান করিল, কিঞ্চিৎ বিলম্বে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি প্রকারে বাটীর ভিতরে উপস্থিত হইলে? সুরদাস কহিলেন প্রাচীরে রজ্জু ছিল তিনি তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক আসিয়াছেন, বেশ্যা কহিল তাহা আমি দেখিতে চাই, পশ্চাৎ প্রদীপ ধরিয়া দেখিল যে প্রাপ্ত পঞ্চত্ব ভুজঙ্গ লম্বমান ঝুলিতেছে। তাঁহার শরীরে অত্যন্ত দুর্গন্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি প্রকারে নদীপার হইলে? তিনি কহিলেন কদলী বৃক্ষাবলম্বন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বেশ্যা তাঁহার সহিত নদীতীরে গমনপূর্ব্বক দেখিল যে কদলী বৃক্ষ নহে কিন্তু দুর্গন্ধ শব, তখন তাঁহাকে কহিল যে তোমার আমার প্রতি এত প্রসক্তি যে শবকে কদলী বৃক্ষ ও সর্পকে রজ্জু ভ্রমে ভাগ্যক্রমে বিষম সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ, কিন্তু আমি এক সামান্যা বেশ্যামাত্র তুমি যদি জগদীশ্বরের প্রতি এরূপ প্রেম করিতে তাহা হইলে তোমার কত কল্যাণ হইত। সেই কথায় সুরদাসের মনে এরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল যে তদবধি তিনি বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক পরম তপস্বী হইলেন। যে পুরুষ প্রথমে পাপপ্রযুক্ত তাপযুক্ত হইয়া পরিশেষে ধর্ম্মাচরণ করে পণ্ডিতেরা তাহাকে অনুশায়ি কহেন, সুরদাস সেই শ্রেণীস্থ লোক, ফলে পরে তিনি অতি মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

* এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কবি জন্মে কোন মনুষ্যকে হিন্দু লোকেরা সবিনয় বাক্যদ্বারা উক্ত করিয়াছে।

† Preface to his Hindee Dictionary.

‡ Strabo, lib. 10.

‖ সুর সুবজ তুলসী শশি উডুগণ কেশবদাস।
অবকে কবি খদ্যোত সম যাঁহা তাঁহা করহি প্রকাশ॥

§ তিন সুরমে বড়ে সুরসাগর যো কিন্হো।
কিতিক কুরু কবি সুর সুর হু কো দুগ দিন্হো॥
বিল্বমঙ্গল দুগ দোষ দেখ সুচের ফোরেও।
সুর বানায় কৃষ্ণ সুজস সাগরে মন বোরেও॥
প্রথম সুর সংকল্প মতি কছু রহি যো বাকি।
সরশ্যাম পদ দেহি অন্তে তেহি কবি বেবাকি॥
এক সুর হরিদাস যো ভও মেষানে।
বৃন্দা বিপিন হিতাত্র এক পদ দিও না জানে॥

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পঁহুছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্ট সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয় ইহার মাসিক মূল্য (৶) দুই আনা এবং অগ্রি মদ্বার্ষিক মূল্য (১১) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

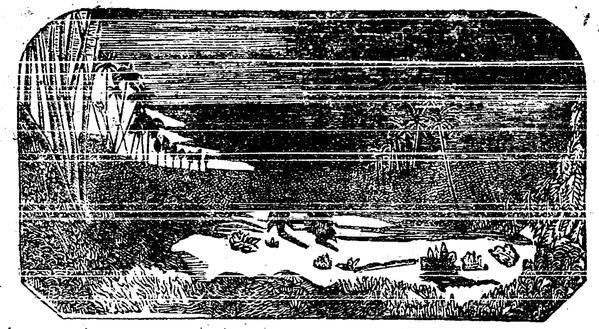

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং মুমুন্মনংসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সম্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১॥ ১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, শনিবার ইং ১ মে ১৮৫৮। বাং ১৯ বৈশাখ ১২৬৫। [১৯ সংখ্যা।

খ্রীষ্টিয়ান পোলিশ।

কএক মাস গত হইল নদীয়া জেলার খ্রীষ্টিয়ানেরা দেশ রক্ষা করণাভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট সৈন্যদলভুক্ত হইবার মানস প্রকাশ করিয়াছিল, তৎকালে গবর্ণমেণ্ট হিন্দু এবং মোসলমানদের ভয়প্রযুক্তই হউক অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ খ্রীষ্টিয়ানদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন নাই। খ্রীষ্টিয়ানদের আবেদন অগ্রাহ্য করণহেতু গবর্ণমেণ্ট বিলাতে কিপর্য্যন্ত অপমানিত এবং নিন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। এই প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদিগকে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে অত্যন্ত যত্নশীল হইয়াছেন। অবগতি হইল বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে কত জন রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে পরম আহ্লাদের বিষয় এই যে হুগলীর মাজিষ্ট্রেট সুবিখ্যাত ও পরম হিতৈষী হজসন প্রাট সাহেব সম্প্রতি এক শত এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদিগকে পোলিশের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। অল্প দিবস গত হইল আমরা চুঁচুড়ায় গিয়া উক্ত খ্রীষ্টিয়ান-নগর-রক্ষক-সেনাদল দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছিলাম। সিপাহী অথবা গোরা সৈন্যের ন্যায় তাহারা রণ-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে এবং সকলের প্রীতিভাজন হইতেছে। হিন্দু এবং মোসলমানদের অপেক্ষা তাহারা অধিকতর বিশ্বাসী এবং কর্ম্মক্ষম হইবে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে এক লক্ষের অধিক খ্রীষ্টিয়ান আছে, তাহাদের মধ্যে চল্লিশ সহস্র লোক অনায়াসে রণ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি শ্রীযুত হজসন প্রাট সাহেবের অনুবর্ত্তী হয়েন তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টিয়ান সৈন্যদল হইয়া উঠে, হিন্দু বা মোসলমান সিপাহীদের প্রয়োজন থাকে না, দেশের মঙ্গল হয়, এবং বিদ্রোহিতার আর ভয় থাকে না।

বিধবাদিগের ফণ্ড।

আমাদের পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে প্রায় এক বৎসর গত হইল এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদের বিধবাদিগের উপকারার্থে ফণ্ড সংস্থাপনবিষয়ক এক প্রবন্ধ আমরা এই পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। নানাবিধ কারণপ্রযুক্ত কলিকাতার মিশনরি সমাজ উক্ত বিষয়ে এত দিন বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে পারেন নাই; কিন্তু এক্ষণে আমাদের পাঠকদিগকে আহ্লাদপূর্ব্বক জানাইতেছি যে উক্ত শুভকর্ম্ম শীঘ্র সুসম্পন্ন হইবার সুলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। গত মাসের মিশনরি সমাজের বৈঠকে পাদরি লাক্রোয়া সাহেব এবং পার্কর সাহেব উপর লিখিত বিষয় প্রস্তাব করাতে, সামাজিক পাদরিসমূহের এই প্রতিজ্ঞা স্থির হইল, যে বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদের বিধবাদিগের উপকারার্থে এক ফণ্ড আশু সংস্থাপন করা বিধেয়। অতএব খ্রীষ্টিয়ান ভ্রাতৃগণের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, যাঁহারা উক্ত ফণ্ডে নাম স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আপনাদের অভিলাষ শীঘ্র প্রকাশ করুন, এবং কোন পাদরি সাহেবদ্বারা মিশনরি সমাজে নাম প্রেরণ করুন; আর আমাদের নিকট প্রেরণ করিলে সানন্দে এই পত্রিকায় নাম প্রকটন করিব। সম্প্রতি আমরা ৩৯ জনের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি; ঐ সকল নাম নিম্নে প্রকটিত হইল:—

১। শ্রীবিষ্ণু চরণ চট্টোপাধ্যায়।
২। শ্রীলালচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
৩। শ্রীবিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী।
৪। শ্রীনন্দলাল মিত্র।
৫। শ্রীকৃষ্ণলাল মুন্সি।
৬। শ্রীব্রজকুমার ঘোষ।
৭। শ্রীগোপাল চন্দ্র লাহা।
৮। শ্রীরাধাকান্ত দত্ত।
৯। শ্রীনবকুমার ঘোষ।
১০। শ্রীশ্যামলাল ঘোষ।
১১। শ্রীপ্রিয়লাল নাথ।
১২। শ্রীঅনঙ্গমোহন মিত্র।
১৩। শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
১৪। শ্রীসূর্য্যকুমার ঘোষ।
১৫। শ্রীরামচন্দ্র ডাক্তর।
১৬। শ্রীপদ্মলোচন দত্ত।
১৭। শ্রীবেণীমাধব কর।
১৮। শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র।
১৯। শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।
২০। শ্রীকাশীনাথ দত্ত।
২১। শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২২। শ্রীশ্যামচন্দ্র নাথ।
২৩। শ্রীলালচাঁদ নাথ।
২৪। শ্রীগিরিশচন্দ্র নাথ।
২৫। শ্রীনীলমণি বিশ্বাস।
২৬। শ্রীগুলজার সাহা।
২৭। শ্রীখিরু সাহা।
২৮। শ্রীলালজী।
২৯। শ্রীমহম্মদ হোসেন।
৩০। শ্রীসিমুয়েল পীরবক্স।
৩১। শ্রীবেনযামিন।
৩২। শ্রীব্রজনাথ পাল।
৩৩। শ্রীকানাই সরদার।
৩৪। শ্রীযুষফ সাহা।
৩৫। শ্রীযুষফ মণ্ডল।
৩৬। শ্রীজগমোহন নস্কর।
৩৭। শ্রীপীতাম্বর পাল।
৩৮। শ্রীপিতর দাস।
৩৯। শ্রীপাউল সাহা।

মিশনরি সাহেবেরা কেমন লোক?

কেবল অজ্ঞান অবিবেচক লোকেরা মিশনরি সাহেবদের নিন্দা করিয়া থাকে, জ্ঞানবান বিবেচক ব্যক্তি তাঁহাদের সর্ব্বদা প্রশংসাই করিয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় মান্যবর পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভাস্কর সম্পাদক ১০ এপ্রেল দিবসের পত্রিকায় মিশনরি সাহেবদের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমাদরপূর্ব্বক আমরা নিম্নে প্রকটন করিলাম:—

"এতদ্দেশীয় লোকেরদের এক ভ্রম আছে. এই ভ্রমক্রমেই মিশনরি সাহেবদিগের প্রতি সন্দেহ করেন. অনেকে কহেন মিশনরি সাহেবেরা কোন ব্যক্তিকে খ্রীষ্টিয়ান করিলেই অধিক টাকা পান, গবর্ণমেণ্ট প্রতিজন খ্রীষ্টিয়ান প্রতি মিশনরি সাহেবদিগকে সহস্র টাকা পারিতোষিক দেন। এই ভ্রমক্রমে প্রায় সকলেই বলেন মিশনরিগণ অর্থ লোভে খ্রীষ্টিয়ান করেন, মিশনরিদিগের প্রতি এই অপবাদ উত্থাপিত হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ান করণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন সম্পর্কই নাই, গবর্ণমেণ্ট মিশনরিদিগের কোন উপকার করেন না, মিশনরিরা দেশের ভিক্ষা করিয়া খ্রীষ্টিয়ান শিষ্যগণকে প্রতিপালন করেন, তাঁহারা অনাথগণের আশ্রয় স্থান হইয়াছেন, যাহারদিগের বান্ধব নাই মিশনরি সাহেবেরাই তাহারদিগের বান্ধব হন, পিতা মাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া তাহারদিগকে প্রতিপালন করেন, 'মিশনরি সাহেবেরা ধর্ম্ম প্রচার জন্য দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহারদিগের আহার পরিচ্ছদাদি অতি সামান্য রূপ দেখা যায়, মিশনরি সাহেবদিগের পরিবারাদির কোন সুখ নাই, স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্মার্থে পৃথিবীস্থ সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারদিগের ব্যবহার দেখিলে দয়া হয়। অতএব মিশনরিরা যে অর্থ লোভে খ্রীষ্টিয়ান করেন এতদ্দেশীয় লোকেরা এ ভ্রম পরিত্যাগ করুন, নির্দ্দোষিদিগের উপর দোষারোপ করণে কেবল দ্বেষ প্রকাশ হয়, অনর্থক দ্বেষ প্রকাশে লাভ কি?"

পাক্ষিক সংবাদ।

— আজিমগড় সম্প্রতি ইংরাজদের হস্তগত হইয়াছে। গত মাসের ৫ই দিবসে লর্ড মার্কার সাহেব কাশীইহতে কতকগুলি সেনা লইয়া আজিমগড়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিপাহীরা ইহা দেখিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে কিন্তু অবশেষে পরাভূত হয়।

— ১১ই এপ্রেলে স্যর ই লগার্ড সাহেব সিপাহীদের সহিত জোয়ানপুরে যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের দুইটা কামান কাড়িয়া লন। ১৫ই তারিখে সিপাহীরা জোয়ানপুর ছাড়িয়া গোরক্ষপুরাভিমুখে গমন করে। সিপাহীরা অত্যন্ত শীঘ্র গমন করে, তাহাদিগকে ধরা সুকঠিন।

— ২রা এপ্রেলে ঝান্সিতে তুমুল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তথায় নানা সাহেবের এক ভাই (২০,০০০) বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত বীরত্ব এবং সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে স্যর হিউ রোজ সাহেবদ্বারা পরাস্ত হইয়াছিলেন। ঝান্সি নগর ইংরাজদের অধিকার হইয়াছে, তথাকার রাণী (২,০০০) দুই সহস্র লোক লইয়া কল্পীনগর দিকে গমন করিয়াছেন; শুনিতে পাইতেছি যে কল্পী নগরে আর (১২,০০০) দ্বাদশ সহস্র বিদ্রোহী উপস্থিত আছে।

— অবগতি হইল ঝান্সি নগর লণ্ডন কালীন (৩,০০০) তিন সহস্র বিদ্রোহি সিপাহীদের প্রাণহত্যা হয়।

— অনেক সিপাহীরা রহিলখণ্ড প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছে, তথাহইতে এমন কিছু সংবাদ আইসে নাই।

— নানা সাহেবের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আজিমগড়ের যুদ্ধে পরলোক গমন করে, তন্নিমিত্তে কেহ২ বলিতেছেন যে তিনি বনে পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে বিশ্বাস হয় না।

— আমার এক দাদা সাহেব উপস্থিত হইয়াছেন, কল্পীনগরে যে গোয়ালিয়র বিদ্রোহী সেনাদল আছে তাহাদের তিনি সেনাপতি। দাদা আর কি করিবেন?

— মহারাজা জঙ্গ বাহাদুর সম্প্রতি গবর্ণর জেনরল লর্ড কানিং বাহাদুরের সহিত আলাহাবাদে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, দুই বাহাদুরে কি কথোপকথন করিয়াছিলেন বলা যায় না।

— মেজর জেনরল ইংলিস সাহেব যিনি লক্ষ্ণৌ নগর রক্ষা করিয়াছিলেন তিনি সম্প্রতি বিলাত গমন করিয়াছেন।

— শুনা যাইতেছে যে সিপাহীদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে ইংরাজ বাহাদুর "কেপ" হইতে ১১০০ কাফ্রি আনিতেছেন।

— অবগতি হইল যে মহারাজা জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার স্বদেশ শীঘ্র গমন করিবেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যসামন্ত রাখিয়া যাইবেন।

— শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে পার্শিয়া দেশের রাজার সহিত ইংরাজ বাহাদুরের আবার যুদ্ধ হইলে হইতে পারে।

— আরবদেশের এদেননামক নগরে একটা সাংঘাতিক রোগ সম্প্রতি নরে, সেই পল্লির উদরের ভিতর নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকল পাওয়া গিয়াছিল:— ১১টা চামচ, একখান ছুরী, এবং একটা অঙ্গুরীয়। কি আশ্চর্য্য!

— কেহ২ বলিতেছেন যে এড্মনষ্টোন সাহেব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইবেন, এবং তাঁহার ফরেণ সেক্রেটারির কার্য্য ডি এফ মেকলিয়ড সাহেব নির্ব্বাহ করিবেন।

— ৩রা এপ্রেলে মণ্টগমেরী সাহেব অযোধ্যার চিফ কমিস্যনর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং ফর্সিত সাহেব তাঁহার সেক্রেটরি হইয়াছেন।

— গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে ব্যক্তি নানা সাহেবকে ধরিয়া দিবে সে (১,০০,০০০) এক লক্ষ টাকা পাইবে, যে ব্যক্তি মৌলবি আমেদ উল্লাসাকে ধরিয়া দিবে সে (৫০,০০০) পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা পাইবে, আর যে ব্যক্তি জগদীশপুরের কুমার সিংহকে ধরিয়া দিবে সে ব্যক্তি (২৫,০০০) পঞ্চ বিংশতি সহস্র টাকা পাইবে।

— আসাম প্রদেশের নিকট এক অসভ্য জাতি বাস করে তাহাদের নাম আবোর, তাহারা সম্প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেছে।

— এক ইংরাজী রমণী বয়ঃক্রম অনুমান ১৭ বৎসর কাণপুরের যুদ্ধের সময় এক জন সিপাহীর হস্তে পতিতা হইয়াছিলেন; সেই সিপাহী তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ, ফরেক্কাবাদ, দিল্লী এবং পুনর্ব্বার লক্ষ্ণৌ নগরে লইয়া গিয়াছিল। যখন লক্ষ্ণৌ ইংরাজদের হস্তগত হয়, তখন ঐ সিপাহী উক্ত স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দেয়; সম্প্রতি তিনি আলাহাবাদে আসিয়া পৌঁছছিয়াছেন, এবং ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছেন।

— "কাপ্তেন ডি, এস, রিচার্ডসন সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত" নামে আমরা একখানি নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত কাপ্তেন সাহেব এখনপর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার জীবনের শেষ হয় নাই, তবে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত কেন? রিচার্ডসন সাহেব এতদ্দেশে বহুকাল অধ্যাপকের কর্ম্ম করিতেছিলেন, এবং স্বদেশীয় অনেকানেক যুবকগণকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু উপদেশদ্বারা তিনি আমাদের দেশের উপকার করিয়াছেন কি অপকার করিয়াছেন তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না, বোধ হয় অপকারই করিয়াছেন। ফলতঃ পুস্তক খানি উত্তম ভাষায় লেখা হইয়াছে।

— টেক চাঁদ ঠাকুর প্রণীত আলালের ঘরের দুলাল নামে এক নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তক অত্যন্ত কোমল ভাষায় লেখা হইয়াছে, এবং তাহাতে গল্পছলে অনেক সদুপদেশ আছে। টেক চাঁদ ঠাকুর কাল্পনিক নাম মাত্র; কলিকাতার সর্ব্বসাধারণ পুস্তকালয়ের সম্পাদক শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয় উক্ত নাম ধারণ করিয়াছেন।

— শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকর্ত্তৃক প্রণীত "মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে; ঐ পুস্তকে অনেক কঠিন শব্দ আছে।

— চট্টোপাধ্যায় মিত্র এণ্ড কোম্পানির কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুত বাবু বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী জলসংস্কারদ্বারা সম্প্রতি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; অধিকা কালনার পাদরি খ্রীযুত রেবরেণ্ড লাল বিহারী দে মহাশয়ের দ্বারা তিনি বাপ্তাইজিত হয়েন।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয় সমানুকুলেষু।

সম্পাদক মহাশয়!

বিজ্ঞানমিহিরোদয়নামক পত্রিকাতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে কএকটি আপত্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার একটির উত্তর দিতে প্রবর্ত্ত হইলাম, মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া তাহার লিপি প্রমাদ ও অন্যান্য ভ্রম ভ্রান্তি সংশোধন করুন, এবং তৎপরে যদি উপযুক্ত বোধ হয় তবে আপনকার জগদ্বিখ্যাত পত্রের পার্শ্বে স্থান দানে চিরবাধিত করিতে আজ্ঞা হউক।

প্রথমতঃ, কৃতাঞ্জলিপুটে মিহিরোদয় সম্পাদক মহাশয়শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি যে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কতকগুলি কুশ্রাব্য কটূক্তি ত্যাগ করুন। আমাদের ধন্য উপাস্য ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে "মেরিডিথ" ইত্যাদি অভিধানে আখ্যাত করাতে তো তর্কের পারিপাট্য বর্দ্ধন হয় না, তবে কেন এমন অসঙ্গত কথা লিপিবদ্ধ করেন?

দ্বিতীয়তঃ, আমি স্বীকার করিতেছি যে মিহিরোদয় সম্পাদক মহাশয়ের লিপি নৈপুণ্যহেতুক তিনি তাবৎ গুণগ্রাহক সদ্বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠার পাত্র হইবার উপযুক্ত; তাঁহার নিকটে যে আমি লেখনী ধারণ করিয়া উঠি আমি এমন উপযুক্ত নহি; লেখনী যোজনা বিষয়ে আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া নিবেদন করি, যে আমার লেখার ভুল ভ্রান্তি পরিহারপূর্ব্বক সুদ্ধ যুক্তির প্রতি মনোনিবেশ করুন; মিহিরোদয় পাঠকবর্গের মধ্যে এক জনও যদি সেই যুক্তিকে সদ্যুক্তি বলিয়া গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলেই আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিব।

মিহিরোদয় সম্পাদক মহাশয়, ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকর্ত্তৃক নিষ্পাদিত প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে আপত্তি করেন; আমাদের উপাস্য প্রভু "লোকের পরলোক দুঃখ মোচন করণার্থ পৃথিবীতে অবতরণ করত যীহুদিদিগের হস্তে ক্রুশের তাড়া নিহত হইয়া পৃথিবীর ব্যক্তিব্যহের পাপের দণ্ডের পরিবর্ত্তে স্বয়ং যাতনা স্বীকার করিয়াছেন," সম্পাদক মহাশয়ের বিবেচনায় এই এক "পরম কৌতুক"।

উত্তর। পার্থিব ব্যাপারে অনুক্ষণই এই ঘটনা নয়নপথের পথিক হইতেছে, যে এক জনের ক্লেশ ও যন্ত্রণা সম্পাদনদ্বারা অন্য অনেকের মঙ্গল হইতেছে; এক জনের মধ্যস্থলীতে অনেকেরই সন্তাপহরণ হইতেছে; এক জন শেলাঘাত খাইয়া অপর বহু জনকে শিব প্রদান করিতেছে। খ্রীষ্টের কলঙ্কের বিষয় একবার মনে করুন, সেই মহানুভব বিজ্ঞ কুলতিলক যে আমেরিকা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কতই ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন; কতবারই যে তাঁহার আশা নৈরাশ হইল, তাঁহার উদ্যোগ ভঙ্গ হইল, তাঁহার উত্তেজনা নিষ্ফল হইল, তাঁহার আবিষ্কারানুরাগী চিত্ত শিথিল করিবার নিমিত্তে শত্রুপক্ষের লোকেরা চেষ্টা পাইল, এই সমস্ত বিষয় পাঠ করিলে কাহার নয়নহইতে জল ধারা বহিতে না থাকে? আবার তাঁহার অভিপ্রেত আবিষ্ক্রিয়া উপলক্ষে যে কি জঘন্য আয়োজন হইয়াছিল, ভগ্ন তরি লইয়া তাঁহাকে সমুদ্র যাত্রা আরম্ভ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার নাবিকেরা এক সময়ে একপরামর্শ হইয়া তাঁহাকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিবার মন্ত্রণা করিয়াছিল; ঝড়দ্বারাও তাঁহার বহুবিধ ক্লেশ হইয়াছিল; ইত্যাদি সকল প্রকার ক্লেশ সম্বরণপূর্ব্বক তিনি আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন; কলম্বসের ক্লেশদ্বারা আমেরিকা মহাদ্বীপ প্রকাশ হয় এবং তদ্দ্বারা তাৎকালিক ও আধুনিক ও সাম্প্রতিক আপামর সাধারণ সকল জনগণেরই উপকার হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবেক; অতএব বলি যে এক জনের ক্লেশে ও যন্ত্রণাতে সহস্র লোকের মঙ্গল হয়।

জন হাউয়ার্ড, যিনি হাউয়ার্ড দি ফিলান্থ্রপিষ্ট *(Howard the Philanthropist)* অর্থাৎ মনুষ্য যীহইতে হাউয়ার্ড এই বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি যে ইউরোপের কারা সকলের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে ও কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নতি করিবার নিমিত্তে কিপর্য্যন্ত কায়িক ও মানসিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার চরিত্ত উপাখ্যান পাঠ করিলেই বিলক্ষণ অবগতি হইতে পারে। জন হাউয়ার্ডের ক্লেশহেতুক কোটির দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্তাপহরণ হইয়া গিয়াছে। কোন এক পর্ব্বতের গড়ান স্থান দিয়া এক জন বালক নীচে পড়িতেছে, তাহার এমন ক্ষমতা নাই যে সে আপনা-আপনি রক্ষা করে, এমন সময় যদি কোন করুণাবিষ্ট লোক আপন প্রাণ সংশয় স্বীকার করিয়াও সেই বালককে বাঁচায়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এই স্থলে এক জনের মধ্যস্থালীতে অপরের সন্তাপহরণ হইল। সমুদ্রে মহাবেগে বায়ু আসিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ সকল পর্ব্বতাকার উল্লোলন করিলে ও মহাঝড় বৃষ্টি ও মেঘনাদ কালে জাহাজ সকল মহা বিপদে আচ্ছন্ন হয়, এমন সময়ে অনেক বার এমনও ঘটিয়াছে যে সুদ্ধ এক জন নাবিকের সাহস ও ক্লেশ সহ্য করণহেতুক জাহাজের সমস্ত আরোহী ও কর্ণধারদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। সুদ্ধ আর একটি মাত্র উদাহরণ আহরণ করিয়া নিরস্ত হইব। বিদ্রোহি সিপাহীরা যখন প্রথমতঃ বিদ্রোহিতা বিষ পান করে, তখন সে বিষের বলে কিঞ্চিৎ কাল প্রবল হইয়া আস্ফালন করিয়াছিল; কোন মহাত্মা ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ দেখিলেন যে সত্য সত্যই পাষণ্ডেরা এক প্রদেশ অধিকার করিয়াছে, ঐ দেশ-হিতৈষী উদারচরিত পুরুষ মনেং ভাবিলেন যে যদি পাষণ্ডেরা বারুদখানার ভিতরে প্রবেশ করে তবে তো অনেক লোককে নষ্ট করিবে ও অনেক হানি করিবে। অতএব তিনি মনে স্থির করিলেন যাহাতে সিপাহীরা বারুদ না পায় এমন উপায় আমি করিব, এতদভিপ্রায়ে তিনি স্বয়ং বারুদখানাতে প্রবেশ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিবামাত্র বারুদ সকল উড়িয়া গেল ও তাঁহার প্রাণও নষ্ট হইল, এই স্থলেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এক ব্যক্তির শ্লাঘাতে অথবা বারুদ সহকারে প্রাণ দণ্ড হইলে বহু জনের মঙ্গল হয়।

পৃথিবীতে যে পাপ আছে ইহা বোধ করি

মিহিরোদয় সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করিবেন, আর আমিও পাপী, সম্পাদক মহাশয়ও পাপী আমাদের চরিত্রের অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত অবয়ব গাম্ভীর্য্য পুরঃসর নিরীক্ষণ করিলেই অব্যক্ত থাকিবেক না; যে আপনাকে সমস্তরূপে জানে সে কখনই এমত কথা বলিবে না যে "আমি পাপি নহি"; আমাদের পাপ নাই, এমন কথা যদি বলি তবে আপনারাই আপনাদিগকে ভুলাই, এবং আমাদিগের অন্তরে সত্যতা নাই। যদি পাপ করিয়াছি, তবে দণ্ডেরও উপযুক্ত পাত্র হইয়াছি, উপায় কি? শাস্তি ব্যতিরেকে পাপ দূর হইতে পারে না. যদি সেই শাস্তি বিধান আমাদের নিজের উপর হয়, তবে আমরা মারা যাই কিন্তু যাহাতে পাপিরাও মারা না পড়ে অথচ পাপেরও উপযুক্ত দণ্ড হয় করুণা নিধান পরমেশ্বর এমন এক উপায় করিয়াছেন, অর্থাৎ আমাদের প্রতিনিধি ও মধ্যস্থ আমাদের পরিবর্ত্তে শাস্তি ভোগ করিয়াছেন।—ইহাতে মিহিরোদয় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "ধান খাবেন কৃষ্ণ দাস কড়ি গুনিবেন নিধিরাম" ইহার ন্যায় একের পাপ অন্যের ভোগ করিতে পারা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না।—ইহার সিদ্ধান্ত আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি, একের পাপের জন্যে অপর জনে ভোগ করিতেছে, আবার একের সুবুদ্ধিহেতু অন্যের দুর্বুদ্ধির প্রতিষন্ধু হইতেছে, আবার ঔষধ সেবন করিলে স্তনপায়ী পুত্রের রোগের প্রতিকার হইতেছে। পার্থিব সকল বিষয়ই পরম কৌশলকারি পরম কারুণিক পরম পিতার অনুষ্ঠানে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তবে পার্থিব অনুষ্ঠানে যদি সেই পরম পিতা পারিবর্ত্তিক সোপান গ্রাহ করেন তবে পারমার্থিক বিষয়েও সেই প্রকার পারিবর্ত্তিক সোপান যে তিনি নিজে অনুষ্ঠান করিয়া দিয়াছেন, ও তদবলম্বনকারিদিগকে যে গ্রাহ্য করিবেন ইহাতে বিচিত্র কি? যদি মধ্যস্থের দ্বারা পাপ মোচনহেতুক খ্রীষ্টধর্ম্ম অগ্রাহ্য করা বিধেয় হয়, তবে সে বিধায় মধ্যস্থ দ্বারা সন্তাপহরণ, মধ্যস্থদ্বারা লজ্জা নিবারণ, মধ্যস্থদ্বারা প্রাণ বিতরণহেতুক ও প্রাকৃতিক স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্মও অগ্রাহ্য হইতে পারে। যে ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যের মধ্যস্থালীদ্বারাই মনুষ্যের অশেষ প্রকার উপকার করিতেছেন, সেই ঈশ্বরই নরাকারধারী ঈশ্বরাবতারের মধ্যস্থালীতে মনুষ্যকে পাপপাশহইতে মুক্ত করিয়া নিত্য সুখধামে যাইবার উপায় করিয়াছেন।

আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি সম্পূর্ণরূপে এই বিষয়টি বুঝিতে পারি না, কেহই পারে না, ইহা মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত; মিহিরোদয় সম্পাদক মহাশয় অবশ্যই বলিতে পারেন যে "যদি পরমেশ্বর নিত্য সুখময় প্রকৃতি হন তবে ক্রুশাঘাতাদিদ্বারা তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অর্থাৎ দুঃখ ভোগ কখনই হইতে পারে না"। আমিও স্বীকার করিতেছি যে ঈশ্বর প্রকৃতিতে দুঃখ ভোগ সম্ভব না, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর প্রকৃতি ও মনুষ্য প্রকৃতি, (পাপ ছাড়া, আর সকল বিষয়েই যীশু প্রকৃত মনুষ্য ছিলেন) এ উভয় মিলিত ছিল, এবং এই মিলনহেতুকে তাঁহার দৈহিক ক্লেশের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে; সমস্ত পৃথিবীর লোকেরা চিরকাল নরকে থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করিলে যে প্রকার দণ্ড বিধান হত, তাঁহার ত্রয়স্ত্রিংশৎ কাল ব্যাপক যন্ত্রণাতে সেইরূপ দণ্ড বিধান হইয়াছে। একা বাঙ্গীয় শকটে, কত সহস্র গো শকট ও অশ্বের কর্ম্ম করিতেছে; একা বাষ্পীয় কলে কত সহস্র তন্তুবায়ের কর্ম্ম করিতেছে, একা ছাপাকলে কত সহস্র কেরাণির কর্ম্ম করিতেছে; তদ্রূপ আমাদের ধন্য ত্রাণকর্ত্তা একা হইয়াও তাঁহার উপাসকদিগের সমস্ত ভার সহ্য করিয়াছেন।

শং।

মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মেক্কানগরে মহম্মদের প্রতিপক্ষকুল সম্প্রতি এতাদৃশ ছলস্থূল ও দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল, যে তিনি তাহাদিগকে অতিশয় পরাক্রান্ত দেখিয়া মহাব্যাকুল ও ভয়াক্রান্ত হইলেন। কিয়দ্দিবস মধ্যে সেখানেনামক জনেক সম্ভ্রান্ত লোক মেদিনানগরহইতে তিন্নগর জন শিষ্য ও অন্যান্য বহু সঙ্খ্যক লোক সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিলে পর, মহম্মদ অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক তাহার শরণাগত হইলেন। এই সকল মনুষ্যেরা তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ও প্রাণপণে সকল বিপদহইতে, তাহাদের স্ত্রী, পুত্রের মত, মুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইল, এবং তাহাকেও অঙ্গিকার করাইল যে, তিনি তাহাদিগকে কোন কারণে পরিত্যাগ না করেন। মহম্মদ কহিলেন, "এইক্ষণে আমরা পরস্পর কোন বিষয়ে আনুকুল্য করিতে ত্রুটি করিব না; তোমাদের রক্ত আমার স্বীয় শোণিত স্বরূপ জ্ঞান করিব; তোমাদের ধ্বংসে আমার ধ্বংস নিশ্চয় জানিও; আমি এইহইতে তোমাদের পরম বন্ধু ও তোমাদের বিপক্ষের পরম শত্রু হইলাম; তাহাতে আমরা পরস্পরের ধন, প্রাণ, ও মান রক্ষা করিতে সকলেই উৎসুক হইব"। মহম্মদের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিষ্যেরা বলিল, "যদ্যপি আমরা তোমার কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে প্রাণ দান করি তবে অবশেষে আমাদের কি উপলব্ধি হইবে"? মহম্মদ কহিলেন, "যদ্যপি তোমরা আমার কার্য্যে প্রাণপর্য্যন্ত দিতে উদ্যত হও, তবে চরমে পরম ফল যে স্বর্গ তাহা তোমাদের লাভ হইবে, ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্টতর ফল তোমরা পাইতে ইচ্ছা কর"? শিষ্যগণের মহম্মদের এই কথাতে, এক সম্মত পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বস্ব নাম সকলে স্বাক্ষর করিল। এই সকল অনুষ্ঠানের পর, মহম্মদ তাহাদিগকে মেক্কানগর ত্যাগ করিয়া, মেদিনানগরে গমন করিতে পরামর্শ দিলেন; আর তিনি স্বয়ং আবুবেকার ও আলি, এই তিন জনে ঈশ্বরের আদেশ প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া মেক্কানগরে রহিলেন। মহম্মদের বিপক্ষেরা এই সকল সন্ধিধর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কুপিত হইল, এবং যাহাতে তিনি মেদিনাতে না পলায়ন করিতে পারেন, এমত নানাপ্রকার আয়োজন করিতে লাগিল। অনন্তর এক রাত্রিতে তাহারা সকলে সভারূঢ় হইয়া ধার্য্য করিল, যে মেক্কানগরের প্রত্যেক গোষ্ঠির এক এক জন মহম্মদকে মারিতে বিশেষরূপে যত্নবান হইবে। সভা ভঙ্গ হইলে পর তাহারা সকলে গিয়া মহম্মদের শয়নাগার বেষ্টন করত সমস্ত যামিনী জাগ্রত রহিল। এখানে মহম্মদ ইতিপূর্ব্বে তাহাদের মন্ত্রণা জানিতে পারিয়াছিলেন। স্বীয় শয্যায় তিনি আলিকে আপনার সবুজবর্ণ কুর্ত্তি পরিধান করাইয়া শয়ন করিতে বলিলেন এবং ইত্যবসরে তিনিও আবুবেকারের গৃহে উত্তীর্ণ হইলেন। পরে, নিশি অবসান হইলে প্রাতঃকালে যখন তাহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া মহম্মদকে অন্বেষণ করিতে যায়, তখন সমুদয় চাতুরি প্রকাশ হইল। তদনন্তর মহম্মদ আবুবেকারের গৃহহইতে মেক্কানগরের ঈশানকোণ স্থিত থরনামক এক পৈন গহ্বরে তিন দিবস লুকাইয়া থাকেন। এই স্থানে আবুবেকার মহম্মদকে বলিলেন, "আমাদিগকে এই নগর কাননে দুই জনে থাকিতে হইল"। মহম্মদ বলিলেন "তুমি বৃথা আক্ষেপ কর কেন, আমাদের সঙ্গে আর এক তৃতীয় ব্যক্তি (স্বয়ং ঈশ্বর) আছেন, তিনি আমাদিগকে সকল বিপদহইতে উদ্ধার করিবেন"। এই কথোপকথনানন্তর তাহারা উভয়ে ঐ পর্ব্বতের মধ্যস্থিত কোন বাঁকা পথ দিয়া মেদিনানগরের সমীপবর্ত্তি হইলেন। উক্ত

নগরের অনভিদূরে প্রায় পঞ্চাশৎ জন নগরবাসি অগ্রসর হইয়া, মহম্মদকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল। এই স্থানহইতে তাহা সমারোহপূর্ব্বক এক মহম্মদ উষ্ট্রোপরি আরোহণ করত মেদিনানগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন; তাঁহার শিষ্যেরা কেহ বা রাজদণ্ডের চিহ্ন স্বরূপ এক পত্র নির্ম্মিত ছত্রদণ্ড পয়গম্বরের শিরোপরি ধারণ করিল; কেহ বা জয়ধ্বনি করত অগ্রে দৌড়িতে লাগিল। এই প্রকার মহম্মদ মেদিনাবাসিগণকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া, অহিক ও পারত্রিকের ত্রাণকর্ত্তার ন্যায় গৃহীত হইলেন। এই ঘটনাকে আরবী ভাষায় "হেজিরা" (পলায়ন) বলে; একারণ হেজিরানামক এক শক বলিয়া আরব্ দেশীয় লোকদের মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে; এবং তাহারা স্বদেশীয় যাবদীয় বিবরণ ঐ শক সহকারে গণনা করিয়া থাকে। খ্রীষ্টিয় শকের সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় বৎসরের হেজিরা আরম্ভ হয়।

মহম্মদ মেদিনাতে পৌঁছিবামাত্রেই, যাহাতে ঐ নগরের অনুশীলন হয় এমত নানাপ্রকার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; আর সর্ব্বসাধারণের ঈশ্বর উপাসনার নিমিত্তে এক মসিদ স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি এআসা নাম্নী আবুবেকারের নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই উদ্বাহ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইলে পর, তিনি স্বহৃদের মূল বঞ্চিত করণাশয়ে, ফতিমা নাম্নী স্বীয় কন্যার আলির সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই উভয় পরিণয়ে যথোচিত সমারোহ হইয়াছিল। মেদিনাবাসি ও তাহার অনুসঙ্গিদের সহিত পরস্পরের মধ্যে প্রীতিরূপ বীজের উন্নতির নিমিত্তে, তিনি নানাপ্রকার কৌশল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়হইতে তিনি "কেব্‌লা" (যে দিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িতে হয়) পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আদিতে কেব্‌লার কোন নিরাকরণ ছিল না; পরে যীহুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তে যিরূশালম নগরাভিমুখে সকলে নমাজ পড়িত। এইক্ষণে মহম্মদ শিষ্যদিগকে মেক্কাপানে মুখ করিয়া নমাজ পড়িতে আজ্ঞা দিলেন। অপিচ এই বৎসরে তিনি "রামাজান" মাসেতে এক সুপ্রসিদ্ধ বার্ষিক পর্ব্বস্থাপন করেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

ধর্ম্মোপদেশ।

এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়, খ্রীষ্ট যীশু পাপিদের পরিত্রাণ করিতে জগতে আসিয়াছেন। ১ তিমথিয় ১।।১৫।

এই সুসমাচারের সার। যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বর; তিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। "স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য বা অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কিম্বা রাজকর্ত্তৃত্ব হউক, কিম্বা প্রভুত্ব হউক, কিম্বা পরাক্রম হউক, সকলই তাঁহাকর্ত্তৃক ও তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে"। কলসীয় ১।।১৬। "আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং সেই বাক্য ঈশ্বর। তিনি আদিতে ঈশ্বরের সহিত ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক সকল বস্তু সৃষ্ট হইল, এবং তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে একটি বস্তুও তাঁহা ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয় নাই। তিনি জীবনের আকর, ও সেই জীবন মনুষ্যগণের দীপ স্বরূপ। ঐ দীপ অন্ধকার মধ্যে জ্বলে, কিন্তু অন্ধকার তাঁহাকে গ্রাহ্য করে নাই"। যোহন ১।।১—৫। ঐ বাক্য মনুষ্যাবতার হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়াছেন এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিয়াছি, সেই মহিমা পিতার নিকটহইতে আগত অদ্বিতীয় পুত্রের উপযুক্ত, এবং অনুগ্রহে ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ। যোহন ১।। ১৪।

আমরা ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছি এবং তাঁহার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছি। তিনি যদি আমাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায়ের ত্রুটি কিছুমাত্র হইত না; বরং প্রকৃত বিচারমতে আমরা ঘোরতর দণ্ডের উপযুক্ত; যে হ্রদ অগ্নি ও গন্ধকেতে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত আছে আমরা সেই হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রেম! ঈশ্বর মনুষ্যদেহে সুপ্রকাশ হইয়াছিলেন; ঈশ্বর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর কি জন্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? পাপিদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যে। তিনি কিপ্রকারে পরিত্রাণ সিদ্ধ করিলেন? পাপিদের নিমিত্তে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন; পাপিদের দণ্ড তিনি নিজ শরীরে বৃক্ষোপরে ভোগ করিলেন, এবং আপন রক্তদ্বারা তিনি তাবৎ পাপিলোকদিগকে ধৌত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের এই আশ্চর্য্য প্রেমের বিষয় কি কখন আমি ধ্যান করি? আমি মহাপাপী; পাপেতে আমার জন্ম হইয়াছে; সুতরাং অনন্তকালীন নরক যন্ত্রণার উপযুক্ত; কিন্তু ধন্য পরমেশ্বরের নাম! যে যীশু খ্রীষ্ট পাপিদের উদ্ধার করিবার নিমিত্তে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমিই প্রধান পাপী, এবং আমার ন্যায় লোকদিগকেও প্রভু অগ্রাহ্য করিবেন না! আমাকে মুক্তি দিতে কি আমি কখন প্রভুকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিয়াছি? আমি বিশ্বাস করি যে আমি দীনহীন নরাধম পাপী? আমি কি পাপ বিষয়ে চেতনা পাইয়া পাপের নিমিত্তে খেদিত আছি? আমি কি জানি যে যদ্যপি খ্রীষ্ট আমার পরিত্রাণ না করেন, তাহা হইলে আমি চিরকাল নরকে থাকিব?

কি পরিতাপের বিষয়! অনেক লোক পরিত্রাণের জন্যে যীশুর কাছে যায় না; অনেকে আত্মার মঙ্গলের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা করে না; যীশু খ্রীষ্ট পাপিদের নিমিত্তে যাহা২ করিয়াছেন সে বিষয়ে অনেকেই অমনোযোগী। কিন্তু আমি কি এই বিষয়ে মনোযোগী আছি? আমি কি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত যীশুর বিষয় ধ্যান করিতেছি? আমার তাবৎ ভরসা কি এই বিস্ময়নীয় কথার উপরে গ্রথিত আছে? খ্রীষ্ট যীশু পাপিদের উদ্ধারের নিমিত্তে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই কথাটি বিশ্বসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়; আমি কি এই বিস্ময়নীয় কথার উপরে প্রত্যয় করিতেছি?

আমি পাপী, পাপিদের মধ্যে অগ্রগণ্য প্রধান পাপী, তথাপি যে পাপ করিয়াছি তাহাহইতে পরিত্রাণ পাইব, ও যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবার উপযুক্ত হইয়াছি তাহাহইতে নিষ্কৃতি পাইব। যীশু আমার পরিবর্ত্তে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন; কি সান্ত্বনার কথা। এই সান্ত্বনার বাক্যে যেন আমরা সকলেই নির্ভর দিই। পাপের নিমিত্তে খেদ প্রকাশ করিয়া যদি যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি ও তাঁহাতে প্রত্যাশা করি তবে আমার আর ভয় নাই।

পবিত্র আত্মা যেন যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আমাকে ক্ষমতা দেন। প্রিয়তম যীশু যদি অবতীর্ণ হইয়া আমার পরিত্রাণ না করিতেন তবে পামর দীনহীন নিরাশ্রয় দুর্ভাগ্য দরিদ্র পাপি যে আমি, আমি কি করিতাম। যীশু আমার ত্রাণকর্ত্তা, তিনি আমাকে আহ্বান করিতেছেন "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক আমার নিকটে আইস, আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব।" মথি ১১।।২৮। একচিত্তে আমার এই মঙ্গল সমাচারের অভ্যর্থনা করা উচিত; হর্ষমনে এই ধন্বন্তরি সেবন করা উচিত; কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে এই রত্নাকরে আশ্রয় লওয়া উচিত।

পাপিদের পরিত্রাণের নিমিত্তে যীশু জগতে আসিয়াছিলেন; নিশ্চয় এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়; এই সুসমাচার সকলকার গ্রহণ করা উচিত। সকলেই পাপ করিয়াছে এবং সকলকারই পরিত্রাণের আবশ্যক, এইহেতুক সকলকারই প্রভু যীশুর নিকটে আসা উচিত। যাহারা আপন হারাণ অবস্থাটের পাইয়াছে সেই যীশুর নিকটে আইসুক; তিনি প্রধান প্রধানদিগকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন। হে প্রভো! অনুগ্রহপূর্ব্বক আপন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে প্রেরণ করুন; তিনি আসিয়া যেন আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে সামর্থ্য দেন এবং বিশ্বাস করিয়া যেন আমরা পরিত্রাণ পাই।

ধর্ম্ম গীত।

হে করুণাময়, দিয়ে পদাশ্রয়,
কাতরে তার ত্বরা করি।
আমি পতিত পামর, গতিবিহীন নর,
কলুষ সাগরে ডুবে মরি।।

আছি ভুলিয়ে হে তোমায়, বিমোহিত মায়ায়,
পড়েছি ঘোর দায় কিসে তরি।
আকাশে ঢাকে দেখা, আছে নাহিক রেখা,
সমুখে ভয়ঙ্করী সর্ব্বরী।।

কোথা, হে যীশু কর্ণধার, কর আমারে পার,
দিয়ে হে আপনার চরণ তরি।
অন্যে সাগর পারে, কেবা লইতে পারে,
তোমাবই বল আর কারে ধরি।।

২ গীত।

তাঁহার মহিমা বল কে বলিতে পারে।
কিবা সুর কিবা নর সর্ব্ব জন বলি হারে।।
শিশুগণে সযতনে, বিভু বিশ্ব নিকেতনে!
পরম আনন্দ মনে, ডাক না তাঁহারে।
সাধু জন সন্নিধানে, সদা তাঁর গুণগানে,
প্রাপ্ত হয়ে পরিত্রাণে, তরিবি সংসারে।।

লণ্ডননগর।

ইংলণ্ড দেশের রাজধানী লণ্ডননগর দীর্ঘে পাঁচ ক্রোশ প্রস্থে সাড়ে তিন ক্রোশ; তাহাতে ৩,২৪,৬১১ গৃহ আছে, এবং ঐ গৃহসমূহতে ২৩,৬১,৮৪০ লোক বাস করে।

লণ্ডননগরে ১০৯৪ ধর্ম্মমন্দির, ৫০০০ সাধারণ গৃহ এবং ১৫টা নাট্যশালা আছে।

লণ্ডননগরের সাম্বৎসরিক মালগুজারী ১৭,১৮,৬৫,০৮০৲ টাকা।

লণ্ডননগরে ২৩,৫১৭ সৌচিক অর্থাৎ দরজী, ২৮,৫৭২ চর্ম্মকার, এবং ২,৫৭৪ ডাক্তর আছে।

লণ্ডননগরে ৩৬,০০০ চোর আছে, ২৩,০০০ মাতাল এবং ৮০,০০০ বেশ্যা!

লণ্ডননগরে দরিদ্রলোকদের উপকারার্থে প্রতি বৎসর দুই ক্রোর টাকা বয় হয়।

লণ্ডননগরবাসি লোকদের ভোজনোপলক্ষে ২,৪০,০০০ গাভী, ২৮,০০০ গোবৎস, ১৭,০০,০০০ মেষ এবং ৩৫,০০০ শূকর শাবক প্রতি বৎসর হত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পৌঁছিবে।

শ্রীরামপুরের "ভয়োহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্‌ট্ সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য (৵) দুই আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে ভূতত্বং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১।। ১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, শনিবার ইং ১৫ মে ১৮৫৮। বাং ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫। [২০ সংখ্যা।

পাক্ষিক সংবাদ।

—২৬এ মার্চ ডিস্‌রেলি সাহেব ইংলণ্ডের হাউস্ অফ কমানস সমাজে এই প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষ শাসনার্থে বিলাতে এক সভা সংস্থাপিত হইবে এবং সেই সভাতে ১৮ জন ব্যক্তির অধিক থাকিবে না। উক্ত ১৮ জনের মধ্যে ৯ জন মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী আপনি নিযুক্ত করিবেন, তন্মধ্যে প্রথম মেম্বর (অর্থাৎ সভাস্থ জন) এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দশ বৎসর রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন; দ্বিতীয় মেম্বর এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি বঙ্গদেশে দশ বৎসর সিবিল কর্ম্ম করিয়াছেন; তৃতীয় মেম্বর এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি বোম্বাই প্রদেশে দশ বৎসর সিবিল কর্ম্ম করিয়াছেন; চতুর্থ মেম্বর এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি মান্দ্রাজ প্রদেশে দশ বৎসর সিবিল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন; পঞ্চম মেম্বর এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি দশ বৎসর রাজকীয় কর্ম্ম করিয়াছেন এবং পাঁচ বৎসর বাণিজ্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন; ষষ্ঠ মেম্বর এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি মহারাণীর ভারতবর্ষীয় সেনাদল মধ্যে পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন; সপ্তম, অষ্টম এবং নবম মেম্বর এমন ব্যক্তিরা হইবেন যাঁহারা বঙ্গদেশ, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের সেনাদলে দশ২ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন। এই ৯ জন মেম্বর মহারাণীদ্বারা নিযুক্ত হইবেন আর ৯ জনের মধ্যে ৪ জন মেম্বর ভারতবর্ষের সৈন্য দল, নাবিক দল, সিবিল দল এবং দশ সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজধারী মহোদয়গণদ্বারা নিযুক্ত হইবে; ঐ ৪ জন মেম্বরেরা এমন ব্যক্তি হইবেন যাঁহারা সেনাদল, বা নাবিক দল, বা সিবিল দলে দশ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন, অথবা পনের বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়া বাণিজ্য বা কৃষি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। অবশিষ্ট পাঁচ জন মেম্বর এমন ব্যক্তি হইবেন যাঁহারা পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়াছেন অথবা দশ বৎসর বাস করিয়াছেন। ঐ পাঁচ জন মেম্বর লণ্ডন, মানচেষ্টর, লিবরপুল, গ্লাসগো এবং বেলফাষ্ট নগর-নিবাসি লোকদ্বারা নিযুক্ত হইবেন। ডিসরেলি সাহেব আর বলিয়াছেন যে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর এবং প্রদেশস্থ গবর্ণর মহোদয়েরা মহারাণীদ্বারা নিযুক্ত হইবেন। আমরা যাহা লিখিলাম তাহা ভারতবর্ষ শাসন-প্রণালী-ব্যবস্থার গাত্রে লিপি মাত্র; তাহা যথার্থ ব্যবস্থা হইবে কি না বলা যায় না; ফলতঃ তাহা হইলে কোম্পানি বাহাদুরের লোপ হইবে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও ভারতবর্ষ সমাজের মেম্বর হইতে পারিবেন।

— আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে ওয়ালায়াত আলীর বিধবাকে গবর্ণমেণ্ট প্রতি মাসে ১১৲ টাকা পেন্‌সন্ দিতেছেন।

— বেসালদার হিদায়াত আলী জনেক মোসলমান্ বিদ্রোহিতার সময়ে কতকগুলি সাহেবান্‌দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহাকে এক খানি তালুক এবং এক সহস্র টাকার এক খানি তলবার পুরস্কার দিয়াছেন।

—জনরব উঠিয়াছে যে কুমার সিংহ যিনি সম্প্রতি নিজ গ্রাম জগদীশপুর হস্তগত করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি ইংরাজদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা উমীর সিংহ সেনাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

— শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে উমীর সিংহের সহিত জগদীশপুরে সাত সহস্র সৈন্য আছে।

— উমীর সিংহের আরা লইবার কথা ছিল, কিন্তু তথায় প্রায় তিন শত ইংরাজ লোক আছে এবং আর অধিক যাইতেছে।

— অবগতি হইল যে নানা সাহেব রহিলখণ্ডের বরেলীনগরে অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

— ইংরাজদের সৈন্য সম্প্রতি আট খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহিদিগকে পীড়ন করিতেছে; প্রথম খণ্ড রহিলখণ্ডের মোরাদাবাদ নগর অধিকার করিয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্রোহিদিগকে আলীগঞ্জে পরাজয় করিয়া সাহাজেহানপুরাভিমুখে গমন করিয়াছে; তৃতীয় খণ্ড বান্দা নগর অধিকার করিয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছে; চতুর্থ খণ্ড বৎসির কুঞ্জ নগরের নিকট বিদ্রোহিদিগকে অধুনা পরাভব করিয়াছে; পঞ্চম খণ্ড বুদাউন নগরে অবস্থিতি করিতেছে; ষষ্ঠ খণ্ড জগদীশপুরের নিকট আছে; সপ্তম খণ্ড আরা নগর এবং অষ্টম খণ্ড লক্ষ্মণৌ নগর রক্ষা করিতেছে।

— বঙ্গ দেশের দুর্ব্বাঞ্চলে এক জনরব হইয়াছে যে অল্প দিবসের মধ্যে এ দেশে কিছুই শাদা দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

— বোম্বাই প্রদেশে সাতপুরানামক নগরে মেজর এবান্স (৩০০০) তিন সহস্র মেক্কানি লোকদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন।

— ডাক্তর হনিবর্গার সাহেব, যাঁহার ওলাউঠার চিকিৎসার বিষয় আমরা সম্প্রতি বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি, কলিকাতায় এক ওলাউঠার চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন।

— কেহং বলিতেছে যে চানকের নিকটস্থ জঙ্গলে অনেক বিদ্রোহি সিপাহী লুকাইয়া আছে।

— কি আশ্চর্য্য! আলেক্‌সিস সেণ্ট মার্টিন নামে জনেক আমেরিকা দেশস্থ লোক লণ্ডন নগরে আসিয়াছে, তাহার শরীরের এক পার্শ্বে এক ছিদ্র আছে তদ্দ্বারা তাহার উদরের অন্তরস্থ সমুদায় নয়নগোচর হয়। আবার না কি হবে!

— রিকেট্‌স সাহেব ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বর হইয়াছেন, এবং ডোরিণ সাহেব বিলাত গমন করিয়াছেন।

— নৃপতি সিংহ নামে এক বিদ্রোহি সেনাধ্যক্ষ রুয়া নগরের নিকটস্থ গ্রাম সকল দগ্ধ করিতেছে।

— কাণপুর এবং লক্ষ্মণৌ নগরদ্বয়ের অন্তর্বর্ত্তী উনাউ নগরের নিকট বেণীমধু নামে জনেক বিদ্রোহি সেনাধ্যক্ষ অনেক সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

— সিন্ধু প্রদেশস্থ হাইদ্রাবাদ নগরের এক ধর্ম্মপুস্তকালয়ের প্রাচীরে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতক গুলি বচন খোদিত ছিল, তথাকার কমিসনর ফ্রীয়ার সাহেব তাহা দেখিয়া তুলিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। প্রাচীর লিখিত বচন গুলি এই:—"প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপিদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে এই জগতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাব্যতীত আর ত্রাণকর্ত্তা নাই, যেহেতু তিনিই কেবল সেই কর্ম্মে আশ্চর্য্য ক্রিয়া সহকারে ঈশ্বরদ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ঈশ্বর প্রসাদাৎ যে ব্যক্তি পাপ ত্যাগ করিয়া যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিবে সেই ত্রাণ পাইবে"। (সুসম্বাদের বচন।) "যিনি বলেন যে আমি ভবিষ্যদ্বক্তা, কিন্তু কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন না, তিনি কিরূপে লোকের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবেন? কোরাণ পাঠ করিয়া দেখ, "ইস্রাইল বংশ" নামে কোরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখা আছে যে মহম্মদ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন নাই। যিনি নিজে পাপী তিনি অন্য পাপিদিগকে কিরূপে উদ্ধার করিবেন? কোরাণ পাঠ কর, "জয়" নামক অধ্যায়ে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মহম্মদ নিষ্পাপ ছিলেন না"। কি বিবেচনায় কমিসনর ফ্রীয়ার সাহেব উদ্ধবচন গুলি প্রাচীরহইতে তুলিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তারা যদি ফ্রীয়ার সাহেবের ন্যায় সুবিবেচক হইতেন তবে আমাদের "অরুণ" মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে অস্তাচল আরোহণ করিতে হইত!

সারকেসিয়া প্রদেশ এবং তথাকার অদ্বিতীয় যোদ্ধা সামিল্।

ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে সারকেসিয়ানামক এক প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশ পর্ব্বতমণ্ডলীতে বেষ্টিত। উহার জল বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর ও গিরিগর্ভ অতিশয় উর্ব্বরা। তথায় নানাবিধ শস্য ও অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রী বহুল পরিমাণে জন্মে। তত্রস্থ লোকসমূহ সুস্থ শরীরে ও সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য কিছুমাত্র কোন প্রকার ক্লেশ পায় না। উক্ত ভূমিখণ্ড এপ্রকার মনোরম, বোধ হয় যেন স্বয়ং প্রকৃতি সতী তথায় অবস্থান করিয়া সুদৃশ্য, সুমিষ্ট, সুগন্ধি, সুশ্রাব্য ও সুস্পৃশ্য পদার্থ সমুদায় উৎপত্তি করিতেছেন। পাছে শত্রুহস্তে নিপতিত হয় এই আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় যেন দুর্ভেদ্য গিরিচয় মণ্ডলাকারে সমাবেশিত হওয়ত সারকেসিয়া প্রদেশকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছে, এবং মস্তক উন্নতকরত রুসিয়ার সম্রাট্‌কে সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে কহিতেছে "ও রে ও সর্ব্বগ্রাসি! অগণ্য সৈন্যদল সমভিব্যাহারে আসিয়া আক্রমণ কর! সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও কি তোর পোড়া বহ্বাশা দর্প ও আত্মশ্লাঘাপ্রভৃতি নিকৃষ্টবৃত্তি সকল পরিতুষ্ট হয় নাই।" উহার পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া চতুর্দিগে দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন একবারে পরিতৃপ্ত ও মন বিশুদ্ধ আনন্দভরে নৃত্য করিতে থাকে। ভূধর সকল মেঘের পালে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, অর্ণব তট বা পাহাড়োপরি কি উর্ব্বরা গিরিগর্ত্ত মধ্যে যে দিগে চক্ষু ফিরাণ যায় সেই দিগেই দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শুভ্র রোমাবৃত মেষকুল অব্যাকুল হইয়া চরিতেছে, বৃহৎ বলীবর্দ্দগণ দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছে, প্রকাণ্ড লুলাপ পাল পরস্পর মুখামুখি হইয়া আলাপ করিতেছে, চঞ্চল গোবৎস সকল লম্ফ ঝম্প দিয়া ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে, কৃষ্ণবর্ণ ছাগযূথ রাগভরে মাতামাতি করিতেছে; কোন২ স্থানে ফলভরে পরিণত শাখাবিশিষ্ট নানাবিধ তরুমণ্ডলীতে আচ্ছন্ন পরিষ্কার কাষ্ঠময় কুটীর শ্রেণী রহিয়াছে, শস্য ক্ষেত্র সকল নানা প্রকার শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া মনোহর শোভা প্রকাশ করিতেছে, এবং কৃষকগণ স্ত্রী পুত্র লইয়া মহানন্দে শস্য ছেদন ও সংগৃহীত করিয়া উষ্ট্র এবং মহিষোপরি বোঝাই করিয়া পশ্চাতে২ গান করিতে২ সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহাভিমুখে ধাবমান্ হইতেছে। সারকেসিয়ার লোকসমূহ স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ ও বিক্রমশালী। তাহাদের মন স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগে পরিপূর্ণ। তাহারা দেখিতেও শ্রীমান্। তাহারা মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী, সেইহেতু প্রতিহিংসা পরবশ। যদ্যপি কেহ তাহাদের এক ফোঁটা রক্তপাত করে, তবে তাহার প্রাণ হনন না করিয়া জল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং জিঘাংসাবৃত্তি তাহাদের মনে মধ্যে একাধিপত্য করিতে থাকে। যদি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইত তবে এত দিনে তাহারা সভ্যতারূপ বৃক্ষের উচ্চ শাখায় উপবিষ্ট করত, ও অনেক প্রকারে অন্যান্য জাতিহইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত।

সারকেসিয়া প্রদেশের সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া সর্ব্বময় আধিপত্য প্রাপ্তেচ্ছুক বিজয়ী মাত্রেরই লোভ জন্মিয়াছিল, এবং তাঁহারা প্রত্যেক আপন২ সময়ে উহাকে আক্রমণ করেন; কিন্তু কেহই আপন মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। এমন কি উহার প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিবার কাহার যোগ্যতা হয় নাই। বহুকালহইতে রুসিয়ানেরা উহার প্রতি আক্রমণ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারে নাই। এইহেতু সারকেসিয়ার লোকেরা রুসিয়ার লোকদিগকে পৈতৃক শত্রু বলিয়া গণনা করে। ইদানীং রুসিয়ার বাদশাহ নিকোলস উক্ত প্রদেশকে স্বীয় রাজ্যাধীন করিবার প্রত্যাশায় কত বার উত্তম যুদ্ধ অস্ত্র দিয়া নিপুণ যোদ্ধাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তার যো কি! পার্ব্বতীয় লোকেরা অবিচলিত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সৈন্য সামন্তকে আপনাদের সীমার বাহির করিয়া দিয়া লজ্জা ও কলঙ্ক সাগরে নিমগ্ন করিয়া দেয়। তাহাতে রুসিয়ার সম্রাটের আক্রোশ আর বৃদ্ধি হওয়ায় স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য এক দুর্গশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া প্রগাঢ় সাবধানতা সহকারে অতি গোপনভাবে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সারকেসিয়ার দুর্ভেদ্য প্রাকৃত সীমা অতিক্রম ও তথাকার অতিশয় পরাক্রান্ত লোকদিগকে বিশেষতঃ তাহাদের তৎকালের সৈন্যাধ্যক্ষ অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যশালী সামিলকে পরাভব করা যে রুসিয়ানদের পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য কার্য্য তাহাই প্রকাশ হইল। এক্ষণে আমরা উক্ত সামিলের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কখন২ ইউরোপের পূর্ব্বাংশে অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিব্যূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহারা আশ্চর্য্য কৌশল ও গভীর জ্ঞান বলে বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে পরস্পর প্রণয় পাশে বদ্ধ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। সামিল ঐ প্রকার এক জন আশ্চর্য্য মনুষ্য। তিনি অজ্ঞেয় চতুরতা, অসদৃশ কল কৌশল ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি শক্তি সহকারে ছোট বড় সকলকে ও সকল ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে তাহাদের পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা প্রকাশ করা স্বভাব ত্যাগ করাইয়া ভ্রাতৃত্বরূপ ব্রতে বৃতি করেন। এবং যাহাতে তাহাদের রুসিয়ার লোক সকলের প্রতি ঘৃণা করা স্বভাব বৃদ্ধিমূল হয় তাহাই চেষ্টা করিয়া পরিশেষে তাহাতে কৃতকার্য্য হন। মহম্মদের প্রতিনিধিব্যতীত কেহই ঐরূপ মনুষ্যহইতেও কার্য্য করিতে পারে না, সারকেসিয়া ও তন্নিকটস্থ লোকের এই সংস্কার জন্মিবায় সকলেই সামিলের প্রতি অপরিমাণে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল ও তাঁহার শত্রুগণ ও [illegible] আতঙ্ক[illegible]হ হইল। এইরূপে অতিঅল্পকাল মধ্যে সামিলের দলবল বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইল ও তিনি বহু সংখ্যক ধর্ম্মোন্মাদ ব্যক্তি মধ্যে পরিবেষ্টিত হইলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার আর ন্যূন সংখ্যা (৬০,০০০) ষাইট সহস্র যুদ্ধে নিপুণ যোদ্ধা ছিল। তিনি সারকেসিয়ায় রাজ্য শাসনের নূতন প্রণালী, বিচারালয়, ডাকের নিয়ম, পান্থশালা, রাজকর ও আর২ সভ্য নীতি সংস্থাপিত ও প্রচলিত করেন। সৈন্যদিগকে নিয়মমত বেতন, যে যেমন উপযুক্ত তাহাকে সেইরূপ পদ, ও কৃতার্থ সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে উৎসাহান্বিত করিবার জন্য অর্থ ও ভূমি দিতেন। তাঁহার এই প্রকার সদ্ব্যবহারের বিলক্ষণ আকর্ষণীয় শক্তি ছিল, কেননা অন্যান্য দেশের লোকেরা স্বইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আসিয়া সহর্ষমনে তাঁহার সৈন্যদলে ভুক্ত হইত।

মহম্মদের ধর্ম্মে যে সকল অবৈধ কার্য্য ও যুক্তি বিরুদ্ধ ব্যবহার করিবার বিধি আছে তাহা রহিত করিয়া সামিল এক প্রকার নূতন মত প্রচারিত করেন। তাঁহার মতের স্থূল মর্ম্ম এই, অন্যের ধর্ম্মের প্রতি হস্তার্পণ করা ভাল নয়, বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ না করিয়া প্রীতি প্রকাশ করা উচিত, রক্ত পাতের জন্য রক্ত পাত করা অন্যায় কার্য্য। তাঁহার এই প্রকার মত থাকাতেই সর্ব্বসাধারণের প্রশংসাভাজন ও প্রীতিপাত্র হইবার জন্য তাঁহাকে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় নাই।

সামিলের পূর্ব্বে খাসিমাউলানামক এক ব্যক্তি সারকেসিয়া প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা ও সর্ব্ব প্রধান যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহাকে সকলে পয়গম্বর অর্থাৎ ঈশ্বর জানিত লোক বলিয়া মানিত। তাঁহার কতকগুলি প্রধান২ শিষ্য ছিল; তাহারা রণভূমিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা জন্য প্রাণ দান করিত। ঐ শিষ্য সকলের মধ্যে সামিল অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি ঐরূপ অবস্থায় স্বীয় পুণ্যবত্তা, শুদ্ধাচার ও শৌর্য্যবীর্য্যদ্বারা আপনাকে প্রতিপন্ন করেন। যখন রুসিয়ানেরা সামিলের জন্মস্থান হেমরিনগরের দুর্গ আক্রমণ করে, তখন সামিল ও আর২ শিষ্যগণ পয়গম্বর খাসিমাউলার জীবন রক্ষা করিবার জন্য ভয়ানক রণ করত বহু সংখ্যক লোকের প্রাণ হনন করিয়াছিল। কিন্তু রোসেন ও উইলেনিনেক সেনাপতিদ্বয় যে প্রকারে হয় দুর্গ হস্তগত ও খাসিমাউলাকে ধৃত করিব, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া রুসিয়াহইতে পুনরায় সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র আনয়ন ও সকল নির্গমনের পথ অবরুদ্ধ করত তুমুল যুদ্ধ করিয়া হেমরিনগর অধিকার করে। খাসিমাউলার শিষ্যগণ ক্রোধান্ধ ও উন্মত্ত হইয়া রণ করাতেও কিছু করিতে না পারিয়া পরাভব হয়; এবং অবশেষে উচ্চ পর্ব্বতহইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সংসার লীলা সম্বরণ করে। রুসিয়ানেরা সামিল ও খাসিমাউলার প্রাণ বধ না করিয়া নদী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই ভয়াবহ ব্যাপার ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের অকটোবর মাহার ১৮ই তারিখে ঘটিয়াছিল।

সারকেসিয়ার লোকদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া "হা! পয়গম্বর! হা সামিল! তোমরা আমাদিগকে নিরাশ্রয়ী করিয়া কোথায় গেলে! কে আমাদিগকে আর শত্রুর হস্তহইতে রক্ষা করিবে"? ইত্যাদি নানাপ্রকার আক্ষেপ উক্তি করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! এই দুর্ঘটনার দুই বৎসর পরেই, সেনাপতি লেন্সকয় পুনরায় হেমরিনগর আক্রমণ করিল। উক্ত নগর রক্ষকগণ একেবারে হতাশ হইয়া পলায়নোন্মুখি হইয়াছিল এমত সময়ে অকস্মাৎ সামিল এক দল সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া লোকদিগের ত্রাস দূরীকৃত করিল। এই বিপদের সময় স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া স্বয়ং মহম্মদ আগ্নেয় শকোটারোহণে হেমরিনগরে অবতরণ করিলে লোকে যত আশ্চর্য্য ও আনন্দিত না হইত সামিলের পুনরুত্থানে ততোধিক হইয়াছিল। তখন আর কে সন্দেহ করিবে যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হন নাই? কে সংশয় করিবে যে তিনি স্বদেশের ত্রাণকর্ত্তারূপে এই ভূমণ্ডলে আগমন করেন নাই? এই সময়ে তাঁহাকে সকলে পয়গম্বর পদে পদাভিষিক্ত করিয়াছিল। তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যের সুখ্যাতি সারকেসিয়ার চতুষ্পার্শ্ব ও সমুদায় ইউরোপখণ্ডে ব্যাপ্ত হইল। কিছু দিন পরে সামিল পুনর্ব্বার অন্তর্ধান হইলেন! সকলে দুঃখ খেদ করিতে লাগিল! রুসিয়ানদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। অতি প্রবল শত্রুর বিনাশ হইয়াছে বলিয়া তাহারা নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি প্রমোদজনক ব্যাপারের ধুম ধামে মেদিনী কম্পবান্ করিল। কিন্তু, কি চমৎকার! এ ভেরিয়া প্রদেশের সামিলের ভয়ঙ্কর নামের প্রতিধ্বনি হইল। তথাকার লোকেরা রুসিয়ার সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল বলিয়া সামিল তাহাদের যথোচিত দমন করিতেছেন, তাহা সকলে জানিতে পারিল।

সামিল যেরূপ স্বভাবের মনুষ্য ছিলেন তাহা বিস্তারিত করিয়া লিখিত হইল। যদিও তাঁহার স্বভাব নিষ্কলঙ্ক নহে তথাচ তাঁহাকে অনেক বিষয়ে প্রশংসা করিতে হইবেক। তিনি অত্যাচারির প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করা যাইতে পারে না।

মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আবুসোফিএননামক জনেক কোরেস্ কুলোদ্ভব সদাগর সুরিয়া প্রদেশহইতে এক সহস্র উষ্ট্র সহকারে কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে গমন করিতেছিল। তাহার সহিত কেবল ত্রিশ চল্লিশ জন লোক ছিল। মহম্মদ চর মুখে তাহার অনুসন্ধান পাইয়া তাহা অপহরণ করণাশয়ে এক দল সৈনিক শিষ্য প্রেরণ করেন, পরে ওমারকে মেদিনাতে রাখিয়া স্বয়ংও অগ্রসর হয়েন। আবুসোফিএন এই [illegible] বৃত্তান্ত পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া অগ্রে নয় শত পঞ্চাশৎ জন লোক অতিরিক্ত আনিয়াছিল। পর দিবস প্রাতঃকালে উভয় সৈন্যদলে যখন বেদারের মাঠে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, "উহারা সকলে লণ্ড ভণ্ড হউক," এই বলিয়া মহম্মদ এক মুষ্টি বালুকা নিক্ষেপ করিলেন; এবং শিষ্যগণকে বলিলেন, যে আমার এই উপস্থিত সমরে জয়ী হওনের কথা ঈশ্বর আমাকে পূর্ব্বে কহিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যেরা "আল্লা আক্‌বর" এই রব্ করত সকলে যুদ্ধে কাটাকাটি করিতে লাগিল। আবুসোফিএন সমরের পূর্ব্বে অধিকাংশ দ্রব্যই গৃহে পাঠাইয়াছিল, এইহেতু মহম্মদ অধিক লূঠ করিতে পারেন নাই। এই সমরে দুই দলেরই হত আহতের সংখ্যা প্রায় সমান বলিতে হইবেক, ফলতঃ আবুসোফিএন পরাজয় হইয়াছিল। পর বৎসরে যখন আবুসোফিএন অন্য পথ দিয়া সুরিয়া প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গোপনে যাইতেছিল, মহম্মদ তাঁহার ভৃত্য জেদের সহিত পাঁচ শত অশ্বারোহী পাঠাইয়া সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী হস্তগত করিলেন। আর এক বৎসরে কোরেস্রা আবুসোফিএনের সহিত তিন সহস্র সৈন্য পাঠাইয়াছিল, তথাচ পথিমধ্যে মহম্মদের সহিত ঘোরতর রণ হইয়াছিল। যদিও এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের কোন পক্ষ জয়লাভ করিতে পারে নাই, তথাচ মহম্মদের শিষ্যেরা অনেকেই হত ও আহত হইয়াছিল। এই দেখিয়া অনেকে মহম্মদকে ভণ্ড ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল, কেহ বা বন্ধুবিচ্ছেদ শোকে একবারে কুপিত হইয়া মহম্মদকে পরিত্যাগ করিল। এইহেতু মহম্মদ নিম্ন লিখিত কতিপয় পংক্তি কোরাণ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন:— "যাহারা আমার নিমিত্তে গৃহ পরিবার পরিত্যাগ করিয়াছে; যাহারা আমার নিমিত্তে বাটীহইতে দূরীভূত হইয়াছে ও অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া রণে হত হইয়াছে, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, যে, আমি তাহাদের দুঃখের প্রতিকার করিব এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের পুরস্কার যে সেই চির প্রবাহিত নদীযুক্ত উদ্যান, আমি সত্যই তাহাদিগকে তাহার মধ্যে আনয়ন করিব। অধার্ম্মিকদের অসার, অনিত্য সুখ দেখিয়া তুমি যেন ভুলিও না, তাহা ক্ষণিক মাত্র কিন্তু অবশেষে নরক তাহাদের চির আবাস হইবে। ফলতঃ যাহারা প্রভুকে ভয় করে, তাহারা এবম্বিধ সুখোদ্যান প্রাপ্ত হইবে, যাহার মধ্য দিয়া উত্তম২ নদী সকল প্রবাহিতা হইয়াছে, তাহারা কখন শুষ্ক হয় না; তাহাকেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রকৃত দান বলে; কারণ ঐহিক, অনিত্য সৌভাগ্য অপেক্ষা যাহা ঈশ্বরদত্ত, তাহাই ধার্ম্মিকদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। * * * * * হে সত্য প্রত্যয়ীরা। মন স্থির কর, মানস ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতারূপ বীজ বপন কর, এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, তাহা হইলে তোমরা সুখী হইবা।"

এই সময়ে মেক্কা নগরের কোরেস্রা, লেজ্জেদ প্রদেশের গার্ফতান জাতিরা, নেদার ও ফোরিদার যিহুদিরা এবং মহম্মদের অন্যান্য শত্রুরা সকলে একত্র হইয়া দ্বাদশ সহস্র সৈন্য দলবদ্ধ করিয়া মেদিনানগর আক্রমণ করিল। কিন্তু মহম্মদ তিন সহস্র সৈন্য সহকারে চমৎকার কৌশলদ্বারা তাহাদের সকলকে পরাভব করিয়াছিলেন। তিনি যত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই সমরকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তিনি বিপক্ষ দলহইতে অনেক দ্রব্য লভ্য ও অনেক লোকদিগকে কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন। অপহৃত বিষয়ের মধ্যে তিনি আম্রর রাহিলা নাম্নী এক সুন্দরী কন্যা প্রাপ্ত হন; তাহাকে অসাধারণ রূপবতী দেখিয়া স্বীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার অনেক চেষ্টার পর তাহাকে তাঁহার স্ত্রীগণের শ্রেণীর সংখ্যার মধ্যে সংযোজন করেন। অবশিষ্ট কারাবাসি- [illegible] উদ্ধ অস্ত্রের সহিত বিনিময় করিয়া লইয়াছিলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ আরব দেশীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে "খাল-সমর" বলিয়া খ্যাত আছে। কোরাণের তেত্রিশ অধ্যায়ে "সখা" নামক প্রবন্ধ কেবল এই সংগ্রামের বিবরণ মাত্র। "হে সত্য প্রত্যয়ীরা! যখন কাফেরেরা সৈন্য লইয়া তোমাদের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, তখন ঈশ্বর তোমাদের প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা তোমরা স্মরণ করিও; আমরা তোমাদের রক্ষার্থে এক অলৌকিক বায়ু ও সহস্র২ স্বর্গীয় দূতগণকে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও নাই, আর তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা সমুদায় ঈশ্বর দেখিয়াছেন; যখন তাহারা ঊর্দ্ধহইতে অবতীর্ণ হইল, তখন তোমাদের দৃষ্টি পথ রোধ ও প্রাণপর্য্যন্তও ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, এবং তোমরা ঈশ্বরের বিষয় নানা প্রকার কাল্পনিক ভাবনা সূচনা করিতে লাগিলে। * * যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে ও তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহার অনুরূপ স্বরূপ ঐ পয়গম্বর তোমাদের নিকট বর্ত্তমান আছেন। * * * * * ঈশ্বর কুপিত হইয়া কাফরদিগকে এমত দূরীভূত করিলেন যে তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। রণেতে ঈশ্বরই ধার্ম্মিকদের পরম আশ্রয়, কারণ তিনিই শক্তিমান্" কোরাণ। ৩৩ সুরা।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্।

আমেরিকা মহাদ্বীপস্থ ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌নামক দেশে ২,৩১,৯১,১৭৬ লোক বাস করে, তাহার মধ্যে ৩২,০৪,৩১৩ জন ক্রীত দাস। উক্ত দেশের বিদ্যালয়সমূহতে (৪০,০০,০০০) চল্লিশ লক্ষ বালক ও বালিকারা অধ্যয়ন করিতেছে এবং সর্ব্বসুদ্ধ ১৫,৬১৫ টা পুস্তকালয় আছে, তৎসমুদয়ে (৪৬,০০,০০০) ছচল্লিশ লক্ষ পুস্তক পাওয়া যায়।

ইউনাইটেড ষ্টেটস্ দেশে ২৫২৬ খান সমাচার পত্রিকা আছে, তন্মধ্যে ২৫৪ খান প্রাত্যহিক, এবং প্রত্যেক প্রাত্যহিক পত্রিকার গ্রাহক প্রায় (১০,০০,০০০) দশ লক্ষ।

উক্ত দেশে ২৭,০০০ পাদরি, ২৪,০০০ জন আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত, এবং ৪১,০০০ জন চিকিৎসক আছে।

হিন্দি ভাষা ও হিন্দি সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হিন্দুস্থানী লোকেরা সুরদাসকে উদ্ধবের অবতার বলিয়া থাকেন।* তাঁহাকর্ত্তৃক এক সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। পশ্চিম প্রদেশে যে সকল অন্ধ বৈষ্ণবেরা খঞ্জনী লইয়া গান করিয়া বেড়ায় তাহাদিগের নাম সুরদাসী, যেহেতু সুরদাস প্রণীত পদ সকল তাহারা গানপূর্ব্বক ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে। বারাণসীর উত্তর এক ক্রোশ অনুমান সুরদাসের সমাধি স্থান আছে। সুরদাসের সম্বন্ধে যে সমস্ত অলৌকিক বৃত্তান্ত আছে তাহা এ স্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক নেত্রদ্বয় নষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু জ্ঞান চক্ষু-প্রভাবে সমুদয় জগৎ দৃষ্টি করিতেন। এক সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলে তিনি বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া লইলেন তাহাতে তিনি এই শ্লোক পাঠ করিলেন।

কর ছটকায় জাতেহি দুর্ব্বল জানেহি মোহি।
হৃদয় সে যব যাওগে মরদ বাখানে তোহি॥
হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎকৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! বলপূর্ব্বক হস্ত ছাড়াইয়া যে গমন করিলে ইহা বিচিত্র নহে, কিন্তু হৃদয়হইতে যদি প্রস্থান করিতে পার তবে তোমার পৌরুষ বটে।

নাভাজি ও সুরদাসের বিষয়ে ভক্তমালে এই প্রকার লিখিয়াছেন:—

কৃষ্ণ কৃপা কৌপর প্রগট বিল্বমঙ্গল মঙ্গল স্বরূপ।
ধ্রুং করুণামৃত কবিত্ব উক্তি অনুচিষ্ট উচারি।
রসিক জননী জীবনি হৃদে হারাবলি ধারী॥
হরি পকবয়ো হাথ বহুরি যাহা ছুটাই।
কহা ভয়ো কর ছুটে বন্ধো জো হিয় লেজাই॥
চিন্তামণি সঙ্গ পায়কৌ ব্রজবধূ কেলী বরণী অনুপ।
কৃষ্ণ কৃপা কৌপর বিল্বমঙ্গল মঙ্গল স্বরূপ॥

সুরদাস পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, অতএব ভাগবতের দশমস্কন্ধ প্রায় সমুদয় পদাবলি গীতে রচনা করেন, যাহার কিয়দংশ রাগসাগর নামে এক জন হিন্দুস্থানী অক্লিষ্ট পরিশ্রম সহকারে নিজ সংগৃহীত রাগ কল্পদ্রুম পুস্তকের মধ্যে মুদ্রিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ এরূপ বৃহৎ যে দেখিলে পাঠকের মনে বিস্ময় জন্মে। রাগ-কল্পদ্রুম এতাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ যে তাহা সমুদয় পাঠ করিতে হইলে প্রায় জীবন যাপন করিতে হয়, কিন্তু সুরদাস প্রণীত (১,০০,০০০) এক লক্ষ পদ তদপেক্ষা বিস্তর অধিক হইবে। ঐ সমস্ত পদ প্রায় বিষ্ণু বিষয়ে বিরচিত, যেহেতু তাহা সজ্ঞাদ্বারাই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, যথা বধাই, বাললীলা, জমনার্জ্জন, বৎস হরণ, গোবর্দ্ধন লীলা, গোচারণ লীলা, কালীয় দমন, বস্ত্র হরণ, খণ্ডিতা, দানলীলা, রাধাজীকে অনুরাগ লীলা, রাধাজীকে রাগলীলা, রামলীলা, মানলীলা ইত্যাদি, এই সমস্ত বিষয় বেদব্যাস ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণন করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে হিন্দু-জাতির মধ্যে নানা দেশের নানা কবি স্বস্ব দেশভাষায় গীত কাব্য রচনা করেন। সুরদাস সঙ্গীত সহকারে স্বদেশীয় ভাষায় রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণন যাহা করিয়াছেন তাহার উদাহরণ স্বরূপ দুই তিনটি পদ উদ্ধৃত করা গেল।

বধাই। রাগ সারঙ্গ।

হরিকে মুখ মোহি মাই অনুদিন অতি ভাবৈ। ধ্রুং
চিতবত ব্রজ যুবতীন বেসেব কৃত রিসবাবৈ॥
বার বার লে উছঙ্গ রহতি লোভ লাগে।
নিরখতি নিদত নিমেষ করত বোট আঁগে॥

* জনক ভূপতি নানকা শুকদেব ভক্ত কবীর।
বাল্মীক তুলসী ভক্ত উদ্ধব সুরশরীর॥

শোভিত সুকপোল অধর অলপ অলপ দশনা।
কিলকত বিহসত সুদেশ মোহন মৃদু রসনা॥
নাসা লোচন বিশাল সঙ্গ তন সুখকারী।
সুরদাস ধন্য ভাগ যুবতী ব্রজনারী॥

গোবর্দ্ধন লীলা। রাগ শুঁড় মল্লার।

মেঘ বল প্রবল ব্রজ লোগ দেখে। ধ্রুং
চকৃত জঁহা তঁহা ভঞ নিরখি বাদর লয়ে গ্বাল গোপাল ডবিগগণ পেখে।
ঐ সে বাদর সজল করত অতি মহাবল ঘহবাত করি চহন দমো দিশ অন্ধকাল।
চকৃত ভয়ে নন্দসব সহ চকৃত ভয়ে।
চকৃত নর নারী হরি করত খ্যাল॥
ঘটা ঘন ঘোর ঘহরাত গরবাত দরবাত ব্রজ-লোক ডরপে।
তড়িত অঘাত তরবাত উতপাত শুণি।
নারী নর সকুচ তনু প্রাণ অরপে॥
কহা চাহত হোন ভই কব হুঁ যোন কব হুঁ।
আঁগন ভৌন বিকল ডোলৈ।
মেটি পূজা ইন্দ্রনন্দ সুত গোবিন্দ সুর।
প্রভু আনন্দ করে কলোলৈ॥

রাগ মল্লার।

গিরি পর বরখন নাগে বাদর। ধ্রুং
মেঘ বর্ত্তে যেন সজি আত্র নৈ নৈ আদর॥
সলিল অখণ্ড ধার টুঁয়ত হে কিয়ই মন সাদর।
মেঘ পরস্পর হে কহত হে ঘোর ঘোর কাদর॥
দেখি দেখি ডরপত ব্রজবাসী অতি হি ভয়ে মন কাদর।
ইহে কহত ব্রঞ কৌব উবারৈ সুরপতি কিয়ো নিবাদর॥
মন মন সোচ করত নর নারী কহা ভই বহ গাদর।
সুর শ্যাম দেখৈ গিরি আপনো মেঘ ন কিহো দাদর॥

ইতি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সুর নামে তিন ব্যক্তি আবির্ভাব করেন, যথা সুরদাস, সুরশ্যাম, ও সুরদ্বিজ, শেষোক্ত পদ সুরশ্যাম বিরচিত। সুরদাস স্বয়ং যে রাগের সৃষ্টি করেন, হিন্দুস্থানী লোকেরা তাহাকে শুর কি মল্লার কহিয়া থাকেন; এই সকল পদ যেং ভাবে বিরচিত, সেইং স্বভাবের রাগ রাগিণী ইহাতে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা উপরোক্ত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতীতি হইবে, যদ্দ্বারা সুরদাসের সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইয়াছে। হিন্দু জাতির স্বর সঙ্গীত যেরূপ উৎকৃষ্ট এরূপ অন্য জাতির মধ্যে প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, যে রাগের যেরূপ স্বভাব, কবিরা সেই ভাবের গীত প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই নিয়মে সুরদাস সমস্ত পদ রচনা করিয়াছেন যথা:—গোবর্দ্ধন পূজায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে অত্যন্ত বৃষ্টি করেন, সুরদাস উক্ত বিষয়ে পদাবলি মেঘরাগে রচনা করিয়াছেন। রাগ রাগিণী যে প্রকার স্বভাববিশিষ্ট গীত সকল সেই ভাবে রচিত হওয়া বিধি, সঙ্গীত বিশারদ পণ্ডিতদিগের ইহা অভিমত। পাঠকবর্গের সুগোচরার্থে নিম্নে এ বিষয়ের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করা গেল।

ভঁয়রো রাগ।

লক্ষণ।

ভঁয়রো আদি রাগ শিবের বেশ।
শিব অবয়ব গুণে বিশেষ॥
ভুজঙ্গ নিন্দিত শিরেতে জটা।
জটায় বেড়িয় ভুজঙ্গ ঘটা॥
হিল্লোল কল্লোল তরঙ্গ বায়।
ঝর ঝর গঙ্গা ঝরিছে তায়॥
ভাল শোভা হরিতাল তিলকে।
সুধাংশুকলা কপাল ফলকে॥
আসন বসন বাঘের ছাল।
গলে দোলে হাড় মুণ্ডের মাল॥

ইত্যাদি।

উদাহরণ।

ধরিল হরের বেশ তোমার শ্রীমতী। ধ্রু
ভস্ম করিবারে হন ওহে শ্যামহে রিপু রতিপতি॥

রাগ ভাগ নাগ তায়, অলঙ্কার সর গায়,
আলু থালু বসনেতে নগনা যুবতী।
বেণী জটাজুট মত, প্রাণ বিষ কণ্ঠাগত,
বিষাদ খে মাখিয়া ছ সতি॥

সঙ্গীত তরঙ্গ।*

সুরদাসের বিষয় এইপর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ করা গেল। অধুনা সুরশ্যাম ও সুরদ্বিজের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব।

সুরশ্যাম পঞ্চবিংশতি সহস্র পদ রচনা করিয়া সুরদাসের লক্ষ পদের সঙ্গে মিলাইয়া দেন তাহাতেই উভয়ের দ্বারা সর্ব্বসুদ্ধা (১,২৫,০০০) এক লক্ষ পঞ্চ বিংশতি সহস্র পদ প্রস্তুত হয়। তাহা হিন্দি কবিতার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যথা

প্রথয় সুর সংকল্প মতি কিছু রহি যো বাকি।
সুরশ্যাম পদদোহি অন্তে তেহি করি বেবাকি॥

অর্থাৎ, প্রথম সুর যেরূপ মনে সংকল্প করিয়াছিলেন যদ্যপি তাহার অবশিষ্ট ছিল, তাহা সুরশ্যাম অন্তে দান করিয়া হরণ করিয়াছেন।

সুরশ্যামের কোন আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে এই মাত্র প্রবাদ আছে যে তিনি উদ্ধবের অবতাররূপে হিন্দুস্থানী লোকের নিকট খ্যাত আছেন।

সুরদ্বিজ আকবর বাদশাহের নায়েব ছিলেন, তিনি কাবর ম.ব্য নিভায় বিষ্ণুভক্ত। এক সময়ে তিনি (১৩,০০,০০০৲) ত্রয়োদশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনের বৈরাগীদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন; অর্থের বিনিময়ে সিন্দুকে প্রস্তর খণ্ড পূর্ণপূর্ব্বক এই শ্লোক লিখিয়া বাদশাহের কোষে প্রেরণ করেন।

তেরহলাখমণ্ডিলে উপজে সব সন্তান মিলে গটকে।
সুরদাস মদন মোহন আধি রাতহি মটকে॥

আকবরের দেওয়ান রাজা তোড়লমল্ল তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলে দয়াবান আকবর সুরদ্বিজকে বাতুল বিবেচনায় ছাড়িয়া দিলেন, তদবধি তিনি বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বৃন্দাবনে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিলেন।

পারমার্থিক স্বাধীনতা।

"অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবা"। যোহন ৮॥ ৩৬।

পৃথিবীতে স্বাধীনতা বিষয়ে সময়েং অনেক গোলযোগ ও বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু সে সকল অলিক ও অবস্তুতা মাত্র। যে জাতি কিম্বা ব্যক্তি ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টকর্ত্তৃক স্বাধীনীকৃত হইয়াছে তাহারা ব্যতিরেকে আর কেহই স্বাধীন নাই; অন্য সকলেই দাস ও বন্দি। পৃথিবীর ভাবে স্বাধীন ব্যক্তিরা এই পৃথিবীস্থ কর্ম্ম স্বাধীন কর্ম্মচারীরূপে করে বটে, ও পৃথিবীস্থ চিন্তা স্বাধীন চিন্তাকারিরূপে তাহারদিগের মনে উদয় হয় বটে। তাহারা কাহারও বশ নহে, প্রায় স্বেচ্ছাচারী, নিয়মাতীত পরাক্রমাতীত, ব্যবস্থাতীত সকলেই স্বং প্রধান।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

* রাধামোহন সেন নামে এক সুকবি কাওস্থ সঙ্গীত তরঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন, বাঙ্গালা কাব্য বিচার স্থলে তাঁহার বিষয়ে বাহুল্য বলা যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পৌঁছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্ট সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
☞ এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মুল্য (৵) দুই আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মুল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

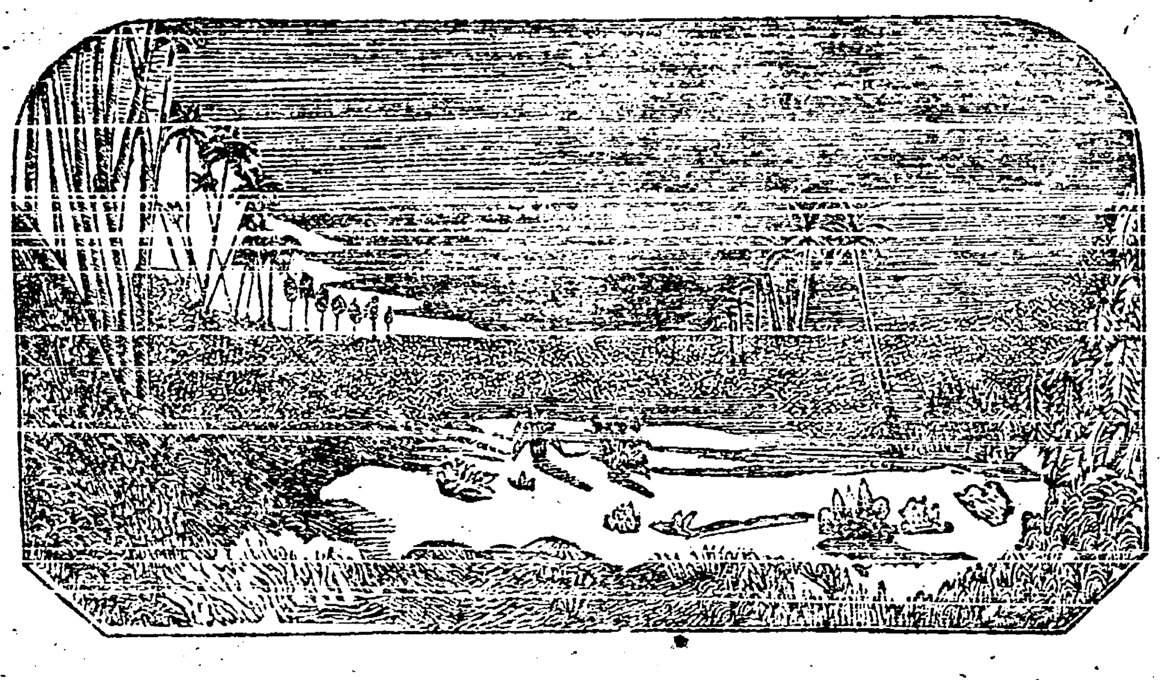

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযুয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সম্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১॥ ১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, মঙ্গলবার ইং ১ জুন ১৮৫৮। বাং ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫। [২১ সংখ্যা।

রবিবারে বাষ্পীয় শকট।

আমাদের পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে এতদ্দেশে বাষ্পীয় শকট চলনের আরম্ভাবধি উক্ত যানদ্বারা রবিবারে লোকজনের গতিবিধি এখনপর্য্যন্ত হয় নাই; কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি যে রেলওয়ে কোম্পানি এক্ষণে রবিবারে গাড়ি চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যদি বলেন, "দুঃখের কারণ কি? রবিবারে গাড়ি চলিলে তো এতদ্দেশের অনেক লোকের উপকার হইবে, তবে তুমি কেন দুঃখিত হইতেছ?" আমাদের দুঃখের কারণ নিম্নে সংক্ষেপরূপে প্রকাশ করিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করুন:—

প্রথমতঃ জগদীশ্বর এই পৃথিবীমণ্ডল ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন, এবং সপ্তম দিবসে সৃষ্টিকার্য্যহইতে নিরস্ত হইয়া সেই দিবসকে পবিত্র করেন, এবং পরে সকল মনুষ্যদিগকে ঐ বিশ্রামবারে অর্থাৎ সপ্তাহের শেষ দিবসে সাংসারিক কার্য্যকলাপহইতে নিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দেন। সেই আজ্ঞানুসারে যিহূদীয় লোকসমূহ আবহমান কালঅবধি বিশ্রামবার পালন করিয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা সপ্তাহের শেষ দিবস পালন না করিয়া সপ্তাহের প্রথম দিবস পালন করিয়া থাকেন, এবং রবিবারকে বিশ্রামবার বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন; তাহার কারণ এই যে, জগত্তারক প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যের পরিত্রাণকার্য্য সমাধা করত রবিবারে কবরহইতে উত্থান করেন। অতএব খ্রীষ্টীয়ানদের পক্ষে রবিবারই বিশ্রামবার হইয়াছে, এবং খ্রীষ্টের অবতরণঅবধি এখনপর্য্যন্ত সকল ধার্ম্মিক খ্রীষ্টীয়ানেরা রবিবার পালন করিয়া আসিতেছেন। বিশ্রামবার কিরূপে পালন করিতে হয় তাহা পরমেশ্বর শাস্ত্রে আপনি কহিয়াছেন যথা:—"বিশ্রামদিনকে স্মরণ করিয়া পবিত্র কর। ছয় দিন শ্রম করিয়া ব্যবসায়াদি সমস্ত কর্ম্ম কর, কিন্তু সপ্তম দিনে অর্থাৎ তোমার প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রাম দিনে তুমি, কি তোমার পুত্র, কি কন্যা, কি দাস, কি দাসী, কি পশু, কি দ্বারবর্ত্তি বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না; কেননা পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তুকে ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন, এই নিমিত্তে পরমেশ্বর বিশ্রামদিনকে বর দিয়া পবিত্র করিলেন"। যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায় ৮—১১ পদ। ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিশ্রামবারে কোন সাংসারিক কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া অবিধেয়। অতএব রেলওয়ে কোম্পানিদিগকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া আমাদের দুঃখ বই আর কি হইবে?

দ্বিতীয়তঃ বিশ্রামবারে বাষ্পীয় শকটের গতিবিধিতে আমরা দুঃখিত আছি, যেহেতু তদ্দ্বারা অনেক লোক বিশ্রামবার অমান্য করত ঘোরতর পাপে পতিত হইবে। এক্ষণে রবিবারে কলের গাড়ি চলে না, তন্নিমিত্তে শকটদ্বারা লোকে স্থানান্তরে যাইতে পারে না; কিন্তু গাড়ি খুলিলে অনেক লোক বিশ্রামবারে গতি বিধি করিতে আরম্ভ করিবে, এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবে। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! রেলওয়ে কোম্পানি টাকার লোভে নিজে বৃহৎ পাপ করিতেছেন এবং অন্যের পাপের অংশী হইতেছেন! এমন টাকা না করিলেই নয়? যে ধন পাপ কর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত হয় সে ধন পরমেশ্বরকর্ত্তৃক কখন আশীর্ব্বাদিত হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ বিশ্রামবারে বাষ্পীয় শকটের গতিবিধিতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আছি, কেননা ঐ কর্ম্মদ্বারা হিন্দু এবং মোসলমান সমাজে খ্রীষ্টীয়ানদের নিন্দা হইতে পারে। হিন্দু এবং মোসলমানেরা বলিতে পারে, খ্রীষ্টীয়ানদের চরিত্র দেখ, তাহাদের শাস্ত্রে রবিবারে সাংসারিক কর্ম্ম নিষিদ্ধ আছে তথাচ তাহারা বাষ্পীয় শকট চালাইতেছে, তাহাদের ধর্ম্ম কোথায়? হিন্দু এবং মোসলমানেরা এইরূপ বলিলে রেলওয়ে কোম্পানি কি উত্তর দিবেন? ফলতঃ হিন্দু এবং মোসলমান মহাশয়দের নিকট আমাদের এই বক্তব্য, যে যথার্থ খ্রীষ্টীয়ানেরা বিশ্রামবার অমান্য করেন না, তাঁহারা পালনই করিয়া থাকেন। রেলওয়ে কোম্পানি যদি বিশ্রামবার অমান্য করেন, ইহাতে এই মাত্র বোধ হইতে পারে, যে ঐ কোম্পানিসংক্রান্ত প্রধানং লোক সকল যথার্থ খ্রীষ্টীয়ান নহেন; যাহারা যথার্থ খ্রীষ্টীয়ান তাহাদের উপর কোন দোষারোপ হইতে পারে না, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মেরও কোন কলঙ্ক হইতে পারে না। বেনারেবেল আর্চডিকন প্রাট সাহেব-অবধি করিয়া কলিকাতায় যত ধার্ম্মিক খ্রীষ্টীয়ান আছেন, তাঁহারা সকলেই এই বিষয়ের নিমিত্তে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, এবং বিশ্রামবারে শকটের গতিবিধি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে বহু সংখ্যক নামস্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; গবর্ণমেণ্ট কি করেন বলা যায় না।

চতুর্থতঃ রেলওয়ে কোম্পানিসংক্রান্ত লোক সকল বলিয়া থাকেন রবিবারে গাড়ি না চালাইলে তাহাদের অত্যন্ত

ক্ষতি হয়, এবং এতদ্দেশের ব্যবসায়াদি কার্য্য উত্তমরূপে সুসম্পন্ন হয় না। একি আশ্চর্য্যের কথা! এত কাল তো এতদ্দেশে রবিবারে শকট চলিতেছিল না; এত দিন কি তাহাদের ক্ষতি হইতেছিল? এত দিন কি বাণিজ্যাদি কার্য্যসকল সুশৃঙ্খলপূর্ব্বক সুসম্পন্ন হইতেছিল না? ফলতঃ সে কথাই নয়, রেলওয়ে কোম্পানি আরো অধিক ধনলাভ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, তন্নিমিত্তে তাঁহারা নিজ ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন এবং প্রকারান্তে অন্যের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন। এমন ধনে ধিক! অধর্ম্মের ধনের বিষয় শাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে যথা:—"দুষ্টতাদ্বারা প্রাপ্ত ধনে কিছু ফল নাই, কিন্তু ধর্ম্মদ্বারা মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়"। হিতোপদেশ ১৩॥২। "যে তিত্তির পক্ষী অপর ডিম্বের উপর বসিয়া তাহা ফুটায়, অন্যায়েতে ধন সঞ্চয়কারি ব্যক্তি তাহার ন্যায় হইয়া মধ্যম বয়সে তাহা হারাইয়া অন্তিমকালে মূর্খ হইবে"। যিরিমিয় ১৭॥১১।

পাক্ষিক সংবাদ।

—বিলাতীয় সংবাদদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পার্লেমেন্টনামক ইংলণ্ডের মহাসভায় ভারতবর্ষ শাসনসম্পর্কীয় যে নিয়মের আদর্শ ডিসরেলি সাহেব করিয়াছিলেন, সে নিয়ম অনেকের মনোরম্য না হওয়াতে লর্ড জন রসেল্ সাহেবের পরামর্শানুসারে এই স্থির হয় যে ভারতবর্ষ শাসনসূচক এক২ টি প্রস্তাব উক্ত সভায় কবা বিধেয়।

শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে ফ্রান্সদেশের সম্রাট যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন; জনরব হইয়াছে যে তিনি অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিবেন, আর সেই যুদ্ধে রুসিয়ার সম্রাট যোগ দিলেও দিতে পারেন।

—সিপাহিদের যুদ্ধ এখনপর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা পরাস্ত হইতেছে।

—বেরেলি নগর সিপাহিদের হস্তে ছিল, কিন্তু ৭ই মে তারিখে ব্রিগেডিয়ার জোন্স সাহেব অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করত উক্ত নগর কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার করেন।

—বক্সারের নিকট বেণীমাধব নামে জনেক বিদ্রোহি সেনাধ্যক্ষ লুঠ করিয়া বেড়াইতেছে।

—কুমার সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন; তাঁহার সৈন্যেরা এক্ষণে কোথা আছে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না।

—জঙ্গ বাহাদুর তাহার গুরখা সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন।

—ঝান্সি নগরে রাণীর সহিত সার হিউ রোজের এক সংগ্রাম হয়, তাহাতে ঝান্সি নগরের রাণী পলায়ন করেন।

—অবগতি হইল যে ঝান্সির রাণী, বিদ্রোহি সেনাধ্যক্ষ টান্টিয়া টোপি, এবং অন্যান্য বিদ্রোহিরা কল্পি নগরের নিকট অবস্থিতি করিতেছে।

—লক্ষ্ণৌ নগরের ১৮ ক্রোশ উত্তরে রামনগরনামক শহরে এক বেগম ১২,০০০ সৈন্য লইয়া আছেন।

—কেহ২ বলিতেছে যে বিদ্রোহিরা লক্ষ্ণৌ নগর পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবে, ফলতঃ আক্রমণ করিলে পরাস্ত হইবে সন্দেহ নাই।

—এতদ্দেশের অনেক রাজা বিপদের সময় গবর্ণমেন্টকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, অধুনা পতিয়ালার রাজা এবং কর্পূরতলার রাজা তাহাদের সৈন্য সমেত গবর্ণমেন্টের সহিত যোগ দিয়াছেন।

—শ্রুত হওয়া গেল বিজনোরের নিকট কতকগুলি বিদ্রোহিরা গঙ্গায় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

—পঞ্চকুটের রাজার মোকদ্দমা উপস্থিত, তাঁহার নামে দুই তিন অভিযোগ হইয়াছে তাহার ফলিতার্থ এই যে তিনি গবর্ণমেন্টের সহিত বিদ্রোহিতাভাবে যুদ্ধ করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে তিন জন প্রধান২ উকীল আছেন।

—পাদরি ডফ সাহেব কলিকাতায় এক বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্থাপন করিয়াছেন, বালিকাদের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা সংপ্রতি সমারোহপূর্ব্বক হইয়া গিয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণাকর শ্রীযুত অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! কিয়দ্দিবস গত হইল এতদ্দেশে যে অসামান্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল তদ্বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রায় সার্দ্ধমাসাতীত হইল ডাকযোগে মহাশয়ের সমীপে প্রেরণ করিয়া প্রতিপক্ষান্তেই তাহার অপেক্ষায় কালক্ষেপণ করিতেছিলাম, এইক্ষণে প্রকাশ না হওয়াতে নিরাশ হইয়া মনোমধ্যে এই বোধ হইল যে আমার ঐ পত্রখানি স্বকীয় মস্তকে স্বল্পমূল্যের কিঞ্চিৎ অভরণ ধারণ করিয়াছিল তজ্জন্যই কোন দুরাচারের হস্তে ছিন্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে; যদি তাহা জীবিত থাকিত, তবে বোধ করি অবশ্যই মহাশয়ের পত্রৈকদেশে তাহার সমাচার পাইতাম। পরন্ত আমরা গঙ্গাজলে সমর্পণের ন্যায় ডাক মুনসী মহাশয়েরদিগের বাক্স মধ্যে পত্রসকল নিঃক্ষেপ করিয়া থাকি, যদি তাঁহারা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গ্রাহকের সন্নিকটে প্রেরণ করেন তাহা হইলেই আমাদিগের ইষ্ট সিদ্ধ হয়, নচেৎ রসীদ না পাওয়াতে আর কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু ব্যারিং পত্রের প্রায় কখন বিনাশ দৃষ্ট হয় না, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিয়া থাকে যেহেতুক নিস্বব্যক্তির দস্যুভীতির সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত মহাশয়ের সন্নিধানে পুনর্ব্বার প্রেরণ করিতেছি, সত্বরে পত্রৈকপার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। জেলা বারাশতের অন্তঃপাতি থানা কলারোয়ার অধীন সোনাবেড়ে গ্রামে প্রহ্লাদ পোদ্দার ও রাজচন্দ্র পোদ্দার ও বীরচাঁদ পোদ্দারপ্রভৃতি কএক জন কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করে। এই সংবাদ জেলা নদীয়ার শ্রীযুত মাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের শ্রুতিগোচর হওয়াতে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত শান্তিপুরের দারোগা শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরিকে সর্ব্বাপেক্ষা নিরপেক্ষ এবং সখ্যতাপূর্ব্বক কর্ম্ম দক্ষতায় মুখ্য জ্ঞান করিয়া সূক্ষ্মানুসন্ধান জন্য তাঁহাকে আহ্বান করত তথায় প্রেরণ করেন। উক্ত চৌধুরি মহাশয় সাতিশয় যত্ন সহকারে স্বকীয় বুদ্ধি কৌশলে অনুক্ষণ বিলক্ষণ বিচক্ষণতাপূর্ব্বক উল্লেখিত দুর্জ্জনগণের নিকেতনহইতে ৩ টি কৃত্রিম সিকি ও ১ টি আধুলি ও তৎকর্ম্মোপযোগি অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে অপরাধিদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ পোদ্দারকে বদ্ধ করিয়া তথ্যানুসন্ধানদ্বারা জেলা নদীয়ার থানা হাসখালির অন্তঃপাতি শ্রীনাথপুর ফতেপুর গ্রামে তিনকড়ি পোদ্দারের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় ৯৬৮ কৃত্রিম মুদ্রা সমেত তাহাকে ধৃত করিয়া উভয় ব্যক্তিকে প্রাড়্বিবাক সাহেবের সমীপে সমর্পণ করিলে তিনি প্রনিধানপূর্ব্বক উপস্থিত অত্যাচারের সুবিচার করিয়া দুষ্টগণের ৭ বৎসর কারাবাসের আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্ত এই মহদ্ব্যাপারোপলক্ষে দারোগা মহাশয় অবশ্যই রাজপ্রসাদ ভাজন হইবেন এমতকিম্বদন্তী নিতান্তই দিগন্ত ব্যাপিনী হইয়াছে। ফলতঃ তিনি অধিক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই, যেহেতুক এতজ্জনপদে পদে২ তাঁহার সম্পাদস্পদ উচ্চপদের নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতেছে। তিনি প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরের গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় রাজকোষহইতে মাসিক (৩০৲) ত্রিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন তদনন্তর পুলিশকর্ম্মে ব্রতী হইয়া যমকিঙ্কর সদৃশ অন্যান্য ভয়ঙ্কর তস্কর নিকরের দুষ্কর শাস্তি প্রদান করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বতন দারোগাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই যেরূপে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন তাহা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যদি কোন ব্যক্তির দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্বিতীয় শিশ্ন বিষধরের অধরে পতিত হইয়া আশু গতাসু হইত, তবে কেহ২ (হারামজাদকো পাকড়ো উসকা হাত্‌পর রসি লাগাও) ইত্যাদি হিন্দি শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক উগ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন এবং শ্মশ্রুরূপ জটা বিস্তার করত শোকাচ্ছন্ন জনক জননী প্রভৃতি সকলকে আক্রমণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিতেন, এবং উৎকোচ গ্রহণে সঙ্কোচ রহিত হইয়া শাণিতাস্ত্রাঘাতে শোণিত পাত করত আত্মোদর পূরণ করিতে কিছুমাত্র ক্রুটি করিতেন না। আর তাঁহাদিগের অনুচরেরাও রাত্রিঞ্চরের ন্যায় যেরূপ আচরণ করিত, তাহাও চরাচরে কাহারো অগোচর নাই। তৎকালে শোকাভিভূত বান্ধবগণের শোক দূরে গিয়া কিরূপে উপস্থিত বিপদসাগরহইতে উদ্ধার হইব, এই চিন্তা বলবতী হইয়া নিরন্তর তাহাদিগের মনোমন্দির দহনসাৎ করিত। পরন্ত ইতিপূর্ব্বে অপমানাশঙ্কায় ভদ্রলোক মাত্রেই যে থানাকে নিতান্তই কৃতান্তের বৈঠকখানা বিবেচনা করিয়া প্রাণান্তেও তৎ পথে পদার্পণ করিতেন না, সম্প্রাতি সুশিক্ষিত সজ্জনসমূহের সমাগম নিবন্ধন সেই স্থান রম্য স্থান জ্ঞান করত অনেকেই ঐ উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণের শিষ্টাচারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সন্নিকৃষ্টে হৃষ্টান্তঃকরণে ধাবমান হইয়া থাকেন, কিন্তু দুষ্টের পক্ষে ঐ স্থান এইক্ষণেও কষ্টদায়ক। অপর অস্মদ্দেশের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর স্বকীয় বুদ্ধিকৌশলে প্রচণ্ড দণ্ডবলে প্রায় অখণ্ড ভূমণ্ডলে আখণ্ডলের ন্যায় একাধিপত্য স্থাপন করিয়া যেরূপ দুষ্টদমন শিষ্টপালন করিতেছেন, এবং স্বকীয় কোষহইতে বহুতর ধন ব্যয় করত বিদ্যালয়ও চিকিৎসালয়প্রভৃতি স্থাপন করিয়া প্রজা পুঞ্জের হিতার্থে যেরূপ উৎসুক হইয়াছেন এবং বাষ্পীয় শকট ও তড়িৎবার্ত্তাবহপ্রভৃতি যে সকল অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, পূর্ব্বতন কালে কেহই করিতে পারেন নাই, এবিষয়ে বিশ্বকর্ম্মাও কৃতকর্ম্মা হইতে পারেন এমত বোধ হয় না। আর যাহারা অনুপম পরাক্রম প্রকাশ করত কৃতান্তোপম দুরন্তদিগের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহাদিগের সমরে অমর হইবেন এমন ব্যক্তি কেহই অবনীতলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তবে যে সিপাহি সকল বিদ্রোহাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার কারণ আর কিছুই নিরূপণ করিতে পারি না, কেবল আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি, এই যে প্রসিদ্ধবাক্য আছে তাহা সফল করণার্থেই এই ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এবিষয়ে আর অধিক বাগাড়ম্বর না করিয়া পরমকারুণিক পরমেশ্বরের সমীপে এই প্রার্থনা করি যে তিনি আপনার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বর্ত্তমান মহিপালদিগের রাজ্যাধিকার চিরস্থায়ী করুন, অলমতি বিস্তরেণ।

নবদ্বীপ নিবাসি শ্রীকালীকুমার শর্ম্মণো।

বিজ্ঞাপনমিদং।
মোং শান্তিপুর মিসন স্কুল।

অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীলশ্রীযুক্ত অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয় মমানুকূলেষু।

মদ্রচিত কতিপয় পঁক্তি মহাশয়ের সমীপে প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করণানন্তর মহাশয়ের জগদ্ব্যাপ্ত অরুণোদয় পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া এই নব লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

মনের প্রতি উপদেশ।

সংসার কাননে মন, লয়ে আত্ম বন্ধুগণ,
ভ্রমিতেছ অনুক্ষণ, পরম হরিষে,
হে পরম হরিষে। ১।

জান না শমন দূত, *হরি রূপ অদ্ভুত,
গতি যেন বিদ্যুৎ, বিষম হরি সে,
হে বিষম হরি সে॥ ২।

যখন করিবে দক্ষ, কোথা রবে তব দক্ষ,
লয়ে যাবে দিয়া লম্ফ, চক্ষুর নিমেষে,
হে চক্ষুর নিমেষে। ৩।

ভাই বন্ধু সুত দারা, যার জন্যে হও সারা,
কোথায় রহিবে তারা, নাহি পাবে দিশে,
হে নাহি পাবে দিশে॥ ৪।

অতএব কর মন, তত্ত্ব পথ অন্বেষণ,
ভজ নিত্য নিরঞ্জন, মজ প্রেম রসে,
হে মজ প্রেম রসে। ৫।

কাম ক্রোধ আদি করি, সকলে তোমার অরি,
তাদের দমন করি, রাখ নিজ বশে,
হে রাখ নিজ বশে॥ ৬।

ধনমদে হয়ে মত্ত, সামান্য অর্থের তত্ত্ব,
করিতেছ নিত্য২, বল কি সাহসে,
হে বল কি সাহসে। ৭।

এভব বিভব সব, আমার আমার রব,
কোথায় রহিবে তব, নিধন দিবসে,
হে নিধন দিবসে॥ ৮।

তাই বলি বারবার, বিষয় বাসনা আর,
করিও না অনিবার, লোভ পরবশে,
হে লোভ পরবশে। ৯।

লোভে হয় মহাকষ্ট, "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট,"
এই কথা আছে রাষ্ট, স্বদেশ বিদেশে,
হে স্বদেশ বিদেশে॥ ১০।

সংপ্রতি দেখ হে মন, ছাতু চনা কত জন,
খেয়ে করিতেছে রণ, অর্থের প্রয়াসে,
হে অর্থের প্রয়াসে। ১১।

যখন গৌরাঙ্গগণ, করি গোলা বরিষণ,
"তিতুমির" দর্শন, করাবে অনাসে,
হে করাবে অনাসে॥ ১২।

তখন লোভের ফল, প্রত্যক্ষ হবে সফল,
দেখে তার বন্ধুদল, পলাবে তরাসে,
হে পলাবে তরাসে। ১৩।

অতএব বলি মন, লোভ ত্যজি সর্ব্বক্ষণ,
সেই নিত্য নিরঞ্জন, ভাব অবিরসে,
হে ভাব অবিরসে॥ ১৪।

যে জন তাঁহার পদ, করিয়াছে সম্পদ,
সেই জন মোক্ষপদ, পাবে অবশেষে,
হে পাবে অবশেষে। ১৫।

এজন্য বলি তোমায়, ত্যাগ করি সমুদায়,
মোক্ষপদ লালসায়, ডাক জগদীশে,
হে ডাক জগদীশে॥ ১৬।

শ্রীফটীকচাঁদ দেব।
হাং সাং মুদিয়ালী।

ধর্ম্মগীত।

দয়া প্রকাশ করি।
দীনে দেহ প্রভু চরণ তরি॥

ঘোরতর নাদ করি, ডাকিতেছে জলধরী,
প্রায় নিশা নিশাচরী, নিকট হলো হায় কি করি।

কত শত জলচর, দেখিতে যে ভয়ঙ্কর,
তাহে অঙ্গ থর২, হায় বুঝি ডুব মরি॥ ২।

আগেতে না ভাবিলাম, ভব ঘাটে নাবিলাম,
মিছে ভ্রমে মজিলাম, তাহে নাহি পাই হে তরি।

ক্রমেতে উথলে জল, সদা করে কল কল,
হেন মম নাহি বল, সন্তরণে পারে তরি॥ ৪।

কি কব দুঃখের লেখা, অকূলে পড়িয়া একা,
কারু নাহি পাইকো দেখা, অন্তর কাঁপে থরথরী।

কিরূপে নিস্তার পাই, ভব সিন্ধুর নাইকো থাই,
যীশু বিনা কেহই নাই, যে দেয় আমার চরণতরি॥

ওরে মন এই বেলায়, চড় তাঁর পদ ভেলায়,
পার হবে ভবে হেলায়, যদি চড় বিশ্বাস করি॥ ৭।

অনুগত
শ্রীমার্ক খ্রীষ্টীয়ান।

দিনাজপুর।
১৮৫৮ ইং।

* হরি-সিংহ।

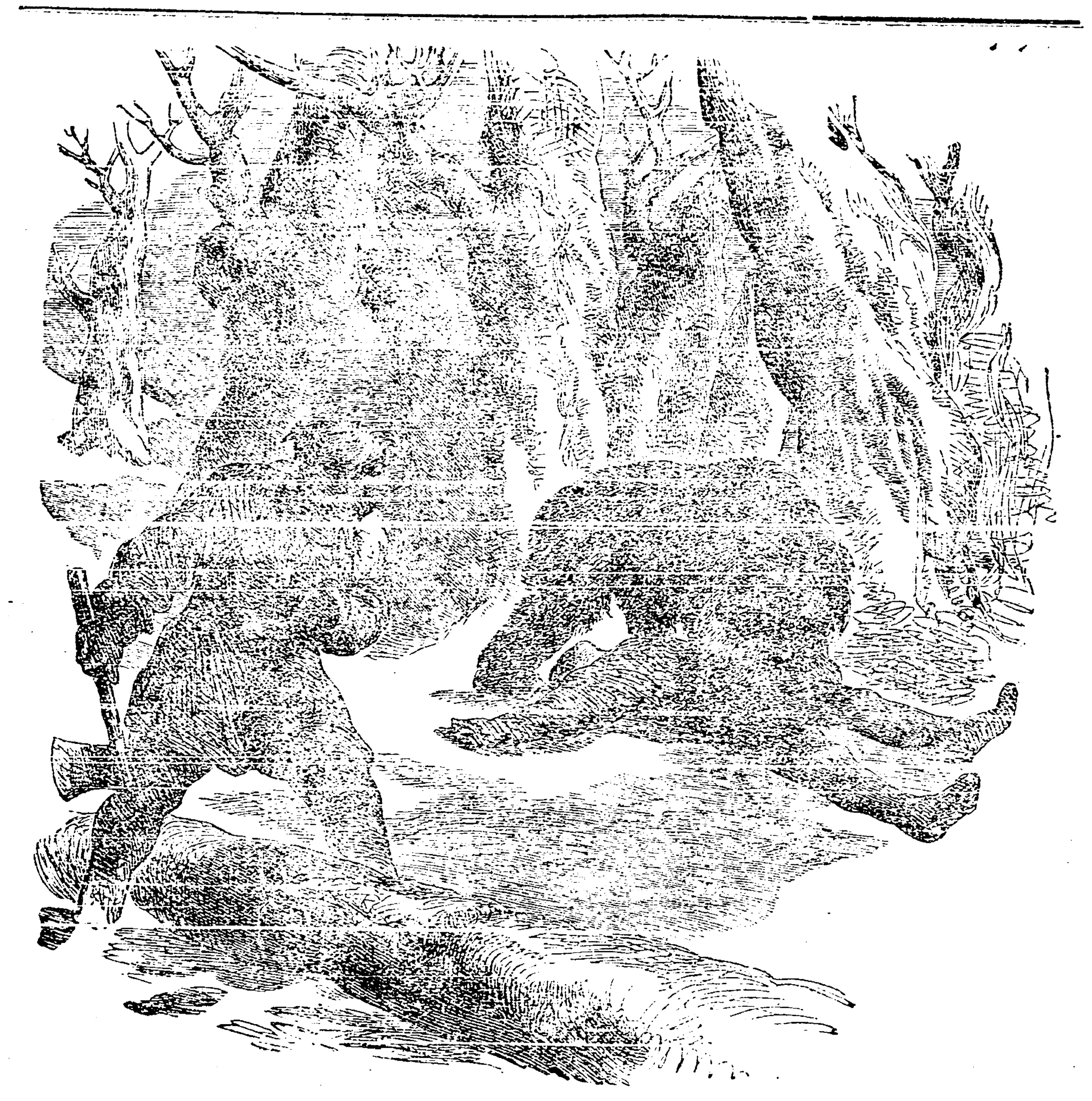

বৃক্ষ কাটিতে২ ঋক্ষ কাটা গেল!

আসিয়া মহাদ্বীপের উত্তরাংশে এক প্রকাণ্ড দেশ আছে, তাহার নাম সাইবীরিয়া। সেই দেশকে "হিমালয়" বলিলেই হয়, যেহেতুক বসুমতী তথায় সমস্ত বৎসর শুভ্রবর্ণ তুষারময় বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। আফ্রিকার অন্তর্গত প্রদেশে যাদৃশ বালুকাব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না, তাদৃশ সাইবীরিয়ার ভয়ানক প্রান্তরে নিহাররাশি ব্যতিরেকে প্রায় আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সাইবীরিয়া দেশ মহাদ্বীপ ইউরোপের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইলেও তথায় ত্রিশ লক্ষ লোকের অধিক বাস করে না; এবং সেই সকল লোক অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা পশু এবং মৎস্য ধরিয়া কালযাপন করিয়া থাকে।

সাইবীরিয়া দেশে বহুতর সূক্ষ্মলোমবিশিষ্ট পশু দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে দুইটির ঊর্ণা বহুমূল্য; সেই দুইটি পশুর নাম "সবল" অর্থাৎ সামূর, এবং "আর্মিণ।" শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত রুসিয়ার গবর্ণমেন্ট সাইবীরিয়া দেশকে "পুলোপিনাং" করিয়া তুলিয়াছেন, অর্থাৎ রুসিয়া দেশের দস্যুদল এবং সর্ব্বপ্রকার অপরাধি ব্যক্তি তথায় দূরীকৃত হয়, এবং কখন২ রুসিয়ার সম্ভ্রান্ত মহোদয়েরা নিরাপরাধে সম্রাটের ক্রোধপাত্র হইয়া তথায় প্রেরিত হন।

কএক বৎসর গত হইল রুসিয়া দেশের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্রাটের আদেশানুসারে সাইবীরিয়া দেশে দূরীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরে মধ্যে রোমানফ্ এবং গলবিন্ নামে দুই জন সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। একদা উক্ত ব্যক্তিদ্বয় সাইবীরিয়ার নিবিড় বনে কাষ্ঠাহরণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত ক্লেশ সহকারে একটি বৃক্ষ ছেদন করিতেছিলেন এমন সময়ে এক বৃহদ্‌কায় ভল্লূক বনহইতে বাহির হইয়া রোমানফ্‌কে ধরিয়া ভূমিসাৎ করিল এবং তাঁহার গাত্রের উপর আরোহণ করিয়া বস্ত্রাদি ছিঁড়িতে লাগিল। বীর্য্যবান গলবিন্ তাঁহার বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া ভীত না হইয়া কুড়ালির এক চোটে ভল্লূকের মস্তিষ্ক ছড়াছড়ি করিয়া ফেলিলেন তাহাতেই ভল্লূক মহাশয় ভূমিতে গড়াগড়ি দিলেন। রোমানফ্ এবং গলবিন্ কাষ্ঠ লইয়া যাইবার নিমিত্তে এক খানি ক্ষুদ্র শকট আনিয়াছিলেন; সেই শকটে করিয়া বৃক্ষের পরিবর্ত্তে এক ঋক্ষ লইয়া গৃহে পুনরাগমন করিলেন।

ধর্ম্মোপদেশ।

"যে কেহ আমার নিকটে আইসে, তাহাকে আমি কোন ক্রমেই দূর করিব না"। যোহন ৬॥৩৭। দরিদ্র হারাণ পাপিদের প্রিয়তম

বন্ধু প্রভু যীশু কেমন দয়াময় ও স্নেহবিশিষ্ট। তিনি বলেন যে কেহ আমার নিকটে আইসে, তাহাকে আমি কোন ক্রমেই দূর করিব না। প্রভু তাবৎ আপত্তি ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছেন। কেহ মনে করিতে পারে আমরা মহা পাপী অতএব প্রভু আমাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন না; কিন্তু প্রভু তাহারদিগের মনস্তাপ দূর করিবার নিমিত্তে কহিতেছেন, হে দুর্ব্বল লোক, ভয় করিও না, আমি তোমার বল, আমার কাছে আইস, আমি তোমাকে কোন ক্রমেই দূর করিব না। ধর্ম্ম শাস্ত্রের লিপি এই "তোমরা অনুগ্রহেতেই বিশ্বাসদ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছো।" ইফিষীয় ২।।৮। পরিত্রাণেচ্ছু লোকেরা অর্থাৎ যাহারা শুদ্ধ প্রভু যীশুর পুণ্যের উপরে ভরসা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহতেই পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করে; যাহারা নিজ কর্ম্মের উপরে ভরসা করে না, শুদ্ধ প্রভুর কর্ম্মের উপরে নির্ভর করে, এমত লোকেরা পাছে ভীত হইয়া আসিতে সাহসী না হয় এই জন্যে প্রভু তাহাদিগকে কোমল স্বরে ও ঐশ্বরিক করুণাভাবে ডাকিতেছেন, এবং পাপিদের স্বভাব ও মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন; প্রভুর নিজ কথা শ্রবণ কর। "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার কাছে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব"। মথি ১১।।২৮। তুমি কি পাপের ভারসহ ও শয়তানের ও জগতীস্থ মায়াহেতুক পরিশ্রান্ত হইয়াছো? আপনার দোষ বিষয়ে চেতনা পাইয়া ও অন্তঃকরণে ভয় পাইয়া কি তুমি পাপ ভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছো? তবে প্রেমময় পরিত্রাণকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তিনি হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এবং তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। যিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন তিনি বিশ্বস্ত এবং মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া তোমাকে ভুলাইবেন না; তিনি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবেক না। "আমার নিয়ম আমি লঙ্ঘন করিব না, ও ওষ্ঠাধর নিঃসৃত বাক্যের অন্যথা করিব না"। ৮৯ গীত ৩৪ পদ। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ: তাঁহার নিকটে আইস; তিনি তোমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন, এবং ইচ্ছুকও আছেন; কেন তুমি সন্দেহ করিবা?

তুমি বলিতেছ আমি পাপী। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট সর্ব্ব শক্তিমান পরিত্রাণকর্ত্তা, ত বভয় কি? তুমি আরও বলিয়া থাক, আমি অনেক দিন-পর্য্যন্ত প্রকাশ্যরূপে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহী হইয়া পাপ করিয়াছি; আমি প্রশারিত হস্ত দিয়া অনেক বৎসরাবধি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়া আসিতেছি। এপ্রকার হইলেও তুমি অনুগ্রহের বহির্ভূত হও নাই; প্রভু যীশু মহা চিকিৎসক, তিনি তোমার রোগের প্রতিকার করিতে পারেন; এমন কোন উৎকট অস্বাস্থ্য নাই যাহা তিনি আরোগ্য করিতে পারেন না ভাবৎ ব্যাধি তিনি নির্ব্যাধ করিবেন; তাবৎ শন্তাপ তিনি হরিবেন, তাবৎ পাপ তিনি নাশিবেন, তাবৎ শোক তিনি দূর করিবেন।

আমি অসাধারণ পাপী; পাপিদের মধ্যে প্রধান, ইহা বলিয়া কি তুমি প্রভুর কাছে আসিতে সন্দেহ করিতেছ? তোমার নিমিত্তেও এই পরিত্রাণের কথা প্রেরিত হইয়াছে। যীশুর রক্তই ঈশ্বরের রক্ত (প্রেরিতদের ক্রিয়া ২০।।২৮।) সেই রক্ত তাবৎ পাপহইতে পরিষ্কার করে (১ যোহন ১।।৭।) যীশুর পুণ্যই ঈশ্বরের পুণ্য (রোমীয় ৩, ২২।) অত্যন্ত পাষণ্ড ও ঈশ্বরত্যাগী মনুষ্যেরাও যীশুর পুণ্যের অনুরোধে পুণ্যবান গণিত হইতে পারে; যীশুর পুণ্য তোমার পক্ষে যথেষ্ট, অতএব নির্ভরসা হইও না। তোমার পরিত্রাণকর্ত্তা তোমার দরিদ্র আত্মার প্রতি করুণাবিষ্ট হইয়া তোমাকে অভয় দান করিতেছেন; তিনি বলেন, "যে কেহ আমার নিকটে আইসে তাহাকে আমি কোন ক্রমেই দূর করিব না;" তিনি কাহাকেও বাদ দেন না; কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না; পতিতপাবন পরিত্রাতা সকল পতিত লোককে উদ্ধার করিবেন। কথায় বলে "গঙ্গা মড়া এলে না;" আমি নিশ্চয় জানিয়াছি "প্রভু পাপি এলেন না"; সকলকেই তিনি পরিত্রাণ দিবেন। "কাহারো বিনাশ যেন না হয়, বরং সকলে যেন মনঃপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, এই তাঁহার বাঞ্ছা।" ২ পিতর ৩।।৯।

কেহ বলিতে পারে, আগে আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ করি ও আচার ব্যবহার সংশোধন করি, পশ্চাতে সাহসপূর্ব্বক প্রভুর নিকটে আসিতে পারিব। যদি আপন শক্তিতে চিত্ত শুদ্ধি করিতে চেষ্টা কর, তবে নিজ পাপে মরিবা। প্রভু আপনি তোমার মন পরিষ্কার করিবেন; তুমি তাঁহার ক্রুশের নিকটে আসিয়া তাঁহার কৃত প্রায়শ্চিত্তে ভরসা কর। প্রভু যীশুর রক্তই আমাদের পাপমোচনের হেতু; প্রভুর নিকটে আসিয়া তোমার তাবৎ পাপ স্বীকার কর; যেমন আছ অমনি আইস, বিলম্ব করিও না; আগে শুদ্ধ হইতে যাইব, এ কথা কহিও না; আগে আইস তবে শুদ্ধ হইবা; প্রভু আপন পবিত্র আত্মা তোমাকে দিবেন, এবং সেই পবিত্র আত্মার কার্য্যদ্বারা তোমার চিত্ত শুদ্ধি হইবে। হে দরিদ্র ঘৃণার্হ পাপী; যীশুর কাছে আইস, তাঁহার রক্তদ্বারা ধৌত হও; তাঁহার পুণ্যরূপ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হও; তাঁহার পবিত্র আত্মাদ্বারা পবিত্রীকৃত হও; স্বর্গীয় বিভবের উপযুক্ত পাত্র হও। ইহার মধ্যে একটি অনুগ্রহ ও তুমি নিজ কর্ম্মদ্বারা কিছু করিতে পার না, কিন্তু প্রভু বিনামূল্যে তোমাকে তাবৎ দিবেন। পাপ ক্ষমা, পবিত্রতা, ও স্বর্গ, এ সকলি ঈশ্বরের দান; তাঁহার নিকটে যাচ্ঞা করিলেই তাবৎ পাইবা। যীশু পাপিদিগের পরম বন্ধু; তিনি পাপিদিগকে গ্রাহ্য করেন, তিনি পাপিদিগের পরিত্রাণ করেন। প্রভু কহিতেছেন তুমি যে কেহ হও, শুদ্ধ আমার কাছে আইস, আমি তোমাকে কোনক্রমেই দূর করিব না। "হে তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে আইস; হে অর্থহীন লোক সকল, তোমরা আসিয়া খাদ্য ক্রয় কর ও ভোজন কর; তোমরা আসিয়া রৌপ্যব্যতিরেকে খাদ্য ও বিনামূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর"। যিশায়িয় ৫৫।।১।

পারমার্থিক স্বাধীনতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তাহারা দুঃসাহসী ওস্বেচ্ছাচারী হইয়া উক্ত পদস্থ সকলের নিন্দা করিতে ভয় করে না, যে প্রভু তাহাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন তাঁহাকে তাহারা অস্বীকার করে, প্রভু ত্রাণকর্ত্তার ঈশ্বরত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত মানে না। যীশুই সত্য ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন এবং পতিত মনুষ্যের ঈশ্বরের সহিত পুনঃসম্মীলন ও উদ্ধারের আদিতীয় উপায়, তিনি ভিত্তিমূল স্বরূপ, এবং সিয়োনে স্থাপিত সেই ভিত্তিমূলোপরি গ্রথিত না হইলে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইব; কিন্তু এই স্বেচ্ছাচারী লোকেরা ত্রাণকর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত অগ্রাহ্য করিয়া ঈশ্বরবিহীন হইয়া এই পৃথিবীতে কাল যাপন করে। তাহারদিগের আত্মাভিমানে তাহারা আপনাদিগকে বড় পণ্ডিত জ্ঞান করে, কিন্তু সত্য বিচারে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিচারে তাহারা পাষণ্ড ও মূর্খ মাত্র। তাহারা অন্যকে স্বাধীনতা দিতে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু তাহারা নিজে ক্রীত দাস। "তাহারা বিষযুক্ত পিত্তে ও দুষ্টতার বন্ধনে পড়িয়া আছে"। তাহারা শয়তানের ইচ্ছানুসারে তাহার জালে জড়িত হইয়া তাহারা বন্দি হইয়া আছে! সেই শয়তান প্রথমাবধি মিথ্যাবাদী ও নরঘাতক, এবং তাহারা আপনাদিগের অমূল্য প্রাণ নষ্ট করিতেছে ও সঙ্গি লোকদিগের আনষ্ট ও দুঃখ জন্মাইতেছে। কিন্তু কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর তাহাদিগের নাসিকারন্ধ্রে হুক দিয়া ও তাহারদিগের মুখে লাগাম দিয়া তাহারদিগের ভয়ানকতা দমন করিতেছেন ও আপন প্রশংসার নিমিত্তে তাবৎ বিঘ্ন সম্পন্ন করিতেছেন। যদ্যপিও ঈশ্বরের গৌরব করা তাহারদিগের অভিপ্রায় নহে, তথাপি ঈশ্বর তাহাদিগকে আপন ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরের পরামর্শ অটল ও প্রলয়বৎ বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইলেও তাঁহার কৌশলের বৈলক্ষণ্য কখনই হইবে না, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক লোকদের অবস্থা বিষয়ে সর্ব্বাধ্যক্ষ স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর যাহা কহিয়াছেন তাহার অন্যথা কখনই হইবে না। অধার্ম্মিকেরা চিরস্থায়ী যন্ত্রণা স্থানে ও ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবনের অধিকারে যাইবেই যাইবে, কেহ তাহার চুল মাত্র বিপরীত করিতে পারিবে না, তবে যাহারা স্বাধীনতার বলিয়া বাগাড়ম্বর করিয়া থাকে তাহারদিগের কত ভ্রম? তাহারা এপর্য্যন্ত শয়তানের দাস, তবে স্বাধীনতা কৈ? আমারদিগের ত্রাণকর্ত্তা যিহূদী দিগকে এই বাক্য স্থির কহিয়াছিলেন, "আমার কথাতে যদি তোমরা থাক তবে আমার প্রকৃত শিষ্য হইয়া সত্যতাকে জানিবা, এবং সেই সত্যতা তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে"। এই কথা শুনিয়া যিহূদীয়েরা অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "আমরা ইব্রাহীমের সন্তান, কখন কাহারও দাসত্ব স্বীকার করি নাই, তবে তোমরা স্বাধীন হইবা আপনি কেমন করিয়া বলিতেছেন"। যীশু উত্তর করিলেন "সত্যং২ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি যে কোন ব্যক্তি পাপ করে সেই পাপের দাস"। এই শেষোক্ত বাক্য সকলকার পক্ষে খাটে। যিহূদী হউক বা গ্রীক হউক, উচ্চ পদান্বিত হউক বা নীচ পদান্বিত হউক, ধনী হউক বা দরিদ্র হউক, শ্বেতাঙ্গী হউক বা কৃষ্ণাঙ্গী হউক, যে কোন দেশস্থ হউক না কেন, যে কোন প্রণালীতে ঈশ্বরোপাসনা করুক না কেন, তাহার মত যাহা হউক না কেন, মনুষ্য মাত্রের প্রতি এই বচন উক্ত করা যাইতে পারে, "হে ভ্রাতঃ যে কেহ পাপ করে সে পাপের দাস, সে আর স্বাধীন নয়, বরং তাবৎ প্রভুহইতে অন্যজ যে পাপ রূপ প্রভু তাহারই দাস, এবং যে দাস হয় সে এক বাটীতে চিরকাল থাকে না, কখন এক জন তাহাকে ক্রয় করে, কখন বা আর এক জন ক্রয় করে, দাসের নিজের ইচ্ছা নাই, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা মতে ক্রীত ও বিক্রীত ও দূরীকৃত হয়।"

পুত্র চিরকাল বাটীতে থাকেন, নিঃসন্দেহ তিনি স্বাধীন, ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, তন্নিমিত্তে পিতার বাটীতে বাস করেন, এবং সেই বাটীতে আমাদিগকে লইয়া যাইবারও তাঁহার ক্ষমতা আছে। পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবা। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আইস আমরা এই বিষয় মনে২ আন্দোলন করি।

১। খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতা কাহাকে বলা যায়?

২। সেই স্বাধীনতার বিতরণকর্ত্তা কে?

১। সত্য স্বাধীনতা কি? (ক) পাপহইতে উদ্ধার; (খ) ব্যবস্থাহইতে উদ্ধার; (গ) মৃত্যুহইতে উদ্ধার।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পৌঁছিবে।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্ট সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
এই পত্রিকা পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য (৶) দুই আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সম্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১।। ১৯।

২ খণ্ড।] কলিকাতা, মঙ্গলবার ইং ১৫ জুন ১৮৫৮। বাং ২ আষাঢ় ১২৬৫। [২২ সংখ্যা।

স্যর হেনরি হেবলক।

হেনরি হেবলক উইলিএম হেবলকের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা এক অতি প্রাচীন বংশের এক শাখা পরিবারহইতে উদ্ভব হন। উক্ত বংশ মহারাজ আলফ্রেডের সময় লিনকলন প্রদেশের অন্তঃপাতি গ্রেট গৃমসবিনামক নগরে স্থাপিত হয়; এবং ঐস্থলে পরম্পরাগত ইহা ব্যক্ত আছে যে গধরম ঐ বংশের আদিপুরুষ ছিলেন। তাঁহার পিতামহ বাসস্থান পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সনডার্লেণ্ডে অবস্থিতি করিয়া বাণিজ্যকার্য্য ও অর্ণবপোত নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার পিতা তদ্দ্বারা সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। ওয়ারমাউথ নগরে, ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ই আপ্রেল, হেবলক কলেরব পরিগ্রহ করেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে, তাঁহার পিতা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের দক্ষিণাংশে বাস, ও কেণ্ট-প্রদেশের অন্তর্গত ডার্টফোর্ড গ্রামের সন্নিকট ইন্‌গ্রেস্ পার্কনামক এক উদ্যান ক্রয় করিয়াছিলেন। হেবলক প্রথমতঃ ডার্টফোর্ড গ্রামের বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে, চারটার হাউসনামক বিদ্যাগারে প্রেরিত হন। তৎকালে রেবরেণ্ড ডক্টর মেথিউরেণ তথাকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারি বাটীতে হেবলক সহভোজীরূপে থাকিতেন। সেমুএল হাইণ্ডস্, উইলিএম নরিস্, যিনি পরে সিংহলদ্বীপের চিফ্ জুস্‌টিস্ হইয়াছিলেন, এবং মুলিয়স্ চার্লস্ হেয়ার, যিনি ইতিপূর্ব্বে সসেক্স প্রদেশের সহকারি ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন, এই তিন জন হেবলকের অতি প্রিয় মিত্র ছিলেন। সেণ্ট ডেবিড্ নগরের বিশপ, ডক্টর কনপ থারলওয়াল, ডরহেমের ডিন্ ডক্টর ওয়াডিংটন, জর্জ্জ গ্রোট, ধর্ম্মাধ্যক্ষ হেল, অলডারমান অম্পসন, কাবুলের রাজ প্রতিনিধি মৃত স্যর উইলিএম মেকনাটেন, লর্ড পেনমিয়র, সর চার্লস ইষ্টলেক্ এবং ইএটস্, এই কএক খ্যাতাপন্ন ব্যক্তি হেবলকের সমাধ্যায়ী ছিলেন। চারটর হাউসে থাকন সময়ে হেবলকের স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল যে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা তাঁহার হৃদয় রাজ্যে একাধিপত্য করিবার সূচনা করিতেছেন। তৎকালে পারমার্থিক বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে কথোপকথন করিলে লোকের হাস্যাস্পাদহইতে হইত, ও সকলে "কপটী" এই বিশেষণ প্রয়োগ করত ডাকিত বলিয়া, ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রার্থনা করিবার জন্য শয়নাগারের বিরল স্থান অন্বেষণ করিতেন। চারটর হাউস বিদ্যালয়ে হেবলক লাটিন ও গ্রীক ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, এবং পরে তাঁহার জীবদ্দশার সকল কালে তিনি উক্ত প্রাচীন ভাষাদ্বয়ে যে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত আছে তাহা অবসর পাইলেই সমাদরপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন, এবং ঐরূপ অধ্যয়ন করিতেন বলিয়াই তিনি অনায়াস বোধগম্য ও বিশুদ্ধ কোমল ভাষায় রচনাদি করিতে পারিতেন। ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে তিনি উক্ত বিদ্যাগার পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধ্যায়িরা তাঁহার বিদ্যাভাস বিষয়ে স্বাভাবিক অতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়াও তাঁহার অনুক্ষণ সাতিশয় পরিশ্রম ও ঔৎসুক্য দর্শন করিয়া তাঁহার নাম ফ্লস্ (বিজ্ঞ) রাখিয়াছিল।

১৮০৬ খ্রীঃ অব্দহইতে তাঁহার পিতার সম্পত্তির হ্রাস হইতে লাগিল অবশেষে তাঁহাকে বাণিজ্য জনিত ক্ষতিভরে পরিনত হইতে হইয়া ইনগ্রেস পার্কনামক উদ্যান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ঐ উদ্যান পঞ্চাশৎ সহস্র পাউণ্ড অর্থাৎ পাঁচলক্ষ মুদ্রা মূল্যে গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন। সুতরাং হেবলকের কোন উপজীবিকা অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি সেইজন্য মিত্রবর্গের পরামর্শানুক্রমে ব্যবহারাজীব অর্থাৎ উকিল হইবার অভিপ্রায়ে ব্যবস্থা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক বৎসর কাল, অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দ, সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীব চেটি মহোদয়ের অধ্যাপনা অবধানে অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে তাঁহার সমাধ্যায়ি স্যর টমস্ টালফোর্ডের সহিত বিশেষ হৃদ্যতা হয়। তাঁহাদের উভয়েরই স্বভাব একরূপ ছিল বলিয়া এত হৃদ্যতা হইয়াছিল। তাঁহারা চেটির উপদেশাগার ত্যাগ করিয়া কিছুদিন মনোরম্য বিশ্রামস্থান ওয়েষ্টমিনষ্টর সেতুপরি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক কালযাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহারা ব্যবহার সংহিতা কি কোন ব্যবহার, অর্থাৎ মোকদ্দমা, বিষয়ের কথোপকথন না করিয়া, প্রায়ই কাব্যের সৌন্দর্য্য বিষয়ের কথাবার্ত্তায় কালক্ষেপ ও সাতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন।

হেবলক তাঁহার মনের গতি ও স্বভাব বশতঃ ব্যবস্থাশাস্ত্রে আমোদ করিতেন না। স্বভাবতঃতিনিযুদ্ধ চিকীর্ষু ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা উইলিএম্, স্পেইনদেশের ওপেনিনসুলার সংগ্রামে উপস্থিত থাকনকালীন যে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তিনি যে ৭ রণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি সু বর্ণনা করিয়া যে সকল পত্র লে

পাঠ করিয়া সমর বিষয়ে তাঁহার কল্পনা শক্তি আর উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার সহোদর ওয়াটর্লু নগরের চিরস্মরণীয় সমর ভূমিহইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করত বহুবিধ চেষ্টাদ্বারা তাঁহার সৈন্যদল সংক্রান্ত পদ প্রাপ্তেচ্ছা পরিপূরণ করেন। ওয়াটর্লু সংগ্রামের এক মাস পরে লক্ষ্ণৌএর ভাবি যোদ্ধা, অর্থাৎ হেবলক, রাইফেল ব্রিগেডের দ্বিতীয় লেপটনেণ্ট ও শীঘ্র পরে স্যর হেরি স্মিথ সেনাপতির সৈন্যদলভুক্ত হইলেন। তিনি উক্ত সেনাপতি মহোদয়ের নিকট যুদ্ধ বিষয়ের অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক তাহা উল্লেখ করিতেন। এইরূপ তিনি সৈন্য সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া অনন্যমনা হওত যুদ্ধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে যুদ্ধ বিদ্যার অল্পাংশ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি উক্ত বিদ্যা অতিশয় মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করেন। তিনি যুদ্ধসংক্রান্ত উপাখ্যান ও ইতিবৃত্ত যত আহরণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সমুদায় পাঠ করেন। পুরাকালে বা ইদানীন্তন যে সমস্ত স্মরণীয় সংগ্রাম ও দুর্গবৃত্তি হয় তাহা তিনি সুজ্ঞাত হইয়াছিলেন, এবং যে প্রকারে রণভূমিতে যুদ্ধ ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ ও ফলাফল তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছিলেন। রণবিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করাই তাঁহার জীবনের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল, এবং তিনি সততই কহিতেন যে উক্ত বিদ্যার মূলীভূত সূত্রসমূহ অপরিবর্ত্তনীয়, ও যে সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ সমুদায় শিক্ষা করিতে বিশেষ মনোযোগী না হন তাঁহার কার্য্যে অনেক ভুল হয়। তিনি ইংরাজদিগের রণসম্বন্ধীয় ব্যাপারের ইতিবৃত্ত এরূপ অবগত হইয়াছিলেন যে আপন স্মরণ শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক সৈন্যদল যে যে কার্য্য করিয়াছিল তাহা বলিতে পারিতেন। তিনি কএক বৎসর ক্রমাগতঃ ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে ও আয়র্লণ্ডে যুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিলেন, এবং সেই সুযোগে সকল ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া নিয়ত আপন জ্ঞানের সঞ্চয় বৃদ্ধি করেন। ১৮২১ খ্রীঃঅব্দে তিনি সমুদায় ফ্রান্স ও ইটালি দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এবং যে যে স্থানে মহামহা সংগ্রাম হইয়াছিল সেই সেই রণভূমি সন্দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক ও বুভুৎসা বৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

পাক্ষিক সংবাদ।

— অদ্যপর্য্যন্ত সিপাহিদের যুদ্ধের শেষ দেখিতে পাওয়া গেল না; শুনা যায় যে বিদ্রোহিরা সর্ব্বত্রই পরাস্ত হয়, কিন্তু পরাস্ত হইলে কি হইবে, সংগ্রামের পর তাহারা আবার বলবৎ হইয়া দাঁড়ায়। বিদ্রোহিতা যেমন পূর্ব্বে ছিল এক্ষণেও আছে, শত্রুদলের সংখ্যা বা আস্পর্দ্ধার হ্রাস হয় নাই। লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বারেলি, ফতেগড় এবং অন্যান্য প্রধানং নগর ইংরাজদের হস্তগত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, উক্ত নগর সকলের নিকট সহস্রং বিদ্রোহিরা স্বচ্ছন্দে লুঠ করিয়া বেড়াইতেছে। বিলাত হইতে আর অধিক সৈন্য না আইলে এই ব্যাপারের শেষ কখন হইতে পারে না।

— আলাহাবাদে ইংরাজেরা অনেক ব্যয় করিয়া গোরা সৈন্যের আবাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই আবাস বিদ্রোহিরা ভস্মরাশি করিয়া ফেলিয়াছে।

— সত্য মিথ্যা জানি না কিন্তু শুনা যায় যে নানা সাহেব ছদ্মবেশী হইয়া এক সপ্তাহ অলাহাবাদে বাস করিয়াছিলেন। কি সাহস!

— জগদীশপুরের জঙ্গল ইংরাজেরা অদ্যাপর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতে পারেন নাই, সেই জঙ্গলে কুমার সিংহের সৈন্যদল লুকায়িত আছে; বোধ হয় জঙ্গল শীঘ্র পরিষ্কৃত হইবে।

— লক্ষ্ণৌ নগরের চতুর্দ্দিকে সহস্রং বিদ্রোহিরা অবস্থান করিতেছে; তাহারা লক্ষ্ণৌ নগর বেষ্টন করিলেও করিতে পারে।

— সাহাজেহানপুরের নিকট জনেক মৌলবি এবং অযোধ্যার বেগম বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে।

— মের্জাপুরের নিকট পাঁচ সহস্র বিদ্রোহিরা লুঠ করিতেছে।

— কাল্পী নগরে স্যর হিউ রোজ সাহেব বিদ্রোহিদিগকে পরাস্ত করেন, দুই সহস্র বিদ্রোহী কাটেন এবং তাহাদের ২২ টা কামান কাড়িয়া লন।

— মহম্মদি নামে রহিলখণ্ডে এক বড় কেল্লা ইংরাজদের হস্তগত হইয়াছে।

— প্রধান সেনাপতি স্যর কোলিন ক্যাম্পবেল ফতেগড় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

— দক্ষিণ মহারাষ্ট্রদেশে বিদ্রোহিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে; অবগতি হইল তথাকার রেসিডেণ্ট মান্সন সাহেব কাটা পড়িয়াছেন।

— গত মাসের ২৭ই দিবসে বিদ্রোহি সেনাধ্যক্ষ রহিম আলি খাঁ, গঙ্গা পার হইয়া জলেশ্বরের ধনাগার লুঠ করে।

— কপূরতলার রাজা এক্ষণে বোধ হয় লক্ষ্ণৌ নগরে ইংরাজদিগকে সাহায্য প্রদান করিতেছেন।

— পঞ্চকোটের রাজা আলিপুরের কারাগারে বদ্ধ আছেন, তিনি বর্দ্ধমানে আসিবার প্রার্থনা করিয়াছেন।

— কলিকাতার কমিশনর ওয়াকোপ সাহেব কুমার সিংহের তিন জন গোয়েন্দাকে সংপ্রতি ধরিয়াছেন।

— জনরব হইয়াছে যে স্যর জন লরেন্স সাহেব "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

— শুনা যাইতেছে যে চারি সহস্র বিদ্রোহিরা আজিমগড় হইয়া জগদীশপুরের জঙ্গলস্থ বিদ্রোহিদিগকে আশ্রয় প্রদানার্থে ধাবমান হইয়াছে।

— কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীর রঙ্গভূমিতে এবং জনাঞ্চি গ্রামে নানা রঙ্গ হইতেছে। স্বদেশীয় বাবু ভাইয়েরা দয়া ধর্ম্ম এবং দেশোন্নতি ছাড়িয়া নাট্যশালায় রঙ্গ করিতেছেন!

— কি গ্রীষ্ম! কি গ্রীষ্ম!

প্রেরিত পত্র।

অরুণোদয় সম্পাদক মহাশয়!

মৎরচিত কতিপয় পংক্তি পদ্য ভবদাসে প্রেরণ করিতেছি আপনি কিঞ্চিৎ কৃপা বারি কণা বিতরণ পুরঃসর সংশোধনানন্তর ত্বদীয় সুবিখ্যাত তরুণ অরুণোদয় পত্রৈকপার্শ্বে উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

নিদাঘ বর্ণনা।

মধুর মধুর রাজ্য করিতে দাহন।
নির্দ্দয় নিদাঘ আসি দিল দরশন ॥
বিকট কটাক্ষ তার হেরি জীব যত।
প্রাণ ভয়ে সকলেতে হইল বিব্রত ॥
ডাঁশ মশা রক্তনাশ কীট শতং।
ধাইতেছে পালে পালে সংখ্যা তার কত ॥
বসন্ত রাজারে কর দিতে করে মানা।
নিদাঘ সম্রাট্ বলি করিছে ঘোষণা ॥
দিনকর নিতে কর বৃষারূঢ় হয়ে।
ফিরিছে বিমানে সদা কর প্রসারিয়ে ॥
কর নিতে আসি করি কর বিতরণ।
চতুর্দ্দিক প্রজ্বলন করে হুতাশন ॥
পবন সয় না ঘন [illegible] অকস্মাৎ।
দেখিয়া সবার শিরে পড়ে বজ্রাঘাত ॥
সারী শুক যত পিক করি অনুরাগ।
রাগ ভরে ভাঁজিতেছে বুদীপক রাগ ॥
করিল মধুকরের সুমধুর স্বর।
এখন সে রবে মাত্র [illegible] ক্ষুণ্ণর ॥
তৃষ্ণিত চাতক যত না হেরি জলদে।
হাহাকার করি বলে জল দে জল দে ॥
না হয় পিপাসা দূর সদা জল পানে।
ইচ্ছা হয় চেয়ে থাকি সদা জল পানে ॥
শশধর আদি যত গগনের তারা।
ঈক্ষণ করিল ক্ষোভ হরিত যে তারা ॥
তাদের সে ভাব এবে কোথা ইহা গেল।
ছায়া বেশ ধরি ক্লেশ বর্জিতে লাগিল ॥
কমলিনী দিনমণি করি নিরীক্ষণ।
গৃহোপরি হরি বলে করি পলায়ন ॥
কুমুদ আমোদ ত্যজে শুনি এই কথা।
অভিমানে খিদামনে হেঁট করে মাথা।
পুষ্প সব শুষ্ক হয়ে অদন বিহনে।
শয়ন করিছে সবে যথা যোগ্য স্থানে ॥
দেখি যত অলিকুল হইল ব্যাকুল।
গুন্ গুন্ স্বরে করে কি হুলুস্থুল ॥
নিদাঘ হইল রাজা এই কথা শুন।
কাননে পাদপগণে কুতূহলী মন ॥
উপহার সহকারে ভেটিব ভূপেরে।
এই বলি স্বীয় ফল সবে ধরে করে ॥
রাজার আকার দেখি অবাক্ হইল।
কাহার হাতের ভেট হাতেতে রহিল ॥
কোপ ভরে দেহ দেয় আছাড়িয়ে ফেলি।
আপনা আপনি খেদে কেহ পড়ে গলি ॥
অন্তরীক্ষে থাকি হয় অগ্নি বরিষণ।
জীব সব হয়ে শব তেজিল জীবন ॥
সম্বর নিদাঘ কর সম্বর সম্বর।
তেজিয়ে ভীষণ মূর্ত্তি শান্ত মূর্ত্তি ধর ॥
মনলোভা বিশ্ব শোভা হর কি কারণ।
জীবন বর্ষিয়া রাখ জীবের জীবন ॥
কার প্রতি প্রতিহিংসা কর আচরণ।
অনর্থক সৃষ্টি কেন করিছ দাহন ॥
তাই বলি ক্ষান্ত হও আর কায নাই।
আমরা "গরিব লোক মাঝে মরা যাই"।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

তণ্ডুল।

বিগত কতিপয় মাহ হইতে তণ্ডুলের মূল্য ক্রমশঃ অগ্নিমূল্য হওয়াতে প্রজাপুঞ্জের যাদৃশ ক্লেশ হইতেছে, তাহা প্রকৃত বর্ণনা করিতে গেলে বর্ণ সকল বিবর্ণ হইয়া উঠে এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত লেখনীরও অশ্রুপাত হইতে থাকে। এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যে অনেকেই অন্নকে ভক্ষ্যের মধ্যে অগ্রগণ্য ও মুখ্য উপজীবিকা বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন, একারণ ইহা দুষ্প্রাপ্য হইলে তৎসহকারে যে অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সকল মহার্ঘ হইবে, তাহা আশ্চর্য্য বা বিচিত্র নহে। বিবেচনা কর, ইতিপূর্ব্বে এক কুম্ভকারের চারিটি কলশী বিনিময়দ্বারা তণ্ডুল ক্রয় করিলে, তাহার সমুদয় পরিবারের অন্ন হইত,

এইক্ষণে তণ্ডুলের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে, সুতরাং যদ্যপি সে ঘটের মূল্য অপেক্ষাকৃত দ্বিগুণ না করে তবে সে কি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে? "ধানে চড়িলেই, ঢোল চড়ে" এ সাধারণ কথা সকলেই অবগত আছে। এতদুক্ত কারণ বশতঃ সকল ব্যবসায়িরা স্বস্ব দ্রব্য সামগ্রী সকলের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে; তাহাতে বঙ্গদেশবাসিগণ অহর্নিশি যে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে তাহা বাক্পথাতীত। এক মোন সাধারণ তণ্ডুলের মূল্য পূর্ব্বে এক টাকা ছিল, এক্ষণে সে কথা স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়। আমরা সম্প্রতি এই বর্ত্তমান দুঃখোৎপত্তির মূল কারণ পাঠকবর্গে বিদিত করণার্থে নিম্নে প্রকটন করিলাম।

প্রথমতঃ। অপামর সাধারণ সকলেই অবগত আছেন, যে, বঙ্গ ভূমিতে এক বৎসরের মধ্যে যত শস্য জন্মায়, তাহাতে এদেশের লোকদিগের কোন প্রকারে ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই। সিন্ধু নদীহইতে ব্রহ্মপুত্র নদপর্য্যন্ত ভারতভূমি, বিয়দংশ ব্যতীত যাদৃশ শস্যশালী তাহা দেশ বিদেশ সর্ব্বস্থানেই খ্যাত আছে। তবে এপ্রকার শস্য দুর্মূল্য হওনের কারণ কি? ইহার উত্তর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই দিবেন "অপরিমিত শস্য অন্য দেশে রপ্তানী," করাতেই এই দুর্ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে। বাণিজ্যাহইতে দেশের শোভা ও আশু শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যখন একই প্রকার দ্রব্য বাহুল্যরূপে অন্য দেশে রপ্তানী হয়, তখন যে উক্ত দ্রব্যের অভাব সেই দেশে শীঘ্র হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এবারণ কোন দ্রব্যই রপ্তানীর আতিশয্য দেশের পক্ষে শুভকরী নহে। এই বহুমূল্য অভিজ্ঞতা গ্রীস্, রোম, ও অন্যান্য প্রাচীন জনপদের লোকেরা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; তাহারা এবং তদ্দেশস্থ রাজপুরুষেরা স্বস্ব দেশ দুর্ভিক্ষ হওনাশঙ্কায় ভক্ষ্য দ্রব্য অতিশয় রপ্তানী করিতে দিতে কোনমতে সম্মত হইতেন না। আমরা খ্রীঃ ঊনবিংশতি শতক জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া মাৎসর্য্য প্রকাশ করি ও আপনা আপনিই সভ্য ভব্য জ্ঞান করি, কিন্তু প্রাচীন লোকদিগের মত এপ্রকার সূক্ষ্ম জ্ঞান এবিষয়ে আমাদিগের কাহারও জন্মে নাই।

দ্বিতীয়তঃ। চেতন, অচেতন এবং উদ্ভিদ এই ত্রিবিধ পদার্থের এক স্বভাব সিদ্ধ গুণ এই যে, তাহারা প্রথমাবস্থায় তেজোময় থাকে, কিন্তু কালক্রমে তাহাদের রূপ ও গুণের বৈলক্ষণ্য জন্মে ও ফলোৎপাদন শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। জনপদে পর্য্যালোচনা করিলে তাহার ভূরিং উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূমি নির্জ্জীব পদার্থ বটে, এবং উক্ত শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে এক প্রকার পদার্থ বলিয়া পরিগণিত, একারণ ইহা তাহার স্বভাব সিদ্ধ প্রকৃতি বহির্ভূত নহে। ধরণী তরুণাবস্থায় যে প্রকার শস্যশালিনী ছিলেন, এইক্ষণেও যে তাহার ফলোৎপাদন শক্তি একই প্রকার থাকিবে তাহা অসম্ভব; একারণ বসুমতী ক্রমশঃ স্বল্প ফলবতী হইতেছেন। ভারত ভূমি দুই তিন শতাব্দী ইহার পূর্ব্বে যে প্রকার শস্যশালী ছিল, তাহার অনেক এইক্ষণে হ্রাস হইয়াছে সন্দেহ নাই। অপিচ, ভারতবর্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিব্যূহের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু কৃষিকর্ম্মের উন্নতি কিছুই হয় নাই। পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পওয়া যায় যে, রাজা মান্ধাতার সময়ে যে প্রকার কৃষিকর্ম্মের প্রণালী প্রচলিত ছিল, অধুনাও তদ্রূপ আছে, তাহা তিলার্দ্ধেও ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়?

তৃতীয়তঃ। গত বর্ষহইতে ভারতবর্ষের স্থানেং সমরানল প্রজ্বলিত হওয়াতে ইহার অন্তর্হিত আমদনী ও রপ্তানী সকল এক কালে রসাতলে গমন করিয়াছে। কতক এই নিমিত্তে, কতক উপরোক্ত কারণদ্বয় সহকারে এবৎসরে তণ্ডুল অক্রেয় হইয়াছে। আমরা ব্যবস্থাপক মহাশয়দিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, যে, যাহাতে আগামি বৎসরে তণ্ডুলের অধিক রপ্তানী না হয় এমত এক নিয়মের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিউন, দুঃখি প্রজাদের ক্লেশ সকল মোচন করুন। বঙ্গদেশ ব্রিটিস্ রাজ্যে সংযোজন হওনাবধি কোম্পানি বাহাদুর, বর্গী, ঠগী ও অন্যান্য কতিপয় দস্যু দল হইতে যে প্রজাবর্গকে মুক্ত করিয়াছেন, ও তাহাদের মঙ্গল ও সুখ সম্বর্দ্ধনার্থে যে সকল নূতন নিয়ম ও বিচার প্রণালী স্থাপন করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে আমরা তাঁহাদের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। এইক্ষণে ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা উপস্থিত বিষয়ে তৎপর হউন। তাহাদিগকে আমরা সায়েস্তা খাঁ অথবা যুম্মন্তরায় হইতে অনুরোধ করি না। বঙ্গভূমি ঈদৃশ শস্যশালী যে ইহার প্রজাদের অভাব হওয়া অন্য দেশীয় লোকেরা শ্রবণ করিলে উপন্যাস জ্ঞান করে। মান্ধাতার সময়হইতে আকবর ও অলমগিরের সময়পর্য্যন্ত তণ্ডুল এমত মহার্ঘ সমুদয় ভারতবর্ষে ব্যাপিয়া কখনই হয় নাই। কেবল অপরিমিত রপ্তানী অন্য দেশে হওয়াতেই, এই ক্লেশ হইয়াছে। এই ক্লেশ রাজপুরুষদের আনুকূল্যব্যতীত কিছুতেই দূরিভূত হইতে পারে না, তাহাতে তাহাদের যে মত অভিরুচি হয় সেইমত করিবেন।

বঙ্গভাষা শিক্ষার উপকার কি?

সংপ্রতি বঙ্গভাষা শিক্ষাতে যে অনেক উপকার লাভ হয় একথা বলা বাহুল্য। কেননা সন্দর্ভসুক্ত বঙ্গভাষা জ্ঞানে অধুনা বিদ্যালাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইতিপূর্ব্বে এই বঙ্গভাষা জঘন্যারূপে পরিগণিতা ছিল। কোন প্রসিদ্ধ জ্ঞানোদ্দীপক পুস্তক অথবা রাজনীতি, দণ্ডনীতি, নীতিগর্ভ গল্পাদি, কিম্বা শিক্ষাকল্পের সুনিয়ম, ইহার কিছুই ছিল না। ভাষা শিক্ষাকল্পে কি প্রকার উৎসাহ দিতে হয় তাহাও কেহ জানিত না। যদি বল, কোন উপায় ছিল না বলে কি, পূর্ব্বে সকলেই মূর্খ ছিল? এ কথার উত্তর দিতে হইল অবশ্যই বলিতে হইবে, ইদানীং যে পরিমাণে লোকে বিদ্বান হইতেছে, পূর্ব্বে এত লোক বিদ্বান হইত না। শিক্ষা করিবার উত্তম উপায়ের অভাবে, আর উপকার লাভের অল্পতাহেতু বিশেষরূপে বঙ্গভাষা শিখিতে কেহই যত্ন করিত না। বস্তুতঃ ভাষার উত্তমরূপে প্রচলন রাজার কর্ত্তব্য, রাজায় যদি প্রজাপুঞ্জের ভাষাগত বিদ্যা বর্দ্ধন না করে, আর যে দেশ অধিকৃত হয় সেই দেশীয় গ্রাম্যভাষাতে রাজকীয় কার্য্য যদি নির্ব্বাহ না হয়, কখনই সে দেশের ভাষা কি ভাষাগত বিদ্যার উন্নতি হয় না। এই বঙ্গদেশ ইতঃপূর্ব্বে ছিল, বঙ্গভাষাও ছিল, কেবল রাজার অমনোযোগে ও রাজনীতি জ্ঞানের অভাবে, বঙ্গদেশীয় ভাষা ও ভাষাগত বিদ্যা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সংপ্রতি স্বনাম প্রসিদ্ধ ইংরাজ অধিকার, সর্ব্বতোভাবে বঙ্গদেশের বিদ্যা ও ভাষা বর্দ্ধনের শুভজনক কাল বলিতে হইবে। বস্তুতঃ প্রজা রঞ্জনই রাজা শব্দের অর্থ। প্রজা রাজাকে বাড়ায়, প্রজা বিনা রাজা শব্দ কখনই শোভা পায় না। রাজার নিয়মানুসারে প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে ক্ষিতি সুবিচারক ধর্ম্মজ্ঞ রাজার অধীনে থাকে, সেই ক্ষিতিকে রাজন্বতী বলা যায়, দুর্বৃত্ত রাজাধিকৃত দেশকে রাজবান বলা যায়। এই বঙ্গদেশ দুরাত্মা যবনাধিকারে রাজবান বলিয়া দুর্নামগ্রস্ত ছিল, সংপ্রতি সেই বঙ্গভূমি রাজন্বতী বলিয়া গৌরববতী হইয়াছেন। যে যবনাধিকারে বঙ্গদেশীয় পুরাবৃত্তাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, যে যবনাধিকারে সংস্কৃত ভাষা উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, যে যবনাধিকারে বঙ্গদেশীয় প্রজা পুঞ্জের তাবৎ সুখ নিঃশেষিত হইয়াছিল, যে যবনাধিকারে বঙ্গদেশীয় ভাষা নাশাগ্রবর্ত্তি প্রাণ প্রায় হইয়াছিল, তত্তাবৎ ইংরাজ অধিকারে পুনরুদ্ধৃত হইতেছে। আর নিত্যং নবং উৎসাহসূচক কীর্ত্তি কলাপে বঙ্গদেশ উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে।

বঙ্গ দেশীয় ভাষায় রাজকার্য্যের প্রচলন করায় বিদ্যাবিষয়ক নানা প্রবন্ধ বিরচিত হইতেছে। যে সকল পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে তদ্দ্বারা বিদ্যালাভের সম্যক্ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ বঙ্গভাষা আমাদের সামাজিকদিগের ভাষা, বিশিষ্টরূপ জানা না থাকিলে অস্মদ্দেশীয় সমাজে অসামাজিকরূপে পরিগণিত হইতে হয়। বিশিষ্টরূপ জানা থাকিলে লোকে সামাজিক বলিয়া গণনা করে। সামাজিকতা গুণে সুসভ্য বলিয়া খ্যাত হওয়া যায়। সুসভ্যতায় মানসম্ভ্রম যশোধনাদি তাবৎই লাভ হইতে পারে। মানসম্ভ্রম যশোধনাদিদ্বারা লোকে ভুবন বিখ্যাত হইতে পারে। ভুবন বিখ্যাত লোক অলোক সম্ভব ভোগ ও বিভবের পতি হয়। ভোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তির তুল্য সুখসাধন আর কেহই করিতে পারে না।

দুঃখ না হউক সুখ হউক, এই প্রকার তাবৎ লোকের ইচ্ছা, দুঃখনিবারণ জন্য লোকে অগণ্য শ্রম স্বীকার করিয়া ধনোপার্জ্জন করে। সেই ধনে যাবজ্জীবন দৈহিক কষ্ট নিবারণপূর্ব্বক সংসারের ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ধনের তুল্য প্রত্যক্ষ সুখদ আর কিছুই নাই। ধনগত সুখই লোকের পরম পদার্থ জ্ঞান হয়। ধনের নিমিত্ত লোকে আত্ম প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে। ধন সর্ব্বসম্পদের আস্পদ, সমুদয় সুখের নিদান। রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদিও ধন মূলক। এই জগতে একান্ততঃ দুঃখের সহিত কেহই প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। সহস্রং দুঃখ থাকিলেও লোকের অন্তরে একটা না একটা সুখ আছেই আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আত্ম সুখের জন্য লোকে ভার বহন ও পুরীষাদিও বহন করে। সংপ্রতি যে স্থলে বঙ্গভাষামাত্র জ্ঞানে অখণ্ড সুখলাভের সম্যক সম্ভাবনা, যে বঙ্গভাষা জ্ঞানে ধনোপার্জ্জনের মূলবদ্ধ করা হয়, যে বঙ্গভাষা শিক্ষায় ধনাগমের ক্ষমতা লাভ হয়, বঙ্গদেশীয় লোকদের তাহার ন্যায় উপকার আর কি আছে।

অপিচ হস্তপাদ মনোবুদ্ধ্যাদি একাদশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট লোককেই মানুষ বলা যায় না। নানা গুণোপেত, নানা বিদ্যায় বিভূষিত লোককেই যথার্থতঃ মানুষ বলা যায়। কিন্তু সহস্র বর্ষ আয়ু হইলেও শিক্ষা করিয়া বিদ্যাসমুদ্রের পার প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। লোকে ঐহিক উপস্থিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য প্রয়োজনানুসারে বিদ্যা অভ্যাস করিয়া থাকে। যে বিদ্যাদ্বারা যাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয় প্রায় সেই বিদ্যাতেই তাহার ব্যুৎপত্তি জন্মে যথার্থতঃ নিয়মানুসারে বিদ্যার পার দর্শন করিয়াছেন এমত লোক দুর্লভ। ফলতঃ স্বং দেশীয় ভাষা জ্ঞানদ্বারা সাধ্যানুসারে মূর্খতারূপ দুর্নাম দূরিত করা উচিত। কিন্তু ইদানীং বঙ্গভাষায় এত অধিক পুস্তক প্রণীত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা মূর্খতারূপ দুর্নাম দূরে থাকুক, যথার্থ বিদ্বান বলিয়া বিপুল খ্যাতি লাভ করা যাইতে পারে। গণিত বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, [illegible]বিদ্যা, নীতিবিদ্যা, শারীরিক অর্থাৎ শরীর রক্ষা বিষয়কী চিকিৎসা বিদ্যা, কাব্য নাটক নাটকাদি বিদ্যা, কবিত্ব বিদ্যা, গদ্য পদ্য লিখন প্রকারকী [illegible] প্রায় তাবৎই বঙ্গভাষায় বিরচিত আর অন্যান্য মহোপকারি ভূচর[illegible] লোহ পারদাদি চেতনাচেতন[illegible] সকল ইংরাজী ভাষাহইতে [illegible] তেছে ও হইয়াছে। [illegible]দিহ, যে গণিত [illegible] মুদি

বিধি নির্ণয় হয়, যে পদার্থ বিদ্যাদ্বারা শব্দ সকলের নিগূঢ়ার্থ জ্ঞান হয়, যে ভূগোল বিদ্যা দ্বারা দিগ দেশের নিশ্চয় করিতে পারা যায়, যে ধর্ম্মবিদ্যাদ্বারা ঐহিক তাবৎ সুখ সম্ভোগ করিয়া পরত্রে স্বর্গীয় সুখ লাভ হয়, যে নীতিবিদ্যাদ্বারা সভ্যতার সোপানাধিরূঢ় হওয়া যায়, যে শারীরিক বিদ্যাদ্বারা নানা রোগোপশম হইয়া স্বাস্থ্য লাভ হয়, এবং যে কাব্য নাটকাদি বিদ্যাদ্বারা গদ্য পদ্য লিখনের পারিপাট্য জন্মে, ঐ সমুদায় পুস্তকই বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়াছে। ওতাবৎ বিশিষ্টরূপ জ্ঞানা থাকিলে অজ্ঞতা দোষ ক্ষালনপূর্ব্বক বিজ্ঞতা গুণ সংস্থাপিত হওনের কোন ব্যাঘাত নাই। অতএব যে বঙ্গভাষা শিক্ষায় দেহ ধারণের সাফল্য ও মূর্খতা নিবারিতা হইল, ও পরত্রেও অক্ষয় স্বর্গ লাভের সম্ভাবনা, তদপেক্ষা মহোপকার বঙ্গদেশীয় লোকেরদের আর কি আছে।

বিশেষতঃ অধীরতা, অনম্রতা, অনভিজ্ঞতা, দুঃশীলতা, ব্যাপকতা, প্রাগল্ভতা, শত্রুতা, অবিবেকতা, এই কএক দোষ মূর্খ লোকের অন্তরকে সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকে। কেননা অধীরতা ও অনম্রতাদি দোষে লোকের কিপর্য্যন্ত হানি জন্মে তাহা বিদ্যা বিনা কিছুতেই জ্ঞাত হওয়া যায় না। ফলভরে তরুগণ যেমত নম্রতা অবলম্বন করে, নবাম্বু পূরিত মেঘ যেমত নম্রতা অবলম্বন করে, বিদ্যাভারে মানুষ তাদৃশ নম্র হয়, আর পুস্তকাদির [illegible] দর্শনদ্বারা, ও নানা বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়নদ্বারা মানুষ অভিজ্ঞ হয়, অর্থাৎ নানা বিষয়ে পারদর্শিতা জন্মে। অবিভিত বিদ্যা [illegible] কেহই অভিজ্ঞ হইতে পারে না। [illegible] বৃক্ষের ফল নহে, বিদ্যার অনাদরে যে অনভিজ্ঞতা জন্মে, ঐ অনভিজ্ঞতা [illegible] দুঃশীলতার ব্যাপকতাদি [illegible] উপস্থিতি হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

পারমার্থিক স্বাধীনতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(ক)। পাপহইতে খ্রীষ্টের [illegible] স্বাধীনতা খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতা, [illegible] প্রধান শৃঙ্খল অতএব পাপের [illegible] মুক্ত হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা।

(খ)। [illegible] বন্ধনহইতে মুক্ত হওয়াও আমারদিগের অত্যাবশ্যক, কেননা ব্যবস্থার পাপের শক্তি[illegible]। যদি ব্যবস্থা না থাকিত তবে পাপও থাকিত না; অতএব ব্যবস্থার করাল [illegible] হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াও আমারদিগের পক্ষে অতি লোভনীয়।

(গ)। পরন্তু মৃত্যুর গ্রাসহইতে মুক্তি পাওয়াও খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতার এক অংশ। পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু সেই বেতনভোগী না হইয়া বরং যেন আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপ বৃত্তি ভোগ করি, এই বিষয়েও যত্নশীল হইতে হয়।

(ক)। যদি প্রকৃত স্বাধীনতা সন্দর্শনে আপন চিত্তের স্ফূর্ত্তি করিতে চাহ, তবে আদি পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ কর। আমারদিগের আদি পিতা আদমকে দেখ। ঈশ্বর তাঁহাকে সরল ও পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন! সুদ্ধ ঈশ্বরের উপর ভারার্পণ করিয়া ঐ আদম আপন কর্ম্ম করিতেছেন; পাপের লেশ মাত্র নাই! [illegible] প্রাণির উপরে তিনি কর্ত্তারূপে নিযুক্ত আছেন! এই পৃথিবীতে আদমের প্রয়োজনীয় তাবৎ ফল ফলিতেছে! বারি প্রবাহ মৃদুস্বরে চলিতেছে! মন্দ২ সমী[illegible]তেছে, কিছুরই অভাব নাই! পিতা [illegible] বড় সুখী! তোমাতে পাপ নাই! [illegible] ত্রি বৃক্ষ নিষেধ, সেইটি ছাড়া সকলই [illegible] সেই বৃক্ষটি সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ, আত্মার ত্রাস হয়

অর্থাৎ "যে প্রকার জ্ঞান আমারদিগের নিকটে আশ্চর্য্য এবং উচ্চতাপ্রযুক্ত আমারদিগের বোধের অগম্য" সেই জ্ঞানের চিহ্ন স্বরূপ সেই বৃক্ষ। সেই জ্ঞান অসীম জ্ঞান, এবং ঈশ্বরই তাহার অধিকরণ, এবং সেই গৌরব ঈশ্বর আর কাহাকেও দিবেন না। পরমেশ্বর দূতগণের ও মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, এতদর্থে মনুষ্যের পক্ষে ভালই বা কি মন্দই বা কি, ইহার বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে তাঁহার হস্তহইতে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি। প্রাগুক্ত সুখময় অবস্থাতে যদি আমারদিগের আদি পিতা থাকিতেন, যদি তিনি নিষিদ্ধ ফল ভোজন না করিতেন, তবে প্রকৃতার্থে স্বাধীন হইয়া এপর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিতেন; ভ্রান্তিজালে কখনই বদ্ধ হইতেন না, ও পাপে মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরত্যাগীও হইতেন না, বরং জ্ঞানশক্তি ও উত্তমতার আকর যে ঈশ্বর তাঁহারই শ্রীমুখের দ্যুতিতে দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের অভীষ্ট করণে স্থির চিত্ত থাকিতেন, তাবৎ চাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের সীমায় যাইতেন না যেপর্য্যন্ত জ্ঞান পরমেশ্বর তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, অধিক লোভ করিতেন না। ঈশ্বরের অবস্থান্তর হয় না, এবং পরিবর্ত্তনের ছায়াও তাঁহাতে পতিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের মন কি চঞ্চল! মনুষ্যের অন্তঃকরণে পাপ প্রবেশ করিয়াছে এবং আমরা এক্ষণে পাপের দাস হইয়া আছি; ব্যর্থ চিন্তা ও উচ্চ মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়া আমরা ফুলিয়া মরিতেছি। আকাশের চাঁদ ধরিবার মানসে আমরা উর্দ্ধে উঠিতেছিলাম, কিন্তু অধঃক্ষিপ্ত হইয়া এক্ষণে হস্ত পদাদি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং আমরা পঙ্গু হইয়া রহিয়াছি। এই কথা কি সত্য নহে? আদমের বৃত্তান্ত মনে কর। দুরাত্মা শয়তান সর্প বেশ ধরিয়া আমারদিগের আদি মাতা হবাকে কহিতেছে, "তোমরা ঈশ্বর তুল্য হইবা, ভালও জানিবা মন্দও জানিবা"। কিন্তু শয়তানের পরামর্শ শুনিয়া ফল খাইলে আমারদিগের আদি পিতা মাতা বন্দির অবস্থাতে পতিত হইলেন, এবং মৃত্যুর বশেও আনীত হইলেন। এই বন্দি অবস্থাতে আদমের তাবৎ বংশ এপর্য্যন্ত ধৃত আছে, এবং দ্বিতীয় আদম (অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট যিনি শয়তান অপেক্ষা শক্তিমান কেননা তিনি স্বর্গহইতে অবতীর্ণ সৈন্যাধ্যক্ষ ঈশ্বর) যতক্ষণ আমাদিগকে স্বাধীন না করেন, ততক্ষণ কেহই স্বাধীন হইতে পারে না, সকলেই পাপের ও শয়তানের দাস হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

ব্রিটিস্ রাজ্যপ্রণালী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজক্ষমতার বিষয়।

ইংলণ্ড দেশের রাজ্য শাসনপ্রণালী মধ্যে ভিন্ন২ প্রকার রাজ্য শাসনপ্রণালির উপকারত্ব গুণ সম্বন্ধ আছে। ইংলণ্ড দেশের রাজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অত্যুচ্চ মহিমান্বিতপদে অভিষিক্ত আছেন; ঐ দেশে রাজবংশ অপরিবর্ত্তনীয়, যে বংশহইতে মহারাজা বা মহারাণী হইতেছেন, সেই বংশ ব্যতিরেকে আর কোন বংশের লোকই রাজকীয় পদ অভিলাষ করিতে পারেন না। রাজমন্ত্রিরা ও পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধ্যক্ষেরা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছেন, এক সম্প্রদায় যাইতেছে আর এক সম্প্রদায় আসিতেছে, কিন্তু রাজার পরিবর্ত্তন নাই। এক জন মহারাজা বা মহারাণী একবার রাজসিংহাসনোপবেশন করিয়া তাঁহার পরমায়ুর শেষপর্য্যন্ত তিনিই রাজা বা রাণী থাকেন; যত দিন তনুত্যাগ না করেন, তত দিন তিনিই রাজত্ব করেন তাঁহার রাজসিংহাসন কেহ তাঁহাহইতে অপহরণ করিতে পারে না। পার্লেমেণ্ট থাকাতে ইংলণ্ড দেশের রাজা বা রাণী প্রজাদিগকে নিষ্পীড়ন করিতে পারেন না, এবং প্রজাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী হইতে পারেন না।

পার্লেমেণ্ট মহাসভাদ্বারা যে রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব হইতেছে ইহাতে কোন ধার্ম্মিক রাজাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন না; ইহার দ্বারা রাজার প্রতাপের হ্রাস হয় না বরং বৃদ্ধিই হয়। যাদৃশ বহু সংখ্যক গো মেষাদির উপরে কর্তৃত্ব করণাপেক্ষা বরং অল্প সংখ্যক মনুষ্যের উপরে প্রভুত্ব শ্রেয়স্কর; যাদৃশ পশুদিগের রাজা অপেক্ষা মনুষ্যদিগের রাজা অধিক প্রতাপান্বিত; তাদৃশ বহু সংখ্যক কৃতদাসাদিগের উপরে কর্তৃত্ব করণাপেক্ষা বরং অল্প সংখ্যক স্বাধীন লোকদের উপরে প্রভুত্ব করা ভাল। যেখানে প্রজারা রাজার কৃতদাস স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যেখানে রাজা স্বেচ্ছাচারী, যেখানে প্রজাদের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, এমন দেশের রাজা হওনাপেক্ষা, স্বাধীন লোকদের রাজা হওয়া ভাল।

যে দেশের রাজা স্বেচ্ছাচারী, এমন দেশে যদি কোন সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক রাজা বহু যত্ন পুরঃসর প্রজাদিগের শিবসাধন জন্য অনেক সোপান করেন, তবে সেই সকল শিবপ্রদ উপায়াদি সুদ্ধ সেই ধার্ম্মিক রাজার জীবদ্দশাতে বলবৎ থাকে; সেই ধার্ম্মিক রাজার লোকান্তর গমনের পরে যদি কোন অধার্ম্মিক রাজা সিংহাসনোপবেশন করেন, তবে তিনি আপনার ইচ্ছানুসারে দেশের অনিষ্ট করিতে পারেন, অধার্ম্মিক স্বেচ্ছাচারী রাজাদের বাধা দেয় এমন কেহই নাই। ইংলণ্ড দেশে যে কোন নিয়ম ব্যবস্থাপিত হয় তাহা পার্লেমেণ্টের অনুমত্যনুসারেই হয়, এবং পার্লেমেণ্টের মত ভিন্ন তাহা অন্তরিত হইতে পারে না; কিন্তু যে দেশে রাজাই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, সে দেশে এক রাজা যাহা করেন তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারিরা অন্যথা করিতে পারেন না, স্বেচ্ছাচারী রাজারা প্রজাদিগের সুখাপেক্ষা করেন না।

রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার নিমিত্তে যদি পার্লেমেণ্ট থাকে তাহা হইলে রাজবিদ্রোহ হইবার অধিক সম্ভাবনা নাই; রাজা প্রজাদিগকে নিষ্পীড়ন করিলে প্রজারা উৎপাত ঘটাইতে পারে। কিন্তু যেখানে পার্লেমেণ্ট আছে সেখানে প্রজাদিগের মত লইয়া সকল কর্ম্ম হয়; সুতরাং প্রজা নিষ্পীড়নেরও অধিক সম্ভাবনা নাই, এবং বিদ্রোহিতারও অধিক কারণ দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত বিষয় নিম্নে গল্পচ্ছলে দর্শিত হইতেছে।

একদা একখানা কাগজের-ঘুড়ী, শূন্য মার্গে অত্যুচ্চে উঠিয়া, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বক বক্তৃতা করিতে লাগিল, "ঐ একত্রীভূত জন সমূহ ওখানে দণ্ডায়মান হইয়া কি করিতেছে? তাহারা আমার প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, আমি অত্যুচ্চ মন্দিরের চূড়ার উর্দ্ধে উঠিয়াছি অত্যুচ্চ প্রাসাদের চতুর্গুণ উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছি, ইহা দেখিয়া ঐ সমাগত লোকেরা বিস্ময়াপন্ন হইতেছে ও আমার সাধুবাদ করিতেছে। যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তবে আকাশের অন্তঃপুরে আরও দূরে উড্ডীয়মান হইতাম; তাহা হইলে ঐ লোকেরা আর আমাকে দেখিতে পাইত না; কিন্তু কি পরিতাপ! এই রজ্জু করণক বদ্ধ হইবাতে আমি যত দূর ইচ্ছা করি তত দূর যাইতে শক্ত হইতেছি না; আমি রজ্জুদ্বারা ভূমিসাৎ হইয়া রহিয়াছি; ক্লেশেতে অভীভূত হইয়া রহিয়াছি; দড়ি গাছাটা না থাকিলেই অত্যুচ্চারোহী গগণ বিহারী পক্ষিদিগের অপেক্ষা আরও উচ্চে উড়িয়া যাইতাম"। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকার সম্পাদক অম্বিকা-কালনায় সম্প্রতি বাস করিতেছেন, ডাক যোগে তথায় পত্র প্রেরণ করিলে তাঁহার নিকট পৌঁছিবে।

[illegible]পুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ ট্রাক্ট সোসাইটির নিমিত্তে) শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।
পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ইহার মাসিক মূল্য (৵) দুই আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (১৲) এক টাকামাত্র।

অরুণোদয়।

…দেখিলে অশ্রুপাত … ইহার … দিবস পরে, জেদের জনক লোক মুখে এই কথা শ্রবণানন্তর, স্বীয় সন্তানকে … করণাশয়ে, স্বয়ং মহম্মদ

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতে যূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয়
নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জলন্তং প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সম…
ভদ্রং করিষ্যথ।

২ খণ্ড … কার্য্যে শরীর ও মনের বিশিষ্টরূপ চালনা হয় সেইরূপ কার্য্য ইউরোপখণ্ডে প্রাপ্ত হইবার কোন ভরসা না দেখিয়া, হেবলক ভারতবর্ষে আগমনের স্থির করত ত্রয়োদশ পদাতিক সৈন্যদলে স্বীয় পদ বিনিময় করিয়া ১৮২৩ খ্রীঃঅব্দে জেনরল কিড্‌নামক অর্ণবযান আরোহণে এ দেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সৈন্য সম্প্রদায় প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিবার সুযোগ অপ্রাপ্তিহেতু এবং তাঁহার স্বভাবতঃ কৌতুকাবিষ্টচিত্ত থাকায় সংসর্গ দোষে বিমিশ্র আমোদ প্রমোদে ও রঙ্গ পরিহাস করিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইতে থাকাপ্রযুক্ত, তিনি বাল্যকালে চারটর হউস বিদ্যালয়ে যে সকল ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াছিলেন তৎসমুদায় জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। তিনি যে অর্ণবপোতে আরোহণ করেন তাহাতে সেই সৈন্যদলের এক জন অল্প বয়স্ক পরম ধার্ম্মিক সেনাপতি ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার সহিত হেবলকের উত্তমরূপ আলাপ হয়, এবং ত্বরায় তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রণয় পাশে বদ্ধ হন। তাঁহারা অবিচ্ছেদে ও অবিরত কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিয়া কাল হরণ করিতেন। তদ্দ্বারা হেবলকের পূর্ব্ব সঞ্চারিত ধর্ম্ম প্রবোধ পুনরায় তেজস্বী হইয়া উঠিল। উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি হেবলককে কার্য্যের দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ের আনুকূল্যকারী হইবার জন্য প্রকাশ্যরূপে অঙ্গী-

তাঁহার জ্ঞানের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল; এবং তৎকালাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত তাঁহার এই স্থির ছিল যে ঈশ্বর ও পরিত্রাণকর্ত্তার প্রতি ন্যা… কার্য্য নির্ব্বাহ করাই সকল কর্ম্মের মূল। … যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, তিনি এদেশে রাজকার্য্যে পারগ হইবার নিমিত্ত লণ্ডন নগরে পারস্য ও হিন্দিভাষা অধ্যয়ন এবং পূর্ব্বদেশীয় ভাষাজ্ঞ সুবিখ্যাত বিচক্ষণ পণ্ডিত ডাক্তর গিলখ্রীষ্টের অধ্যাপনা অবধান করিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাহায় তিনি কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমাগত একাদশ মাহ আপন সৈন্যদলের সহিত ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তিনি আপন সৈন্যদের হিতার্থে স্বীয় সংকল্পিত কার্য্য করিতে অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করেন, এবং যত দিনপর্য্যন্ত ঐ সম্পর্কে ছিলেন তত দিবস অবিচলিত ঔৎসুক্যের সহিত ঐরূপ উপদেশ দিতে এক দিনও ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার কলিকাতায় পঁহুছিবার পরে, শীঘ্র তিনি ধর্ম্মোপদেশক টমাসন, ডেনিএল কেরি, যিনি পরে মেডরাসের বিশপ হইয়াছিলেন, এবং ডাক্তর কেরি ও ডাক্তর মার্শমন মহোদয়গণের নিকট পরিচিত হইয়া তাঁহাদের সংসর্গ লাভের জন্য যথোচিত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন। এবং তাঁহারাও রণবিদ্যায় সুপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ঐ যুবা যোদ্ধার সহিত কথোপকথন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইতেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাহায় ব্রহ্ম

… প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই। ঐ সময়ে হেবলক এ… অধীন সেনাপতি হইয়াও এরূপ যুদ্ধ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইয়া রেঙ্গুণ নগরে পুনরায় প্রেরিত …নক এই যাত্রায় তিনি উক্ত নগরের …খ্যক সেনা… করেন। কিন্তু ভয়া… অত্যল্পাংশ নিতান্ত …বায় বহু সং…বিত থাকে। কখনই হেবলকের … বৈলক্ষণ্য হয় নাই, কেবল এইবার … যকৃৎরোগে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ হওত কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে বাধিত হইয়াছিলেন; এবং তৎপরে জলপথে বায়ু সেবনার্থে বোম্বাই প্রদেশে গমন করেন। বায়ু পরিবর্ত্তনদ্বারা তিনি পুনঃ সবল হইয়া ত্বরায় সমর ভূমিতে গমন করত দেখিলেন যে সৈন্যদল প্রোম নগরে ছাউনি করিয়াছে। তথায় … আর অবস্থিতি না করিয়া একবারে সসৈন্যে রেঙ্গুণ নগরাভিমুখে অগ্রসর হওত নেপাডি, পেটা… ঘানমিও স্থানত্রয়ে … ন্যায় যুদ্ধ করেন। … প্রারম্ভে, স্যর আরচিব… বা নগরের নিকট থাক… শের সম্রাট সন্ধি ক… এনডাবু নগরে রা… পত্র স্বাক্ষরিত হয়, … রাজসম্মতি পাইবা… আর দুই জন কর্ম্মা… হইয়াছিল। হেবল…

…প্রেরণ করি, আপনি
…সাধনানন্তর স্বীয় সুবিখ্যাত
…ন আমার মনের অন্ধকার
…রিবেন। উক্ত পদ্যচ্ছন্দের
…করিলে পাপির পাপ
…দেখিতে পাইবেন।
অসার সংসারে সার,
…হন যিনি।
উদ্ধারিতে পাপিগণে,
…আপনি॥
…মনে জ্ঞানে করি ঐক্য,
…তিমান।
মজো না সুখ সম্প…
…বে ত্রাণ॥
…ীক্ষ হবে জ্ঞান
…পু হবে ছেদ।

— মহারাজাধিরাজ তিলোকচন্দ্র বাহাদুরের কন্যা, মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের ভগিনী, মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুর

— …দেশহইতে বোম্বাই নগরে জনৈক মান্দ্রাজী আসিয়াছে তাহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সে ব্যক্তি একেবারে চারি পাঁচ কর্ম্ম করিতে পারে। তিনি এককালে শতরঞ্চ খেলিতে পারেন, অঙ্ক কসি-

অ ন্যায় অযুক্তি …
যীশু প্রেমে হবে
না করিয়ে সার তত্ত্ব,
উন্মত্ত প্রায় সব
…য় হবে এই দেহ,
ভাবে না মূঢ়

#89 to Last FOLIOS ARE TOO MUCH BRITTLE, FILMING IS NOT …